মাতা-পিতা ও সন্তানের অধিকার

আল্লামা ইউসুফ ইসলাহী

"হাদীসে বলা হয়েছে, যে মাতা-পিতার সাথে উত্তম আচরণ করবে তার সন্তানেরাও অনুরূপই করবে।" জাগতিক জীবনে এ এক বাস্তব নিদর্শন আর যে এর ব্যতিক্রম করবে তার জীবনে অশান্তি বিরাজ করবেই। কেননা এটা মারাত্মক পরিণতিরই ফলশ্রুতি।" (সম্পাদক)

মাতা-পিতা ও সন্তানের অধিকার

(حسن معاشرت - অবলম্বনে অনুবাদ)

[প্রত্যেক পরিবারের অপরিহার্য সংবিধান]

মূল

আল্লামা মোহাম্মদ ইউসুফ ইসলাহী

(ভারতীয় উর্দুভাষী সাংবাদিক, সাহিত্যিক ও বহু ধর্মীয় গ্রন্থ প্রণেতা)

অনুবাদ

মাওলানা মোহাম্মদ আবদুল কাইয়ূম

প্রাক্তন অনুবাদক বাংলাদেশ-লিবিয়া ভ্রাতৃসমিতি

(ইংরেজী, উর্দু, আরবী ভাষায় পারদর্শী এবং বহু ইসলামী গ্রন্থের অনুবাদক)

সম্পাদনা

মোহাম্মদ শামসুজজামান

(নির্বাহী সম্পাদক : সওতুল মদীনা, প্রতিষ্ঠাতা ও

প্রকাশনা পরিচালক : মুন্‌শী মোহাম্মদ মেহেরুল্লাহ রিসার্চ একাডেমী)

পরিবেশনা

তাক্বিয়া বুক ডিপো

পাঠক বন্ধু মার্কেট

৫০, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

মোবা: ০১৭৯১৭৪৮৮৬৬

www.nagorikpathagar.org

মাতা-পিতা ও সন্তানের অধিকার

আল্লামা মোহাম্মদ ইউসুফ ইসলাহী

প্রকাশক
মোহাম্মদ আনোয়ার হোসেন খান
কাজিয়াতল, মুরাদনগর, কুমিল্লা
মোবাঃ ০১৯২৪-৭৩৩৮১৫

প্রকাশকাল
প্রথম প্রকাশ ডিসেম্বর-২০১২ ইং
চতুর্থ প্রকাশ সংশোধিত পুনঃ মুদ্রণ, অক্টোবর-২০১৮ ইং

বর্ণবিন্যাস
হেজাজ কম্পিউটার
মাতুয়াইল, যাত্রাবাড়ী
ঢাকা-১৩৬২

মুদ্রণে ঃ আল-আকাবা পিন্টার্স
৩৬, শিরিশদাস লেন
ঢাকা-১১০০

ISBN : 978-984-9110-20-1

মূল্য : ২০০.০০ টাকা মাত্র

www.nagorikpathagar.org

লেখকের কথা

মাতা-পিতার ক্ষেত্রে সন্তান জন্মে ও প্রতিপালন এ বলে শোকরিয়া আদায় করা উচিত যে, মহান আল্লাহ্ তাদেরকে বান্দার হক পালনের মত সৌভাগ্য দান করে এ সুযোগ প্রদান করেছেন যে, তারা তাদের পরবর্তী জীবনে দ্বীন ও দুনিয়ায় প্রতিনিধি রেখে যেতে পারছেন। অতএব কোন মাতা-পিতার পক্ষেই সন্তান-সন্ততি জন্ম গ্রহণে দুঃখিত হওয়া বা সন্তানের আগমনে একটি বিপদ বা বোঝা ধারণা করা কখনো উচিত নয়। আর সন্তানের প্রতিও উপদেশ তারা প্রতি পদে-পদেই মাতা-পিতার সাথে সদা-সর্বদা উত্তম সদ্ব্যবহার ও খিদমত করে জীবন অতিবাহিত করবে। এর ব্যতিক্রম যেন কারো জীবনে না ঘটে এটাই হওয়া উচিত। এ বিষয়ে আলোচ্য গ্রন্থে মাতা-পিতা ও সন্তান-সন্ততির ক্ষেত্রে সেসব দিকই আলোচিত হয়েছে। মাতা-পিতা সন্তান প্রতিপালনে লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য এটাই হওয়া উচিত যে, তাদের জীবন থেকে পরিপূর্ণ উপকার লাভ করে সত্যিকার সফল জীবন যাপন করা নিঃসন্দেহে মাতা-পিতার একটি মৌলিক অধিকার। কিন্তু তারা তাদের সে অধিকার তখনই লাভ করতে সক্ষম হবে যদি তারা নিজ আচার-আচরণ সম্পর্কে জ্ঞাত থাকেন। অর্থাৎ তাদের জীবন পদ্ধতির কর্মধারার মাধ্যমেই তা সন্তানের ক্ষেত্রে প্রতিফলিত হবে। যা আমরা এ গ্রন্থে সেসব বিষয়ই স্থানে স্থানে তুলে ধরেছি–যেমন শিষ্টাচার ও সুষ্ঠু আচার-আচরণ, মাহাত্ম্য ও ভদ্রতা, পরিচ্ছন্নতা ও পবিত্রতা, সৎ বিবেচনা ও উত্তম নির্বাচন, সুবিন্যাস্ত শৃঙ্খলা, অনুভূতির মাধুর্যতা ও রুচির সৌন্দর্যপ্রিয়তা, উচ্চাকাংখা ও ভদ্র স্বভাব, সহানুভূতি, কল্যাণ কামনা, নম্র স্বভাব ও সুমধুর আচরণ, শিষ্টতা, বিনয়, আত্মত্যাগ, আত্মোৎসর্গ, নিস্বার্থপরতা ও অকপটতা, ধৈর্য ও সাহসিকতা, কর্তব্য নিষ্ঠা ও প্রস্তুতি, আল্লাহ্ভীতি ও পরহেযগারী, আল্লাহ্র উপর নির্ভরশীলতা, নির্ভীক পদক্ষেপ এগুলো মুসলিম জীবনের সে চিত্তাকর্ষক চিত্র যার মাধ্যমে সন্তান-সন্ততি সুসংগঠিত ও সুসজ্জিত হয় এবং জীবনে সে অসাধারণ মোহ ও আকর্ষণ সৃষ্টি করে। শুধু মুসলিম

www.nagorikpathagar.org

জাতিই নয় বরং ইসলামের সাথে বিরাজ করে সম্পর্কহীন মানুষও মনের অজান্তে এর দিকে আকৃষ্ট হতে শুরু করেছে আর সাধারণ বোধশক্তিতেও এটা চিন্তা করতে বাধ্য হয় যে, মানবতা লালনকারী ইসলামী জীবনকে ঔজ্জ্বল্যদান করতে, সুসজ্জিত করতে এবং অসাধারণ আর্কষণে সুসজ্জিত করার জন্য এ অমূল্য নিয়ম-কানুন ও আদব-কায়দা দান নিঃসন্দেহে আলোর ন্যায় সকল মানুষের সাধারণ উত্তাধিকার আর নিঃসন্দেহে যোগ্যতা রাখে যে সমগ্র মানবজাতি একে গ্রহণ করে এর ভিত্তিতে নিজের ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনের সফল ভিত্তি স্থাপন করতে পারে। যেন তাদের পার্থিব জীবন সুখ-শান্তির নীড় রূপে গঠিত হয়। আর দুনিয়ার পরের জীবনেও সেসব বস্তু অর্জিত হয় যা এক সফল ও কামিয়াব জীবনের জন্য প্রয়োজন।

আলোচ্য গ্রন্থটি মুসলিম পরিবারের জন্য কুরআন-হাদীস পূর্ববর্তী বুযুর্গানে দীনের জীবন্ত কর্মপদ্ধতি ও শিশু বিশেষজ্ঞদের সুচিন্তিত কর্মধারা ও নির্দেশিকা আলোকবর্তিকা রূপে দৃষ্টান্ত পেশ করা হয়েছে। তাই গ্রন্থের বিষয়বস্তুসমূহ প্রত্যেকের জন্যই আল্লাহ্‌র এক অপার অনুগ্রহ ও দয়ার আশানুরূপ উপাদান বলেই বিবেচিত হবে এতে দ্বিমতের অবকাশ নেই। তাই এ মহামূল্যবান তথ্য সমৃদ্ধ গ্রন্থ থেকে প্রত্যেকেই নিজেদের জীবনেও এর মাধ্যমে সুশোভিত ও সুসজ্জিত করবেন। বিশেষ করে প্রত্যেক মাতা-পিতা নিজেদের সন্তান-সন্ততির বেলায় চরিত্র, অভ্যাস এবং আচার-আচরণে প্রতিফলনের চেষ্টা করবেন। এতেই আশা করা যায় এসব পদ্ধতি অবলম্বনেই এর দ্বারা জাগতিক জীবনে সন্তানের ক্ষেত্রে মান-সম্মান, ভালবাসা ও শ্রদ্ধার পাত্র হিসেবে মাতা-পিতা পরিগণিত হবেন এবং সন্তানেরাও অশেষ কল্যাণ লাভে সক্ষম হবে আর পরকালেও সওয়াব ও পুরস্কার লাভে উভয় পক্ষই ধন্য হবে।

পরিশেষে মহান আল্লাহ্‌র কাছে বিনীত আবেদন তিনি যেন আমার এ প্রচেষ্টা কবুল করে সকল মুসলমানকে গ্রন্থে বর্ণিত বিষয়ের প্রতি আকর্ষণ সৃষ্টি করে দেন আর সন্তান-সন্ততিরাও এ থেকে শিক্ষা গ্রহণে ধন্য হয়ে সফলতা লাভে সক্ষম হয় এবং এর দ্বারা যেন আমাদের মাগফিরাতের উসিলা হয়।

রামপুর, ভারত–১৯৬৫ ইং **–মুহাম্মদ ইউসুফ ইসলাহী**

www.nagorikpathagar.org

তথ্যসূত্র

আলোচ্য গ্রন্থ প্রণয়নে যেসব গ্রন্থের সাহায্য নেয়া হয়েছে।

১। সহীহ বুখারী
২। আবু দাউদ
৩। তিরমিযী
৪। নাসাঈ
৫। মিশকাত
৬। কানযুল উম্মাল
৭। তিবরানী
৮। আল মুয়াজ্জামুস সাগীর লিত তিবরানী
৯। তারগীব ও তারহীব
১০। উসুদুল গাবাহ
১১। জামে তিরমিযী
১২। তোহফাতুল ওয়াদুদ–আল্লামা কাইয়ূম (রহ)
১৩। সহীহ মুসলিম
১৫। ইবনে মাযা
১৬। ইবনে হাব্বান
১৭। আদাবুল মুফরুজ
১৮। আহমদ
১৯। তবাকাতে ইবনে সাদ
২০। আদাবুল মুফরাদ
২১। জামরুল ফাওয়ায়েদ
২২। সিরাতুন্নবী
২৩। স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা বিষয়ক গবেষণার নিবন্ধ
২৪। বিভিন্ন উর্দু পত্রিকার নিবন্ধ
২৫। কুরআনুল কারীম

www.nagorikpathagar.org

সম্পাদকের কথা

বিসমিল্লাহির রাহমানীর রাহীম!

উর্দু সাহিত্যে ও সাংবাদিকতায় ভারতীয় নাগরিক আল্লামা মোহাম্মদ ইউসুফ ইসলাহী এক স্বনামধন্য ব্যক্তিত্ব। তাছাড়া সমাজ সংস্কারক ও চিন্তাবিদ, দার্শনিক হিসেবেও অত্যন্ত সুপরিচিত। স্বচ্ছ চিন্তা-চেতনাসম্পন্ন ব্যক্তি হিসেবে তিনি বেশ কয়েকটি গ্রন্থও রচনা করেছেন যা সামাজিক ও ধর্মীয় জীবন সংস্কারে গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা রেখেছে। সেগুলো যেমন উর্দু সাহিত্যে জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে, তেমনি বাংলা অনুবাদ সাহিত্যেও অবদান রেখেছে। আলোচ্য **"হুসনে মোয়াশিরাত"** বা **"মাতা-পিতা ও সন্তানের অধিকার"** নামক গ্রন্থটি সে প্রচেষ্টারই ফলশ্রুতি। এ গ্রন্থের মাধ্যমে সামাজিক ও ধর্মীয় জীবনে লেখকের চিন্তা-চেতনা যে কত স্বচ্ছ ও সুদূরপ্রসারী তা সহজেই অনুমান করা যেতে পারে। মহান আল্লাহ্ তাঁর এ বান্দার কর্মপ্রচেষ্টার মাধ্যমে ইহ-পরকালে সফলতা প্রদান করুন। এ অনুবাদ প্রকাশনার শেষ মুহূর্তে আমাদের তরফ থেকে এ আবেদনই জানান যাচ্ছে।

এ গ্রন্থে লেখক পারিবারিক জীবন ব্যবস্থায় সন্তান-সন্ততি লালন-পালনে যেসব সুচিন্তিত উত্তম দিক নির্দেশনা প্রদান করেছেন সে লক্ষ্যে মাতা-পিতা ও অভিভাবকদের ক্ষেত্রবিশেষে উপদেশ প্রদানও সেগুলো পালনে অবশ্যই সচেষ্ট থাকতে বলেছেন। কিছু এ গ্রন্থের সম্পাদকের ধারণায় সেসব বৈশিষ্ট্য-গুলোর মধ্যে সন্তান-সন্ততি সম্পর্কীয় ধ্যান-ধারণা যা শিশু জন্মের পর থেকে শিক্ষা-দীক্ষা শিশুর পরবর্তী জীবনের প্রতিটি পর্বে বিভিন্ন শিক্ষা পদ্ধতির প্রয়োজন বলে বিবেচিত হয়। কিশোর জীবনের শিক্ষা পরবর্তীতে শিশুর জন্য অত্যন্ত সহায়ক হয়। শিশু জীবনের চেয়ে জটিল সময় যেমন বয়ঃবৃদ্ধির কালগুলো। তখন এসব জটিল পরিস্থিতিতেও মাতা-পিতাকে প্রয়োগ উপযোগী কুরআন-হাদীস, মনোবিজ্ঞান, সমাজ বিজ্ঞান, চিকিৎসা, ইতিহাস ইত্যাদি বিষয়ক কিছু শিক্ষা পদ্ধতির দিক তাদেরও জানা থাকা প্রয়োজন। তাতে সন্তান মানুষকরণে বহুমুখী ভূমিকা রাখা যায়।

www.nagorikpathagar.org

শিশুতে বীজেরই মত জন্ম থেকে ভাবী মানুষের সমস্ত গুণই বিরাজ করে। সমাজই হচ্ছে সে উর্বর জমি যেখানে এ বীজ অঙ্কুরিত হয়ে উদ্ভিদে পরিণত হয়। মন্দ লোকের সন্তান মন্দই হয়। এ চিন্তাধারা কোনক্রমেই সঠিক নয়। কেননা শিশু হচ্ছে সে উর্বর জমি যেখানে সমাজ মানবীয় গুণাবলীর বীজ বপন করে। আমাদের মধ্যে প্রকৃত মানবিক যা কিছু আছে তা আপনা থেকে আসেনা, আয়ত্ব করতে হয়। অত্যধিক নমনীয়তা শেখার ক্ষমতা নতুন বিষয় আয়ত্বের প্রায় অপরিসীম সম্ভাবনা–এগুলোই মানব মস্তিষ্কের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য। কিন্তু জীব-জন্তুরা এ থেকে বঞ্চিত থাকে। এসব ক্ষেত্রে আমার গবেষণালব্ধ তিনটি পদ্ধতি অবশ্যই বিদ্যমান থাকা আবশ্যক। যেমন শিশু ব্যক্তিত্বের প্রতি শ্রদ্ধা ও সহানুভূতি, মাতা-পিতার যুক্তিসংগত স্নেহ-ভালবাসা আর তাদের সর্বাবস্থায় সতর্ক থাকা, শিশুর প্রতি ভালবাসা, স্নেহ-মায়ামমতা প্রদর্শন এবং কঠোরতা বা উদাসীনতা উভয়ক্ষেত্রেই চরমাবস্থা ক্ষতিকর। তবে মুসলিম পরিবারের ক্ষেত্রে সন্তান-সন্ততি গঠনে প্রাথমিক অবস্থা থেকে ইসলামী শিক্ষায় গুরুত্ব আরোপ করা এবং তারা কিভাবে আদর্শ জীবন-যাপন করে সুখী-সমৃদ্ধশালী জীবন গঠন করবে এরও কৈশোর থেকে প্রয়োজনীয় দিক-নির্দেশনায় সন্তান পালনের এক অনুন্য বৈশিষ্ট্য। কিন্তু এর মধ্যে ধর্মীয় শিক্ষাকে প্রাধান্য দেয়া উচিত। কেননা শিশু জীবনে ধর্মীয় প্রভাব পরবর্তী জীবনে ব্যাপক অবদান রাখতে সক্ষম হয়। আর সন্তান-সন্ততিকে প্রকৃত মানুষকরণে প্রধান ভূমিকা হচ্ছে মাতা-পিতার যা শুধু জাগতিক সাফল্য লাভেই নয় এখানে ধর্মীয় ভাবধারারও প্রয়োজন, যা পারলৌকিক জীবনেও সুফল বয়ে আনবে। এ বিষয়টা প্রাধান্য না দিয়ে শুধুমাত্র জাগতিক দিক নিয়েই যারা ব্যস্ত থাকে তারাই সন্তানের পরকালীন জীবনকে বরবাদ করে দেয়। এজন্য তাদের কল্যাণ সাধনে এসব কাজ সুচারুরূপে সমাধান মাতা-পিতা ছাড়া অন্য কারো দ্বারা পরিপূর্ণরূপে সমাধা হয় না তাই এ বিষয়ে সচেতন থাকতে হয়। কিছু এ দৃষ্টিভঙ্গীতে যদি প্রত্যেক মাতা-পিতাই সন্তান-সন্ততি লালন-পালন করেন আর কোন অবস্থায়ই এক তরফা মনোভাব পোষণ না করে পরিচালিত করেন তাহলে আশা

www.nagorikpathagar.org

করা যায় সন্তান-সন্ততিকে অনেকাংশেই বিপথগামী থেকে রক্ষা করা যাবে এবং ইহ্-পারলৌকিক জীবনের সফলতা অর্জন করবে। আমরা অনৈসলামিক শিক্ষার কুফল থেকে এ বিষয়টা উপলব্ধি করেছি। বর্তমান সামাজিক জীবনে সন্তান-সন্ততির যেসব অবক্ষয় এর মূলে তাদের প্রাথমিক অবস্থায় মাতা-পিতা অবহেলা আর জাগতিক উন্নতির লালসাই এর একমাত্র কারণ। এটা সন্তানের জীবনে অত্যন্ত বিপদজনক দিক। যদিও সন্তান-সন্ততি প্রতিপালন এক দূরূহ ব্যাপার। অনুবাদ গ্রন্থটি শুধু মামুলী সম্পাদনায়ই সীমাবদ্ধ রাখিনি অত্যন্ত আন্তরিকতাসহ স্থানে স্থানে নিজ অভিজ্ঞতালব্ধ প্রত্যক্ষ ঘটনা এবং মতামতও ব্যক্ত করেছি। এতে আশা করা যায় গ্রন্থের বৈশিষ্ট্য ক্ষুণ্ন হয়নি বরং বৃদ্ধিই পেয়েছে। চলমান পরিস্থিতিতে আমার জীবনে যে সব বিচিত্র অভিজ্ঞতা অর্জিত হয়েছে এমন সব আরো অনেক উপাদানই সংযোজন করার ইচ্ছা ছিল কিন্তু ভাগ্যের এমনই নির্মম পরিহাস যে, এ সময় নানান কারণে মানসিক অশান্তিতে জর্জরিত থাকায় একান্ত ইচ্ছা থাকা সত্বেও তা আর সম্ভব হলনা। যাই হোক গ্রন্থটি সামাজিক অবক্ষয়ের যুগে প্রত্যেক মুসলিম পরিবারের সকলের জন্যই পারিবারিক সংবিধান হিসেবে প্রযোজ্য হবে। আর সন্তান-সন্ততির কারণে সৃষ্ট অশান্তি দূরীকরণে সহায়ক হবে।

গ্রন্থটি লেখক যেসব উপাদানে সমৃদ্ধ করেছেন তাতেই মাইল-ফলক হিসেবে চিহ্নিত এবং বর্তমান যুগে সন্তান-সন্ততির যে ভয়াবহ বিপর্যয় দেখা দিয়েছে তখন প্রকাশনা জগতে উদীয়মান প্রতিভা আনোয়ার বুক ডিপোর স্বত্বাধিকারী মোহাম্মদ আনোয়ার হোসেন গ্রন্থটি প্রকাশ করে সামাজিক ক্ষেত্রে যে অবদান রেখেছেন এজন্য ইহ-পরকালে মহান আল্লাহ্ তায়ালা তাঁকেসহ তাঁর মাতা-পিতাকেও উত্তম প্রতিদান প্রদান করুন এবং এর সাথে যাঁরা সংশ্লিষ্ট রয়েছেন তাঁদেরও। এ আশাবাদই এ মুহূর্তে কামনা করা যাচ্ছে। মহান আল্লাহ্ তায়ালা আমাদের সকলের এ মহতী প্রচেষ্টাকে কবুল করুন।

বাংলাবাজার, ঢাকা
৫.১১.২০১২ ইং

—মোহাম্মদ শামসুজজামান

www.nagorikpathagar.org

সূচীপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা
সূচনা পর্ব	১৭
প্রারম্ভিক আলোচনা	১৭
মুসলিম পরিবারে পিতার ভূমিকা	১৭
মুসলিম পরিবারে মায়ের ভূমিকা	১৯
মাতা-পিতার সাথে সু-আচরণ করা	২২
মাতা-পিতা মুশরিক হলেও সু-আচরণ করা	২৪
মাতা-পিতার আনুগত্য করা ওয়াযিব	২৬
পুত্রের উপার্জন পিতার জন্যই	২৭
মাতা-পিতার প্রতিদান দেয়া	২৭
মাতা-পিতার সাথে সু-আচরণে গুরুত্ব	২৮
একটি উত্তম খিদমত	২৯
সীমাহীন নিয়ামত	৩১
যে কাজে কল্যাণ লাভ হয়	৩১
জান্নাত প্রাপ্তিতে করণীয়	৩২
দোয়া কবুলের উত্তম পন্থা	৩৫
মাতা-পিতার সেবাতে আয়ু ও জীবিকা বৃদ্ধি	৩৭
মাতা-পিতার দোয়া করা সন্তানের প্রতি ওয়াযিব	৩৭
যে মাতা-পিতার সেবা করবে, তার সন্তানেরাও এর অনুরূপই সেবা করে	৩৮
মাতা-পিতার ব্যয় বহন করার গুরুত্ব	৩৮
মাতা-পিতার জন্য হাত প্রসারিত করা	৩৯
মাতা-পিতার সাক্ষাতে অনুমতি চাওয়া	৩৯
মাতা-পিতার অভ্যর্থনার্থে দাঁড়ানো	৪০
মাতা-পিতার মৃত্যুর পর করণীয় কাজ	৪০
মাতা-পিতার পক্ষ থেকে হজ্ব করা	৪১
মাতা-পিতার বন্ধুবর্গের সাথে সুসম্পর্ক রাখা	৪২
মাতা-পিতার অবাধ্যতা এক ঘৃণিত কাজ	৪৩

www.nagorikpathagar.org

বিষয় পৃষ্ঠা

মাতা-পিতার অবাধ্যকারীর সম্পর্কে হুসিয়ারী---------- ৪৫
মাতা-পিতাকে গালিগালাজ করা কবীরা গুনাহ ---------- ৪৬
মাতা-পিতাকে সু-উপদেশ প্রধানে কল্যাণ ---------- ৪৭
মাতা-পিতার সাথে উত্তম আচরণের ফল---------- ৪৯
মাতা-পিতা ও সন্তানের অধিকার ---------- ৫১
আল্লাহ্‌র পর সর্বপ্রথম যাদের হক---------- ৫১
সর্বাধিক উত্তম ব্যবহার পাওয়ার উপযোগী যাঁরা?----------৫৭
হযরত আবুদ দারদা (রা)-এর পরামর্শ ---------- ৬০
মাতা-পিতার সাথে সুন্দর আচার-ব্যবহার ---------- ৬১
মাতা-পিতার প্রতি সম্মান ---------- ৬১
হযরত আবু হোরায়রা (রা)-এর উপদেশ---------- ৬২
কোমল স্বরে আলাপ-আলোচনার প্রতিদান----------৬২
মাতা-পিতার সন্তুষ্টি অর্জন ---------- ৬৩
জান্নাতে প্রবেশের উসিলা----------৬৩
আবু হোরায়রা (রা) মাতৃভক্তি ---------- ৬৫
মাতা-পিতার আনুগত্যের চূড়ান্ত পর্যায়---------- ৬৫
মাতা-পিতার ইনতিকালে সন্তানের করণীয় ---------- ৬৮
মাতা-পিতার জন্য দোয়া করার প্রতিদান ---------- ৭৩
মাতা-পিতার প্রতি ভালবাসার দৃষ্টি---------- ৭৩
মাতা-পিতার প্রতি অর্থনৈতিক সাহায্য---------- ৭৪
পুত্রের সম্পদ ও পিতার অধিকার ---------- ৭৫
মাতা-পিতার ঋণ সংক্রান্ত চিন্তা-ভাবনা---------- ৭৫
মাতা-পিতার খিদমতের সাফল্য ---------- ৭৬
মায়ের অধিকার পিতার থেকে অধিক---------- ৭৭
মাতা-পিতার আনুগত্যের অস্বীকৃতি ----------৮০
মায়ের সার্বিক কল্যাণের প্রতি লক্ষ্য রাখা ----------৮৪
মায়ের আদেশ পালন----------৮৫
মাগফিরাত লাভের আমল----------৮৫
সন্তানের জন্য অত্যধিক মর্যাদাপূর্ণ আমল---------- ৮৬

www.nagorikpathagar.org

বিষয় পৃষ্ঠা
দুধ মায়ের সাথে আচরণ ও মূল্যায়ন----------৮৭
অমুসলিম মাতা-পিতার সাথে করণীয় ---------- ৮৮
হযরত সাদ (রা)-এর কাফের মা ----------৮৯
মুশরিক মা সম্পর্কে বিধান---------- ৯০
ইসলাম অস্বীকারকারী মায়ের সন্তান ----------৯১
মাতা-পিতার অবাধ্যতা মারাত্মক পাপ ---------- ৯৩
মাতা-পিতাকে গালিগালাজ করা---------- ১০৪
মাতা-পিতার প্রতিদান সন্তানের ভুলা উচিত নয়---------- ১০৫
অবাধ্যতার শাস্তি দুনিয়াতেও হয় ---------- ১০৬
নাফরমানের নেক কাজ নিষ্ফল---------- ১০৭
মায়ের সাথে অশুভ আচার-আচরণ---------- ১০৭
মায়ের বদ্‌দোয়া ----------১১০
মায়ের বদদোয়া সম্পর্কে একটি দৃষ্টান্ত ----------১১১
মায়ের নাফরমানীর পরিণতি ----------১১২
পিতার পরিচয়ে প্রতারণা ----------১১৩
সন্তান লাভের কামনা ----------১১৪
মুসলিম মহিলাদের বৈশিষ্ট্য ---------- ১১৫
মায়ের আশা-আকাঙ্ক্ষা ---------- ১১৭
সন্তান সম্পর্কে অভিযোগ ----------১১৭
সন্তানের অধিকার সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা----------১১৮
সন্তানের অধিকারসমূহ----------১১৯
সন্তানের মূল্যায়ন ---------- ১২০
জান্নাতে বিশেষ মর্যাদা ----------১২১
সন্তান সাদকায়ে জারীয়াহ স্বরূপ ---------- ১২২
সন্তান হত্যা জঘন্যতম পাপ---------- ১২৩
সন্তান হত্যার কারণ ---------- ১২৪
মেয়েদেরকে জীবন্ত কবর থেকে বাঁচানোর চেষ্টা---------- ১২৭
এক হৃদয়বিদারক দৃষ্টান্ত ঃ জীবন্ত কবর ---------- ১২৮
কন্যা সন্তানের জন্ম ---------- ১৩৩

www.nagorikpathagar.org

বিষয়	পৃষ্ঠা
কন্যা জন্ম সৌভাগ্যের কারণ	১৩৫
মাতা-পিতার প্রতি আল্লাহ্‌র ইহ্‌সান	১৩৮
সন্তানের প্রাথমিক শিক্ষা ও মায়ের ভূমিকা	১৩৯
মায়ের কর্তব্য ও করণীয়	১৪১
শিশুর সর্বপ্রথম ইসলামী শিক্ষা	১৪৪
সন্তান পালন-পালন ঃ মায়ের দৃষ্টিভঙ্গি	১৪৮
সন্তান লালন-পালনের অর্থ–দুটি দায়িত্ব	১৫২
শিশু প্রতিপালনে মায়ের ভূমিকাই প্রকৃত কৃতিত্ব	১৫৩
সন্তান-সন্ততি পালনে সতর্কতা	১৫৫
সন্তানের রক্ষণা-বেক্ষণে মহিলাদের দ্বিতীয় বিবাহ না করা	১৫৬
মহিলা সাহাবীদের সন্তান লালন-পালন	১৫৭
সন্তানের দায়িত্ব পালনকারিনী একজন মা	১৫৮
মায়ের দুধের ইসলামী দৃষ্টিকোণ	১৬০
মায়ের দুধের শরীয়তী ও নৈতিক গুরুত্ব	১৬২
মায়ের দুধ ঃ কুরআন ও বিজ্ঞান	১৬৫
দুধপান সম্পর্কিত কয়েকটি মাসআলা	১৬৯
চিকিৎসা ও মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ	১৭০
আধুনিক গবেষণা ও ফলাফল	১৭১
সন্তান প্রতিপালনের ব্যয় বহন	১৭২
ব্যয়ভার বহন এক দীনি দায়িত্ব	১৭৩
সন্তান ভূমিষ্ট ও উত্তম আদর্শ	১৭৪
সন্তান-সন্ততি জন্ম ও করণীয় সন্তানের আকীকা	১৭৪
সন্তানের খাতনা	১৭৫
দুধমাতার দুধের বিনিময়	১৭৭
সন্তানের প্রাথমিক খরচ	১৭৯
সন্তানেরব্যয় ভারবহনে অবহেলা	২৮০
যে ব্যয়ের সওয়াব অত্যধিক	১৮১
যে পিতার চেহারা আলোকোজ্জ্বল হবে	১৮২
সন্তানের জন্য খরচকারিণী মায়ের প্রতিদান	১৮৩

www.nagorikpathagar.org

বিষয়	পৃষ্ঠা
কন্যা প্রতিপালনের সৌভাগ্য	১৮৪
যে মায়ের জন্য জান্নাত ওয়াযিব হবে	১৮৪
কন্যার বদৌলতে মাতা-পিতার জান্নাত	১৮৫
অসহায় কন্যার ব্যয়ভার বহনের সওয়াব	১৮৬
এক আশ্চর্যজনক দৃষ্টান্ত	১৮৮
সন্তানদের প্রতি সুন্দর আচরণ	১৮৯
একটি শিক্ষণীয় দৃষ্টান্ত	১৮৯
কুরআনে সদাচরণের গুরুত্বদান	১৯১
এক বিখ্যাত সর্দারের নসিহত	১৯৩
হাদীসে সদাচরণের গুরুত্ব	১৯৩
সন্তানদের প্রতি আচরণের সমতা বিধান	১৯৪
পুত্র ও কন্যার মধ্যে পার্থক্যকরণ	১৯৬
কন্যা সন্তান হতে জাহান্নামের আগুনের প্রতিবন্ধক	১৯৮
সন্তানের সাথে রাসূল (স)-এর আচার-আচরণ	১৯৯
কন্যার সাথে উত্তম আচরণ	২০০
মুসলিম সমাজে নামের গুরুত্ব	২০৩
সন্তানের নামকরণের উত্তম দিক-নির্দেশনা	২০৬
আল্লাহ্‌র কাছে পছন্দনীয় নাম	২০৮
উত্তম নামকরণের শুভ সূচনা	২০৯
নামের ক্ষেত্রে সম্মান প্রদর্শন	২১০
নবী (স)-এর প্রস্তাবিত নামকরণ	২১০
নাম পরিবর্তন	২১১
মন্দ নামের মন্দ প্রভাব	২১৩
কাউকে তার পছন্দনীয় নামে ডাকা	২১৪
হযরত আলী (রা) সম্মানজনক নাম	২১৪
কোমল ভাষায় সাথে সংক্ষিপ্ত নাম উচ্চারণ	২১৪
শিশু জন্ম গ্রহণের পর করণীয়	২১৫
সন্তানের ক্ষেত্রে মায়া-মমতা	২১৬
মুসলমান মায়ের ভালবাসার পার্থক্য	২১৭

www.nagorikpathagar.org

বিষয় পৃষ্ঠা
সংসারে সন্তান-সন্ততি পরীক্ষার মাধ্যম ---------- ২১৮
সন্তানের সাথে রুক্ষ আচার-ব্যবহার---------- ২২১
সন্তানকে চুমু দান আল্লাহ্‌র রহমতের নামান্তর ---------- ২২২
শিশুকে কোলে নেয়া ও আদর করা---------- ২২৪
সন্তানের প্রতি রাসূল (স)-এর ভালবাসা ---------- ২২৫
মায়ের মমতা এবং নবী (স)-এর সংকলন ---------- ২২৭
হযরত ইয়াকুব (আ)-এর মনোবাসনা ---------- ২২৮
শিক্ষা ও প্রশিক্ষণে মায়ের বিশেষ ভূমিকা---------- ২২৮
মায়ের প্রশিক্ষণে ভাগ্য পরিবর্তিত---------- ২২৯
সন্তানের উজ্জ্বল ভবিষ্যত ---------- ২৩১
ইসলামের দৃষ্টিতে উজ্জ্বল ভবিষ্যত কি?---------- ২৩২
দীনী ক্ষেত্রে সন্তানের শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ ---------- ১৩৫
সন্তানের শিক্ষা-দীক্ষায় জবাবদিহি ---------- ২৩৭
শিক্ষা-প্রশিক্ষণ ঃ সূচনায় ---------- ২৩৮
মুসলমানী আদব শিক্ষা দান ---------- ২৪০
নামাযের নির্দেশ---------- ২৪২
সন্তানের বিবাহ ----------২৪৫
বিলম্বে বিবাহের খারাপ পরিণতি ----------২৪৫
সুযোগ্য সম্পর্কের সন্ধান ---------- ২৪৬
জীবন সঙ্গী নির্বাচনের মাপকাঠি ঃ ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গি -------২৪৭
রাসূল (স)-এর দিক-নির্দেশনা ---------- ২৪৮
মাতা-পিতার যত্ন নেয়া প্রতিটি সন্তানের কর্তব্য ----------২৫০

===o===

www.nagorikpathagar.org

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

সূচনা পর্ব

প্রাথমিক আলোচনার সারমর্ম

মুসলিম পরিবারে পিতার দায়িত্ব ও কর্তব্য

সঙ্গতভাবেই একথা বলা যায় একমাত্র ইসলামী পরিবার অর্থাৎ মুসলিম পরিবার মানব সভ্যতার লালন ভূমি। এ কথাই জাগতিক জীবনে প্রমাণিত হয়েছে। কেননা মুসলিম পরিবারে স্বামী-স্ত্রীর প্রীতিময় পবিত্র পারিবারিক পরিমণ্ডলে শিশুর জন্ম হয় এবং পিতা-মাতা, আত্মীয়-স্বজনের হৃদয় নিংড়ানো আদর স্নেহ ও মায়া মমতায় লালিত হয়ে সন্তান বড় হয়ে আদব-কায়দা শিখে উন্নত শিক্ষা দীক্ষায় গড়ে ওঠে। মুসলিম পরিবারের উদ্দেশ্য হচ্ছে পারস্পারিক সহযোগিতার মাধ্যমে শান্তিপূর্ণ জীবন যাপন করা এবং সন্তানকে ইসলামী আদর্শে গড়ে তোলা যাতে সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবনে সুখ-শান্তি নিশ্চিত হয় এবং পরকালীন জীবনে আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের সন্তুষ্টি অর্জন করা যায়। মুসলিম পরিবারের পিতার দায়িত্ব অত্যন্ত কঠিন এবং দীর্ঘমেয়াদী। মাতৃগর্ভে সন্তানের সঞ্চারণ শুরু হবার সময় থেকে তার দায়িত্ব শুরু হয় এবং এ সন্তান ভুমিষ্ট হবার পর থেকে সমাজে প্রতিষ্ঠিত না হওয়া পর্যন্ত তার দায়িত্ব পালন অব্যাহতভাবেই চলতে থাকে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে পরিবারে পিতার দায়িত্ব অপরিসীম। এখানে পিতার প্রধান প্রধান কর্তব্যসমূহ সংক্ষেপে আলোচনা করা হল ঃ

(১) গর্ভকোষে সন্তান থাকাকালীন সন্তানের সর্বাধিক কল্যাণ সাধন করা পিতার কর্তব্য। এ উদ্দেশ্যে সন্তানের মাকে পুষ্টিকর ও উন্নতমানের খাদ্য সরবরাহ করা পিতার কর্তব্য। মায়ের দৈহিক পরিশ্রম লাঘব করার জন্য সাংসারিক কাজে সহায়তা করা তার কর্তব্য বলে বিবেচিত হয়।

(২) সন্তানের ভরণ পোষণের সকল দায়িত্ব পিতার ওপরই বর্তায়। দু'বছর পর্যন্ত সন্তান মায়ের দুধ পান করে। এ সময় সন্তানের মাকে পুষ্টিকর খাদ্য সরবরাহ করবে। পরবর্তীতে প্রয়োজনীয় ভরণ-পোষণের ব্যবস্থা করবে। পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে, "তাদের আহার ও পোশাকের দায়িত্ব পিতার ওপর।" -(সূরা বাকারা ঃ ২৩৩)

www.nagorikpathagar.org

(৩) একাধিক সন্তান থাকলে বিশেষ করে পুত্র ও কন্যা থাকলে স্নেহ ও ভালবাসা এবং আহার, পোশাকের সমতা বজায় রাখা পিতার জন্য অপরিহার্য। একজনের প্রতি ঝুঁকে যাওয়া অথবা কন্যা সন্তানের ওপর পুত্র সন্তানকে প্রাধান্য দেয়া ইসলামের দৃষ্টিতে গুরুতর অপরাধ।

(৪) ইসলাম শিশুর সুশিক্ষার ওপর অত্যন্ত গুরুত্ব আরোপ করে এজন্য যে, শিশু হচ্ছে পরিবার, সমাজ ও জাতি গঠনের সর্ব প্রথম উপাদান, শিশুর মন অত্যন্ত কোমল। এ সময় তাকে সুশিক্ষা দেয়া হলে, ভবিষ্যত জীবনে তা তার পাথেয় হিসেবে কাজ করে। সে কারণে তার চরিত্র, মন-মানসিকতা, মানবিক ও সাংস্কৃতিক মূল্যবোধকে ইসলামী আদর্শ ও নীতিমালা এবং সুন্দরতম চরিত্রের রং, রূপে ভরে দেয়া পিতার কর্তব্য।

(৫) শিশু যখন যৌবনে পদার্পণ করে এবং সে যদি কন্যা সন্তান হয়, তাহলে উপযুক্ত পাত্রের সাথে বিবাহ দেয়া পিতার দায়িত্ব। একদিন রাসূল (স) হযরত আলী (রা)-কে বলেন, "তিনটি বিষয়ে বিলম্ব করবে না–নামাযের সময় হলে, জানাযা উপস্থিত হলে এবং কন্যার জন্য যখন উপযুক্ত পাত্র পাওয়া যাবে।" –(তিরমিযী)

সন্তান যদি পুত্র হয় এবং সে সংসারে সকল দায়-দায়িত্ব বহন করতে সক্ষম হয়, তাহলে তাকেও বিবাহ দেয়া পিতার কর্তব্য।

(৬) কোন কারণে কন্যা যদি স্বামী কর্তৃক তালাকপ্রাপ্তা হয় অথবা বিধবা হয়ে যায় তাহলে তাকে আশ্রয় দেয়া এবং ভরণ-পোষণ করানো পিতার কর্তব্য।

(৭) সন্তান-সন্ততিদের প্রতি সকল দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি তাদের মঙ্গলের জন্য আল্লাহ্‌র কাছে দু'আ করাও পিতার কর্তব্য।

(৮) সন্তানকে দ্বীনী পথের শিক্ষা দেয়া পিতার আবশ্যিক কর্তব্য। এ মর্মে আল্লাহ্‌র নবী (স) বলেছেন, "তোমরা তোমাদের সন্তানদের সাত বছরের সময় নামাযের জন্য আদেশ দাও এবং দশ বছরের সময় (প্রয়োজনে) প্রহার কর।" –(আবু দাউদ)

(৯) পিতা তার সন্তানদের কোনক্রমেই শিরক করতে দেবে না বা আল্লাহ্ সম্পর্কে কোন বিরূপ ধারণাও যাতে তার মনে স্থান না পায় সে শিক্ষায় তাকে গড়ে তুলতে হবে। এ মর্মে হযরত লোকমান (আ) এর একটি বাণী কুরআনে এভাবে বিবৃত হয়েছে, "হে পুত্র! আল্লাহ্‌র সাথে শিরক করবে না।"

www.nagorikpathagar.org

(১০) পিতার কর্তব্য সন্তানকে বিলাসী করে গড়ে না তোলা। কেননা সে যদি প্রাথমিক পর্যায়ে বিলাসী হয় পরবর্তীতে তা তার জন্য ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। এসব প্রেক্ষাপটে বলা যায় সন্তানের প্রতি পিতার দায়িত্ব ও কর্তব্য অপরিসীম ও সুদূরপ্রসারী।

মুসলিম পরিবারে মায়ের ভূমিকা

সন্তানের জন্য মা পৃথিবীর বুকে আল্লাহ্ তায়ালার সর্বশ্রেষ্ঠ দান ও নিয়ামত। মায়ের চেয়ে সন্তানের হিতাকাঙ্খী আর কেউই হতে পারে না। হযরত আদম ও হযরত হাওয়া (আঃ) ছাড়া পৃথিবীর সকল মানুষ মায়েরই সন্তান। এ মায়ের পায়ের নিচে পরকালে সন্তানের জান্নাত। এত মর্যাদা ও সম্মান মা ব্যতীত আর কাউকেও দেয়া হয়নি। কেননা সন্তানের জন্য মাকে একাকী অত্যন্ত কঠিন এবং বিভিন্নমুখী দায়িত্ব পালন করতে হয়। নিচে মায়ের প্রধান কর্তব্যগুলো উল্লেখ করা হল।

(১) মাতৃত্ব লাভ করা মায়ের প্রধান কর্তব্য। মা কর্তব্য পালন করেন বলে তাঁকে সবচেয়ে মর্যাদা ও সম্মান দেয়া হয়েছে। পরম দয়ালু মহান আল্লাহ্র আদেশে যখন গর্ভকোষে সন্তানের সঞ্চারণ শুরু হয়, তখন সন্তানের দৈহিক ও মানসিক গঠনকে সর্বাঙ্গীন সুন্দর ও নিখুঁত করার জন্য তার প্রতি যত্নবান হওয়া মায়ের অপরিহার্য কর্তব্য ও দায়িত্ব।

(২) গর্ভাবস্থায় মায়ের পরিশ্রম ও বেপরোয়া চলাফেরা সন্তানের দৈহিক গঠন প্রক্রিয়ার ওপর বিরূপ প্রভাব বিস্তার করে। সেজন্য চলাফেরার সময় অত্যন্ত সাবধানতা অবলম্বন করতে হয় এবং কঠোর পরিশ্রম থেকে বিরত থাকতে হয়।

(৩) দৈহিক কার্যকলাপের ন্যায় এ সময় মায়ের মানসিক কার্যকলাপের প্রভাবও সন্তানের ওপর প্রতিফলিত হয়। সেজন্য অত্যন্ত প্রতিকুল অবস্থায়ও নিজেকে সংযত রেখে ঝগড়া-বিবাদ ও উত্তেজনাকর পরিস্থিতি থেকে দূরে থাকা মায়ের জন্য অপরিহার্য।

(৪) মাতৃত্ব লাভকে সার্থক করার জন্য সন্তানের লালন পালনে দায়িত্ব প্রধানত মায়ের ওপর বর্তায়। জন্মলাভের পর প্রসবজনিত ময়লা আবর্জনা মা নিজ হাতে পরিস্কার করবে। এতে কোন রকম ঘৃণার সৃষ্টি মায়ের জন্য শোভা পায় না। লালন-পালনের ক্ষেত্রে মায়ের প্রধান কর্তব্য হচ্ছে সন্তানকে স্তন্য দান করা। এটি সন্তানের অধিকার। এ থেকে যে মা সন্তানকে বঞ্চিত করে সে কখনো প্রকৃত মা বলে গণ্য হয় না।

www.nagorikpathagar.org

(৫) শিশুর জন্মগ্রহণ থেকে দু'বছরকাল অতিবাহিত হবার পর আবার অনেক ক্ষেত্রে দু'বছর অতিবাহিত হবার পূর্বেই মায়ের দায়িত্ব শিশুর মানস গঠনে যত্নবান হওয়া। শিশুর মন এ সময় অত্যন্ত কোমল থাকে, সে কারণে তখন তাকে যে শিক্ষা দেয়া হয়, তা সে সহজে গ্রহণ করে। এ শিক্ষা তার ভবিষ্যত জীবনে পাথেয় হিসেবে কাজ করে।

(৬) যখন শিশু শব্দ উচ্চারণ করতে আরম্ভ করে, তখন সর্বপ্রথম কালেমা তাইয়েবা ও কালেমা শাহাদাত শিক্ষা দেয়ার কাজটি করতে হবে। এ সময় তাকে যে আদব-কায়দা, আচার-ব্যবহার ও শিষ্টাচার শিক্ষা দেয়া হয় তা সে ভবিষ্যত জীবনে অনুসরণ করে চলে।

(৭) মায়ের অন্যতম কর্তব্য হচ্ছে সন্তানদের তত্ত্বাবধান করা। এ মর্মে মহানবী (স) বলেছেন, "নারী তার স্বামীর পরিজনের এবং সন্তানের অভিভাবিকা। সেও তার দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে। -(বুখারী)

(৮) সন্তানের দৈনন্দিন জীবনে বিভিন্ন কাজের বাস্তব শিক্ষা দেয়া মায়ের কর্তব্য। সে সাথে সন্তানদের পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতার শিক্ষাও দিতে হয়।

মাতৃগর্ভে শিশু মাতার রক্তমাংসেই পুষ্টিলাভ করে এবং ভূমিষ্ঠ হবার পর মাতারই স্তন্যদুগ্ধে লালিত পালিত হয়ে থাকে। নবজাত শিশু থাকে নিতান্ত অসহায়। ক্ষুধা পিপাসা বা অন্য কোন অসুবিধার কথা সে বলতে পারে না। এমনকি সামান্য মশা-মাছি তাড়াবার ক্ষমতাও তার থাকে না। এরূপ নাজুক অবস্থা থেকে পিতামাতা শিশুকে অতি যত্নে লালন পালন করেন এবং বড় হবার পর তার ভালমন্দের প্রতি সদা সতর্ক থাকেন। তাই মাতা-পিতার প্রতি সন্তানের কর্তব্য খুবই ব্যাপক ও গুরুত্বপূর্ণ। নীচে পিতামাতার প্রতি সন্তানের কর্তব্য সংক্ষিপ্তভাবে করা হল ঃ

(১) পিতা-মাতার প্রতি সন্তানের রয়েছে অজস্র দায়িত্ব ও কর্তব্য। আর এ দায়িত্ব ও কর্তব্য অত্যন্ত ব্যাপক ও গুরুত্বপূর্ণ। পবিত্র কুরআনে মাতা-পিতার হকের স্থান হচ্ছে মানুষের ওপর আল্লাহ্‌র হকের পর পরই।

(২) মাতা-পিতার প্রতি যথাযথ সম্মান করবে। এ মর্মে আল্লাহ্ বলেছেন, "তাদের একজন বা দু'জনই যদি তোমাদের কাছে বার্ধক্যে পৌঁছায় তাহলে তখন তাদের 'উফ' (ধেৎ) বলবেনা এবং তাদের ভৎসনা করবে না। বরং তাদের সাথে সম্মানজনক কথাই বলবে।"

www.nagorikpathagar.org

(৩) মাতা-পিতার প্রতি মধুর ব্যবহার করবে। এ মর্মে আল্লাহ্ বলেন, "আর তাদের দু'জনার জন্যই দয়া সহকারে বিনয়ের হাত বিছিয়ে দাও এবং তাদের জন্যই দোয়া কর এ বলে যে, হে আল্লাহ্! আমার মাতা-পিতার প্রতি রহমত নাযিল কর, যেমন করে তারা দু'জনই আমাকে আমার ছোট অবস্থায় দয়া করে লালন-পালন করেছেন।" (সূরা বনী ইসরাঈল-২৩-২৪)

(৪) মায়ের প্রতি সন্তানের বিশেষ দায়িত্ব রয়েছে। এ মর্মে আল্লাহ্ বলেছেন, "আমি সব মানুষকে নির্দেশ দিয়েছি তার মাতা-পিতার সাথে ভাল ব্যবহার করতে। কেননা, তার মা খুবই কষ্ট করে তাকে গর্ভে ধারণ করেছে এবং কষ্ট করে তাকে প্রসব করেছে।" (সূরা আল আহকাফ-১৫)

(৫) মাতা-পিতাকে সন্তুষ্ট রাখা সম্পর্কে নিচের হাদীস থেকে সম্যক উপলব্ধি করা যায়, "পিতার সন্তুষ্টিতে আল্লাহ্র সন্তুষ্টি, আর পিতার অসন্তুষ্টিতে আল্লাহ্র অসন্তুষ্টি।" –(তিরমিযী, হাকিম)

(৬) রাসূল (স) বলেন, "পিতা জান্নাতে প্রবেশের মাধ্যম। যদি তুমি ইচ্ছা কর তাহলে তা রক্ষা করতে পার বা নষ্টও করতে পার।"

–(তিরমিযী, ইবনে মাযা, হাকিম)

(৭) রাসূল (স) বলেন, "আল্লাহ্র ইচ্ছা হলে গত গুনাহ মাফ করে দেবেন। কিন্তু মাতা-পিতার সাথে সম্পর্কচ্ছেদ ও নাফরমানী করলে তিনি তা কখনো মাফ করবেন না" কেননা, এর শাস্তি মৃত্যুর পূর্বেই জীবদ্দশায়ই শুরু হয়ে যায়।"

(৮) এক ব্যক্তি রাসূল (স) জিজ্ঞেস করে, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার উত্তম সাহচর্য পাবার সবচেয়ে বেশি অধিকারী কে? তিনি বলেন, তোমার মা, সে জিজ্ঞেস করে, তারপর কে? তিনি বলেন, তোমার মা। সে আবার জিজ্ঞেস করল, তারপর কে? তিনি বলেন, তোমার মা। সে পুনরায় জিজ্ঞেস করে, এরপর কে? তিনি বলেন, তোমার বাবা।" –(বুখারী)

(৯) "এক ব্যক্তি নবী (স) এর কাছে এসে তাঁর কাছে জিহাদে যোগদান করার অনুমতি চাইলে তিনি জিজ্ঞেস করেন, তোমার পিতামাতা জীবিত আছে কি? লোকটি বলে, হ্যাঁ। তখন তিনি বলেন, তাহলে তুমি তাদের খিদমতে নিয়োজিত থাক। এটাই তোমার জিহাদ।" –(বুখারী)

(১০) একজন সাহাবী জিজ্ঞেস করেন, "ইয়া রাসূলুল্লাহ! মাতা-পিতা যদি সন্তানের ওপর যুলুম করে, আর সন্তানরা তার ফলে তাদের সাথে

www.nagorikpathagar.org

সম্পর্কচ্ছেদ করে, তবুও কি সন্তানদের জাহান্নামে যেতে হবে?" তিনি এর জবাবে বললেন, হ্যাঁ, মাতা-পিতা যদি সন্তানের ওপর যুলুমও করে, তবুও তাদের নাফরমানী করা হলে জাহান্নামে যেতে হবে।"

(১১) সন্তান মাতা-পিতার ইহ্‌লৌকিক পরলৌকিক কল্যাণের জন্য আল্লাহ্‌র কাছে অবিরত দোয়া করবে। আর সে দোয়ার ভাষাও আল্লাহ্ শিখিয়ে দিয়েছেন–হে প্রভু! তাদের ওপর রহমত নাযিল কর, যেমন করে তারা দু'জনে আমাকে শৈশবে লালন-পালন করেছেন। –(সূরা আল ইমরান ঃ ২৪)

মাতা-পিতার প্রতি সন্তানের অধিকার যে কত অপরিহার্য তা কুরআন ও হাদীসের আলোচনা থেকে সুস্পষ্ট প্রমাণিত হয়। তাই আমাদের সবাইকে সর্বাবস্থায় মাতা-পিতার অনুগত থাকা এবং এর মাধ্যমেই সাফল্য ও কল্যাণ লাভের চিন্তা-ভাবনা করা উচিত।

মিসবাহুল মুনীর নামক গ্রন্থের লেখক বলেছেন, "বারিরত্ব ওয়ালিদী, আবর্‌রাহু, বার্‌রান ওয়া বুররান।" অর্থাৎ তাঁর আনুগত্য করেছি, তাঁকে তাজিম করেছি, তাঁর পছন্দনীয় কাজ সম্পাদন করেছি এবং অপছন্দীয় কাজ পরিত্যাগ করেছি।

ইবনুল আসীর তাঁর "গারীবুল হাদীস" নিহায়াতে বর্ণনা করেছেন, "আল- বির্‌রু বিল কাস্‌রি-আল ইহ্‌সান"। অর্থাৎ মা-বাবা ও নিকটাত্মীয়ের সাথে উকূক্বের বিপরীত আচরণ করা। যার (উক্বূক্ব)–অর্থ উল্লিখিত লোকদের সাথে মন্দ আচরণ করা ও তাঁদের প্রাপ্য বিনষ্ট করা। যেমন বলা হয় বার্‌রা, ইয়াবুররু ফাহুয়া বা-র্‌রুন, যার বহুবচন বারারাহ অর্থাৎ পূণ্যবান। আর আলবিররু-এর বহুবচন আবরার।

আবদুর রাজ্জাক তাঁর "মুসান্নাফ" নামক গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন–হাসান বসরী (রহ)-কে বিররুল ওয়ালিদাইন অর্থাৎ মা-বাবার প্রতি সু-আচরণ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন ঃ তুমি যে সম্পদের অধিকারী হয়েছ তা তাঁদের জন্য ব্যয় করবে, তাঁরা যা নির্দেশ দেবেন তাই পালনে সচেষ্ট থাকবে। কিন্তু যদি (মা'সিইয়া) অর্থাৎ গুণাহর কাজ করতে নির্দেশ দেন তাহলে তা পালনে বিরত থাকবে।

মাতা-পিতার সাথে সু-আচরণ করা

মহান আল্লাহ্ বলেছেন–

وَقَضٰى رَبُّكَ اَنْ لَّاتَعْبُدُوْا اِلَّا اِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا ـ

www.nagorikpathagar.org

"আর তোমার প্রভু নির্দেশ দিয়েছেন, তোমরা আল্লাহ্ ছাড়া কারো ইবাদত করবে না এবং মা-বাবার সাথে সু-আচরণ করবে।"

(সূরা বানী ইসরা'ঈল ঃ ২৩)

এ আয়াতে বর্ণিত اِحْسَانًا - এর অর্থ মা-বাবার সাথে সু-আচরণ করা। আর এ আয়াতে বর্ণিত قَضٰى এর অর্থ, হুকুম দিয়েছেন নির্দেশসূচক শব্দে ওয়াযিব বা অপরিহার্যতা বুঝায়। যা 'উসূলে ফিকাহ'তে বর্ণনা করা হয়েছে।

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ اَتٰى رَجُلٌ النَّبِىَّ (ص) فَقَالَ مَا تَاْمُرُنِىْ؟ قَالَ بِرْ اُمَّكَ! ثُمَّ عَادَ فَقَالَ بِرْ اُمَّكَ ! ثُمَّ عَادَ فَقَالَ بِرْ اُمَّكَ ! ثُمَّ عَادَ الرَّابِعَةَ فَقَالَ بِرْ اَبَاكَ ـ

"হযরত আবূ হোরায়রা (রা)-এর বর্ণনা, কোন এক ব্যক্তি রাসূল (স)-এর খিদমতে উপস্থিত হয়ে বলেন ঃ আমাকে কি কোন কাজের আদেশ করেন? তিনি (স) বলেন ঃ তোমার মায়ের সাথে সু-আচরণ কর। লোকটি আবার জিজ্ঞেস করায় তিনি বলেন ঃ তোমার মায়ের সাথে সু-আচরণ কর, এরপর আবার জিজ্ঞেস করে তিনি আবারও বললেন, তোমার মায়ের সাথে সু-আচরণ কর। লোকটি চারবার জিজ্ঞেস করার পর তিনি (স) বলেন ঃ তোমার বাবার সাথে সু-আচরণ কর।

হাদীসটি ইমাম বুখারী (র.) 'আল আদাবুল মুফরাদ' এ সহীহ সূত্রে বর্ণনা করেছেন। মূল হাদীসটি বুখারী ও মুসলিমে আবূ জারয়াহ থেকে শবরুমার পুত্র কায়কা' ও তাঁর পুত্র আম্মার থেকে ভিন্ন শব্দে বর্ণিত হয়েছে। সেখানে উল্লেখ রয়েছে, এক ব্যক্তি রাসূল (স)-এর কাছে এসে প্রশ্ন করেন ঃ কে আমার সু-আচরণ পাবার সবচেয়ে অধিক পরিমাণে হকদার? এর উত্তরে রাসূল (স) বলেন ঃ তোমার মা.....(ওপরিউক্ত আলোচ্য হাদীস)

শায়খ আহমদ আলগুমারী (র.) তাঁর গ্রন্থে ও হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو (رض) قَالَ جَاءَ رَجُلٌ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰه (ص) يُبَايِعُهُ عَلَى الْهِجْرَةَ وَتَرَكَ اَبَوَيْهِ يَبْكِيَانِ ـ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰه (ص) اِرْجِعْ اِلَيْهِمَا وَاضْحِكْهُمَا كَمَا اَبْكَيْتَ ـ

www.nagorikpathagar.org

"হযরত আবদুল্লাহ ইব্নে আমর (রা) এর বর্ণনা, এক ব্যক্তি রাসূল (স)-এর হাতে হিযরতের বাইয়াত করার জন্য তাঁর কাছে এসেছিল। সে তাঁর মা-বাবাকে কাঁদানো অবস্থায় রেখে এসেছিল। রাসূল (স) তাকে বলেন ঃ তাঁদের কাছে ফিরে যাও এবং তাঁদেরকে যেমনভাবে কাঁদিয়েছিলে তেমনিভাবে হাসাও।"

হাদীসে বর্ণিত اَضْحِكْهُمَا এর অর্থ–তাঁদের (মা-বাবার) মধ্যে আনন্দ সঞ্চার করাও এবং তাদের জন্য আনন্দের বার্তা নিয়ে এস।

এ হাদীস দ্বারা মা-বাবার প্রতি সু-আচরণ করার অপরিহার্যতা বুঝা যায়। যেহেতু তাঁদের সন্তুষ্টি তাঁদের প্রতি সু-আচরণ করাকে হিযরতের ওপর অগ্রাধিকার দেয়া হয়েছে। আর যদি রাসূল (স)-এর বর্ণনার প্রতি অর্থাৎ "তাদেরকে যেমন ভাবে কাঁদিয়েছিলে তেমনিভাবে হাসাও" এর প্রতি একটু চিন্তা করা যায় তাহলে বুঝা যাবে, তিনি মা-বাবার প্রতি কত দয়াশীল ও সহনশীল ছিলেন।

মহান আল্লাহ্ বলেছেন– وَمَا اَرْسَلْنَاكَ اِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِيْنَ ـ

"তোমাকে আমি সমগ্র বিশ্বের প্রতি রহমতস্বরূপ পাঠিয়েছি।"

–(সূরা ঃ আল-আমবিয়া-১৭০)

وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِيْنَ رَحِيْمًا ـ

"তিনি মুমিনদের প্রতি দয়াশীল।" –(সূরা আল-আহযাব ঃ ৪৩)

সহীহ মুসলিমের ভাষ্যে ইমাম নববী (র.) বলেছেন ঃ "মা-বাবার" সাথে সু-আচরণ করা ওয়াযিব হওয়া সম্পর্কে বিশ্বের আলেমগণ একমত হয়েছেন। তাঁদের প্রতি দুর্ব্যবহার করা হারাম ও কবীরা গুনাহ।"

মাতা-পিতা মুশরিক হলেও সু-আচরণ করা

قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى اَنِ اشْكُرْلِىْ وَلِوَالِدَيْكَ اِلَىَّ الْمَصِيْرُ ـ وَاِنْ جَاهَدَاكَ عَلٰى اَنْ تُشْرِكَ بِىْ مَالَيْسَ لَكَ بِهٖ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِى الدُّنْيَا مَعْرُوْفًا ـ

"তুমি আমার কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কর এবং তোমার মাতা-পিতার; (কেননা) আমারই দিকে তোমাকে প্রত্যাবর্তন করতে হবে। আর যদি তারা উভয়েই তোমাকে এ কথার ওপর চাপ দেয় যে, তুমি আমার সাথে এমন কোন বস্তুকে

www.nagorikpathagar.org

শরীক সাব্যস্ত কর, যার (ইবাদতকারী হওয়ার) কোন প্রমাণ তোমার কাছে নেই তাহলে তুমি তাদের কথা মানবে না এবং জাগতিক ব্যাপারে সদ্ভাবে তাঁদের সাহচর্য করে যাবে।" -(সূরা লোক্বমান ঃ ১৪-১৫)

এ আয়াতে আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে মাতা-পিতার শোক্‌রগুজারী ও তাঁদের সাথে সু-আচরণ করার নির্দেশ রয়েছে-যদিও তারা মুশরিক হয়। এ আয়াত নাযিল হওয়ার পিছনে নিচের কাহিনী।

হযরত "সা'দ ইব্‌নে আবী ওয়াক্কাস (রা) বলেন ঃ আমার সম্পর্কেই এ আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে। আমি আমার মায়ের সাথে সু-আচরণ করেছি। আমার ইসলাম গ্রহণ করার পর আমার মা বলেন ঃ হে সা'দ! তুমি এক নতুন মতবাদ (ধর্ম) বের করেছ? তোমার এ ধর্ম অবশ্যই পরিত্যাগ করবে, তা না হলে আমি আমরণ (পানাহার) করব না। তখন আমার জন্য তোমাকে লজ্জা দেয়া হবে আর বলা হবে ঃ হে মাতৃ হত্যাকারী! আমি বলেছিলাম; মা! এমন কথা বলবেন না। আমি কোনক্রমেই আমার এ ধর্ম পরিত্যাগ করব না। এ কথা শুনে তিনি একদিন ও এক রাত না খেয়ে আমাকে ফেরানোর চেষ্টা করতে থাকেন। তিনি আরো একদিন এক রাত জোর প্রচেষ্টা চালাতে থাকেন। আমি তা দেখে বলেছিলাম! মা! জেনে রাখুন! আপনার যদি একশতটি প্রাণ থাকে আর একটি একটি করে প্রাণ বেরিয়ে যেত তবুও আমি কোন ক্রমেই আমার এ ধর্ম পরিত্যাগ করব না। আপনার ইচ্ছা হলে খাবেন, না হলে না খাবেন। আমার এ কথায় তিনি খাদ্য গ্রহণ করেন। এরই পরিপ্রেক্ষিতে এ আয়াত অবতীর্ণ হয়।"

হযরত নিয়ায বলেছেন ঃ মূল ঘটনাটি সহীহ মুসলিমে এভাবে রয়েছে-

عَنْ طَرِيْقِ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ حَلَفَتْ اُمُّ سَعْدٍ لَاتُكَلِّمُهُ اَبَدًا حَتّٰى يُكْفِرَ بِدِيْنِهٖ قَالَتْ زَعَمْتُ اَنَّ اللّٰهَ اَوْصَاكَ بِوَالِدَيْكَ فَاِنَّا اُمُّكَ وَاَنَا اٰمُرُكَ بِهٰذَا فَنَزَلَتْ وَوَصَّيْنَا الْاِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ ـ

হযরত মুস্‌'আব বিন সা'দ তাঁর বাবা থেকে বর্ণনা করে বলেছেন ঃ সা'দের মা শপথ করে বলেন, তিনি তার ধর্ম না ছাড়া পর্যন্ত তার সাথে কখনো কথা বলবেন না। তিনি (সা'দের মা) বলেন ঃ তুমি জান আল্লাহ্‌ তোমার মা-বাবার সাথে সু-আচরণ করার নির্দেশ দিয়েছেন, আর আমি তোমার মা, আমি তোমাকে এ আদেশই করি। তখন এ আয়াত অবতীর্ণ হয়।

وَوَصَّيْنَا الْاِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ ـ

"এবং আমি মানুষকে তার মাতা-পিতার সম্পর্কে নির্দেশ দিয়েছি।"

-(সূরা ঃ লুকমান-১৪)

www.nagorikpathagar.org

মাতা-পিতার আনুগত্য করা ওয়াযিব

عَنْ اَبِى الدَّرْدَاءِ (رض) قَالَ اَوْصَانِىْ رَسُوْل اللّٰه (ص) بِتِسْعٍ لَاتُشْرِكْ بِاللّٰهِ شَيْئًا وَاِنْ قُطِعْتَ اَوْ حُرِّقْتَ ـ وَلَا تَتْرُكَنَّ الصَّلَاةَ الْمَكْتُوْبَةَ مُتَعَمِّدًا وَمَنْ تَرَكَهَا مُتَعَمِّدًا بَرِئَتْ مِنْهُ الذِّمَّةَ ـ وَلَا تَشْرَبَنَّ الْخَمْرَ فَاِنَّهَا مِفْتَاحُ كُلِّ شَرٍّ ـ وَاَطِعْ وَالِدَيْكَ وَاِنْ اَمَرَاكَ اَنْ تَخْرُجَ مِنْ دُنْيَاكَ فَاخْرُجْ لَهُمَا وَلَاتُنَازِعَنَّ وَلَاةَ الْاُمُوْرِ ـ وَاِنْ رَاَيْتَ اَنَّكَ اَنْتَ ـ وَلَا تَفِرَّمِنَ الزَّحْفِ وَاِنْ هَلَكْتَ وَلَا تَرْفَعْ عَصَاكَ عَلٰى اَهْلِكَ وَاَخِفْهُمْ فِى اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ ـ

হযরত আবু দারদা (রা) এর বর্ণনা, রাসূল (স) আমাকে এসব বিষয়ে ওয়াসিয়ত করেছেন ঃ

(১) কেটে টুকরা টুকরা করে আগুনে জ্বালিয়ে দেয়া হলেও আল্লাহ্‌র সাথে কাউকে অংশী সাব্যস্ত করবে না।

(২) ইচ্ছাকৃতভাবে কখনো ফরয নামায পরিত্যাগ করবে না। যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে নামায পরিত্যাগ করে (আল্লাহ্‌র কাছে থেকে) সে জিম্মা মুক্ত হয়ে যায়।

(৩) কখনো মদপান করবে না, কারণ মদ হচ্ছে সব মন্দকাজের চাবিকাঠি।

(৪) তোমার মা-বাবার আনুগত্য কর। যদি তাঁরা তোমাকে তোমার পৃথিবীর থেকে (যাবতীয় কাজ) বের হয়ে যেতে বলে তাহলে তাঁদের নির্দেশ পালনে তাই করবে।

(৫) যদিও তুমি তোমাকে অনেক বড় মনে কর তবুও তুমি যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পলায়ন করবে না।

(৬) যদিও তুমি নিশ্চিহ্ন হয়ে যাও তবুও তুমি যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পলায়ন করবে না।

(৭) তোমার পরিবারবর্গের ওপর থেকে (আদবের) লাঠি ওঠিয়ে নেয়ার চেষ্টা করবে না।

(৮) তাদেরকে আল্লাহ্‌র ওয়াস্তে ভয়-ভীতি প্রদর্শন করবে।

—আল-আদাবুল মুফরাদ

www.nagorikpathagar.org

পুত্রের উপার্জন পিতার জন্যই

اَخْرَجَ اِبْن مَاجَه عَنْ جَابِرٍ (رـ) اَنَّ رَجُلاً قَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰه ! انَّ لِى مَالاً وَوَلدًا وَانَّ اَبِىْ يُرِيْدُ اَنْ يَجْتَاحَ مَالِى قَالَ اَنْتَ وَمَالُكَ لِاَبِيْكَ ـ

হযরত যাবির (রা) এর বর্ণনা, এক ব্যক্তি বলেন ঃ হে আল্লাহ্‌র রাসূল (স)। আমার সম্পদ ও সন্তানাদি রয়েছে, আর আমার বাবা আমার সম্পদ বিনষ্ট (খরচ) করতে চান। রাসূলুল্লাহ (স) বলেন ঃ তুমি এবং তোমার সম্পদ তোমার বাবার। –ইবনে মাযা)

মাতা-পিতার প্রতিদান দেয়া

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰه (صـ) لَا يَجْزِى وَلَدٌ وَالِدَهُ اِلَّا اَنْ يَجِدَه مَمْلُوكًا فَيَشْتَرِيْه فَيَعْتَقِهُ ـ

হযরত আবু হোরায়রা (রা) এর বর্ণনা, রাসূল (স) বলেছেন ঃ সন্তান তাঁর বাবার প্রতিদান দিতে পারবে না। কিন্তু সে যদি তার পিতাকে দাসরূপে পেয়ে ক্রয় করে মুক্ত করে দেয়, (তাহলে বাবার প্রতিদান দেয়া হবে।)

হাদীসে বর্ণিত لايجزى এর অর্থাৎ ঃ পুত্র তার সু-আচরণ দ্বারা তার বাবার দয়ার সমপরিমাণ প্রতিদান দিতে পারবে না এবং তার বিরাট হক আদায় করতে পারবে না। কিন্তু যদি ক্রয় করে দাসত্ব মুক্ত করে দেয় তাহলে শুধু তার অধিকার আদায় হবে।

اَخْرَجَ اِبْن اَبِىْ شَيْبَةَ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ (رضـ) انَّهُ قِيْلَ لَهُ مَاحَقّ الْوَالِدَيْنِ عَلَى الْوَلَدِ ؟ قَالَ لَوْ خَرَجْتَ مِنْ اَهْلِكَ وَمَالِكَ مَا اَدَّيْتَ حَقَّهُمَا ـ

হযরত ইব্‌নে আবী শায়বা মায়ায ইব্‌নে যাবাল (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন, তাঁকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল সন্তানের মা-বাবার কি অধিকার? এর উত্তরে তিনি বলেছিলেন, তোমার সমস্ত ধন সম্পদ যদি তাঁদেরকে দিয়েও দাও তবুও তাঁদের অধিকার আদায় করতে পারবে না।

حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْن اَبِىْ بُرْدَةَ قَالَ سَمِعْتُ اَبِى يُحَدِّثُ اَنَّهُ شَهِدَ ابْن عُمَرَ وَرَجُل يَمَانِى يَطُوْفُ بِالْبَيْتِ حَمِلَ اُمَّهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ يَقُوْلُ اِنِّى لَهَا بَعِيرُهَا

www.nagorikpathagar.org

اَلْمُدَلِّلُ اِنْ اِذْعَرَتْ رِكَابَهَا لَمْ اَذْعَرْ قَالَ يَا اِبْنَ عُمَرَ ـ اَتَرَانِى اَنِّىْ جَزَيْتُهَا ؟ قَالَ لَا ! وَلَابِزَفْرَةٍ وَاحِدَةً اَىْ مِنْ زَفَرَاتِ الطَّلَقِ عِنْدَ الْوِلَادَةِ ـ

ইব্নে ওমর (রা) এক ইয়েমেনী ব্যক্তিকে কা'বা (ঘর তাওয়াফ করতে দেখেন এ অবস্থায়, তিনি তার মাকে নিজের পিঠে বহন করে বলেছেন, আমি (আমার মায়ের) বাধা উটস্বরূপ। যদিও উট তার সওয়ারীকে ফেলে পলায়ন করে কিন্তু আমি এ রকম করব না। এরপর এ ব্যক্তি বলেন ঃ হে ইব্নে ওমর! আপনি কি মনে করেন, আমি আমার মায়ের প্রতিদান দিয়েছি? এর উত্তরে তিনি বলেন ঃ তোমাকে প্রসব করার সময় তাঁর দীর্ঘ একটি শ্বাসকষ্টের প্রতিদানও তুমি তাঁকে দাওনি। -(আল আদাবুল মুফরাদ)

মাতা-পিতার সাথে সু-আচরণে গুরুত্ব

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ (رض) قَالَ سَاَلْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ (ص) اَىُّ الْعَمَلِ اَحَبُّ اِلَى اللّٰهِ ؟ (وَفِى رِوَايَةٍ اَىُّ الْعَمَلِ اَفْضَلُ؟) قَالَ اَلصَّلَاةُ عَلٰى وَقْتِهَا ـ قُلْتُ ثُمَّ اَىٌّ ؟ قَالَ بِرُّ الْوَالِدَيْنِ ـ قُلْتُ ثُمَّ اَىٌّ ؟ قَالَ اَلْجِهَادُ فِى سَبِيْلِ اللّٰهِ ـ

হযরত আবদুল্লাহ ইব্নে মাসউদ (রা) এর বর্ণনা, আমি রাসূলুল্লাহ (স)-কে প্রশ্ন করেছিলাম কোন কাজটা আল্লাহ্র কাছে অধিক প্রিয়? অন্য বর্ণনাতে কোন কাজটা সর্বোত্তম। তিনি (স) বলেন, সময় মত নামায আদায় করা। এরপর আমি প্রশ্ন করেছিলাম, তারপর কোনটি? রাসূল (স) বলেন–মা-বাবার সাথে সু-আচরণ করা। আমি আবার জিজ্ঞেস করলাম, এরপর কোনটি? রাসূল (স) বলেন ঃ আল্লাহ্র পথে জিহাদ করা। -(বুখারী, মুসলিম তিরমিযী, নাসাঈ)।

এ হাদীসে কখনো কখনো এ একটি সমস্যা পরিলক্ষিত হয়। আর তা হচ্ছে, অন্য হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, সর্বোত্তম আমল হল আল্লাহ্র প্রতি ঈমান আনা, এরপর হজ্ব করা। আবার কোন হাদীসে সর্বোত্তম আমল খাদ্য খাওয়ানো। এ ধরনের বিভিন্ন আমলকে সর্বোত্তম আমল হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে।

www.nagorikpathagar.org

এ পরিস্থিতিতে আলেমগণ বিভিন্নভাবে এর সমাধান দিয়েছেন। এর মধ্যে সর্বোত্তম উত্তর হচ্ছে যা ইব্নে হাজার আসকালানী (র) তাঁর কিতাব ফত্হুল বারীতে বর্ণনা করে বলেছেন ঃ এ সমস্যার সমাধান এটাই, প্রশ্নকারীর অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে রাসূলুল্লাহ (স) বিভিন্ন সময় বিভিন্ন উত্তর দিয়েছেন। অর্থাৎ প্রত্যেক গোত্রকে সে বিষয়েই অবহিত করেছেন। তারা যে কাজের (বা যে আমলের) মুখপেক্ষী বা উত্তরে এমন কথা বলেছে, যার প্রতি তাদের আগ্রহ আছে অথবা প্রশ্নকারীর জন্য যে উত্তর উপযুক্ত এর কথাই বলেছেন। অথবা সময়ের ভিন্নতার কারণে উত্তর ভিন্ন হয়েছে। অর্থাৎ যে সময়ে যে কাজটি উত্তম ছিল সে সময় সে কাজটিকেই উত্তম বলেছেন। ইসলামের প্রথম যুগে জিহাদ উত্তম আমলরূপে বিবেচিত ছিল– তাই জিহাদ ইসলাম প্রতিষ্ঠার উত্তম উপকরণ। অনেক দলীল প্রমাণাদি দ্বারা এটাই প্রমাণিত হয়েছে, নামায, সদকা উত্তম বলে বিবেচিত। অথবা এখানে এর প্রকৃর্ত অর্থ হচ্ছে একটির চেয়ে অন্যটি উত্তম নয়; বরং সাধারণ ভাবে সকল আমলই উত্তম। অথবা এখানে একটি শব্দ তা আছে আর তা হচ্ছে অর্থাৎ উত্তম আমলের মধ্যে এটি একটি। এ পর্যন্তই ইব্নে হাজারের (র.) কথার সমাপ্তি। আল্লাহ্ তাঁকে জান্নাতে উচ্চ মর্যাদা দান করুন। আমীন।

একটি উত্তম খিদমত

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمْرٍو قَالَ جَاءَ رَجُلٌ اِلَى النَّبِيِّ (ص) يَسْتَاذِنُهُ فِى الْجِهَادِ فَقَالَ اَحَيٌّ وَالِدَاكَ ؟ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَفِيْهِمَا فَجَاهِدَ ـ

হযরত আবদুল্লাহ ইব্নে আমর (রা) এর বর্ণনা, এক ব্যক্তি নবী (স)-এর কাছে এসে জিহাদ করার অনুমতি চাইলে তিনি (স) বলেন, তোমার মা-বাবা জীবিত আছেন কি? লোকটি উত্তরে বলে, হ্যাঁ, জীবিত আছেন। রাসূল (স) বলেন ঃ তাহলে তাঁদের দু'জনের মধ্যে জিহাদ কর। অর্থাৎ তাদের দু'জনের সেবা কর। -(আহমদ, বুখারী, মুসলিম, আবূ দাউদ, তিরমিযী, নাসাঈ)

হযরত হাফিয ইব্নে হাজার (র) 'ফাতহুল বারীতে' বলেছেন বর্ণিত হাদীসের তাৎপর্য এটাই, যদি তোমার মা-বাবা বর্তমান থাকেন, তাহলে তাদের প্রতি সদ্ব্যব্যবহার ও সু-আচরণ করার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা কর। এতেই তোমার জন্য শত্রুর মুকাবিলা করার সমতুল্য সওয়াব বলে গণ্য হবে। তিনি এ কিতাবের অন্য স্থানে বর্ণনা করেছেন, কোন ক্ষেত্রে মা-বাবার সেবা করা জিহাদের চেয়ে উত্তম।

www.nagorikpathagar.org

অন্য স্থানে বলা হয়েছে ঃ

اَتَيْتُ النَّبِيَّ (ص) اُسْتَشِيْرُهُ فِى الْجِهَادِ ، فَقَالَ النَّبِيُّ (ص) اَلَكَ وَالِدَاكَ ؟ قُلْتُ نَعَمْ. قَالَ فَالْزِمْهُمَا فَاِنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ اَرْجُلِهِمَا .

হযরত মুয়াবিয়া বিন জাহিমা (রা) এর বর্ণনা, আমি জিহাদের ব্যাপারে পরামর্শ করার জন্য রাসূল (স)-এর দরবারে এলে তিনি (স) বলেন, তোমার মা-বাবা জীবিত আছেন কি? আমি বলেছি হ্যাঁ, তিনি বলেন, তাঁদের সেবা কর। কারণ জান্নাত তাঁদেরই পদতলে।

হযরত তাইবী (র.) শারহে মিশকাতে বলেছেন, তাঁদের পদতলে জান্নাত এ কথা দ্বারা মা-বাবার প্রতি সীমাহীন নম্রতা প্রদর্শনের প্রতি আদেশ করা হয়েছে। যেমন আল্লাহ্ বলেছেন।

وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ .

তাঁদের জন্য নম্রতার সাথে দয়ার হাত প্রসারিত করে দাও।

(সূরা বনী ইসরাঈল ঃ ২৪)

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ اَقْبَلَ رَجُلٌ اِلٰى نَبِيِّ اللّٰهِ (ص) فَقَالَ اُبَايِعُكَ عَلَى الْهِجْرَةِ وَالْجِهَادِ اَبْتَغِى الْاَجْرَ مِنَ اللّٰهِ . قَالَ فَهَلْ مِنْ وَالِدَيْكَ اَحَدٌ حَيٌّ ؟ قَالَ نَعَمْ . بَلْ كِلاَهُمَا قَالَ فَتَبْتَغِى الْاَجْرَ مِنَ اللّٰهِ ؟ قَالَ نَعَمْ، قَالَ فَارْجِعْ اِلٰى وَالِدَيْكَ فَاَحْسِنْ صُحْبَتَهُمَا .

হযরত আবদুল্লাহ বিন আমার বিন আ'স (রা) এর বর্ণনা, এক ব্যক্তি নবী (স)-এর সেবায় উপস্থিত হয়ে বলে, আল্লাহ্র কাছ থেকে সওয়াব লাভের উদ্দেশ্যে আমি আপনার হাতে হিযরত ও জিহাদের বাইআত করব। তিনি (স) বলেন, তোমার মা-বাবা কেউ কি জীবিত আছেন? সে বলে; হ্যাঁ দু'জনই জীবিত আছেন। তিনি (স) বলেন আল্লাহ্র কাছ থেকে সওয়াব পেতে চাও? সে বলে, জী হ্যাঁ। তিনি (স) বলেন, তোমার মা-বাবার কাছে ফিরে যাও আর তাঁদের সাথে সু-আচরণ কর।

ইমাম নববী মুসলিমের ভাষ্যে বলেছেন, এ হাদীসটি মা-বাবার সেবা করা অনেক মর্যাদাসম্পন্ন হবারই প্রমাণ বলে অবিহিত হয়েছে, আর তা জিহাদের ওপর অগ্রগণ্য।

www.nagorikpathagar.org

হযরত ইমাম আবু লাইস সমরখন্দী (র.) 'তামবীহুল গাফেলীনে' বলেছেন এ হাদীসে মা-বাবার সেবা জিহাদ থেকেও উত্তমরূপে বিবেচিত হয়ে যায়। কেননা রাসূল (স) তাঁকে জিহাদ বাদ দিয়ে মা-বাবার সেবায় নিয়োজিত থাকার নির্দেশ দিয়েছেন। আর আমরা এভাবেই বলব, মা-বাবার অনুমতি ছাড়া জিহাদের অংশগ্রহণ করা কারও জন্য বৈধ নয়-যতক্ষণ পর্যন্ত সকলের পক্ষে জিহাদের জন্য বের হওয়া ফরয না হয়। আর ততক্ষণ পর্যন্ত মা-বাবার আনুগত্য করা জিহাদ থেকেও উত্তম।

সীমাহীন নিয়ামত

عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ (رض) قَالَ اَتٰى رَجُلٌ رَسُوْلَ اللّٰه (ص) فَقَالَ اِنِّى اَشْتَهِى الْجِهَادَ وَلَا اَقْدِرُ عَلَيْه ـ قَالَ هَلْ بَقِىَ مِن وَالِدَيْكَ اَحَدٌ؟ قَالَ اُمِّىْ ـ قَالَ فَاَبَلَ اللّٰه فِى بِرِّهَا فَاِذَا فَعَلْتَ ذَالِكَ فَاَنْتَ حَاجٌّ وَمُعْتَمِرٌ وَمُجَاهِدٌ ـ

হযরত আনাস বিন মালেক (রা) এর বর্ণনা, তিনি বলেন, এক ব্যক্তি আল্লাহ্‌র রাসূল (স)-এর কাছে এসে বলে ঃ আমি জিহাদে যেতে আগ্রহী, কিন্তু আমার জিহাদ করার মত ক্ষমতা নেই। রাসূল (স) বলেন, তোমার মা-বাবার কেউ বেঁচে আছেন কি? লোকটি বলে ঃ আমার মা আছেন। রাসূল (স) বলেন ঃ তাঁর সাথে সু-আচরণে (তোমাদের জন্য) আল্লাহ্‌ বরকত রেখেছেন। যদি তুমি তা কর তাহলে তুমি হাজী, ওমরাকারী ও মুজাহিদ হয়ে যাবে।

যে কাজে কল্যাণ লাভ হয়

عَنْ اِبْنِ عُمَرَ (رض) قَالَ اَتَى النَّبِىَّ (ص) رَجُلٌ فَقَالَ اِنِّىْ اَذْنَبْتُ ذَنْبًا عَظِيْمًا ـ فَهَلْ مِنْ تَوْبَةٍ؟ فَقَالَ هَلْ لَكَ مِنْ اُمٍّ ؟ وَفِى رِوَايَةٍ هَلْ لَكَ وَالِدَانِ ؟ قَالَ لَا قَالَ فَهَلْ لَكَ مِنْ خَالَةٍ ؟ قَالَ نَعَمْ ـ قَالَ فَبِرِّهَا ـ

হযরত আবদুল্লাহ ইব্‌নে ওমর (রা) এর বর্ণনা, তিনি বলেন ঃ এক ব্যক্তি নবী করীম (স)-এর কাছে এসে বলে ঃ আমি একটি বিরাট পাপ করেছি, এর কি কোন তওবা আছে? নবী করীম (স) বলেন ঃ তোমার কি মা আছেন? অন্য এক বর্ণনায়, তোমার কি মা-বাবা আছেন? লোকটি বলেঃ

www.nagorikpathagar.org

না। নবী করীম (স) বলেন ঃ তোমার কি কোন খালা আছেন? লোকটি বলে ঃ জ্বি হ্যাঁ। নবী করীম (স) বলেন ঃ তাঁর সাথে সু-আচরণ কর। (তার সেবা কর।) –(তিরমিযী, ইব্নে হিব্বান, আহমদ, হাকিম)

عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ (رض) انَّهُ اَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ اِنِّى خَطَبْتُ اِمْرَاَةً فَاَبَتْ اَنْ تَنْكِحَنِىْ وَخَطَبَهَا غَيْرِىْ فَاَحَبَّتْ اَنْ تَنْكِحَه فَغِرْتُ عَلَيْهَا فَقَتَلْتُهَا فَهَلْ لِىْ مِنْ تَوْبَةٍ ؟ قَالَ اُمُّكَ حَيَّة ؟ قَالَ لَا قَالَ تُبْ اِلَى اللّٰهِ وَتَقَرَّبْ اِلَيْه مَا اسْتَطَعْتَ فَذَهَبت فَسَاَلْتُ ابْنَ عَبَّاس (رض) لَمْ سَاَلْتَ عَنْ حَيَاةِ اُمِّه؟ فَقَالَ اِنِّى لَا اَعْلَمُ عَمَلاً اَقْرَبُ اِلَى اللّٰهِ مِنْ بِرِّ الْوَالِدَة ـ

হযরত আ'তা বিন ইয়াসা আবদুল্লাহ ইব্নে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন, এক ব্যক্তি ইবনে আব্বাস (রা)-এর কাছে এসে বলে ঃ আমি এক মেয়েকে বিয়ের পয়গাম দিয়েছিলাম। সে আমাকে বিয়ে করতে অস্বীকার করে এবং অন্য এক ব্যক্তি তাকে বিয়ের প্রস্তাব দেয়াতে সে তার কাছে বিয়ে বসতে চায়, আমি তখন তার ওপর হামলা চালিয়ে তাকে হত্যা করি। এখন আমার কি কোন তওবা আছে? তিনি বলেন ঃ তোমার মা বেঁচে আছেন? সে বলে ঃ জ্বি–না! তিনি বলেন ঃ আল্লাহ্র কাছে তওবা কর, আর যতদূর সম্ভব তার নৈকট্য হাসিল কর। আতা বিন ইয়াসার বলেন, তখন আমি ইব্নে আব্বাস (রা)-এর কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করেছি ঃ আপনি তার মায়ের বেঁচে থাকা সম্পর্কে কেন জিজ্ঞেস করেছেন? তিনি তখন বলেন ঃ আমি এমন কোন আমলের কথা জানিনা যা আল্লাহ্র কাছে মায়ের সাথে সু-আচরণ করার অধিক নিকটতর।

জান্নাত প্রাপ্তিতে করণীয়

اَخْرَجَ النَّسَائِى مِنْ طَرِيْقِ الزُّهْرِىْ عَنْ عُرْوَة عَنْ عَائِشَة (رض) قَالَتْ قَالَ رَسُوْل اللّٰه (ص) دَخَلْتُ الْجَنَّةَ فَسَمِعْتُ قِرَاءَةً فَقُلْتُ مَنْ هٰذَا ؟ فَقِيْلَ حَارِثَة بْن النُّعْمَان فَقَالَ رَسُوْل اللّٰه (ص) كَذَالِكُمُ الْبِرُّ وَكَانَ بِرًّا بِاُمِّه ـ

www.nagorikpathagar.org

হযরত আয়েশা (রা) এর বর্ণনা, রাসূল (স) বলেছেন ঃ আমি জান্নাতে প্রবেশ করে কুরআন পাঠ শুনেছি এবং জিজ্ঞেস করেছি, কুরআন পাঠকারী কোন ব্যক্তি? বলা হল, হারিসা ইব্নে নু'মান। রাসূল (স) বলেন ঃ পুণ্যবান ব্যক্তি এ রকমই হয়, আর তিনি (হারিসা) তাঁর মার সেবক ছিলেন।

হাদীসটি ইমাম আহমদ মুসনাদে মাইমারের বরাতে যুহরী থেকে এবং যুহরী হযরত ওমর থেকে তিন স্থানে বর্ণনা করেছেন এবং তৃতীয় বর্ণনাতে বলা হয়েছে হারিসা তাঁর মা-এর খুব অধিক পরিমাণে সেবাকারী ছিলেন।

হযরত হাফেয আইনী স্বীয় গ্রন্থ "আল-ইসাবা"তে হাদীসটি সহীহ বলেছেন। ওপরে বর্ণিত তৃতীয় বর্ণনাটি ইমাম বাইহাকী "শুয়াবুল ঈমানে" বাগাবী "শারহে সুন্নাতে" হাকিম "মুসতাদরাকে" বর্ণনা করেছেন, হযরত আয়েশা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, আমি ঘুমের মধ্যে জান্নাত দেখতে পেলাম....হাদীস যা ওপরে উল্লেখ করা হয়েছে।

এ হাদীস থেকে বুঝা যায়, রাসূল (স)-এর এ দেখাটা স্বপ্নের দেখা ছিল। ইমাম ত্বাইবী মিশকাতের ভাষ্যে বলেছেন রাসূল (স)-এর এ ঘটনা স্বপ্নে দেখা তাঁর সাহাবাগণের কাছে বর্ণনা করার সময় যখন হারিসা ইব্নে নুমানের কথা বর্ণনা করেছেন, তখন তাঁর এ সম্মান অর্জনের কারণ সম্পর্কে সাহাবাগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলেন, তোমাদের মধ্যে সৎকাজ সম্পাদনকারী সে রূপই হয়ে থাকে। অর্থাৎ সে রকম সম্মান সৎকাজ সেবা দ্বারাই হাসিল করা যায়।

হারিস ইব্নে নু'মান একজন সাহাবী ও আনসারী ছিলেন–ইব্নে আবদুল বার (র) স্বীয় কিতাব "ইসতি'যাব" এ বলেছেন ঃ তিনি (হারিস ইব্নে নু'মান) বদর, ওহুদ, খন্দক ও অন্যান্য সব যুদ্ধেই রাসূল (স)-এর সাথে ছিলেন। সাহাবাগণের মধ্যে তিনি অন্যতম ছিলেন। তিনি মুয়াবিয়ার (রা) খিলাফতকালে মৃত্যুবরণ করেন।

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰه (ص) رَغِمَ اَنْفُهُ ثُمَّ رَغِمَ اَنْفُهُ ! قِيْلَ مَنْ يَارَسُوْلَ اللّٰه؟ مَنْ اَدْرَكَ وَالِدَيْه عِنْدَ الْكِبَرِ اَوْ اَحَدِهِمَا ثُمَّ لَمْ يَدْخُلِ الْجَنَّة .

হযরত আবু হোরায়রা (রা) এর বর্ণনা, রাসূল (স) বলেছেন ঃ তার নাক ধূলায় ধূসরিত হোক, আবারও তার নাক ধূলায় ধূসরিত হোক আবারও

www.nagorikpathagar.org

তার নাক ধূলায় ধূসরিত হোক–(অর্থাৎ সে ধ্বংসপ্রাপ্ত হোক)। জিজ্ঞেস করা হল, হে আল্লাহ্‌র রাসূল (স)! কে সে ব্যক্তি? তিনি (স) বলেন ঃ যে তার মা-বাবাকে অথবা তাঁদের একজনকে বৃদ্ধ অবস্থায় পেয়েছে অথচ (তাঁদের সেবা করে) জান্নাতে প্রবেশ সম্ভব হল না। –(আহমদ, মুসলিম)

رَغِمَ اَنْفُ رَجُلٍ ذُكِرْتُ عِنْدَهُ فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيَّ وَرَغِمَ اَنْفُ رَجُلٍ دَخَلَ عَلَيْهِ رَمَضَانُ ثُمَّ انْسَلَخَ قَبْلَ اَنْ يَغْفِرَ لَهُ وَرَغِمَ اَنْفُ رَجُلٍ اَدْرَكَ عِنْدَهُ اَبَوَاهُ الْكِبَرَ فَلَمْ يَدْخُلِ الْجَنَّةَ ـ

রাসূল (স) বলেছেন ঃ এ ব্যক্তির নাক ধূলায় ধূসরিত হোক যার কাছে আমার নাম বর্ণনা করা হল কিন্তু সে আমার ওপর দরূপ পাঠ করেনি। এ ব্যক্তির নাক ধূলায় ধুসরিত হোক; যার কাছে রমযান মাস এসে চলে গিয়েছে অথচ সে তার গুনাহগুলো ক্ষমা করিয়ে নেয়নি। আর সে ব্যক্তির নাক ধূলায় ধুসরিত হোক, যার কাছে তার মা-বাবা বৃদ্ধাবস্থায় উপনীত হল কিন্তু তার জান্নাতে প্রবেশ করা সম্ভব হল না। –(তিরমিযী, হাকিম)

এ হাদীসে মা-বাবার সেবা করার প্রতি উৎসাহ প্রদান করে এর বিরাট নিয়ামতের কথা বর্ণনা করা হয়েছে। হাদীসটির অর্থ এটাই, মা-বাবার বৃদ্ধাবস্থায় ও দূর্বলতার সময় তাঁদের সেবা করা ও ভরণ-পোষন করা জান্নাতে প্রবেশের কারণ ও উপকরণ। সুতরাং যে ব্যক্তি এ বিষয়ে অবহেলা করবে তার জান্নাতে প্রবেশ করতে সম্ভব হবে না এবং আল্লাহ্‌ তাকে অপদস্থ করবেন।

عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ (رض) صَعِدَ النَّبِيُّ (ص) الْمِنْبَرَ فَقَالَ اٰمِيْن ـ اٰمِيْن ـ اٰمِيْن ـ قَالَ اَتَانِيْ جِبْرِيْل عَلَيْهِ السَّلَام فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ ! مَنْ اَدْرَكَ اَحَدٌ اَبَوَيْهِ فَمَاتَ فَدَخَلَ النَّار فَاَبْعَدَه اللّٰه قُلْ اٰمِيْن! فَقُلْتُ اٰمِيْن ـ فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ مَنْ اَدْرَكَ شَهْرَ رَمَضَانَ فَمَاتَ فَلَمْ يَغْفِرْ لَهُ فَاَدْخَلَ النَّار فَاَبْعَدَه اللّٰه قُلْ اٰمِيْن ! فَقُلْتُ اٰمِيْن ـ قَالَ وَمَنْ ذُكِرْتَ عِنْدَهُ فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْكَ فَمَاتَ فَدَخَلَ النَّار، فَاَبْعَدَه اللّٰه، قُلْ اٰمِيْن! فَقُلْتُ اٰمِيْن ـ

www.nagorikpathagar.org

হযরত যাবির বিন সামুরা (রা) এর বর্ণনা, নবী করীম (স) মিম্বরে ওঠার পর বলেন ঃ আমীন আমীন, আমীন! তিনি (স) বলেন ঃ আমার কাছে জিব্‌রাঈল (আ) এসে বলেছেন ঃ হে মুহাম্মদ! যে ব্যক্তি তার মা-বাবার কোন একজনকে জীবিত অবস্থায় পেয়েছে। এরপর মরে গিয়ে জাহান্নামে গিয়েছে, আল্লাহ্ তাকে রহমত থেকে দূরে সরিয়ে দিন। বলুন, আমীন! তখন আমি বলেছি, আমীন! তিনি আবার বলেন হে মুহাম্মদ (স) যে ব্যক্তি রমযান মাস পেয়েছে আর তার গুনাহ মাফ করা হল না এবং তাকে জাহান্নামে দেয়া হল। আল্লাহ্ তাকে রহমত থেকে দূরে সরিয়ে দিন। আমিন। তখন আমি বলেছি আমীন। তিনি আবার বলেন, যার সামনে আপনার নাম উল্লেখ করা হল আর সে আপনার ওপর দরূদ পড়েনি এবং মরে গিয়ে জাহান্নামে গিয়েছে, আল্লাহ্ তাকে রহমত থেকে দূর করুন। বলুন আমীন! আমি বলেছি আমীন।

দোয়া কবুলের উত্তম পন্থা

হযরত আবদুল্লাহ ইব্‌নে ওমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (স)-কে বলতে শুনেছি ঃ তোমাদের পূর্ববর্তী যুগের (বনি ইসরাঈল) তিনজন লোক ভ্রমণে বের হলে রাস্তায় রাত হবার কারণে রাত-যাপনের জন্য এক গর্তে প্রবেশ করে। এমতাবস্থায় পাহাড় থেকে একটি পাথর এসে তাদের গর্তের মুখে পতিত হয়ে গর্তের প্রবেশ পথ বন্ধ হয়ে যায়। এরপর তারা পরস্পর বলাবলি করতে থাকে আমাদের সৎ আমলের দ্বারা আল্লাহ্‌র কাছে আবেদন করা ছাড়া আর অন্য কিছুতেই এ বিপদ থেকে মুক্তি পাবে না। তাদের মধ্যে এক ব্যক্তি বলে, হে আল্লাহ্! আমার দু' মা-বাবা বৃদ্ধ ছিলেন, আর আমি তাঁদেরকে (রাতের খানা) না খাইয়ে আমার পরিবারের অন্য কাউকে খাওয়াতাম না। একদিন কাষ্ঠের সন্ধানে গিয়ে দেরী হল এবং আমার আসার পূর্বেই তাঁরা ঘুমিয়ে পড়েন। তাঁদের জন্য দুধ দোহন করে নিয়ে এসে দেখি তাঁরা ঘুমন্ত। তাঁদের আহার করানোর পূর্বে পরিবারের অন্য কাউকে আহার করানো, আমার অপছন্দ মনে হত। তাই দুধের পাত্র হাতে নিয়ে আমি তাঁদের জাগার অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে থাকি ফযর পর্যন্ত। বুখরীর বর্ণনায় এ কথাটি অতিরিক্ত আছে ঃ "শিশুগণ আমার পায়ের কাছে কাঁদতে থাকে"। এরপর তাঁরা জেগে তাঁদের পানীয় পান করেন। হে আল্লাহ্! সে কাজটি যদি আমি তোমাকে সন্তুষ্ট

www.nagorikpathagar.org

করার উদ্দেশ্যে সম্পাদন করে থাকি তাহলে (এর বিনিময়ে এ পাথরটিকে অপসারিত করে দাও। এ কথা বলার সাথে সাথেই পাথর কিছুটা সরে যায়। কিন্তু তারা বের হতে পারেনি।

অন্য একজন বলে, হে আল্লাহ্! আমার এক চাচাত বোন ছিল আমি তার প্রতি আসক্ত ছিলাম, ফলে আমি আমার কু-মতলব তার কাছে ব্যক্ত করার পর সে আমার কথায় অসম্মতি জানায়। পরে যখন সে অভাবগ্রস্ত হয়ে আমার কাছে এসেছে আমি তাকে ১২০টি স্বর্ণ মুদ্রা দিয়েছি এ শর্ত সাপেক্ষে, তার দেহকে আমার জন্য নির্জনে সপে দেবে। (অভাবের তাড়নায়) সে তাই রাজী হল। যখন আমি তার কাছে নির্জনে মিলিত হলাম। সে বলে, আমি এ সতীত্ব ছেদনকে তোমার জন্য বৈধ মনে করি না (বিবাহ) ছাড়া। একথা শুনে খারাপ মনে করে তার কাছে থেকে দূরে সরে গিয়েছি, তার প্রতি আসক্ত থাকা অবস্থায়ই। আর তাকে যে স্বর্ণমুদ্রা দিয়েছিলাম তা তার কাছেই রেখে এলাম। হে আল্লাহ্! এ কাজটি যদি তোমার সন্তুষ্টি হাসিলের জন্য করে থাকি তাহলে আমাদের এ বিপদ থেকে মুক্তি দান করুন। তখন পাথরটি আরও কিছু সরে গেল। কিন্তু তাতে গর্ত থেকে বের হবার উপযুক্ত রাস্তা হল না।

তৃতীয় ব্যক্তি বলে, হে আল্লাহ্! একদিন আমি কয়েকজন শ্রমিক নিযুক্ত করেছিলাম এবং তাদের সকলের পারিশ্রমিকও দিয়ে দিয়েছি। কিন্তু এক ব্যক্তি তার পারিশ্রমিক না নিয়েই চলে যায়। এরপর আমি তার সে পারিশ্রমিক দ্বারা ব্যবসা করায় তা বৃদ্ধি হয়ে অনেক মালে পরিণত হল। এর অনেক দিন পর এ ব্যক্তি এসে বলে আমার পারিশ্রমিক দাও। তখন আমি তাকে বলেছি, এ যতগুলো উট, গাভী, ছাগল ও দাস দেখছ সবই তোমার পারিশ্রমিক। এ ব্যক্তি বলল, আমার সাথে বিদ্রুপ করছ? আমি তাকে বলেছি, হে আল্লাহ্র বান্দা! তোমার সাথে বিদ্রুপ করছি না, এসবগুলো তুমি নিয়ে যাও। এরপর সে সবগুলো গ্রহণ করে। হে আল্লাহ্! এ কাজটি যদি আমি তোমাকে সন্তুষ্ট করার জন্যই করে থাকি তাহলে আমাদের এ বিপদ থেকে মুক্তি দাও। আর তখনই পাথরটি সরে যায়, আর তারা গর্ত থেকে বের হয়ে চলে যায়। –(বুখারী, মুসলিম)

হাদীসটি বড়ই মহান। এর ব্যাখ্যা দীর্ঘ। সৎকাজ দ্বারা আল্লাহ্র কাছে ওয়াসিলা গ্রহণ করা শরীয়তসম্মত হবার ব্যাপারে এ হাদীসটি অকাট্য প্রমাণ। আর মাতা-পিতার সেবাই হচ্ছে সবচেয়ে বড় ওসিলা।

www.nagorikpathagar.org

মাতা-পিতার সেবাতে আয়ু ও জীবিকা বৃদ্ধি

عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰه (ص) مَنْ سَرَّهُ اَنْ يَمُدَّ لَهُ فِى عُمْرِهِ وَيَزَادُ فِى رِزْقِهِ فَلْيَبِرَّ وَالِدَيْهِ وَلْيَصِلْ رِحْمَهُ ـ

হযরত আনাস ইব্নে মালেক (রা) এর বর্ণনা, রাসূল (স) বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি আয়ু বা হায়াত ও জীবিকা বৃদ্ধি হওয়াকে পছন্দ করে সে যেন মা-বাবার খিদমত করে এবং আত্মীয়তার সু-সম্পর্ক বজায় রাখে। –(আহমদ)

একমাত্র মা-বাবার সেবাতেই তাঁদের শোকরিয়া আদায় করা হয়। আর যে ব্যক্তি তাঁদের শোকরিয়া আদায় করে সে আল্লাহ্র শোকরিয়া জ্ঞাপন করে।

মহান আল্লাহ্ বলেছেন ঃ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَاَزِيْدَنَّكُمْ ـ

"যদি তোমরা শোকরিয়া আদায় কর তাহলে (তোমাদের নিয়ামত) আরো বৃদ্ধি করে দেব।" –(সূরা ইব্রাহিম ঃ ৮)

মাতা-পিতার জন্য দোয়া করা সন্তানের প্রতি ওয়াযিব

قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى وَقَضٰى رَبُّكَ اَنْ لَّا تَعْبُدُوا اِلَّا اِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا ـ اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ اَحَدُهُمَا اَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا ـ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيْمًا ـ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِىْ صَغِيْرًا ـ

"আর তোমার প্রভু আদেশ করেছেন, তোমরা তাঁকে ছাড়া অন্য কারও ইবাদত করবে না এবং মা-বাবার সাথে সু-আচরণ করবে। যদি তোমার সামনে তাঁদের একজন বা উভয়েই বার্ধক্যে উপনীত হন, তাহলে তাদেরকে 'উহ' শব্দটি বলবে না এবং তাঁদেরকে ধমক দেবে না এবং তাঁদের সাথে খুব আদবের সাথে কথা বল এবং তাঁদের সামনে করুণভাবে বিনয়ের সাথে নত থাকবে, আর এরূপ দু'আ করতে থাকবে–হে আমার প্রভূ তাঁদের উভয়ের প্রতি দয়া করুন–যেরূপ তাঁরা আমাকে লালন-পালন করেছেন শৈশবকালে। –(সূরা বনী ইসরাঈল ঃ ২৩-২৪)

যে বিষয়ে নির্দেশ দেয়া হয়, তা করাই ওয়াযিব। তাই মা-বাবার জন্য রহমতের দোয়া করা সন্তানের ওপর ওয়াযিব এবং নিচের দু'আই বেশী বেশি করে পড়া উচিত।

www.nagorikpathagar.org

رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِىْ صَغِيْرًا ـ

"হে আল্লাহ্! তাঁরা (মা-বাবা) যেমনিভাবে ছোট বেলায় আমাকে লালন- পালন করেছেন, তেমনিভাবে তুমিও তাদের ওপর অনুগ্রহ কর।" আরও পড়তে হবে–

رَبِّ اغْفِرْلِىْ وَلِوَالِدَىَّ وَلِلْمُؤْمِنِيْنَ يَوْمَ يَقُوْمُ الْحِسَابُ ـ

"হে আল্লাহ্! আমাকে আমার মা-বাবাকে এবং সকল মুমিন বান্দাকে বিচারের দিন ক্ষমা কর।"

যে মাতা-পিতার সেবা করবে, তার সন্তানেরাও এর অনুরূপই সেবা করে

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰه (صـ) بِرُّوا اٰبَاءَكُمْ تَبركُمْ ابْنَاءَ كُمْ ـ وَاعْفُوا تَعْف نِسَاؤكُمْ ـ

আবদুল্লাহ ইব্‌নে ওমর (রা) এর বর্ণনা, রাসূল (স) বলেছেন ঃ তোমরা তোমাদের মা-বাবার সেবা কর তাহলে তোমাদের সন্তানগণও তোমাদের সেবা করবে। তোমরা অশ্লীল বাক্যালাপ ও অশ্লীল কাজ পরিহার কর তাহলে তোমাদের স্ত্রীগণও অশ্লীল বাক্যালাপ ও অশ্লীল কাজ পরিহার করবে।

মাতা-পিতার ব্যয় বহন করার গুরুত্ব

عَنْ كَعْبِ بْن عَجْرَةَ (رضـ) قَالَ مَرَّ عَلَى النَّبِىِّ (صـ) رَجُلٌ فَرَاى اَصْحَابَ النَّبِىِّ (صـ) جِلْدَه وَنِشَاطه فَقَالُوا يَا رَسُوْلَ اللّٰه ! لَوْ كَانَ هٰذَا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰه ـ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰه (صـ) اِنْ كَانَ خَرَجَ يَسْعٰى عَلٰى وَلَدِهٖ صِغَارًا فَهُوَفِى سَبِيْلِ اللّٰه ـ وَاِنْ كَانَ خَرَجَ يَسْعٰى عَلٰى اَبْوَيْن شَيْخَيْن كَبِيْرَيْنِ فَهُوَ فِى سَبِيْلِ اللّٰه ـ وَاِنْ كَانَ خَرَجَ يَسْعٰى عَلٰى نَفْسِهٖ يَعْفهَا فَهُوَ فِى سَبِيْلِ اللّٰه، وَاِنْ كَانَ خَرَجَ يَسْعٰى رِيَاء وَمُفَاخِرَة فَهُوَ فِى سَبِيْلِ الشَّيْطَانِ ـ

হযরত কা'ব ইব্নে আজরা (রা) এর বর্ণনা, একজন স্বাস্থ্যবান ব্যক্তিকে রাসূল (স)-এর সামন দিয়ে অতিক্রম করতে দেখে সাহাবাগণ বলেন। হে আল্লাহ্র রাসূল! এ ব্যক্তি আল্লাহ্র পথে চলত (তাহলে কতইনা ভাল হত)। রাসূল (স) বলেন, সে যদি তার অপ্রাপ্ত বয়স্ক সন্তানের ভরণ পোষণের জন্য বেরিয়ে থাকে তাহলে আল্লাহ্র পথেই বেরিয়েছে। আর যদি তার বৃদ্ধ মা-বাবার জন্য বেরিয়ে থাকে তাহলেও সে আল্লাহ্র পথেই বেরিয়েছে। আর যদি নিজস্ব রোজগারের জন্য বেরিয়ে থাকে যা দ্বারা পরের কাছে হাত পাতা থেকে বেঁচে থাকবে তাহলেও সে আল্লাহ্র পথে বেরিয়েছে। আর যদি লোক দেখানোর জন্য এবং অহংকার করার জন্য বেরিয়ে থাকে তাহলে সে শয়তানের পথে বেরিয়েছে।

মাতা-পিতার জন্য হাত প্রসারিত করা

قَالَ تَعَالٰى وَقُلْ لَهُمَا قَوْلاً كَرِيْمًا ـ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ ـ

"আল্লাহ্ বলেছেন ঃ তাঁদের সাথে নম্র ভাষায় কথা বলবে, আর তাঁদের সামনে বিনয় ও নম্রতার সাথে নত হয়ে থাক। (সূরা বনী ইসরাইল ঃ ২৩-২৪)

ইব্নে জারীর তাবারী এবং ইব্নে আবী হাতিম তাঁদের তাফসীরে হযরত কাতাদা (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, قَوْلاً كَرِيْمًا এর অর্থ এই মাল স্বরূপ قَوْلاً لَيِّنًا سَهْلاً অর্থাৎ নম্র ও সহজ কথা।

সাঈদ ইব্নে মানসূর ইব্নে আবী শাইবা, ইবনুল মুনজির ইব্নে আবী হাতেম উরওয়া (র.) থেকে বর্ণনা করেছেন وَقُلْ لَهُمَا قَوْلاً كَرِيْمًا এর অর্থ হচ্ছে "তারা যা চায় বা ইচ্ছা করে তাতে বাধা প্রধান করবে না। ইমাম বুখারী আদাবুল মুফরাদ, ইব্নে জারীর ইবনুল মুনজির ও ইব্নে আবী হাতিম তাদের তাফসীরে উরওয়া থেকে আরও বর্ণনা করেছেন ঃ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ এর অর্থ হচ্ছে যে, তাঁদের জন্য নম্র হওয়াতে তাঁদের পছন্দীয় বস্তু থেকে তাঁদের বিরত থাকতে না হয়।

মাতা-পিতার সাক্ষাতে অনুমতি চাওয়া

اَخْرَجَ الْبُخَارِىُّ فِى الْاَدَبِ الْمُفْرَد عَنْ سُفْيَانِ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ اِلٰى عَبْدِ اللّٰهِ ـ يَعْنِى اِبْنُ مَسْعُوْدٍ قَالَ اِسْتَأْذَنَ عَلٰى اُمِّى فَقَالَ مَا عَلٰى كُلِّ اَحْيَانِهَا تُحِبُّ اَنْ تَرَاهَا ـ

www.nagorikpathagar.org

এক ব্যক্তি আবদুল্লাহ ইব্নে মাসউদ (রা)-এর কাছে এসে প্রশ্ন করে, আমার মায়ের কাছে আসতে অনুমতি চাব কি? তিনি বলেন ঃ সর্বাবস্থায় তুমি তাঁকে দেখতে পছন্দ করবে না। (সুতরাং অনুমতি চাবে।)

وَاَخْرَجَ اَيْضًا عَنْ اَبِىْ اِسْحَاقَ قَالَ سَمِعْتُ مُسْلِمَ بْنَ نَذِيْرٍ يَقُوْلُ سَاَلَ رَجُلٌ حُذَيْفَةَ فَقَالَ اِسْتَاْذَنَ عَلَىٰ اُمِّىْ ؟ فَقَالَ اِنْ لَمْ تَسْتَاْذِنْ عَلَيْهَا رَاَيْتُ مَا تَكْرَهُ.

এক ব্যক্তি হোযাইফা (রা)-কে জিজ্ঞেস করে আমার মার কাছে আসতে কি অনুমতি চাব? তিনি বলেন ঃ তুমি যদি অনুমতি না চাও তাহলে তাঁকে এমতাবস্থায় দেখতে পাবে যা তুমি অপছন্দ কর।

وَاَخْرَجَ فِيْهِ اَيْضًا عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْد (ض) قَالَ يَسْتَاذِنُ الرَّجُلُ عَلٰى اَبِيْهِ وَاُمِّهِ ـ وَاَخِيْهِ وَاُخْتِهِ ـ

আবদুল্লাহ ইব্নে মাসউদ (রা)-এর বর্ণনা, তিনি বলেছেন ঃ প্রত্যেক পুরুষই তাঁর মা-বাবা ও ভাই-বোনের (সাথে সাক্ষাতে) অনুমতি চাবে।

মাতা-পিতার অভ্যর্থনার্থে দাঁড়ানো

হযরত আয়েশা (রা) এর বর্ণনা, আমি রাসূল (স)-এর কন্যা ফাতিমা (রা)-এর চেয়ে অধিক কাউকে রাসূল (স)-এর অনুসরণ করতে দেখিনি। তিনি বলেন, যখন ফাতিমা (রা) রাসূল (স)-এর কাছে প্রবেশ করতেন তখন তিনি ফাতিমার দিকে এগিয়ে গিয়ে তাঁকে চুম্বন করতেন এবং তাঁকে নিজ আসনে বসাতেন। -(আবূ দাউদ, তিরমিযী, নাসায়ী)

মাতা-পিতার মৃত্যুর পর করণীয় কাজ

عَنْ اَبِىْ اُسَيْدٍ مَالِكِ بْنِ رَبِيْعَةَ السَّاعِدِىِّ (رض) قَالَ بَيْنَمَا نَحْنُ جُلُوْسٌ عِنْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ (ص) اِذْ جَاءَ رَجُلٌ مِنْ بَنِى سَلَمَةَ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ! هَلْ بَقِىَ مِنْ بِرِّ اَبَوَىَّ شَىْءٌ اَبَرُّهُمَا بِهِ بَعْدَ مَوْتِهِمَا ؟ قَالَ نَعَمْ! الصَّلَاةُ عَلَيْهِمَا وَالْاِسْتِغْفَارُ لَهُمَا وَانْفَاذُ عَهْدِهِمَا مِنْ بَعْدِهِمَا ـ وَصِلَةُ الرَّحِمِ الَّتِى لَا تُوْصَلُ اِلَّا بِهِمَا، وَاِكْرَامُ صَدِيْقِهِمَا ـ

www.nagorikpathagar.org

হযরত আবূ উসাইদ মালিক ইব্‌নে রাবীয়া (রা)-এর বর্ণনা, আমরা রাসূল (স)-এর কাছে বসেছিলাম। এমন সময় বনী সালামা গোত্রের একজন লোক রাসূল (স)-এর কাছে আরয করে, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমার মা-বাবার মৃত্যুর পরেও কি এমন কিছু অবশিষ্ট রয়েছে যা দ্বারা তাঁদের সেবা করতে পারি? রাসূল (স) বলেন, হ্যাঁ তাঁদের জন্য দোয়া করবে, তাঁদের জন্য ক্ষমা কামনা করবে, তাঁদের মৃত্যুর পরে তাঁদের অঙ্গীকার সমূহ পূর্ণ করবে, তাঁদের মাধ্যমে ছাড়া যে সু-সম্পর্কে বজায় রাখা সম্ভব নয়, (তাঁদের মাধ্যমেই) সে সু-সম্পর্ক বজায় রাখবে এবং তাঁদের বন্ধুগণকে সম্মান করবে। -(আহমদ, আবূ দাউদ, ইবনে মাযা, হাকিম)

মাতা-পিতার পক্ষ থেকে হজ্ব করা

عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ (رضـ) قَالَ كَانَ الْفَضْل رِيْفَ رَسُوْلِ اللّٰه (صـ) فَجَاءَت اِمْرَأَةٌ خَشْعَم فَجعَلَ الْفَضْل يَنْظرُ اِلَيْهَا وَتَنْظرُ اِلَيْه وَجعَلَ النَّبِيّ (صـ) يَصْرِف وَجْه الْفَضْل اِلَى الشِّقّ الْاُخَر ـ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللّٰه ! اِنَّ فَرِيْضَةَ اللّٰهِ عَلىٰ عِبَادِهٖ فِى الْحَجّ اَدْرَكْتُ اَبِى شَيْخًا كَبِيْرًا لَا يَثْبتُ عَلىَ الرَّاحِلَة اَفَاَحجّ عَنْه؟ قَالَ نَعَمْ ـ وَذَالِكَ فِى حَجَّة الوِدَاع ـ

হযরত ইব্‌নে আব্বাস (রা) এর বর্ণনা, হযরত ফযল (রা) রাসূল (স)-এর পিছনে (সওয়ারীতে বসা) ছিলেন। তখন খাশআ'ম গোত্রের এক মহিলা এল। ফযল তার দিকে দেখেছিলেন আর সে মহিলা ফযলের দিকে তাকাচ্ছিল। (এটা দেখে)। রাসূল (স) ফযলের মুখমণ্ডল অন্য দিকে পরিবর্তন করে দেন। এরপর সে মহিলা বলে, আমার বৃদ্ধ পিতার ওপর হজ্ব ফরয হয়েছে; কিন্তু তিনি সওয়ারীর উপরের বসে থাকতে পারেন না। সুতরাং আমি কি তার পক্ষ থেকে হজ্ব আদায় করব? রাসূল (স) বলেন, হ্যাঁ। (আর এটা বিদায় হজ্বের ঘটনা।) -(বুখারী)

وَاَخْرَجَ الْبُخَارِيّ فِيْ صَحِيْحِهٖ اَيْضًا عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ (رضـ) اِنَّ اِمْرَأَة ـ مِنْ جُهِيْنَةٍ ـ جَائَتْ اِلىَ النَّبِيّ (صـ) فَقَالَتْ اِنَّ اُمِّى نَذَرَتْ اَنْ تَحُجَّ فَمَاتَتْ قَبْل اَنْ تَحُجَّ ـ اَفَاَحجّ عَنْهَا ؟ قَال نَعَمْ! حَجّى عَنْهَا! اَفَرأَيْتَ

www.nagorikpathagar.org

لَوْكَانَ عَلٰى اُمِّكَ دَيْنٌ اَكُنْتَ قَاضِيَتَهَا ؟ قَالَتْ نَعَمْ قَالَ فَاقْضِى الَّذِى لَهَ فَاِنَّ اللّٰهَ اَحَقُّ بِالْوَفَاءِ ـ

হযরত ইব্নে আব্বাস (রা) এর বর্ণনা, জুহাইনা গোত্রের এক মহিলা রাসূল (স)-এর কাছে এসে বলে, আমার মা হজ্ব পালনের (নযর) মানত করেছেন। কিন্তু পালন করার পূর্বেই মৃত্যুবরণ করেছেন। এখন আমি কি তাঁর পক্ষ থেকে হজ্ব করব? রাসূল (স) বলেন, হ্যাঁ! তাঁর পক্ষ থেকে তুমি হজ্ব পালন কর। তোমার মাথার ওপর যদি ঋণ থাকত তাহলে কি তুমি তা আদায় করতে না? সে মহিলা বলে, হ্যাঁ! রাসূল (স) বলেন, সুতরাং আল্লাহ্র পাওনাকে আদায় কর, পাওনা আদায়ে আল্লাহ্ অধিক হকদার।

মাতা-পিতার বন্ধুগণের সাথে সুসম্পর্ক রাখা

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ دِيْنَارٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ (رض) اَنَّ رَجُلاً مِنَ الْاَعْرَابِ لَقِيَهُ بِطَرِيْقِ مَكَّةَ، فَسَلَّمَ عَلَيْهِ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ وَحَمَلَهُ عَلٰى حِمَارٍ كَانَ يَرْكَبُهُ واَعْطَاهُ عِمَامَةً كَانَتْ عَلٰى رَاْسِهِ قَالَ ابْنُ دِيْنَارٍ فَقُلْنَا لَهُ اَصْلَحَكَ اللّٰهُ! اِنَّهُمُ الْاَعْرَابُ، وَهُمْ يَرْضَوْنَ بِالْيَسِيْرِ فَقَالَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ اِنَّ اَبَا هٰذَا كَانَ وُدًّا لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، وَاِنِّىْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ (صـ) يَقُوْلُ اِنَّ اَبَرَّ الْبِرِّ صِلَةُ الْوَلَدِ اَهْلَ وُدِّ اَبِيْهِ، وَفِىْ رِوَايَةٍ اَنَّ مِنْ اَبَرِّ الْبِرِّ صِلَةُ الرَّجُلِ اَهْلَ وُدِّ اَبِيْهِ مِنْ بَعْدِ اَنْ يُوَلِّىَ ـ

এক গ্রাম্য ব্যক্তি মক্কার পথে আবদুল্লাহ ইব্নে ওমর (রা)-এর সাক্ষাত হলে তিনি তাঁকে সালাম দেন এবং নিজ গাধার পিঠে তাঁকে সওয়ার করালেন এবং তাঁর পাগড়িটা দিয়ে দেন যা নিজ মাথায় ছিল। ইব্নে দীনার বলেন, আমরা ইব্নে ওমরকে বলেছি, আল্লাহ্ আপনার মঙ্গল করুন, তাঁরা গ্রামবাসী এবং অল্পতেই সন্তুষ্ট হন। আবদুল্লাহ ইব্নে ওমর (রা) বলেন, এ ব্যক্তির বাবার ওমর ইবনুল খাত্তাব (রা)-এর বন্ধু ছিলেন। আর আমি রাসূলুল্লাহ (স)-কে বলতে শুনেছি, সর্বোত্তম সেবা হচ্ছে সন্তান হয়ে তাঁর বাবার বন্ধুদের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখা। (মুসলিম)

www.nagorikpathagar.org

অন্য বর্ণনায় রয়েছে, সর্বোত্তম সেবা হচ্ছে পিতার অন্তর্ধানের পর তাঁর বন্ধুদের সাথে সু-সম্পর্ক বজায় রাখা। (মুসলিম) অন্য বর্ণনায় রয়েছে, তোমার বাবার বন্ধুত্বকে রক্ষা কর, বন্ধুত্বের সম্পর্ক ছিন্ন করবে না। সম্পর্ক ছিন্ন করা হলে আল্লাহ্ তোমার আলোকে নিভিয়ে দেবেন।

–(বুখারী, মুফরাদ, তাবারানী, বায়হাকী)

মাতা-পিতার অবাধ্যতা এক ঘৃণার কাজ

عَنِ الْمُغِيْرَةَ بْنِ شُعْبَة (رض) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰه (ص) قَالَ اِنَّ اللّٰهَ حَرَّمَ عُقُوْقَ الْاُمَّهَات ـ وَوَاْدِ الْبَنَاتِ وَمَنْع وَهَاتٍ ـ وَكُرِهَ لَكُمْ قِيْلَ وَقَالَ ـ وَكَثْرَةُ السُّؤَال ـ وَاِضَاعَةَ الْمَال ـ

হযরত মুগীরা (রা) এর বর্ণনা, নবী করীম (স) বলেছেন, আল্লাহ্ তোমাদের নাফরমানী করা এবং কন্যা সন্তানদের জীবিত কবর দেয়া, হকদারের হক না দেয়া তোমাদের ওপর হারাম করে দিয়েছেন। আর আল্লাহ্ তোমাদের জন্য গল্প-গুজবে রত হওয়া, অতিরিক্ত প্রশ্ন করা এবং ধন-সম্পদ নষ্ট করাকে অপছন্দ করেন। –(বুখারী)

মহান আল্লাহ্ বলেছেন ঃ

اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ اَحَدُهُمَا اَوْ كِلاَهُمَا فَلاَ تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ وَلاَ تَنْهَرْهُمَا ـ

"তোমাদের সামনে যদি মা-বাবা উভয়ে অথবা কোন একজন বৃদ্ধে উপনীত হয়, তাহলে তাঁদের জন্য "উহ" শব্দও বলবে না এবং তাঁদের সাথে উচ্চস্বরে কথা বলবে না।"

হাফিয ইব্নে হাজার (র.) বলেছেন, হাদীসের মধ্যে বিশেষ করে মায়ের কথা এজন্য বর্ণনা করা হয়েছে, মহিলা মানুষ দুর্বল হবার কারণে সন্তান পিতার চেয়ে মায়ের অবাধ্য হয় তাড়াতাড়ি।

আর এ হাদীসে এ বিষয়েও সতর্ক করা হয়েছে, মা মমতার দিক দিয়ে পিতার চেয়ে মায়ের হক অগ্রগণ্য।

হযরত আলুসী (র.) বলেছেন ঃ

فَلاَ تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ ـ

www.nagorikpathagar.org

আয়াতের অর্থ হচ্ছে এটাই, (মাতা-পিতার বৃদ্ধ হবার ফলে) তাঁদের মল মূত্র দ্বারা যে ময়লা হয় এবং ভরণ-পোষণ করার জন্য যে বোঝা বহন করতে হয় সে জন্য দুঃখ স্বরে "উহ' বলবে না। (ইব্নে আবী হাতিম, ইব্নে জারীর, ইব্নে মুনযির তাঁদের তাফসীরসমূহে বলেছেন–

فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ ـ

এ আয়াতের ব্যাখ্যা মুজাহিদ (র.) থেকে বর্ণনা করেছেন, তাঁদের প্রস্রাব পায়খানা জাতীয় যেসব ময়লা তোমরা দূর কর সেজন্য 'উহ' বলবে না যেমন নাকি তাঁরা তোমার প্রস্রাব পায়খানা দূর করতে 'উহ্' বলেননি। কুরআনে আল্লাহ্ তা'য়ালা "উহ্" শব্দ দ্বারা ভাব প্রকাশ করাতে বুঝা যায়, মাতা-পিতার কারণে দুঃখ প্রকাশ করা নিষেধ, তা কমই হোক আর অধিক হোক।

আরবী শব্দ اَلْعُقُوْقُ উকুক 'আইন অক্ষরে পেশ اَلْعَاقُّ শব্দ থেকে নির্গত যার অর্থ হল ছিন্ন। হাফিয ইব্নে হাজার ফতহুল বারীতে বলেছেন, এর অর্থ হচ্ছে, সন্তানের পক্ষ থেকে এমন কোন কাজ বা কথা প্রকাশ হওয়া যা দ্বারা মাতা-পিতা কষ্ট পায়। কিন্তু শির্ক বা পাপের কাজে যদি মাতা-পিতা বাধ্য করাতে চায় তাহলে তা করা যাবে না যদিও এ কাজ না করে তাঁরা মনে কষ্ট পায়।

عَنْ اَبِىْ بَكْرَةَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) اَلَا اُنَبِّئُكُمْ بِاَكْبَرِ الْكَبَائِرِ ثَلَاثًا قُلْنَا بَلٰى يَارَسُوْلَ اللّٰهِ! قَالَ اَلْاِشْرَاكُ بِاللّٰهِ وَعُقُوْقُ الْوَالِدَيْنِ وَكَانَ مُتَّكِئًا فَجَلَسَ فَقَالَ اَلَا وَقَوْلُ الزُّوْرِ ـ وَشَهَادَةُ الزُّوْرِ فَمَازَالَ يُكَرِّرُهَا حَتّٰى قُلْنَا لَيْتَهُ سَكَتَ ـ

হযরত আবূ বাকরা (রা) এর বর্ণনা, রাসূল (স) বলেছেন, আমি কি তোমাদেরকে সবচেয়ে কবীরা গুনাহ সম্পর্কে অবগত করব না? আমরা বলেছি, হ্যাঁ, হে আল্লাহ্র রাসূল! তিনি বলেন, আল্লাহ্র সাথে শির্ক করা, পিতা-মাতার নাফরমানী করা, এ সময় তিনি (স) হেলান দেয়া অবস্থায় ছিলেন, এরপর ওঠে বসে বলেন, শোন! মিথ্যা বলা ও মিথ্যা সাক্ষী দেয়া এভাবে তিনি একাধারে বলে যাচ্ছিলেন যতক্ষণ না আমরা বলেছি যে যদি তিনি চুপ হতেন। –(বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী)

www.nagorikpathagar.org

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرِوبْنِ الْعَاصِ رَضِىَ اللّٰهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰه اَلْكَبَائِرُ اَلْاِشْرَاكُ بِاللّٰهِ ـ وَعُقُوْقُ الْوَالِدَيْنِ ـ وَقَتْلُ النَّفْسِ وَالْيَمِيْنُ الْغُمُوْسِى ـ

হযরত আবদুল্লাহ ইব্নে আস (রা) এর বর্ণনা, রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেনঃ কবীরা গুণাহসমূহ হচ্ছে আল্লাহ্র সাথে শির্ক করা, মাতা-পিতার নাফরমানী করা, (অন্যায়ভাবে) কোন লোক হত্যা করা এবং মিথ্যা সাক্ষী দেয়া। -(বুখারী)

وَفِى كِتَابِ النَّبِىِّ (ص) اَلَّذِىْ كَتَبَهُ اِلٰى اَهْلِ الْيَمَنِ وَبَعَثَ بِهِ مَعَ عَمْرِوبْنِ حَزْمٍ وَاَنَّ اَكْبَرَ الْكَبَائِرِ عِنْدَ اللّٰهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اَلْاِشْرَاكُ بِاللّٰهِ ـ وَقَتْلُ النَّفْسِ الْمُؤْمِنِ بِغَيْرِ الْحَقِّ ـ وَالْفِرَارُ فِى سَبِيْلِ اللّٰهِ يَوْمَ الزَّحْفِ، وَعُقُوْقُ الْوَالِدَيْنِ ـ وَرَمْىُ الْمُحْصَنَةِ وَتَعَلُّمُ السِّحْرِ ـ وَاَكْلُ الرِّبَا، وَاَكْلُ مَالِ الْيَتِيْمِ ـ

নবী করীম (স) আমর বিন হাযম-এর মারফত ইয়েমেনবাসীদের কাছে যে চিঠি পাঠিয়েছিলেন তাতে লিখা ছিল ঃ "কিয়ামতের দিন আল্লাহ্র কাছে সবচেয়ে বড় পাপ হল ঃ আল্লাহ্র সাথে শরীক করা, অন্যায়ভাবে কোন মুমিনকে হত্যা করা, আল্লাহ্র রাস্তায় জিহাদ করা থেকে পালানো, মাতা-পিতার অবাধ্য হওয়া, সতী নারীকে অপবাদ দেয়া, যাদুবিদ্যা শিক্ষা করা, ঘুষ খাওয়া ও ইয়াতীমের সম্পদ আত্মসাৎ করা। -(ইব্নে হিব্বান)

মাতা-পিতার অবাধ্যকারীর সম্পর্কে হুশিয়ারী

عَنْ اِبْنِ عُمَرَ (رض) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ (ص) قَالَ ثَلَاثَةٌ لَا يَنْظُرُ اللّٰهُ اِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اَلْعَاقُّ لِوَالِدَيْهِ وَمَدِّ مِنْ خَمْرٍ ـ وَالْمَنَّانُ عَطَائَهُ وَثَلَاثَةٌ لَا يَدْخُلُوْنَ اَلْجَنَّةَ اَلْعَاقُّ لِوَالِدَيْهِ وَالدَّيُّوْثُ وَالرَّجُلَةُ ـ

হযরত আবদুল্লাহ ইব্নে ওমার (রা) এর বর্ণনা, রাসূল (স) বলেছেন, তিন প্রকার লোকের দিকে আল্লাহ্ কিয়ামতের দিন (রহমতের দৃষ্টিতে) দৃষ্টি দেবেন না। (১) মাতা-পিতার অবাধ্য, (২) মদখোর, (৩) দান করে তিরস্কারকারী।

www.nagorikpathagar.org

আরো তিন প্রকার লোক জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না। (১) মাতা-পিতার অবাধ্য ব্যক্তি (২) দাইয়ূস, (যে তাঁর স্ত্রী ও পরিবারের অন্যান্যদেরকে পর্দায় রাখেনা)। (৩) পুরুষের বেশধারিণী মহিলা। -(বাজ্জার, হাকিম)

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرِوبْنِ الْعَاصِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰه (صـ) قَالَ ثَلاَثَةٌ حَرَّمَ اللّٰه تَبَارَكَ وَتَعَالٰى عَلَيْهِمُ الْجَنَّةَ ـ مُدْ مِنْ خَمْرٍ وَالْعَاقُّ وَالدَّيُوْثُ الَّذِىْ يُقِرُّ الْخَبَثَ هَلَهُ ـ

হযরত আবদুল্লাহ ইব্‌নে আমর ইবনুল আস (রা) এর বর্ণনা, রাসূল (স) বলেছেন, আল্লাহ্ তিন প্রকার লোকের জন্য জান্নাত হারাম করেছেন, (১) মদপানকারী, (২) মা-বাবার অবাধ্য (৩) দাইয়ূস, যে ব্যক্তি নিজ পরিবারের মধ্যে অশ্লীল কাজকে স্থান দিয়েছে। -(আহমদ, নাসাঈ, বাজ্জার, হাকিম)

মাতা-পিতার অবাধ্য ব্যক্তি নানান ক্ষতির সম্মুখীন হয়

عَنْ اَبِىْ اُمَامَةَ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰه (صـ) ثَلاَثَةٌ لاَ يَقْبَلُ اللّٰه عَزَّ وَجَلَّ مِنْهُمْ صَرْفًا وَلاَ عَدْلاً عَاقٌّ وَمَنَّانٌ وَمُكَذِّبٌ بِقَدَرٍ ـ

হযরত আবু উমামা (রা) এর বর্ণনা, রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন, আল্লাহ্ তিন প্রকার লোকের তওবা কবূল করবেন না এবং তাদের কাছ থেকে কোন কিছু অর্থাৎ অর্থের বিনিময়ে অন্যায় থেকে মুক্তি দেয়া গ্রহণ করবেন না। (১) মা-বাবার অবাধ্য ব্যক্তি (২) দান করে তিরস্কারকারী (৩) তাকদীরকে অস্বীকারকারী।

মাতা-পিতাকে গালিগালাজ করা কবীরা গুনাহ

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرِوبْنِ الْعَاصِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰه (صـ) مِنَ الْكَبَائِرِ شَتَمُ الرَّجُلِ وَالِدَيْه قَالُوْا يَارَسُوْلَ اللّٰهِ ! وَهَلْ يَشْتُمُ الرَّجُلُ وَالِدَيْه؟ قَالَ نَعَمْ! يَسُبُّ اَبَا الرَّجُل فَيَسُبُّ اَبَاهُ وَيَسُبُّ اُمَّهُ ـ

হযরত আবদুল্লাহ ইব্‌নে আমর ইবনুল আস (রা) বর্ণনা করেন, রাসূল (স) বলেছেন, কবীরা গুণাহসমূহের মধ্যে সবচেয়ে বড় গুনাহ হচ্ছে–কোন লোক তার মা-বাবাকে গালি দেয়।

www.nagorikpathagar.org

প্রশ্ন করা হল, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! কিভাবে একজন লোক তার মা-বাবাকে গালি দিতে পারে? রাসূল (স) বলেন, একজন অপরজনের বাবাকে গালি দেয়, তখন সেও সে ব্যক্তির বাবাকে গালি দেয়। এমনিভাবে একজন অপর জনের মাকে গালি দেয়, তখন সেও সে ব্যক্তির মাকে গালি দেয়। –(বুখারী, মুসলিম, আবু দাউদ, তিরমিযী)

وَفِى رِوَايَةٍ لِلْبُخَارِىِّ وَمُسْلِمٍ اَنَّ مِنْ اَكْبَرِ الْكَبَائِرِ اَنْ يَلْعَنَ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ قِيْلَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ كَيْفَ يَلْعَنُ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ؟ قَالَ يَسُبُّ اَبَا الرَّجُلِ فَيَسُبُّ اَبَاهُ وَيَسُبُّ اُمَّهُ فَسَبَّ اُمَّهُ ـ

বুখারী এবং মুসলিমের বর্ণনায় আরও প্রমাণিত হয় কবীরা গুনাহের মধ্যে সবচেয়ে বড় পাপ হচ্ছে মা-বাবাকে অভিশাপ দেয়া। জিজ্ঞেস করা হল ঃ হে আল্লাহ্‌র রাসূল! কিভাবে মানুষ তার মা-বাবাকে অভিশাপ দেয়? নবী করীম (স) বলেন ঃ অন্য লোকের বাবাকে গালি দিয়ে সে যেন নিজের বাবাকে গালি দেয়। তেমনি ভাবে অন্যের মাকে গালি দেয়াতে সেও তার মাকে গালি দেয়।

মাতা-পিতাকে সু-উপদেশ প্রধানে কল্যাণ

قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى وَاذْكُرْ فِى الْكِتَابِ اِبْرَاهِيْمَ ـ اِنَّهُ كَانَ صِدِّيْقًا نَبِيًّا اِذْ قَالَ لِاَبِيْهِ يَآ اَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِىْ عَنْكَ شَيْئًا ـ يَآ اَبَتِ اِنِّىْ قَدْ جَآءَنِىْ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَمْ يَأْتِكَ فَاتَّبِعْنِىْ اَهْدِكَ صِرَاطًا سَوِيًّا ـ يَآ اَبَتِ لَا تَعْبُدِ الشَّيْطَانَ ـ اِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلرَّحْمٰنِ عَصِيًّا ـ يَآ اَبَتِ اِنِّىْ اَخَافُ اَنْ يَّمَسَّكَ عَذَابٌ مِنَ الرَّحْمٰنِ فَتَكُوْنَ لِلشَّيْطَانِ وَلِيًّا ـ

মহান আল্লাহ্‌ বলেছেন ঃ আপনি বর্ণনা করুন এ কিতাবে ইব্‌রাহিম (আ)-এর ঘটনা তিনি অতি সত্যনিষ্ঠ নবী ছিলেন। যখন তিনি নিজ পিতাকে বলেছেন, হে আমার পিতা, আপনি কেন এমন বস্তুর ইবাদত করেন, যে বস্তু না কিছু শোনে আর না কিছু দেখে, আর না আপনার কোন কাজে আসতে পারে?

www.nagorikpathagar.org

হে আমার পিতা! এমন একটি তথ্যের খবর (ওহী) আমার কাছে এসেছে যা আপনার কাছে আসেনি, অতএব আপনি আমার কথামত চলুন, আমি আপনাকে সরল পথ দেখাব। হে পিতা! আপনি শয়তানের ইবাদত করবেন না। নিশ্চয় শয়তান হচ্ছে আল্লাহ্‌র নাফরমান। হে পিতা! আমি ভয় করছি, আল্লাহ্‌র তরফ থেকে আপনার ওপর কোন আযাব এসে না পড়ে, ফলে আপনি শয়তানের সহচর হয়ে যাবেন। –(সূরা মারইয়াম ঃ ৪১-৪৫)

"হযরত আবি উমামা (রা) এর বর্ণনা, এক ব্যক্তি রাসূল (স)-কে জিজ্ঞেস করেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! সন্তানের ওপর মাতা-পিতার কি অধিকার রয়েছে? তিনি বলেন, মাতা-পিতা তোমাদের জান্নাত এবং জাহান্নাম।" রাসূল (স)-এর এ উক্তির মর্মার্থ হচ্ছে, কোন ব্যক্তি তাঁদের থেকে মুখাপেক্ষীহীন হতে পারবে না। সামাজিক জীবনে তাঁদের গুরুত্ব ছাড়াও পরকালীন জীবনের মুক্তি ও সাফল্যের দিক থেকেও তাঁদের গুরুত্ব অপরিসীম। তাঁদের সাথে সুন্দর ব্যবহার ও আনুগত্য করে এবং সন্তুষ্ট রেখে সন্তান জান্নাতে নিজের ঘর তৈরী করতে পারে। অন্যদিকে তাঁদের অধিকার পদদলিত করে অসন্তুষ্টির কারণে জাহান্নামের জ্বালানিও হতে পারে।

"হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) এর বর্ণনা, রাসূল (স) বলেছেন, আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি পিতার সন্তুষ্টির মধ্যে এবং আল্লাহ্‌র অসন্তুষ্টি পিতার অসন্তুষ্টির মধ্যে নিহিত রয়েছে।" মাতা-পিতার অধিকার অস্বীকার করে আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি অর্জন করা যায় না। যাঁরা তাঁদেরকে সন্তুষ্ট রাখতে পারে তাঁরাই আল্লাহ্‌কে সন্তুষ্ট করতে পারে। তাঁদের ক্রোধ-উদ্রেককারীরা আল্লাহ্‌র গযব থেকে নিষ্কৃতি পেতে পারে না এবং যারা তাঁদেরকে অসন্তুষ্ট করবে তারা আল্লাহ্‌কেও অসন্তুষ্ট করবে।

"হযরত জাহিমার (রা)-এর পুত্র হযরত মাবিয়া (রা) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত জাহিমা (রা) রাসূল (স)-এর খিদমতে উপস্থিত হয়ে বলেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আপনার সাথে জিহাদে অংশগ্রহণ করাই আমার ইচ্ছা। আর এ জন্য আপনার সাথে পরামর্শ করতে এসেছি। বলুন এ ব্যাপারে আপনার নির্দেশ কি? রাসূল (স) তাঁকে জিজ্ঞেস করেন, তোমার মাতা কি জীবিত আছেন? জাহিমা (রা) বলেন, জ্বী–হ্যাঁ! আল্লাহ্‌র শোক্‌র যে, তিনি জীবিত আছেন। রাসূল (স) বলেন, তুমি ফিরে যাও এবং তাঁর খিদমতেই নিয়োজিত থাক। কেননা, তাঁর পায়ের তলাতেই জান্নাত।"

www.nagorikpathagar.org

"হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) এর বর্ণনা, আমি রাসূল (স)-কে জিজ্ঞেস করেছিলাম, কোন্ নেক আমল আল্লাহ্‌র কাছে সবচেয়ে বেশী প্রিয়? আল্লাহ্‌র রাসূল (স) বলেন, যে নামায সময় মত পড়া হয়। আমি আবার জিজ্ঞেস করেছি, এরপর কোন কাজ সবচেয়ে বেশী প্রিয়? তিনি বলেন, মাতা-পিতার সাথে সুআচরণ। আমি আবার জিজ্ঞেস করেছি, এরপর? তিনি বলেন, আল্লাহ্‌র পথে জিহাদ করা।" নামাযের গুরুত্ব এবং ফযিলত সম্পর্কে কোন মুসলমান অনবহিত নন। এরপরও নামাযের মত গুরুত্বপূর্ণ ইবাদতের সাথে সাথে প্রিয় নবী (স) যে নেক আমলের তাকিদ দিয়েছেন, দ্বীনে এর কি ধরনের গুরুত্ব হতে পারে। মাতা- পিতা এবং সন্তানের মধ্যে তো রক্তের সম্পর্ক বিদ্যমান। তাদের মধ্যে নেক আচরণ ও ভালবাসার সম্পর্ক তো সম্পূর্ণ স্বাভাবিক ব্যাপার। প্রতিটি মু'মিন মাতা-পিতাকে ভালবেসেই থাকে এবং যতদূর সম্ভব মন ও অন্তর দিয়ে তাঁদের খিদমত করে। কিন্তু প্রিয় নবী (স)-এর তাকিদের অর্থ হচ্ছে এ সম্পর্কে শুধু বংশীয় এবং ইহ্‌কালের সম্পর্কেই নয়। বরং এটা একটা দ্বীনি ব্যাপারও বটে। আল্লাহ্‌র দ্বীন এবং আল্লাহ্‌র আনুগত্যের দাবীই হচ্ছে মাতা-পিতার সাথে নেক বা সুআচরণ করা। আল্লাহ্ ও রাসূল (স)-এর নির্দেশ হচ্ছে যে, তাঁদের অনুগত থাকা এবং খিদমত করা। তাঁদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন এবং সকলভাবে খুশি রাখার চেষ্টা করা। কোন মুসলমান যদি মাতা-পিতার অনুগত না হয় তাহলে সে আল্লাহ্ ও রাসূল (স)-এরও অনুগত হয় না। সে শুধু বংশীয় ও ইহ্‌কালীন অপরাধীই নয়–বরং সে আল্লাহ্‌র কাছেও অপরাধী। আল্লাহ্‌র কাছে তাকে জবাবদিহিও করতে হবে।

হযরত মুহাম্মদ ইবনে শিরীন (র.) একজন সুপ্রসিদ্ধ তাবেয়ী। তাঁকে ফিকহ ও হাদীসের ইমাম হিসেবে মান্য করা হয়। তিনি মায়ের আদব ও সম্মান এবং ইচ্ছার প্রতি বিশেষভাবে খেয়াল রাখতেন। যখন মায়ের জন্য কাপড় কিনেছেন তখন নরম ও সৌন্দর্যের প্রতি লক্ষ্য রেখেছেন। ঈদের জন্য নিজ হাতে মায়ের কাপড়ে রং করেছেন এবং মায়ের প্রতি এত শ্রদ্ধা করেন যে, কখনো মায়ের সামনে উচ্চস্বরে কথাও বলেনি।

মাতা-পিতার সাথে উত্তম আচরণের ফল

(১) আল্লাহ্‌র নিয়ামত সমূহের মধ্যে সবচেয়ে বড় নিয়ামত হচ্ছে মাতা-পিতা, মানুষের জন্ম গ্রহণ ও লালন-পালনে আল্লাহ্‌র পরেই মাতা-পিতার বড় অবদান। আপনি তাঁদের ইহ্‌সানের অস্বীকৃতি জানালে

www.nagorikpathagar.org

আল্লাহ্‌র ইহ্‌সানের অস্বীকৃতি জানালেন। আর তাঁদের প্রতি কৃতজ্ঞ থাকলে আল্লাহ্‌র প্রতি কৃতজ্ঞ থাকলেন। (২) মাতা-পিতাকে সন্তুষ্ট রাখুন–তা হলে আল্লাহ্ আপনার ওপর সন্তুষ্ট থাকবেন। আপনার কোন অবহেলা বা নাফরমানীর কারণে তাঁরা নাখোশ হলে আল্লাহ্ আপনার ওপর নাখোশ হবেন। মাতা-পিতার সন্তুষ্টিতে আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি, মাতা-পিতার অসন্তুষ্টিতে আল্লাহ্‌র অসন্তুষ্টি। (৩) মাতা-পিতার সাথে উত্তম আচরণ ও তাঁদের সেবাযত্ন করা জিহাদ করার সমতুল্য বরং কোন কোন সময় এর থেকেও বড় কাজ। আপনি তাঁদের সেবাযত্নে নিয়োজিত থাকলে মুজাহীদিনের ন্যায় আপনিও দ্বীন প্রতিষ্ঠাকারীদের দলে গণ্য হবেন। আল্লাহ্‌র দৃষ্টিতে ময়দানে জিহাদে অংশ গ্রহণকারীদের সমতুল্য মর্যাদার অধিকারী আপনিও। (৪) মাতা-পিতার সন্তুষ্টি জান্নাতের চাবিকাঠি। যদি মাতা-পিতাকে সন্তুষ্ট করার কাজ করা যায় তাহলে আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি পাওয়া যাবে। (৫) যাকে আল্লাহ্ মাতা-পিতার সেবাযত্ন করার সুযোগ দিয়েছেন তাকে হাসরে জান্নাতের পথে চলারই সুযোগ করে দিয়েছেন। যে এ সুযোগ কাজে লাগাবে তাকে আল্লাহ্ জান্নাতে প্রবেশ করাবেন। আর যে এ সুযোগ গ্রহণ করবে না সে ধ্বংস হবে। (৬) আল্লাহ্‌র ঘরের তাওয়াফ করা, হজ্ব ও ওমরা করা গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত। কেউ যদি মাতা-পিতার সেবাযত্ন করতে থাকে আল্লাহ্ তাকে হজ্ব ও ওমরাকারীর সমতুল্য সওয়াব দেবেন। (৭) আপনি যদি আপনার মাতা-পিতার আদব ও সম্মান করেন তাহলে আপনার সন্তানও আপনাকে সম্মান করবে। যদি আপনি আপনার মাতা-পিতার খিদমত করেন আল্লাহ্ তা'আলা আপনার সন্তানদেরকেও সে শিক্ষাই দেবেন। (৮) মাতা-পিতার সেবাযত্নে সমস্ত মসিবত ও দুঃশ্চিন্তা মুক্ত হয়ে যায়। (৯) মাতা-পিতার আনুগত্য ও আদব ও সম্মান প্রদর্শন থেকে কখনো দূরে থাকবেন না। তাহলে কল্যাণ লাভে সক্ষম হবেন না।

===০===

www.nagorikpathagar.org

মাতা-পিতা ও সন্তানের অধিকার

মহান আল্লাহ্ রাসূল (স)-কে এ পৃথিবীতে নবী-রাসূল হিসাবে প্রেরণের প্রধান ও একমাত্র উদ্দেশ্য হচ্ছে মানব জাতির প্রতি আল্লাহ্র একত্ববাদের আহবান জানান অর্থাৎ তাঁর আহবানে যারা সাড়া দিয়ে আল্লাহ্ ও রাসূলের আনুগত্য মেনে নিয়েছেন তাঁদেরকেই বলা হয় ঈমানদার এবং এসব অলৌকিকদের কিছু বৈশিষ্ট্যও রয়েছে। এসব ঈমানদারদের কাজ হচ্ছে দুটি। এ দুটি কাজের বিশদ ব্যাখা রয়েছে। আমরা 'সে দিকে না গিয়ে তাঁদের দায়িত্বের কথাই সংক্ষেপে আলোচনা করব। ঈমানদারের জন্য প্রথম এবং প্রধান শর্ত হচ্ছে আল্লাহ্র হক আদায় করা। দ্বিতীয় কাজ হচ্ছে বান্দার হক পূর্ণ করা। আল্লাহ্র হক হচ্ছে, যেমন– নামায-রোযা, হজ্ব-যাকাত ইত্যাদি বিধি-বিধান পালন করা। আর জাগতিক জীবনে বান্দার হক প্রতি ক্ষেত্রেই বিস্তৃত রয়েছে। আল্লাহ্র হকের তুলনায় বান্দার হকের গুরুত্ব অধিক পরিমাণ। কারণ আল্লাহ্র হক যা, এতে কিছু ত্রুটি-বিচ্যুতি হলেও মহান দয়ালু আল্লাহ্ ক্ষমা করে দিতে পারেন কেননা এ মর্মে তাঁর প্রতিশ্রুতি রয়েছে।

কিন্তু বান্দার হক যেগুলো তা হয়ত এ পৃথিবীতেই থাকাকালীন পরিশোধ করতে হবে অথবা ক্ষমা চেয়ে নিতে হবে। অন্যথায় পরকালীন জীবনে করুণ পরিণত ভোগ করতে হবে। কুরআন হাদীসে এ সবের বিস্তারিত বিবরণ উল্লেখ করা হয়েছে।

আল্লাহ্র পর সর্বপ্রথম যাদের হক

মানব জীবনের ক্ষেত্রে সর্বপ্রথম কাজ হচ্ছে আল্লাহ্র ওপর ঈমান আনয়ন করে একনিষ্ঠভাবে তাঁর ইবাদত বন্দেগীতে লিপ্ত থাকা। এ কথার ব্যাখ্যায় বলা যায় সাধারণ অর্থে বিশ্বাসস্থাপন করা। আর এটাই হচ্ছে মুসলমান হবার প্রথম এবং একমাত্র প্রধান শর্ত। ইবাদত হচ্ছে সৎকাজের বুনিয়াদ। সৎকাজ হচ্ছে- প্রধান শর্ত আর ইবাদত হচ্ছে সৎকাজের বুনিয়াদ এবং ঈমানদারের বৈশিষ্ট্য। ঈমান ব্যতীত কোন আমল যত সুন্দর, উত্তম ও নেক বলেই মনে হোক না কেন তা কোন অবস্থাতে আল্লাহ্র কাছে গ্রহণযোগ্য হবে না। এটা ইসলামী জীবন বিধানের কেন্দ্রীয় প্রথম চরিত্র।

www.nagorikpathagar.org

হাদীসে এর পরিচিতি সম্পর্কে তিনটি দিক বা শর্ত উল্লেখ করা হয়েছে। প্রথম ঃ স্বীকারোক্তি প্রকাশ করা। দ্বিতীয় ঃ অন্তরে বিশ্বাস স্থাপন করা। তৃতীয় ঃ কাজে পরিণত করা। এ তিনটি শর্ত ঈমানদারদের মধ্যে একই সাথে কার্যকর ও ক্রিয়াশীল থাকতে হবে। যদি এর কোথাও কোন ব্যতিক্রম দেখা যায় তখন সে প্রকৃত ঈমানদার বলে বিবেচিত হয় না।

অতএব বুঝা যায়, যে ব্যক্তি উল্লেখিত বাক্যগুলো আন্তরিকভাবে স্বীকার করবে এবং কাজে ও বিশ্বাসে পূর্ণ করবে আর যা বিশ্বাস বা স্বীকার করা হল তা প্রমাণ করার জন্য সে তা বাস্তবে কার্যকরী করবে। এ তিনের সমন্বয় যখন যে ব্যক্তির মাঝে সংঘটিত হবে তখন সে ব্যক্তি মুমিন মুসলমান বলে বিবেচিত হবে। এসব গুণাবলীর সমন্বয়ের পরই পারিবারিক জীবনের কর্তব্য ও দায়িত্ব পালনের সূচনা হয়। কুরআন ও হাদীসে এর বিস্তারিত বর্ণনা ও নির্দেশ রয়েছে। বান্দার হক সমূহের মধ্যে মাতা-পিতার অধিকারকে ঈমানের অংশ হিসেবে মর্যাদা দান করা হয়েছে। মহান আল্লাহ্ তাঁর একত্ববাদে বিশ্বাস এবং ইবাদতের পাশাপাশি মাতা-পিতার সাথে সদাচরণের নির্দেশ প্রদান করেছেন। মহান আল্লাহ্ এ মর্মে ঘোষণা করেছেন, "এবং তোমার স্রষ্টা নির্দেশ দিয়েছেন যে, তোমরা তাঁকে ব্যতীত অন্য কারও ইবাদত করবে না এবং তোমরা মাতা-পিতার সাথে উত্তম ব্যবহার করবে। -(সূরা বনি ইসরাঈল ঃ ২৩)

সূরা লোকমানের একস্থানে মাতা-পিতার অধিকার বর্ণনা করতে গিয়ে বলা হয়েছে ঃ

"কারো মাতা-পিতা যদি মুশরিক হয় এবং সন্তানকে শিরকের নির্দেশ দেয় এমতাবস্থায় সে আদেশ পালন করা যাবে না। কিন্তু পার্থিব জীবনে তাঁদের সেবা-যত্ন ও সদাচারণ অবশ্যই করতে হবে।"

এক হাদীসে আছে আল্লাহ্র সন্তুষ্টি এবং অসন্তুষ্টি পিতার সন্তুষ্টির ও অসন্তষ্টির মধ্যে নিহিত। -(তিরমিযী)

কবীরাগুণাহের মধ্যে যে কয়টি বড় গুণাহ রয়েছে এর মধ্যে প্রথম গুনাহ হচ্ছে শিরক, দ্বিতীয়: মাতা-পিতাকে কষ্ট দেয়া।

কিন্তু এসব অত্যাবশ্যকীয় দায়িত্ব পালন ও সামাজিক জীবন সংশোধন ও পুর্নগঠন সংক্রান্ত চিন্তা-ভাবনা সামাজিক জীবনে যেমন অত্যাবশ্যক তেমনি এটা দ্বীনি দায়িত্ব ও কর্তব্যের এক দিক নির্দেশনাও বলা যেতে পারে। পারিবারিক জীবনের পরপরই শুরু হয় বংশীয়জীবন ধারা। তখন এ

www.nagorikpathagar.org

ক্ষেত্রে সর্বপ্রথমস্থান দেয়া হয় মাতা-পিতার। মাতা-পিতার বৃহৎ মর্যাদা ও অধিকার সংক্রান্ত গুরুত্ব কুরআনে বর্ণিত নির্দেশনা থেকে অনুমান করা যেতে পারে। কুরআনের স্থানে স্থানে আল্লাহ্ প্রদত্ত অধিকারের সাথে মাতা-পিতার অধিকারের বিষয়াবলী বর্ণনা করা হয়েছে। আর আল্লাহ্র শোকরিয়া আদায়ের পাশা-পাশি মাতা-পিতার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশের ক্ষেত্রে অধিক গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। মহান আল্লাহ্ এ মর্মে বলেছেন ঃ "তোমার প্রতিপালক আদেশ দিয়েছেন, তিনি ব্যতীত অন্য কারো ইবাদত না করতে ও মাতা-পিতার প্রতি সদ্ব্যবহার করতে। তাদের একজন অথবা উভয়েই তোমার জীবদ্দশায় বার্ধক্যে উপনীত হলে তাদেরকে 'উফ্' অর্থাৎ বিরক্তি, উপেক্ষা, অবজ্ঞা, ক্রোধ ও ঘৃণাসূচক কথা) বলবেনা এবং তাদেরকে ধমক দেবে না, তাদের সাথে সম্মানসূচক নম্র কথা বলবে। মমতা বশে তাঁদের প্রতি নম্রতার পক্ষপুট অবনমিত করবে এবং বলবে, 'হে আমার প্রতিপালক! তাঁদের প্রতি দয়া করুন, যেভাবে শৈশবে তাঁরা আমাকে লালন-পালন করেছিলেন।" –(সূরা বনী ইসরাঈল ঃ ২৩-২৪)

কুরআনুল কারীমের এ দু'টি আয়াতের প্রতি লক্ষ্য করে চিন্তা-ভাবনা করা হলে সন্তানের বেলায় মাতা-পিতার প্রতি গুরুত্ব ও দায়িত্বের ফযিলত যে কত বিরাট তা অনুমান করা যায়। কিন্তু আমরা সংক্ষেপে মাত্র পাচটি দিক নিয়েই আলোচনা করব।

(এক) আল্লাহ্র পরই সন্তানের ক্ষেত্রে সর্ববৃহৎ অধিকার হচ্ছে মাতা-পিতার। কুরআনুল কারীমে আল্লাহ্র একত্ববাদের স্বীকারোক্তির পরবর্তীতে সর্বপ্রথম আদেশ প্রদান করে নির্দেশ করা হচ্ছে যে (হে মাতা-পিতার সন্তানেরা) তোমরা মাতা-পিতার সাথে উত্তম আচার-আচরণ বা কথাবার্তার ক্ষেত্রে সু-ব্যবহার কর। এরপর এ নির্দেশ একই ধরণের বর্ণনার দ্বারা বার বার কুরানুল কারীমে দিক নির্দেশনা প্রদান করা এবং এর-গুরুত্ব অনুধাবন করতে উৎসাহিত করা হয়েছে। এজন্যই কুরআন পাঠ প্রত্যেকের জন্য এক অত্যবশ্যকীয় বিষয়। কারণ এতে যে মুণিমুক্তার সমাহার রয়েছে তা যদি অনুধাবন করা যায় তাহলে মানব জীবনে শুধু কল্যাণই বয়ে আনবে। কিন্তু অত্যন্ত আক্ষেপের বিষয় অধিকাংশ মানুষই এক্ষেত্রে ব্যর্থতার পরিচয় দিচ্ছে।

(দুই) মাতা-পিতা বার্ধক্যে উপনীত হলে তখন নানান কারণে তাঁদের মন-মেজাজে কিছু রুক্ষতা-খিটখিটে ভাবের প্রকাশ ঘটে এবং তখন

www.nagorikpathagar.org

বয়সের ক্ষেত্রে তাদের আচার-আচরণে এমন কিছু কথাবার্তা বলতে থাকে যা অহেতুক এবং অনাকাংক্ষিত এবং নিস্পয়োজনীয়। পরিবারে যারা স্বচ্ছ চিন্তা-চেতনাসম্পন্ন তারাই বিবেক-বুদ্ধি প্রয়োগে মমত্ববোধ প্রকাশে এবং তাদের মতামতের গুরুত্ব প্রদানের মাধ্যমে তাদের বশ করার দাওয়াই প্রয়োগ করা হলে এমন সব পরিস্থিতি মোকাবেলা করা সম্ভব হয়। মনস্তাত্বিক বিশ্লেষণে দেখা যায় এতে তারা আবেগে বশ হয়ে আনন্দিত হন এবং রুক্ষ মেজাজের পরিবর্তে প্রচ্ছন্ন ও আন্তরিকতায় কথাবার্তা বলেন এবং কাজ কর্মে উদ্যোগী হন ইত্যাদি। অতএব প্রত্যেক মুসলিম পরিবারের সদস্যদের করনীয় কর্তব্য বার্ধক্যের সময়ে মাতা-পিতার রুক্ষ মন-মেজাজের ক্ষেত্রে আন্তরিক সহানূভূতিসহ দৃষ্টি রাখা এবং তাঁদের প্রত্যেক কাজকর্ম এবং কথাবার্তা আনন্দ সহকারে গ্রহণ করা এবং কোন কাজে বা কথায় আচার-আচরণে বিরক্তি প্রকাশ না করা, আর কোন ক্ষেত্রে রাগে তুসতাস ও অনীহা ভাব প্রদর্শন না করা। এক্ষেত্রে প্রত্যেক সন্তানকেই তার শৈশব অবস্থার কথা চিন্তা-ভাবনা করতে হবে যে, তারাও তো তখনকার সময়কালে কত অপ্রয়োজনীয় আবদার বিরক্তসূচক কথার দ্বারা মাতা-পিতাকে অসহ্য করে তুলেছে। অতএব তখন তাদের বার্ধক্যকে শৈশবের সাথে তুলনা করে সেসব দিক সহ্য করে নেয়া উচিত। আর তাতেই প্রমাণিত হবে সু-সন্তানের পরিচয়। সামাজিক জীবনে অধিকাংশ মানুষই এখানে ব্যর্থতার পরিচয় দিয়ে চলেছে।

(তিন) প্রতিটি মানব সন্তানের উচিত মাতা-পিতার মান-মর্যাদানুযায়ী তাঁদের প্রতি অত্যন্ত সতকর্তামূলক দৃষ্টি রাখা। আর প্রতিটি সন্তানের এটাও কর্তব্য যে মাতা-পিতার সাথে কথাবার্তা বলাকালে তাঁদের সম্মান যেন কোন প্রকার বিনষ্ট না হয়। মানুষের জীবনে পরিবেশ ও পরিস্থিতি এমনই হয় যে যখন মানুষ বয়সের শেষ প্রান্তে এসে উপনীত হন তখন অনেক সময় স্বাভাবিকভাবেই বৃদ্ধ মাতা-পিতা কখনো কখনো এমন ধরনের অহেতুক ও অমূলক কথাবার্তা, আচার-আচরণ করেন এর কোন সঙ্গত কারণই থাকেনা। যেমন সর্বক্ষেত্রেই নিজের প্রাধান্য বিস্তার, অপ্রয়োজনীয় বিষয়ের গুরুত্বদান, রাগারাগি-বকাবকি নানা ধরণের সংকট-সমস্যা ইত্যাদি সৃষ্টি হয়। আর অতীত ও বর্তমান জীবন নিয়ে নানা ধরণের সংশয় সৃষ্টি করে জীবনের প্রতি নিরাশ হয়ে পড়েন। এটাই স্বাভাবিক, যে যারা একদিন বিরাট পরিবারসহ সন্তান-সন্ততি লালন-পালন করছিলেন আজ-জীবনের অপরাহ্ন বেলায় এসে সে নিজেই অন্যের ওপর নির্ভরশীল

www.nagorikpathagar.org

হয়েছে। তাই দেখা যায় পূর্ব জীবনের পরিস্থিতি বর্তমান বার্ধক্যে এসেও হাতছাড়া করতে চান না। কিন্তু তিনি নিজেও জানেন যে অতীতকে আর কোন অবস্থাতেই ফিরিয়ে আনা যাবে না। তাই এমতাবস্থায় সন্তান তথা পরিবারকে মাতা-পিতার সম্মানে অত্যন্ত ধৈর্যসহকারে সম্মানের সাথে তাঁদের আচার-আচরণ মেনে নিতে হবে। বিশ্ব জগতে অসংখ্য সৃষ্টির মাঝে মানুষই প্রধান। তাই মানুষের সেবা করাই মানুষের প্রধান কাজ। বিশেষ করে অসহায় ও দুস্থ মানুষের সেবা করা একান্ত কর্তব্য। যে ব্যক্তি অসহায় লোকের সাহায্য করে আল্লাহ্ তাকে ভালবাসেন ও সাহায্য করেন। অসহায় মানুষের সেবা না করলে আল্লাহ্ তার প্রতি সদয় হন না। এ প্রসঙ্গে রাসূল (স) বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি মানুষের প্রতি দয়া করে না, আল্লাহ্ তার প্রতি দয়া প্রদর্শন করেন না। মানুষ মানুষের জন্য সুতরাং কেউ ক্ষুধার্ত, তৃষ্ণার্ত, পীড়িত, অভাবগ্রস্ত বা বিপদগ্রস্ত হলে তার প্রতি সদয় হওয়া, তার দুঃখ মোছনের যথাসাধ্য চেষ্টা করা প্রতিটি মানব সন্তানের একান্ত কর্তব্য। এতেই রয়েছে নানান কল্যাণ যা ইহ্-পরকালে এর দ্বারা শুধু কল্যাণ বয়ে আনবে।

সৃষ্টির প্রতি সদয় ব্যবহার করলে আল্লাহ্ খুশি হন আর অবহেলা বা নিষ্ঠুর আচরণ করলে তিনি অসন্তুষ্ট হন। এ মর্মে রাসূল (স) বলেছেন ঃ সমগ্র সৃষ্টি আল্লাহ্র পরিজন। আল্লাহ্র কাছে সে ব্যক্তিই প্রিয়, যে তার পরিজনের প্রতি অধিক পরিমাণে অনুগ্রহশীল। তিনি আরো বলেছেন ঃ তোমরা পৃথিবীবাসীদের প্রতি দয়া কর। তাহলে যিনি আসমানে রয়েছেন তিনিও তোমাদের প্রতি দয়া প্রদর্শন করবেন।

(চার) মাতা-পিতার প্রতি সন্তানের আচার-আচরণ হবে বিনয় ও নম্র স্বভাবের। প্রতি পদক্ষেপেই তাঁদের সামনে আনুগত্যের মাধ্যমে মাথা অবনত করে তাঁদের আদেশ-নিষেধ মনযোগ সহকারে শোনা ও পালন করে আত্মতৃপ্তি লাভ করতে হবে। এসবের পরিপ্রেক্ষিতেই সু-সন্তানের পরিচয় পরিলক্ষিত হবে। তাই প্রতিটি সন্তানের উচিত যখন মাতা-পিতা জীবনের অপরাহ্ন বেলায় উপনীত হন অর্থাৎ বার্ধক্য দেখা দেয় তখন তারা সর্বক্ষেত্রেই সন্তানের কাছ থেকে সাহায্য-সহায়তা কামনা করেন। তখন সন্তানের উচিত তাঁদের এদিক লক্ষ্য করে একজন অনুগত সেবক হিসেবে তাদের প্রতিটি দিক লক্ষ্য রাখা আর এটাই তখন সন্তানের ক্ষেত্রে একান্ত আবশ্যিক কর্তব্য হয়ে দাঁড়ায়। কিন্তু সাবধান তাদের ক্ষেত্রে তখন কোন

www.nagorikpathagar.org

কথা বা কাজ থেকে অবহেলা ও উদ্যত মনোভাব প্রদর্শন যেন না করা হয়। এ ক্ষেত্রে বরং সন্তান সুলভ সম্মান প্রদর্শন দ্বারা তাঁদের খিদমতের সুযোগ লাভে আল্লাহ্‌র কৃতজ্ঞতা আদায় করার মনোভাব প্রদর্শন করা উচিত।

হাদীসে বলা হয়েছে ঃ

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ رَغِمَ اَنْفُهُ ثُمَّ رَغِمَ اَنْفُهُ ثُمَّ رَغِمَ اَنْفُهُ، قِيْلَ مَنْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ؟ قَالَ مَنْ اَدْرَكَ وَالِدَيْهِ عِنْدَ الْكِبَرِ اَوْ اَحَدُهُمَا ثُمَّ لَمْ يَدْخُلِ الْجَنَّةَ ـ

"হযরত আবু হোরায়রা (রা)-এর বর্ণনা, রাসূল (স) বলেছেন, সে ব্যক্তি অপমানিত হোক, পুনরায় অপমানিত হোক, আবারো অপমানিত হোক। লোকজন জিজ্ঞেস করে, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! কোন্ ব্যক্তি? তিনি বলেন, যে ব্যক্তি নিজের মাতা-পিতা উভয়কেই বৃদ্ধ অবস্থায় পেয়েছে বা কোন একজনকে এরপর (তাঁদের খিদমত করে) জান্নাতে প্রবেশ করতে পারেনি।"

"আল্লাহ্‌র রহমত লাভ সম্পর্কে আমীরুল মোমেনীন হযরত আলী (রাঃ) উপদেশটি অত্যন্ত স্মরণযোগ্য। তিনি বলেছেন, আমি তোমাদের সর্বাবস্থায় সর্বশক্তিমান আল্লাহ্‌কেই ভয় করার নির্দেশ প্রদান করছি। জীবনের সকল প্রকার কাজে-পরম ন্যায় বিচারক মহান আল্লাহ্ ও তাঁর প্রদত্ত ব্যবস্থাকে সবার ওপরে স্থান দেবে এবং তাঁর স্মরণ ও ইবাদত কে অগ্রাধিকার দান করবে; এবং কুরআনের নির্দেশ ও নবীর (স)-এর শিক্ষাকে অত্যন্ত আন্তরিকতায় সতর্কতার সাথে প্রতি পদে পদেই অনুসরণ করবে। মনে রাখবে এসব নির্দেশ প্রতিপালনের ওপরই দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণ নির্ভরশীল। যারা এটা অমান্য ও অবহেলা করে এদের জন্য রয়েছে চিরকালীন অভিশাপ। পরম দয়ালু সর্বশক্তিমান আল্লাহ্‌র নির্দেশ পালনে অপারগতার পরিণতি ইহ-পারলৌকিক উভয় জীবনেই চরম ব্যর্থতা বয়ে আনবে। সুতরাং তোমাদেরকে অবশ্যই সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ প্রদত্ত মূলনীতিগুলো যথাযথভাবে মেনে চলতে হবে, মহান আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যকে সর্বক্ষেত্রেই প্রাধান্য ও সমর্থন দিতে হবে এবং তাঁর নির্দেশগুলো তোমাদের জীবনে পুংখানুপংখরূপে বাস্তবায়িত করতে হবে। কেবলমাত্র এভাবেই তোমরা সর্বশক্তিমান দয়ালু মহান আল্লাহ্‌র সাহায্য, অনুগ্রহ ও রহমতের যোগ্য হতে পারবে। (এছাড়া আর কোন বিকল্প পথ নেই।)"

www.nagorikpathagar.org

(পাঁচ) হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) বর্ণনা করেছেন, রাসূল (স) এর কাছে এক ব্যক্তি এসে জিহাদে যোগদান করার অনুমতি চাইলে তিনি (স) জিজ্ঞেস করেন ঃ তোমার মাতা-পিতা কি জীবিত আছে? লোকটি বলে, জ্বি–হ্যাঁ, তাঁরা দু'জনই জীবিত আছেন। তখন রাসূল (স) বলেন, তাহলে সে দু'জনেরই খিদমতে জিহাদ করার কাজে নিয়োজিত থাক। জিহাদ শব্দের অর্থ কোন উদ্দেশ্যের জন্য সর্বশক্তি নিয়োগ করে চরম প্রচেষ্টায় নিয়োজিত থাকা। দ্বীন ইসলামের প্রচার ও প্রতিষ্ঠার জন্য যে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা এবং সর্বশক্তি নিয়োগ করে চালান হয় ইসলামী পরিভাষায় একেই জিহাদ বলা হয়। জিহাদের কাজ মুসলমানদের জন্য ফরয হলেও একাজে অন্যান্য বহু লোক নিয়োজিত থাকলে তা ফরযে কিফায়ায় পরিণত হয়ে যায়। এ সময় কারো মাতা-পিতা যদি বৃদ্ধ অক্ষম হয় তা হলে বিশেষ করে এ অবস্থায় মাতা- পিতার খিদমত করা সন্তান বিশেষ করে পুত্র সন্তানের ওপর ফরযে আইন হয়ে দাঁড়ায়। রাসূল (স)-এর কাছে লোকটি জিহাদে যোগদানের অনুমতি চাইলে জিজ্ঞেস করে যখন জানতে পেরেছেন, লোকটির মাতা-পিতা জীবিত, তখন তিনি হয়ত বুঝতে পেরেছিলেন যে, এ লোকটির জিহাদে যোগদান অপেক্ষা বৃদ্ধ-অক্ষম ও সন্তানের খিদমতের মুখাপেক্ষী মাতা পিতার খিদমতে নিযুক্ত থাকাই তার জন্য অধিক কর্তব্য। তাই তিনি নির্দেশ দিয়েছিলেন ঃ তোমার পিতার খিদমতেই তুমি জিহাদ কর এবং সর্বাত্মক প্রচেষ্টায় নিয়োজিত থাক। অর্থাৎ জিহাদের তুলনায় মাতা-পিতার খিদমতে নিয়োজিত থাকাই তোমার সর্বাধিক দায়িত্ব। অতএব বার্ধক্যে মাতা-পিতার খিদমত যে কত বড় ধরনের গুরুত্ব ও কর্তব্য তা এ হাদীসের পরিপ্রেক্ষিতেই অনুমান করা যায়। রাসূল (স) জিহাদে লোক নিয়োগকালে প্রায় প্রত্যেক ব্যক্তির ব্যক্তিগত অবস্থা পর্যালোচনা করে জিহাদে অংশ গ্রহণ করা উচিত এবং কার ক্ষেত্রে ঘরে থেকে মাতা-পিতার খিদমত করা উচিত এ বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন।

সর্বাধিক উত্তম ব্যবহার পাবার উপযোগী যাঁরা?

হযরত মুয়াবিয়া ইবনে হায়দাতা আল কুশাইরী (রা)-এর বর্ণনা, আমি বলেছিলাম ঃ ইয়া রাসূল, আমার কাছে কে অধিক উত্তম ব্যবহার পাবার অধিকারী? তিনি বলেন ঃ তোমার মা। আমি বলেছি ঃ তারপর কে? বলেনঃ

www.nagorikpathagar.org

তোমার মা। এরপর আমি বলেছি ঃ এরপর কে? বলেন ঃ তোমার মা। এরপর আমি আবার জিজ্ঞেস করেছি ঃ এরপর কে? বলেন ঃ তোমার পিতা এবং এরপর যে অতি নিকটবর্তী, যে তারপর অতি নিকটবর্তী। -(তিরমিযী)

এ হাদীস সম্পর্কে ইমাম নববী (র.) বলেছেন রক্ত সম্পর্কের দিক দিয়ে আনুপাতিকভাবে সর্বাধিক নিকটবর্তী ব্যক্তির হক ও অধিকার আদায় করার জন্য অত্যন্ত বলিষ্ঠ নির্দেশ ভংগীতে প্রদান করা হয়েছে। তাই এ হাদীসের দৃষ্টিতে মা-ই সর্বাধিক ও সর্বাগণ্য অধিকারের উপযোগী। এর কারণ এটাই যে, মা-ই সন্তান গর্ভেধারণ ও প্রসব, লালন-পালন, স্নেহ- মমতা ও আদর-যত্নদান ইত্যাদির ব্যাপারে সর্বাধিক কষ্ট ও যাতনা ভোগ করে থাকেন। মা সন্তানকে যতটা স্নেহ-যত্ন ও মায়া-মমতা দেয় এবং যত বেশী–খিদমত করে এর সাথে অন্য কারো অবদানের কোন তুলনাই হয়না। কেননা মা যদি সন্তান গর্ভধারণ করতে ও প্রসবের প্রাণান্তকর যন্ত্রণা সহ্য করতে ও আদর যত্ন সহকারে শিশুকে লালন-পালন করতে অস্বীকার করতেন তা হলে পৃথিবীতে পালিত হয়ে বড় হওয়া পরিণামে মানব বংশের বিস্তার লাভ করা অসম্ভব হত। মায়ের এ দু'টি বিরাট তুলনাবিহীন দৃষ্টান্ত ও অবদানের কথা আল্লাহ্ তায়ালাও উদাত্ত ভাষায় ঘোষণা করে বলেছেন–

'মা সন্তানকে অতিকষ্ট সহকারে গর্ভে ধারণ করেছে, তাকে প্রসব করেছে প্রাণান্তকর কষ্ট সহকারে। এ গর্ভে ধারণ ও দুগ্ধ সেবন করানো ত্রিশটি মাস অতিবাহিত হয়েছে।'

অন্য আয়াতে বলা হয়েছে ঃ 'তার মা তাকে বহন করেছে দুর্বলতার ওপর দুর্বলতা সহ্য করে।' আলোচ্য আয়াতদ্বয়ে মাতা-পিতার প্রতি উত্তম ব্যবহারের কথা প্রসঙ্গে মায়ের কথাই বলা হয়েছে সর্বাগ্রে ও সর্বাধিক গুরুত্ব সহকারে। রাসূল (স) তিন তিন বারের প্রশ্নের জওয়াবে শুধু মায়ের অধিকারের কথাই অবতারণা করেছেন। এর কারণ হচ্ছে তিনটি কাজ শুধু মায়েরই অবদান। তা হচ্ছে, গর্ভধারণের কষ্ট, প্রসব যন্ত্রণা ভোগের কষ্ট এবং দুগ্ধপান করানো ও লালন-পালন করার কষ্ট। এ তিনটিও অত্যন্ত দুঃসহ ও প্রাণান্তকর কষ্ট। এ কাজে মাকে যে কষ্ট ভোগ করতে হয় তা কোন ভাষায় প্রকাশ বা বর্ণনা করা অসম্ভব। এ কষ্ট ভোগে মায়ের সাথে অন্য কেউ জড়িত থাকে না।

এখানে শুধু মায়ের অধিকারের অবতারণা করেই হাদীসটি শেষ করা হয়নি। এরপরও দু'টি অধিকারেরও কথা বলা হয়েছে। আর তা হচ্ছে

www.nagorikpathagar.org

মায়ের পরই সর্বাধিক অধিকার হচ্ছে পিতার। কেননা মায়ের উপরোক্ত তিনটি কাজ তিন পর্যায়ের কষ্ট স্বীকার সম্ভব হয় পিতার বাস্তব সাহায্য সহযোগিতায়। এক্ষেত্রে পিতারও অবদান কোন অংশে কম নয়। কেননা মায়ের পক্ষে এ কাজ সমূহের কোন একটি কাজও পিতা ছাড়া অসম্ভব। পিতা না হলে মার গর্ভধারণ, সন্তান প্রসব ও লালন পালন, দুগ্ধপান করানোর কোন প্রশ্নই উঠে না। এজন্য আল্লাহ্ মায়ের বিশেষ অবদানের কথা সতন্ত্র গুরুত্বসহ উল্লেখ করলেও কুরআনে অনান্যস্থানে সন্তানের প্রতি মাতা-পিতার অধিকার ও মাতা-পিতার প্রতি সন্তানের কর্তব্য একটি শব্দে ও একই সাথে বলা হয়েছে। যেমন–কুরআনে বলা হয়–

তোমার রব আদেশ করেছেন যে, তোমরা শুধু তাঁরই ইবাদত করবে–তাঁকে ছাড়া আর কারো দাসত্ব করবেনা এবং মাতা-পিতার সাথে উত্তম ব্যবহার ও আচরণ অবলম্বন করবে। –(সূরা বনী ইসরাঈল)

তিনি আরো অত্যন্ত চূড়ান্ত ভাষায় বলেছেন, মানুষকে তার মাতা-পিতার ব্যাপারে ত্যাগ-তীতিক্ষা পালনের নির্দেশ দিয়েছি। অতএব তুমি শোকর আদায় করবে আমার এবং তোমার মাতা-পিতার, কিন্তু শেষ পরিণতি আমার কাছেই হবে। –(সূরা বনী ইসরাঈল) এ আয়াতে প্রথমে আল্লাহর শোকর আদায় করার নির্দেশ দান করা হয়েছে এবং এর পরই এক সাথে মাতা-পিতার শোকর আদায় করতে বলা হয়েছে। এটাই আল্লাহ্র চূড়ান্ত ফয়সালা। কিন্তু তা সত্বেও মায়ের অধিকার পিতার তুলনায় অধিক হওয়ার ব্যাপারে কোন দ্বিমত নেই।

সন্তানের ক্ষেত্রে মাতা-পিতার গুরুত্ব সম্পর্কে হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে ঃ হযরত আবি উমামা (রা)-এর বর্ণনা, এক ব্যক্তি রাসূল (স)-কে জিজ্ঞেস করে, হে আল্লাহ্র রাসূল! সন্তানের ওপর মাতা-পিতার কি অধিকার রয়েছে? তিনি বলেন, মাতা-পিতা তোমাদের জান্নাত এবং জাহান্নাম। আলোচ্য হাদীসের সারমর্ম হচ্ছে কোন ব্যক্তি মাতা-পিতা থেকে বিমুখ হতে পারবে না। জাগতিক জীবনে মাতা-পিতার গুরুত্ব ছাড়াও পারলৌকিক মুক্তি ও সফলতার দিক থেকেও মাতা-পিতার গুরুত্ব অবর্ণনীয়। তাই তাঁদের সাথে সুন্দর আচার-আচরণ, ব্যবহার, আন্তরিকতা ও আনুগত্য করে সন্তুষ্টি অর্জনের দ্বারাই সন্তান জান্নাত লাভে সক্ষম হবে এবং এর বিপরীতে যদি কেউ অধিকার খর্ব করে অমর্যাদা করে এবং এ সব কারণে মাতা-পিতার অসন্তুষ্টি প্রকাশ পায় তাহলে তার জেনে রাখা উচিত জাহান্নামই হবে তার একমাত্র আশ্রয়স্থল। অন্য এক হাদীসে বলা হয়েছে ঃ

www.nagorikpathagar.org

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা)-এর বর্ণনা, রাসূল (স) বলেছেন ঃ আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি পিতার সন্তুষ্টি মধ্যেই এবং আল্লাহ্‌র অসন্তুষ্টি পিতার অসন্তুষ্টির মধ্যে নিহিত।

মাতা-পিতার অধিকার বিনষ্ট করে আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি অর্জন করা কোন ক্রমেই সম্ভব নয়। কেননা মাতা-পিতার খিদমতের মধ্যেই সন্তানের ইহ-পারলৌকি কল্যাণ নিহিত। তাঁদের প্রতি অবহেলা ও নানান কথায়, কাজে কষ্ট দিয়ে কেউ আল্লাহ্‌র আযাব-গযব থেকে মুক্ত থাকতে পারে না। এমনও দেখা যায়, মাতা-পিতার বদদোয়ার কারণে জাগতিক জীবনেই সন্তান অনেক ধরনের বিপদের সম্মুখীন হয়।

হযরত আবু দারদা (রা)-এর পরামর্শ

"এক ব্যক্তি হযরত আবু দারদা (রা) কাছে এসে জানালেন, আমার পিতা অত্যন্ত পীড়াপীড়ি করে আমার বিয়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু এখন তিনি আমাকে স্ত্রী তালাকের নির্দেশ দিয়েছেন। হযরত আবু দারদা (রা) বলেন ঃ ভাই, আমি আপনাকে মাতা-পিতার বিরোধিতাও করতে বলব না আর এ কথাও বলব না যে, নিজ স্ত্রীকে তালাক দিয়ে দাও। হ্যাঁ, যদি চাও তাহলে আমি তোমাকে রাসূল (স) থেকে যে মুখনিসৃত বাণী শুনেছি তা বলে দেব। আমি তাঁকে (স)-কে বলতে শুনেছি যে, "পিতা জান্নাতের অতি উত্তম দরজা।" যদি তোমরা চাও তাহলে নিজের জন্য তা সংরক্ষণ কর। আর যদি চাও তাহলে তা উপেক্ষাও করতে পার। -(ইবনে হাব্বান)

এ হাদীসটিতে চিন্তা-ভাবনার বিষয় রয়েছে। প্রশ্নকারী এসে পরিষ্কারভাবে বলে যে, আমার পিতা আমাকে তালাকের নির্দেশ করেছেন। তখন হযরত আবু দারদা (রা) উত্তরে একথা সুস্পষ্ট বলেননি যে, যখন পিতা বলছেন, তখন তালাক দিয়ে দাও। কেননা তাঁর আনুগত্য করা ওয়াযিব। বরং এক্ষত্রে তিনি বলেছেন, আমি তোমাকে মাতা-পিতার অবাধ্য হতেও বলিনি। যদি এ ব্যাপারে অবধারিত রূপে আনুগত্য ওয়াযিব হত তাহলে হযরত আবু দারদা (রা) সুস্পষ্টভাবেই জানতেন যে, তালাক দিয়ে দাও আর মাতা-পিতার আনুগত্য কর। হযরত আবু দারদা (রা) অত্যন্ত কৌশলে রাসূল (স)-এর নির্দেশ শুনালেন এবং প্রশ্নকারী যাতে এ ব্যাপারে চিন্তা-ভাবনা করে সে জন্য অনুপ্রেরণাও দান করেন। আর মাতা-পিতার

www.nagorikpathagar.org

ওপর যাতে কোনরূপ যুলুম না হয় সে ব্যাপারেও যেন সে লক্ষ্য রাখে। কেননা সন্তানের ক্ষেত্রে মাতা-পিতার আনুগত্যই হচ্ছে জান্নাত লাভের একমাত্র মাধ্যম।

মাতা-পিতার সাথে সুন্দর আচার-ব্যবহার

মানুষের কর্তব্য হিসেবে শুধুমাত্র মাতা-পিতার সাথেই নয় প্রত্যেক মানুষের সাথেই সু-আচার-আচরণই করতে এবং তাই করা উচিত।

সু-আচরণ সম্পর্কে আমীরুল মোমেনীন হযরত আলী (রা) তাঁর সন্তান যে উপদেশ প্রদান করেছিলেন এর অংশ বিশেষ এখানে উদ্ধৃত করা হল।

"তিনি বলেছেন, হে আমার প্রিয় পুত্র! মানুষের সাথে আচার-আচরণ ও লেন-দেনের ক্ষেত্রে তুমি নিজকে মানদণ্ড হিসেবে পেশ করবে। তুমি নিজের জন্য যা কামনা কর অপরের জন্যও সেটাই পছন্দ করবে এবং যা কিছু অপরের জন্য ঘৃণা মনে কর, নিজেও সেটা ঘৃণা করবে। যুলুম করবেনা, কেননা তুমি নিজেও চাওনা, অত্যাচারিত হতে। কেউ তোমার উপকার করুক তা যেমন তুমি চাও, তেমনি তুমিও অন্যের উপকার কর। নিজের জন্য–যা মন্দ মনে কর, অপরের জন্যও তা মন্দই জ্ঞান করবে। তুমি নিজে অপরের কাছ থেকে যে ধরণের ব্যবহার প্রত্যাশা কর, তাদের সাথেও ঠিক তেমনই ব্যবহার করবে। যদি সে সম্পর্কে তোমার কিছু জ্ঞান থাকে। তুমি কারো সাথে এমন কথা বলবে না, যা তোমাকে বলা হলে তুমি নিজেই পছন্দ করবেনা।"

মাতা-পিতার প্রতি সম্মান

عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ رض اَنَّ رَجُلاً مِنْ اَهْلِ الْيَمَنِ هَاجَرَ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : هَلْ لَكَ اَحَدٌ بِالْيَمَنِ؟ قَالَ، اَبَوَايَ، قَالَ اَذِنَا لَكَ؟ قَالَ لَا، قَالَ، اِرْجِعْ اِلَيْهِمَا، فَاسْتَاْذِنْهُمَا، فَاِنْ اَذِنَا لَكَ فَجَاهِدْ وَاِلَّا فَبِرَّهُمَا ـ ابوداد ـ

"হযরত আবু সাঈদ (রা)-এর বর্ণনা, এক ইয়েমেনী রাসূল (স) খিদমতে হাযির হলে রাসূল (স) তাকে জিজ্ঞেস করেন, ইয়েমেনে তোমার কি কেউ আছে? সে বলে জ্বী হ্যাঁ। আমার মাতা-পিতা রয়েছেন। তিনি

www.nagorikpathagar.org

জিজ্ঞেস করেন, তাঁরা কি তোমাকে অনুমতি দিয়েছেন? সে বলে, না। এ সময় তিনি বলেন, ঠিক আছে তুমি ফিরে যাও এবং উভয়ের কাছ থেকে অনুমতি নাও। যদি তাঁরা সম্মত হন তাহলে জিহাদে অংশগ্রহণ কর। নতুবা তাঁদের কাছে উপস্থিত থেকে সুন্দর আচরণ কর।"

হযরত আবু হোরায়রা (রা)-এর উপদেশ

হযরত আবু হোরায়রা (রা) দু'জন লোককে দেখে একজনকে জিজ্ঞেস করেন, এ ব্যক্তি সম্পর্কে তোমার কি হন? সে বলে, হযরত! তিনি আমার শ্রদ্ধেয় পিতা। তিনি বলেন–দেখ, কখনো তাঁর নাম ধরে ডাকবে না। কখনো তাঁর আগে চলবে না এবং কোন স্থানে তাঁর আগে বসার চেষ্টা করবে না। –(আল আদাবুল মুফরাদ)

কোমল স্বরে আলাপ-আলোচনার প্রতিদান

হযরত তাইলাহ (রা) বিন মীরাস নিজের এক ঘটনা বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেছেন, আমি সেনাবাহিনীর সাথে এক যুদ্ধে গিয়ে সেখানে আমি কিছু গুনাহর কাজে জড়িয়ে যাই। আমার দৃষ্টিতে তা কবীরা গুনাহ বলেই মনে হয়েছিল। এজন্য আমি অত্যন্ত অস্থির ছিলাম এবং এক সুযোগে তা হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা)-এর কাছে উল্লেখ করা হলে তিনি বলেন, বল কি হয়েছে? এ কারণে আমি তাঁকে বিস্তারিত বলেছি। তিনি আমার কথা শুনে বলেন, এটা তো কবীরা গুনাহ নয়; কবীরা গুনাহ মাত্র ৯টি। শির্ক করা, কাউকে হত্যা করা, জিহাদ থেকে পলায়ন করা, সতী মহিলার ওপর অপবাদ আরোপ করা, সুদ খাওয়া, ইয়াতীমের সম্পদ আত্মসাৎ করা, মসজিদে কুফরী আলাপ করা, দীন সম্পর্কে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করা এবং মাতা-পিতার নাফরমানী করা বা অবাধ্য হয়ে তাঁদেরকে কাঁদানো। একথা বলার পর আমাকে জিজ্ঞেস করেন, কি ভাই, তুমি কি জাহান্নাম থেকে দূরে থাকতে এবং জান্নাতে প্রবেশের ইচ্ছা কর? আমি বলেছি, হযরত কেন করব না। আল্লাহ্‌র কসম, আমি তাই চাই। তখন তিনি আমাকে জিজ্ঞেস করেন, আচ্ছা বল, তোমার মাতা-পিতা কি জীবিত আছেন? আমি বলেছি, জ্বী–হ্যাঁ। আম্মাজান জীবিত আছেন। তিনি বলেন, আল্লাহ্‌র কসম! যদি তুমি মায়ের সাথে কোমল ও সম্মানজনক কথা বলবে, তাঁর প্রয়োজনের কথা লক্ষ্য রাখবে তাহলে অবশ্যই জান্নাতে প্রবেশ করবে। আর, এ পর্যন্তই যদি কবীরা গুনাহ থেকে বেঁচে থাক।

www.nagorikpathagar.org

মাতা-পিতার সন্তুষ্টি অর্জন

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমের (রা)-এর বর্ণনা, রাসূল (স) বলেছেন ঃ আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি জন্মদাতার সন্তুষ্টিতে নিহিত এবং ক্রোধ ও রোষ জন্মদাতার রোষ-অসন্তুষ্টিতে নিহিত। -(তিরমিযী)

এ সম্পর্কে অন্য এক হাদীসে উল্লেখ রয়েছে–আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি দু'জনের সন্তুষ্টি এবং রোষ অসন্তুষ্টি মাতা-পিতার উভয়ের অসন্তুষ্টিতে নিহিত। আলোচ্য হাদীসের দিক-নির্দেশনা অত্যন্ত সুস্পষ্ট। পিতা সন্তানের প্রতি সন্তুষ্ট হলে আল্লাহ্‌ও সন্তুষ্ট থাকেন আর পিতা অসন্তুষ্ট হলে আল্লাহ্‌ও অসন্তুষ্ট হন। এ হাদীসে শুধু পিতার কথাই বলা হয়েছে কিন্তু মায়ের কথার উল্লেখ নেই তবুও এতে কোন কারণ থাকতে পারেনা। কেননা পিতার মর্যাদা সন্তানের কাছে যদি এতটা নাজুক হয়ে থাকে। তা হলে মায়ের মর্যাদা সন্তানের কাছে তা থেকে অনেক গুণ-অন্তত তিনগুণ অধিক হবে এটাই হচ্ছে এ হাদীসের নির্দেশনা। রাসূল (স) শুধু সন্তুষ্টির ক্ষেত্রে শুধু পিতার কথাই বলেছেন এমন নয় বরং তিনি মায়ের কথাও উল্লেখ করেছেন। অন্য এক হাদীসে আছে, আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি মাতা-পিতার দু'জনের সন্তুষ্টি এবং রোষ-অসন্তুষ্টি মাতা-পিতা উভয়ের অসন্তুষ্টিতে নিহিত। যদি কেউ পিতা-মাতাকে উপেক্ষা করে– আল্লাহ্‌র নিষেধ থাকা সত্বেও সে শুধু পিতা-মাতারই অপমান ও অসম্মান করেনি বরং সে আল্লাহ্‌র অবমাননা করেছে। অতএব সে অবস্থায়, যে আল্লাহ্‌র রোষ-অসন্তুষ্টি নাযিল হবে, তা কে রোধ করবে? কাজেই রাসূল (স) এর এ কথাটিতে একটি মারাত্মক আকারের কঠোর সতর্কবাণী ও অশুভ অকল্যাণ ঘোষণা উচ্চারিত হয়েছে যা অপেক্ষা কঠোর বাণী-আর কিছুই হতে পারে না।

জান্নাতে প্রবেশের উসিলা

হযরত আবু দার্‌দা (রা)-এর বর্ণনা, রাসূল (স) বলেছেন ঃ পিতা (এবং মাতাও) জান্নাতের দরজা সমূহের মাধ্যম। জান্নাত প্রবেশে উচ্চতর মর্যাদা লাভের সর্বোত্তম উপায়ের উসিলা হচ্ছে মাতা-পিতা। জান্নাতের অনেক দরজা রয়েছে। প্রবেশ করার জন্য এসবের মধ্যে সর্বোত্তম প্রবেশ পথ হচ্ছে মধ্যবর্তী দরজা। আর এ মধ্যবর্তী দরজা পথে প্রবেশ লাভের প্রধান উপায় হচ্ছে মাতা-পিতার মর্যাদা ও অধিকার রক্ষা করা। এ কারণে মাতা-পিতার অধিকার বিনষ্ট করে তাঁদের সাথে সম্পর্কচ্ছেদ করা তাঁদের অমর্যাদা করাকে রাসূল (স) কবীরা গুনাহ নামে অভিহিত করেছেন।

www.nagorikpathagar.org

এক হাদীসে মায়ের মর্যাদা সম্পর্কে বলা হয়েছে ঃ তাঁর খিদমত কর কেননা তাঁর পায়ের নীচেই জান্নাত।' এখানে মায়ের খিদমত করা সন্তানের জন্য এক বিরাট গুরুত্ব প্রদান করেছেন। মায়ের পায়ের নীচে জান্নাত শব্দ এক ব্যাপক অর্থে বর্ণনা করা হয়েছে। এর প্রকৃত অর্থ হচ্ছে সন্তান মাকে সর্ব অবস্থায় সম্মানজনক আচার-আচরণ করে যাবে অত্যন্ত বিনয় ও ভক্তি সহকারে। খিদমতের ক্ষেত্রে সে নিজকে কখনো অবহেলা প্রদর্শন করবে না। আর এর দ্বারাই সে নিজকে পরকালীন মুক্তির মাধ্যম মনে করবে। ইসলামী বিধান অনুযায়ী সন্তানের ক্ষেত্রে মাতা-পিতার প্রতি এমন কোন আচরণই করা উচিত নয় যাতে মাতা-পিতা ব্যথা, দুঃখ-কষ্ট ইত্যাদি পায়। হযরত মুগিরা ইবনে শুবা (রা)-এর বর্ণনা, রাসূল (স) বলেছেন ঃ নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ মা (সে পিতার) সাথে সম্পর্কচ্ছেদ ও দুর্ব্যবহারকে অপরাধ সাব্যস্ত করে দিয়েছেন। -(বুখারী, মুসলিম) মাতা-পিতার সাথে দুর্ব্যবহার, সম্পর্কচ্ছেদ ও অধিকার আদায় না করার অশুভ আচরণের পরিণতি সম্পর্কে হাদীসে আরো কঠোর সতর্কবাণী উচ্চারণ করা হয়েছে। হযরত আবু বাকরাতা (রা)-এর বর্ণনা, রাসূল (স) বলেছেন-সমস্ত গুণাহই এমন যে, তা থেকে আল্লাহ্ যা এবং যতটা ইচ্ছা ক্ষমা করে দিতে পারেন। কিন্তু মাতা-পিতার সাথে সম্পর্কচ্ছেদ করা, দুর্ব্যবহার করা, অধিকার আদায় না করার গুনাহ ক্ষমা করবেন না বরং যে এ গুণাহ করে তার জীবদ্দশায় ও মৃত্যুর পূর্বে তার শাস্তি ত্বরান্বিত করেন। -(মিশকাত)

মহান আল্লাহ্ তায়ালা কুরআনে বলেছেন, তুমি তাদের (মাতা-পিতার) জন্য উহ (পর্যন্ত) বলবে না। তাদের দু'জনকে ভৎর্সনা করবে না। তাদের দু'জনের জন্য সর্বদা দয়ার্দ হৃদয়ে বিনয়ের হাত অবনত করে রেখে বল হে রব! এ দু'জনের প্রতি রহমত প্রদর্শন করুন। যেমন তারা দু'জন আমাকে বাল্যাবস্থায় লালন-পালন করেছেন।

ইসলামে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ স্তম্ভ নামাযের পরই মাতা-পিতার সাথে সৎব্যবহার। এক হাদীসে রাসূল (স)-কে এর গুরুত্ব জিজ্ঞেস করা হয়েছিল। মহান আল্লাহ্র কাছে বান্দার কোন কাজ সর্বাধিক পছন্দনীয়। রাসূল (স) বলেন, সময়মত ফরয নামায আদায় করা। এরপর মাতা-পিতার সাথে উত্তম-আচার-আচরণ করা। এক সাহাবী (রা) বললেন, ইয়া রাসূল! মাতা-পিতাকে কি কেউ কোন গালাগাল করে? তিনি

www.nagorikpathagar.org

জবাবে বলেন, হ্যাঁ, এক লোক অন্য লোকের পিতাকে গাল দেয়, তখন সেও তার পিতাকে গালি দেয়, একজন অন্যজনের মাকে গাল দেয়। সেও তার মাকে গাল দেয়। আর এভাবেই একজন তার নিজের মাতা-পিতাকে গালি দেয়।

আবু হোরায়রা (রা) মাতৃভক্তি

হযরত মারওয়ান (রা) হযরত আবু হোরায়রা (রা)-কে কিছু দিনের জন্য নিজের স্থলাভিষিক্ত করেছিলেন। তখন তিনি জুল হুলাইফায় অবস্থান করছিলেন। তখন তাঁর মা কিছু দূরে অন্য এক বাড়ীতে ছিলেন। যখনই তিনি বাইরে যাবার আগ্রহ প্রকাশ করেছেন, তখন প্রথমেই এসে মায়ের দরজায় দাঁড়িয়ে বলেন, প্রিয় আম্মাজান! আস্‌সালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।

আম্মাজান ভেতর থেকে বলতেন, প্রিয় পুত্র! ওয়া আলাইকুমুসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহ ওয়া বারাকাতুহু। এরপর হযরত আবু হোরায়রা (রা) বলেন, আম্মাজান! শৈশবকালে যেমন আপনি স্নেহ-মমতা দ্বারা আমাকে লালন-পালন করেছিলেন তেমনি যেন আল্লাহ্ আপনার ওপর রহমত প্রদর্শন করেন। তিনি বলেছেন, প্রিয় পুত্র! আমার এ বৃদ্ধ বয়সে তুমি আমার সাথে যেসব ধরনের সুন্দর আচার-আচরণ করেছ এবং সুখ-শান্তি প্রদান করেছ আল্লাহ্ও যেন তোমার প্রতি সে ধরনেরই রহমত প্রদান করেন। এরপর তিনি যখন বাইরে থেকে এসে ঘরে প্রবেশ করেছেন তখন তেমনিভাবে মাকে সালাম করেছেন ও অনুরূপ কথারই অবতারণা করেছেন।

মাতা-পিতার আনুগত্যের চূড়ান্ত পর্যায়

عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ رض قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ اَصْبَحَ مُطِيْعًا لِلّٰهِ فِى وَالِدَيْهِ اَصْبَحَ لَهُ بَابَانِ مَفْتُوْحَانِ مِنَ الْجَنَّةِ وَاِنْ كَانَ وَاحِدًا فَوَاحِدًا وَمَنْ اَمْسٰى عَاصِيًا لِلّٰهِ فِى وَالِدَيْهِ اَصْبَحَ لَهُ بَابَانِ مَفْتُوْحَانِ مِنَ النَّارِ وَاِنْ كَانَ وَاحِدًا فَوَاحِدًا قَالَ رَجُلٌ وَاِنْ ظَلَمَاهُ قَالَ وَاِنْ ظَلَمَاهُ وَاِنْ ظَلَمَاهُ وَاِنْ ظَلَمَاهُ ـ مِشْكٰوة ـ

www.nagorikpathagar.org

"হযরত আবদুল্লাহ বিন আব্বাস (রা)-এর বর্ণনা, রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন, যে ব্যক্তি মাতা-পিতা সম্পর্কিত আল্লাহ্‌র নাযিলকৃত আদেশ-আহকাম এবং হিদায়াত মানা অবস্থায় সকাল করেছে, সে যেন নিজের জন্য জান্নাতের দু'টি দরজা খোলা অবস্থায় সকাল করেছে। যদি মাতা-পিতার মধ্যে কোন একজন হয় তাহলে যেন জান্নাতের একটি দরজা খোলা অবস্থায় পেয়েছে। আর যে ব্যক্তি মাতা-পিতা সম্পর্কিত আল্লাহ্‌র হুকুম ও হিদায়াত অমান্য মাতা-পিতার মধ্যে কোন একজন থাকে, তাহলে সে যেন জাহান্নামের একটি দরজা খোলা পেয়েছি। কোন ব্যক্তি জিজ্ঞেস করেছি, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! যদি মাতা-পিতা তার সাথে বাড়াবাড়ি করে তাহলেও? তিনি বলেন, যদিও বাড়াবাড়ি করে তাহলেও।" -(মিশকাত)

রাসূল (স) মাতা-পিতার সাথে সু-আচরণের নির্দেশের জন্য যে ধরনের পদ্ধতি অবলম্বন করেছেন এর ফলে একজন মুমিনের সামনে এ তাৎপর্য প্রতিভাত হয় যে, আনুগত্য শুধুমাত্র আল্লাহ্‌র জন্যই হওয়া উচিত। আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কারো আনুগত্য অবৈধ। মাতা-পিতার আনুগত্য এবং তাদের সাথে সু-আচরণও এজন্য যে, আল্লাহ্ মাতা-পিতার যেসব অধিকার বর্ণনা করেছেন সেগুলো মেনে চলার ও খিদমতের নির্দেশ প্রদান করেছেন। অতএব মুমিন এমন কোন ব্যাপারে অবশ্যই মাতা-পিতার আনুগত্য করা থেকে বঞ্চিত থাকবে না যাতে আল্লাহ্‌র নাফরমানী হয়। কেননা মুমিনের দ্বারা কখনো নাফরমানী হবে এটা কখনো চিন্তা করা যায় না।

আর হাদীসের ভাষ্যে মাতা-পিতার বাড়াবাড়ি সত্ত্বেও সু-আচরণের অর্থ হচ্ছে, যদি মাতা-পিতা কঠোর মেজাজের কারণে এমন কিছু দাবী উত্থাপন করতে থাকেন, যা পূরণ করা সন্তানের জন্য অসম্ভব হয় বা সন্তানদের সহ্যের সীমার কথা চিন্তা না করে অধিক পরিমাণে পরিশ্রম করাতে থাকেন বা সন্তানদের সামর্থের বাইরে অতিরিক্ত আর্থিক দাবী করতে থাকেন তখনো সে ক্ষেত্রে সন্তানদের উচিত নিজেদেরকে নিয়ন্ত্রণে রেখে এবং জোর করে তাদের খিদমত ও সু-আচরণ ক্রমাগতভাবে করে যাওয়া। যদিও এ অবস্থায় সন্তানের ওপর আনুগত্য ওয়াযিব নয়। কেননা আল্লাহ্ কারোর ক্ষেত্রে সাধ্য বা সামর্থের অধিক বোঝা প্রদান করেন না, তবুও মাতা-পিতার খিদমতে নিজের জীবন উৎসর্গ করবে এবং তাদেরকে সন্তুষ্ট রাখার ক্ষেত্রে সব কিছুই পরিত্যাগ করারই চিন্তা-ভাবনা করবে আর এমন মন-মানসিকতাই অন্তরে সর্বদা পোষণ করবে।

www.nagorikpathagar.org

বিষয়টা যদি এমন হয় যাতে অন্যের অধিকার বিনষ্ট হয়, তার বিস্বাদপূর্ণ প্রভাব অন্যের ওপর আপতিত হয় বা আল্লাহ্‌র কোন আদেশের বিরোধিতা হয় তখন অবশ্যই আনুগত্য করা যাবে না। যেমন, তারা কারোর অর্থনৈতিক অধিকারে বাধা প্রদান করে বা শুধু ব্যক্তিগত শত্রুতার বশবর্তীতে কন্যাকে অকারণে এমন স্বামী থেকে বিচ্ছিন্ন করতে চায়, যে স্ত্রী শরীয়ত অনুযায়ী অধিকার আদায়ে অবহেলা করে না বা এ ধরনের স্বামীর খিদমত ও আনুগত্যে বাধা দেয়। তাহলে তখন এমন মাতা-পিতার আনুগত্য অবশ্যই ওয়াযিব হবেনা। কেননা কারো অর্থনৈতিক অধিকার আদায় করা ফরয এবং তা না করা মারাত্মক ধরনের গুনাহজনক কাজ। যদি হকদার ক্ষমা করে তখনই শুধু আল্লাহ্ এ ধরনের গুনাহ ক্ষমা করবেন নতুবা এর শাস্তি অনিবার্য।

স্বামীর খিদমত ও আনুগত্যের সম্পর্ক রাখার প্রশ্নেও এদিক সামনে রাখতে হবে। তাহলে, বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন, স্বামী-স্ত্রীর পারস্পরিক ভালবাসা ও তাদের সুসম্পর্ক আল্লাহ্‌র দৃষ্টিতে অত্যন্ত পছন্দনীয় কাজ বলে গণ্য হবে। আর ইসলাম যে কোন মূল্যে এ সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত রাখারই পক্ষপাতি। মাতা-পিতার আনুগত্য করা নিঃসন্দেহে ফরয কিন্তু এ আনুগত্য আল্লাহ্‌র আনুগত্যের অধীন। এটা কোন স্বাধীন আনুগত্য নয়। দীনের হিদায়াত, আহকাম, নির্দেশ থেকে পিছপা হয়ে মাতা-পিতার আনুগত্য আল্লাহ্‌র আনুগত্য নয় বরং এটা আল্লাহ্‌র নাফরমানীরই নামান্তর বলে গণ্য হবে। কেউ এ ধরনের আনুগত্য করে সওয়াব লাভের আশা কখনো করতে পারে না। তখন এরূপ ক্ষেত্রে শাস্তিই তার প্রাপ্য বলে গণ্য হয়।

রাসূল (স) বলেছেন, "যদি একজনের আনুগত্য হয় তাহলে জান্নাতের এক দরজা খোলা থাকে। এর অর্থ এটাই নয় যে, মাতা-পিতার মধ্যে যদি কেউ ইন্তিকাল করেন এবং এখন আর তার আনুগত্য ও খিদমতের সুযোগ নেই, তখন এ ধরনের সন্তানের জন্য মাত্র একটি দরজাই খোলা থাকে, বরং এর মর্মার্থ হচ্ছে যদি মাতা-পিতার মধ্য থেকে একজনের আনুগত্য করে এবং অন্যজনকে অসন্তুষ্ট রেখেছে তখন একজনের আনুগত্যের জন্য জান্নাতের দরজা খোলা রয়েছে এবং অন্যের নাফরমানীর কারণে জা

হান্নামের দরজা খোলা রাখা হয়েছে। কিন্তু যদি উভয়ের মধ্য থেকে একজন দুনিয়া থেকে বিদায় হয়ে যান আর জীবিতাবস্থায় তার আনুগত্য করা হয়েছে তাহলে তখন এ আনুগত্যের কারণে আল্লাহ্‌র দরজা অবশ্যই খোলাই থাকবে।

www.nagorikpathagar.org

এ ব্যাপারে হাদীসটিতে মানুষকে সতর্ক করা হয়েছে যে, যদি কেউ একজনের আনুগত্য করে ও অন্যজনকে নিজের আচার-আচরণের মাধ্যমে অসন্তুষ্ট রাখে তাহলে তা উত্তম কাজ বলে গণ্য হবে না। একজনের আনুগত্যের কারণে আল্লাহ্ জান্নাতের দরজা খোলা রাখা হবে আর অন্যজনের নাফরমানীর কারণে জাহান্নামের দরজা খোলা রাখার ব্যবস্থা থাকবে। এটা কেমন কথা যে একজনের আনুগত্য করে অন্যজনের খিদমত ও আনুগত্য প্রশ্নে নিশ্চিত থাকা কোন ব্যক্তির জন্যই সঠিক চিন্তা-ভাবনার পদ্ধতি নয়। কেননা সন্তান তো উভয়েরই খিদমত এবং আনুগত্যের মাধ্যমে আল্লাহ্র সন্তুষ্টি অর্জনের অভিলাষী হবে।

মৃত মাতা-পিতার জন্য সন্তানের করণীয়

মাতা-পিতার অধিকার সমূহে সদ্ব্যবহার ও অধিকার আদায় করা সন্তানের আবশ্যিক কর্তব্যসমূহের প্রধান এবং প্রথম শর্ত। এ অধিকার বা দায়দায়িত্ব এবং কর্তব্য শুধু জীবন ব্যাপীই সীমাবদ্ধ নয়। তাদের মৃত্যুর পর করণীয় কর্তব্য নিঃশেষ হয়ে যায় বলে মনে করা যে সম্পূর্ণই ভুল তা আলোচ্য হাদীস থেকে প্রমাণিত হয় ঃ

عَنْ اَبِىْ اَسِيْدٍ قَالَ كُنَّا عِنْدَ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ هَلْ بَقِىَ مِنْ بِرِّ اَبَوَىَّ شَىْءٌ بَعْدَ مَوْتِهِمَا اَبَرُّهُمَا قَالَ نَعَمْ، خِصَالُ اَرْبَعِ اَلدُّعَاءُ لَهُمَا، وَالْاِسْتِغْفَارُ لَهُمَا وَانْفَاذُ عَهْدِهِمَا وَاِكْرَامُ صَدِيْقِهِمَا وَصِلَةُ الرَّحِمِ اَلَّتِى لَارَحِمَ لَكَ اِلَّا مِنْ قِبَلِهِمَا .

হযরত আবু আসীদ মালিক ইবনে রবীয়াতা আসসায়েদী (রা) থেকে বর্ণিত! আমি রাসূল (স)-এর কাছে বসা অবস্থায় আনসার গোত্রের এক লোক উপস্থিত হয়ে বলে! ইয়া রাসূল! আমার মাতা-পিতার মৃত্যুর পর তাদের সাথে সিলায়ে রেহমী ও ভাল কাজ করার এমন কোন কাজ থাকে কি যা আমি করতে পারি? উত্তরে রাসূল (স) বলেন ঃ হ্যাঁ, অবশ্যই করার মত কাজ রয়েছে এবং তা মোটামুটি চারটি পর্যায়ের কাজ। আর তা হচ্ছেঃ তাদের দু'জনের জন্য পরিপূর্ণ রহমতের জন্য দোয়া করতে থাকা ও তাদের জন্য আল্লাহ্র কাছে মাগফিরাত চাওয়া তাদের ঋণের ওয়াদা পূরণ ও

www.nagorikpathagar.org

কার্যকর করা। তাদের দু'জনের বন্ধু বান্ধব ও আত্মীয়-স্বজনের প্রতি সম্মান প্রদর্শন এবং সে রেহম সম্পর্ক রক্ষা করে চলা যা তাদের দু'জনের মৃত্যুর পর তাদের জন্য করণীয়।

তাদের দু'জনের ক্ষেত্রে পরিপূর্ণ আল্লাহ্‌র কাছে রহমতের দোয়া করা এবং তাদের গুনাহের ক্ষমা চাওয়া। এখানে রহমতে ঝামেলা পরিপূর্ণ রহমত নাযিলের দোয়া করা। কুরআনে সম্ভবত এ দোয়ারই শিক্ষা দেয়া হয়েছে।

হে আল্লাহ্, আমার মাতা-পিতা দু'জনের প্রতি রহমত করুন ঠিক তেমনই যেমন তারা দু'জনের মিলিত প্রচেষ্টায় আমার শৈশব অবস্থায় থাকাকালে আমাকে লালন-পালন করেছেন।

মাতা-পিতা দু'জনের করা ওয়াদা বা প্রতিশ্রুতি পরিপূরণ ও কার্যকরণ। মাতা-পিতা তাদের জীবনে কারো সাথে কোন ভাল কাজের ওয়াদা করে থাকতে পারে। কিন্তু জীবনে বেঁচে থাকা অবস্থায় তা পূরণ করা সম্ভব হয়নি। এরূপ ওয়াদা বা প্রতিশ্রুতি পরিপূরণ করা সন্তানের একান্ত কর্তব্য ও দায়িত্ব। মাতা-পিতার গ্রহণ করা ঋণও এ পর্যায়ভুক্ত। কেননা তাও তারা ফিরিয়ে দেয়ার শর্তে ঋণের ওয়াদা করেছিলেন। কিন্তু জীবিত অবস্থায় তা আর তারা ফিরিয়ে দেয়া অর্থাৎ পরিশোধ করা সম্ভব হয়ে ওঠেনি।

মাতা-পিতার মৃত্যুর পর তাদের আত্মীয় স্বজন ও বন্ধু বান্ধবদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন সম্পর্কে কোন এক হাদীসে বলা হয়েছে ঃ

মাতা-পিতার চলে যাওয়া ও সন্তানের তাদের স্থলাভিষিক্ত হবার পর মাতা-পিতার বন্ধু, পরিবার ও ব্যক্তিদের সাথে সু-সম্পর্ক রক্ষা করা মাতা-পিতার সাথে সিলায়ে রেহমী করা অতীব গুরুত্বপূর্ণ কাজ।

শুধু মাতা-পিতার দিক থেকে ও মাতা পিতার কারণে যাদের সাথে রেহমী সম্পর্ক রয়েছে তাদের সাথে সিলায়ে রেহমী করা। রাসূল (স)-এর এসব কথা শোনার পর লোকটি বলে। এসব কাজগুলো খুবই অধিক নয় বরং অতীব উত্তম কাজ। তখন রাসূল (স) বলেন ঃ তাহলে তুমি এ অনুযায়ী আমল করতে থাক। এ কথায় বুঝা যায় সমাজের লোকদের পারস্পারিক শুভেচ্ছা পোষণ, ওয়াদা বা প্রতিশ্রুতি সংরক্ষণ, পারস্পারিক প্রীতি ও ভালবাসার সম্পর্ক স্থাপন এবং রক্তের সম্পর্কের হক আদায় করা এবং এর ধারাবাহিকতা অব্যাহত রক্ষা করা। যদি একজন মৃত্যুবরণ করে তার জীবনে এ পর্যায়ের কৃত যাবতীয় কাজ বন্ধ হয়ে না যাওয়া বরং

www.nagorikpathagar.org

ধারাবাহিকতা রক্ষা করার বংশানুক্রমিক দায়িত্বশীলতা। বস্তুত ঃ সন্তান যেমন মাতা-পিতার পরিত্যাক্ত উত্তরাধিকার পেয়ে থাকে, তেমনি তাদের অ-বস্তুগত ন্যায় কাজ সমূহ করায় দায়িত্বের উত্তরাধিকারও পেয়ে থাকে।

মাতা-পিতার মৃত্যুর পর করণীয় কিছু আলোচনা ঃ নামাযের পর এবং অন্যান্য সময়ে আল্লাহ্‌র কাছে কেঁদে কেঁদে দোয়া করা যে, হে আল্লাহ্! আমার মাতা-পিতাকে ক্ষমা করে তাঁদের গুনাহসমূহকে ঢেকে দিন এবং তাঁদেরকে আপনি তাই দান করুন যা আপনি নেক বান্দাহদেরকে প্রদান করে থাকেন। হে আল্লাহ্! যখন আমরা তাঁদের মুখাপেক্ষী ছিলাম। এখন তাঁরা সে সময়ের চেয়ে বেশী আপনার রহমত ও সুদৃষ্টির মুখাপেক্ষী। হে আল্লাহ্! আপনি তাঁদেরকে নিজের রহমতের ছায়া প্রদান করুন এবং নিজের সন্তুষ্টির ঘর জান্নাতে তাঁদের আশ্রয় দান করুন।

হযরত আবু হোরায়রা (রা) বর্ণনা, মৃত্যুর পর যখন মাইয়েতের মর্যাদা বৃদ্ধি হয় তখন সে আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞেস করে এটা কেমন করে সম্ভব হল? তখন আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে বলা হয় যে, তোমার সন্তানরা তোমার জন্য দোয়া ও মাগফিরাত কামনা অব্যাহত রেখেছে এবং আল্লাহ্ তা কবুল করেছেন। হযরত আবু হোরায়রা (রা) বর্ণনা। রাসূল (স) বলেছেন, কোন ব্যক্তি যখন মারা যায় তখন তার আমলের সুযোগ শেষ হয়ে যায়। তখন শুধু তিনটি বিষয় এমন যা তার মৃত্যুর পরও উপকার সাধন করতে থাকে। প্রথম, সদকায়ে জারিয়া দ্বিতীয়, তার বিস্তৃত সে ইলম বা জ্ঞান যা থেকে মানুষ উপকৃত হয় তৃতীয়, সে নেক সন্তান যারা তার জন্য ক্ষমার আবেদন-নিবেদন করতে থাকে।

মাতা-পিতা জীবিতকালে অনেক লোকের সাথে বিভিন্ন ব্যাপারে ওয়াদা করে থাকতে পারেন। মৃত্যুর সময়ও ওসিয়ত করতে পারেন। মাতা-পিতার ইন্তিকালের পর সন্তানের জন্য তাঁদের সাথে সুন্দর বা নেক আচরণের একটি দিক অবশিষ্ট থাকে। আর তা হচ্ছে তাঁদের কৃত ওয়াদাসমূহ ও ওসিয়ত পূরণ করা। আর এভাবেই তাঁদের জায়েয ওসিয়তই পূরণ করতে হবে। যদি তাঁদের অবৈধ ওসিয়তও পূরণ করা হয় তাহলে এটা তখন আচরণ রূপেই গণ্য হবে। যদি মাতা-পিতা কারো সাথে আর্থিক সাহায্যে ওয়াদা করে বা কাউকে কিছু দান করতে চেয়ে থাকেন। আর যদি জীবনে এর সুযোগ না হয় বা তাঁরা কোন মানত করেছিলেন, কিন্তু তা পূরণের

www.nagorikpathagar.org

আগেই তিনি বিদায় নিয়েছেন বা তিনি ঋণী ছিলেন বা ওসিয়ত পূর্ণ করার সুযোগ হয়নি, অথচ আপনি বুঝেন যে, সুযোগ পেলে তিনি অবশ্যই এ ওসিয়ত পূর্ণ করতেন বা তিনি কোন ওসিয়ত করেননি। তখন আপনি যদি তাঁদের পক্ষ থেকে সাদকা করেন তাহলে এসবই তাঁদের সাথে নেক আচরণরূপে হবে। আর এভাবেই তাদের মৃত্যুর পরও সারাজীবন তাঁদের সাথে সু-আচরণ করে আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি অর্জন করার সওয়াব অর্জন করতে পারবেন।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (র) বর্ণনা, এক ব্যক্তি রাসূল (স)-কে জিজ্ঞেস করেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমার মাতা ইন্তিকাল করেছেন এবং তিনি কোন ওসিয়ত করে যাননি। আমি যদি তাঁর তরফ থেকে কিছু সদকা করি তাহলে কি তাঁর কোন উপকার হবে? রাসূল (স) তখন বলেন অবশ্যই। রাসূল (স)-এর কাছে আরেক ব্যক্তি আরয করেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমার মাতা মানত মানার পর তা আদায়ের পূর্বেই তিনি ইন্তিকাল করেন। এখন আমি কি তাঁর পক্ষ থেকে এ মানত কি পূরণ করতে পারব? রাসূল (স) বলেন, কেন নয়। তুমি তাঁর পক্ষ থেকে সে মানত আদায় করে দাও।

মাতা-পিতার মৃত্যুর পরবর্তীতে তাঁদের সাথে আচরণের তৃতীয় পন্থা হচ্ছে, মাতার সহচর ও পিতার সহচরদের সাথে সু-আচরণ করা। সামাজিক জীবনে পুণ্যবান ব্যক্তিদের মত তাঁদেরকেও শ্রদ্ধা করে। তাঁদের মত ও পথের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করতে হবে। বিভিন্ন পরামর্শে তাঁদের কাছে করা এবং সব সময় শ্রদ্ধা প্রদর্শন পূর্বক তাঁদের সাথে সু-আচরণ মূলক মনোভাব অব্যাহত রাখতে হবে। রাসূল (স) বলেছেন, পিতার বন্ধুদের সাথে উত্তম ব্যবহার করা সর্বাধিক সুন্দর আচরণের মধ্যে গণ্য।

হযরত আবু দারদা (রা) একবার অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং ক্রমান্বয়ে অসুস্থতা বৃদ্ধিই পেতে থাকে। এমনকি তখন জীবিত থাকার আর আশাও ছিল না। এ সময় হযরত ইউসুফ ইবনে আবদুল্লাহ (রা) দূরবর্তী স্থান থেকে সফর করে তাঁর সেবার জন্য উপস্থিত হলে তাঁকে দেখে হযরত আবু দারদা (রা) আশ্চর্য হয়ে বলেন, তুমি এখানে কি করে এসেছ? ইউসুফ ইবনে আবদুল্লাহ (রা) বলেন, হযরত! আমি শুধু আপনার সেবার জন্যই এখানে এসেছি। কেননা আমার শ্রদ্ধেয় পিতা এবং আপনার মধ্যে অত্যন্ত গভীর সম্পর্ক বিদ্যমান থাকার টানেই এসেছি।

www.nagorikpathagar.org

একবার হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) সফরকালে মক্কার এক গ্রাম্য ব্যক্তির সাথে তাঁর সাক্ষাত হল। গ্রাম্য ব্যক্তি হযরত ইবনে ওমর (রা) খুব ভালভাবেই দৃষ্টি দিয়ে দেখে জিজ্ঞেস করেন, আপনি কি হযরত ওমরের পুত্র? হযরত ইবনে ওমর বলেন, জ্বী হ্যাঁ। আমি তাঁরই পুত্র। এ সময় তিনি নিজের মাথা থেকে পাগড়ী খুলে তাঁকে দিয়ে নিজের গাধার ওপর স্বসম্মানে বসালেন। হযরত ইবনে দিনার বলেন, আমরা সবাই বিস্ময়ের সাথে লক্ষ্য করে বলেছি, হে হযরত! সে একজন গ্রামবাসী। আপনি যদি দু দিরহাম দিয়ে দিতেন তাই তার জন্য যথেষ্ট হত। তখন হযরত আবদুল্লাহ (রা) বলেন, ভাই তাঁর পিতা হযরত ওমর (রা) বন্ধু ছিলেন। আর পিতার বন্ধুদেরকে সম্মান কর কেননা এ সম্পর্ক বিনষ্ট হতে দেবে না। যদি এরূপ করে আল্লাহ্ তোমাদের প্রতি অসন্তুষ্ট হবেন।

হযরত আবু বুরদা (রা)-এর বর্ণনা, আমি যখন মদীনায় এসেছিলাম তখন হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) আমার কাছে এসে বলেন, আবু বুরদা! তোমার কাছে কেন এসেছি তা কি তুমি জান? আবু বুরদা (রা) বলেন, আমি আল্লাহ্র রাসূল (স)-কে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি কবরে অবস্থিত পিতার সাথে সু-আচরণ করতে চায় তার উচিত পিতার মৃত্যুর পর তার বন্ধুদের সাথে সু-আচরণ করা। এরপর তিনি বলেন, ভাই! আমার পিতা হযরত ওমর (রা) ও আপনার পিতার মধ্যে ভ্রাতৃত্বপূর্ণ সুসম্পর্ক বিদ্যমান ছিল। আমি সে বন্ধুত্বের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনার্থে তাঁর হক আদায় করার ইচ্ছা পোষণ করি। –(ইবনে হাব্বান)

মাতা-পিতার মৃত্যুর পর আচরণের চতুর্থ পন্থা হচ্ছে, মাতা-পিতার আত্মীয়-স্বজনের সাথে সু-আচরণ অব্যাহত রাখা। মায়ের পক্ষের আত্মীয় যেমন খালা, মামা, নানী, নানা ইত্যাদি এবং পিতার পক্ষের আত্মীয় যেমন চাচা, ফুফু, দাদা-দাদী প্রভৃতি। এসব আত্মীয় থেকে দূরত্ব বজায় রাখা ও অনীহার ভাব প্রদর্শন প্রকৃতপক্ষে মাতা-পিতার প্রতি মুখাপেক্ষীহীন থাকারই নামান্তর এবং একজন মুমিন ও মুমিনা মাতা-পিতার সাথে কখনো এমন আচরণ করতে পারে না। আল্লাহ্র রাসূল (স)-এর নির্দেশ, তোমরা তোমাদের পিতা ও পিতার পক্ষের সাথে কখনও অসৌজন্যমূলক আচার-আচরণ করবে না। মাতা-পিতার সাথে অসৌজন্যমূলক আচার-আচরণ করা আল্লাহ্র প্রতি অকৃতজ্ঞতা প্রকাশেরই নামান্তর।

www.nagorikpathagar.org

মাতা-পিতার জন্য দোয়া করার প্রতিদান

عَنْ اَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ الْعَبْدَ لَيَمُوْتُ وَالِدَاهُ اَوْ اَحَدُهُمَا وَاِنَّهُ لَهُمَا لَعَاقٌّ فَلَا يَزَالُ يَدْعُولَهُمَا وَيَسْتَغْفِرُ لَهُمَا حَتّٰى يَكْتُبَهُ اللّٰهُ بَارًّا .

"হযরত আনাস (রা)-এর বর্ণনা, রাসূল (স) বলেছেন, যদি কেউ আজীবন মাতা-পিতার নাফরমানী করে এবং তার মাতা-পিতা বা তাঁদের উভয়ের কেউ ইন্তিকাল করেন তখন তার উচিত ক্রমাগতভাবে মাতা-পিতার জন্য দোয়া ও ক্ষমা চাওয়া। এর ফলে আল্লাহ্ নিজ রহমতে তাকে নেক লোকদের মধ্যে অন্তর্গত করে দেন।"

তাই সন্তানের আজীবন মাতা-পিতার আনুগত্য, তাঁদের সাথে সু-আচরণ এবং তাঁদের সন্তুষ্ট রাখার চেষ্টা অব্যাহত রাখা। সন্তান-সন্ততির জন্য এটা একান্তভাবেই আবশ্যক। কিন্তু সামগ্রিক প্রচেষ্টার পরও যদি তাঁরা সন্তুষ্ট না হয়ে অসন্তুষ্ট অবস্থাতেই মৃত্যুবরণ করেন তাহলেও আল্লাহ্র রহমতের দরযা খোলা থাকে এবং এ ক্ষতিপূরণ করা সম্ভব। এ অবস্থায় অব্যাহতভাবে তাঁদের জন্য দোয়া ও মাগফিরাত কামনার দ্বারা আল্লাহ্র রহমত অর্জন করা যাবে বলে আশা করা যায়। আল্লাহ্র রহমত থেকে কোন মুমিন বান্দারই নিরাশ হওয়া অনুচিত। বান্দার অন্তরে যখনই তওবার প্রবণতা সৃষ্টি হয় তখনই আল্লাহ্ তা কবুল করে নেন এবং সে আবেগকে অগ্রসর করানো ও জীবনের ওপর তার প্রভাবের যাবতীয় ব্যবস্থাই সম্পন্ন করেন। সাবধান এ হাদীস থেকে ভুল ধারণা নেয়া অবশ্যই উচিত নয় যে, মাতা-পিতা জীবিত থাকা অবস্থায় অবাধ্য থেকে তাঁদের মৃত্যুর পর দোয়া এবং ইসতিগফার ইত্যাদির মাধ্যমে আল্লাহ্র রহমত লাভ করা যায়। সন্তানের উচিত এটাই জীবিতাবস্থায় তাঁদের খিদমত এবং সন্তুষ্ট রেখে আল্লাহ্র সন্তুষ্টি অর্জন করা।

মাতা-পিতার প্রতি ভালবাসার দৃষ্টি

عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ رض اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا مِنْ وَلَدٍ بَارٍّ يَنْظُرُ اِلٰى وَالِدَيْهِ نَظْرَةَ رَحْمَةٍ اِلَّا كَتَبَ اللّٰه

www.nagorikpathagar.org

لَهُ بِكُلِّ نَظْرَةٍ حَجَّةً مَبْرُوْرَةً قَالُوا اِنْ نَظَرَ كُلَّ يَوْمٍ مِائَةَ مَرَّةٍ قَالَ نَعَمْ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ وَاَطْيَبُ ـ مُسْلِمٌ ـ

"হযরত ইবনে আব্বাস (রা)-এর বর্ণনা, রাসূল (স) বলেছেন, যে সন্তানই মাতা-পিতার প্রতি ভালবাসার দৃষ্টিতে একবার তাকাবে এর পরিবর্তে আল্লাহ্ তাকে এক হজ্ব কবুলের সওয়াব প্রদান করবেন। লোকজন জিজ্ঞেস করে, হে আল্লাহ্র রাসূল! যদি কেউ একদিনে শতবার ভালবাসার দৃষ্টিতে দেখে। তিনি বলেন, জ্বী হ্যাঁ যদি কেউ শতবার দেখে তবুও। আল্লাহ্ (তোমাদের ধারণায়) অনেক বড় এবং সম্পূর্ণ পবিত্র।"

এ হাদীসের মর্মার্থ হচ্ছে আল্লাহ্র রহমতের ব্যাপকতা এতই বিশাল যে, তিনি তা থেকেও অধিক পরিমাণ দান করতে পারেন। যদি কোন সন্তান সারাদিন শতবার মাতা-পিতার প্রতি মায়া-মমতার দৃষ্টিতে তাকায় তাহলে আল্লাহ্ শত হজ্বের সওয়াবও দান করতে পারেন। মানুষ আল্লাহ্ সম্পর্কে যা কিছু চিন্তা-ভাবনা করে তিনি তা থেকেও বিশাল ও মর্যাদাসম্পন্ন।

চিন্তা-ভাবনার ক্ষেত্রে মানুষ নিজ সামর্থকে সামনে রেখে চিন্তা করে যে এত বিশাল সওয়াব অর্জন অসম্ভব বলেই মনে করে এবং ভুল ধারণায় পতিত হয়। তাই আল্লাহ্ সম্পর্কে এ ভুল ধারণা পোষণ ঠিক নয়। তিনি প্রত্যেক ভুল ধারণা থেকে পবিত্র। সে দয়াবান সত্তা এতই অধিক পরিমাণে দান করতে পারেন যে, মানুষের ধারণা সে পর্যন্ত পৌঁছতে অক্ষম।

মাতা-পিতার প্রতি অর্থনৈতিক সাহায্য

يَسْئَلُوْنَكَ مَاذَا يُنْفِقُوْنَ ـ قُلْ مَا اَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ ـ

"লোকজন আপনাকে জিজ্ঞেস করে থাকে, আমরা কি খরচ করব। উত্তরে বলে দিন, যে সম্পদই তোমরা খরচ কর এর প্রথম হকদার হচ্ছে মাতা-পিতা।" –(সূরা আল বাকারা ঃ ২১৫)

কুরআন ও হাদীসে যেভাবে মাতা-পিতার খিদমত, আনুগত্য এবং সু-আচরণের গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে তেমনি মাতা-পিতার ওপর খরচ

www.nagorikpathagar.org

না করে ধন-সম্পদ কুক্ষিগত করা সঠিক নয় বলেও নির্দেশ দেয়া হয়েছে। বরং এক্ষেত্রে সর্বপ্রথম তাদের ওপরই খরচ করতে হবে। আর তাঁরা যদি অভাবগ্রস্ত হয়ে পড়েন তখন জবরদস্তি করেও নিতে পারেন। যদি কেউ মাতা-পিতার খিদমত ও আনুগত্য প্রদর্শনে কমতি না করেও অর্থ খরচ করতে না চায়, তখন সেটাও সঠিক হবে না। যেভাবে সন্তানের ওপর তাদের অধিকার প্রদান করা হয়েছে তেমনি সন্তানের সম্পদের ওপরও তাঁদের অধিকার রয়েছে।

পুত্রের সম্পদ ও পিতার অধিকার

একবার রাসূল (স)-এর কাছে এক ব্যক্তি এসে নিজ পিতার বিরুদ্ধে অভিযোগ করে বলে, ইচ্ছা হলেই পিতা আমার সম্পদ নিয়ে নেয়। রাসূল (স) সে ব্যক্তির পিতাকে ডাকালেন। লাঠির ওপর ভর দিয়ে এক দুর্বল বৃদ্ধ এসে উপস্থিত হলে তিনি তাকে সব জিজ্ঞেস শুরু করলে সে বলে ঃ হে আল্লাহ্‌র রাসূল! এক সময় ছিল যখন সে আরো অসহায় ছিল এবং আমি শক্তি সম্পন্ন ছিলাম। আমি বিত্তশালী ছিলাম। আর সে ছিল কপর্দক। আমি কখনো তাকে আমার সম্পদ নেয়ায় বাধা প্রদান করিনি। আজ আমি দুর্বল। সে শক্তিশালী। আমি রিক্ত। সে সম্পদশালী। আর এখন সে নিজের সম্পদ আমাকে দিতে চায় না।

বৃদ্ধের একথা শুনেই রহমতে আলম (স) কেঁদে দিয়ে বলেন, "তুমি এবং তোমার সম্পদ তোমার পিতার। তুমি এবং তোমার সম্পদ তোমার পিতার।" এবার চিন্তা করুন রহমতে আলমের (স) পিতার প্রতি সন্তানের কর্তব্য কতদূর বর্ণনা করেছেন।

মাতা-পিতার ঋণ সংক্রান্ত চিন্তা-ভাবনা

অত্যন্ত ব্যস্ত মানুষ ছিলেন হযরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর (রা)। তা সত্ত্বেও তিনি মাতা-পিতার খিদমত ও অধিকারের প্রতি অবহেলা করেননি। যেমন জীবিতকালে লক্ষ্য রাখতেন তেমনি মৃত্যুর পরও তিনি মাতা-পিতার অধিকারের প্রতি সম্পূর্ণরূপেই দৃষ্টি রেখেছিলেন। তিনি ছিলেন অত্যন্ত সচ্ছল। সাধারণত যখন কোন বিত্তশালী ব্যক্তি মৃত্যুবরণ করেন তখন মৃত্যুর পর পর তার উত্তরাধিকাররা নিজেদের অংশের চিন্তায় পতিত হয়। কিন্তু সাধারণ দুনিয়াদার মানুষের মত তিনি নিজ অংশের জন্য কোন চিন্তা-ভাবনাও করেননি। অথচ মীরাস সূত্র অনুযায়ী তাঁর প্রাপ্য ছিল কোটি

www.nagorikpathagar.org

কোটি পরিমাণ। অবশ্য তাঁর চিন্তা তাই ছিল যে, পিতা কারোর কাছে ঋণগ্রস্ত আছেন কিনা? তাই সর্বপ্রথম তিনি রেখে যাওয়া সম্পদ থেকে পিতার ঋণ পরিশোধ করেন। ঋণ পরিশোধের পর অন্যান্য উত্তরাধিকাররা যখন মীরাস বন্টনের দাবী শুরু করলে তিনি মীরাস বণ্টনে বাধা প্রদান করে বলেন, চার বছর হজ্বের মওসুমে পিতার ঋণের ব্যাপারে তিনি ঘোষণা দিতে থাকবেন। তখন যদি কোন পাওনাদার থাকে তাহলে তা আদায় করে দেয়া হবে। এটা কোন অসঙ্গত কথাও নয় যে কোন পাওনাদার থাকতেও পারে! চার বছর এভাবে ঘোষণার পর তিনি মীরাস বণ্টন করবেন। আর তিনি এভাবে অন্যান্যদেরকে মীরাস বণ্টনে চার বছর বিলম্বে সম্মত করেন এবং হজ্বের মওসুমে ঘোষণা দিয়ে পিতার জন্য অগণিত মানুষ দিয়ে দোয়া ও মাগফিরাত লাভের ব্যবস্থা করেন।

মাতা-পিতার খিদমতের সাফল্য

عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ سَرَّهُ اَنْ يَمُدَّ لَهُ فِى عُمْرِهِ وَيَزَادُ لَهُ فِى رِزْقِهِ فَلْيَبِرَّ وَالِدَيْهِ وَلْيَصِلْ رِحْمَهُ - اَحْمَد ، التَرْهِيْب وَالتَّرْغِيْب -

"হযরত আনাস বিন মালেক (রা)-এর বর্ণনা, রাসূল (স) বলেছেন, কোন ব্যক্তি যদি নিজের হায়াত বৃদ্ধি এবং প্রশস্ত রুজী কামনা করে তখন সে যেন নিজের মাতা-পিতার সাথে উত্তম আচার-আচরণ ও আত্মীয়তার সুসম্পর্ক অক্ষুণ্ন রাখে।"

এ জগত মানুষের কর্মক্ষেত্র। পরকালীন জীবনকে সফল করার অধিক পরিমাণে রুজি-রোজগার করার অবকাশ এখানে তাদের জন্য রয়েছে। পিতা-মাতার খিদমতের বিনিময়ে সুদীর্ঘ জীবন লাভ এবং সচ্ছলতা আল্লাহ্‌র এক বিরাট নিয়ামত বিশেষ। মানুষ যাতে আরো কিছু উত্তমরূপে নেকী বৃদ্ধি এবং মাতা-পিতার খিদমত করে আল্লাহ্‌র রহমতের হকদার হয় এরই সুযোগ-সুবিধা এ দুনিয়ায় প্রদান করা হয়েছে। কিন্তু অধিকাংশ মানুষই এ ব্যাপারে চিন্তা-ভাবনা করে না।

www.nagorikpathagar.org

عَنْ مُعَاذِبْنِ اَنَسٍ رض اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ بَرَّ وَالِدَيْهِ طُوْبٰى لَهٗ زَادَ اللّٰهُ فِى عُمْرِهٖ ـ (الترغيب والترهيب ـ ج ٣)

রাসূল (স) বলেছেন, যে ব্যক্তি মাতা-পিতার সাথে উত্তম ব্যবহার করবে তার জন্য সুসংবাদ হচ্ছে এটাই যে, আল্লাহ্ তার হায়াত বৃদ্ধি করবেন।

একজন মুমিনের জন্য সুদীর্ঘায়ু লাভ এর অর্থ এটাই যে, সে পরকালীন জীবনকে সফল করে তোলার জন্য আরো পবিত্র আকাঙ্ক্ষা পূরণে কাজ করার সুযোগ লাভ করা।

মায়ের অধিকার পিতার থেকে অধিক

মাতা-পিতা উভয়েরই সন্তান লালন-পালনে অংশ থাকে। তাঁরাই নিজের সুখ-শান্তি বিসর্জন দিয়ে সন্তান লালন-পালন করেন। পিতা কষ্টের বিনিময়ে অর্জিত অর্থ সন্তানের জন্য খরচ করেন এবং মাতা কলিজার রক্ত পান করিয়ে করিয়ে সন্তান পালন করেন। তাঁদের সম্মিলিত প্রচেষ্টাও মমতায় সন্তান লালিত-পালিত হয়।

আর এ কথাও সকলেরই জানা যে, সন্তান লালন-পালনের অধিক পরিমাণ কষ্ট স্বীকার করেন মা। মা নিজের অস্তিত্বকে বিলীন করে সন্তান-সন্ততিকে পালন করেন। মা যে মমতায় নিজের কলিজার রক্ত পান করান এবং শিশুর জন্য দিনের আরাম ও রাতের ঘুম অব্যাহতভাবে বিসর্জন করেন সে খিদমতের কোন মূল্য প্রদান সম্ভব নয়। এজন্য কুরআনে মাতা-পিতা উভয়ের সাথেই সু-আচরণের গুরুত্ব প্রদান করে মায়ের কষ্টের চিত্র অত্যন্ত বলিষ্ঠভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে এবং সে সাথে এ তাৎপর্যের প্রতিও ইঙ্গিত প্রদান করা হয়েছে, জীবন উৎসর্গকারিণী মা পিতার তুলনায় খিদমত, আনুগত্য এবং সু-আচরণের সর্বাধিক অধিকারী। আর এ তাৎপর্যই রাসূল (স) জাগতিক জীবনে মানুষের সামনে অত্যন্ত ব্যাপকভাবে উপস্থাপন করেছেন ঃ

وَوَصَّيْنَا الْاِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ اِحْسَانًا ـ حَمَلَتْهُ اُمُّهٗ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا ـ وَحَمْلُهٗ وَفِصٰلُهٗ ثَلٰثُوْنَ شَهْرًا ـ الاحقاف : ١٥)

www.nagorikpathagar.org

"এবং আমি মানুষকে মাতা-পিতার সাথে সু-আচরণের নির্দেশ দিয়েছি। তার মা কষ্ট করে করে নিজের পেটে নিয়ে বেড়িয়েছে এবং অত্যন্ত কষ্টে ভূমিষ্ট করেছে এবং পেটে ধারণ করা ও দুধ পান করানোর (কঠিন কাজ) মুদ্দত হচ্ছে দুই বছর ছয় মাস।" -(সূরা আল আহকাফ ঃ ১৫)

অন্য এক স্থানে মাতা-পিতার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশের নির্দেশ দিয়ে কুরআনে মাতার সে দৃষ্টান্তবিহীন ত্যাগ-তিতিক্ষার কথা উল্লেখ করে সন্তানকে মায়ের শোকরগুযারীর ওপর বিশেষভাবে নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে।

وَوَصَّيْنَا الْاِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ ـ حَمَلَتْهُ اُمُّهٗ وَهْنًا عَلٰى وَهْنٍ وَفِصٰلُهٗ فِىْ عَامَيْنِ اَنِ اشْكُرْلِىْ وَلِوَالِدَيْكَ ـ لقمن : ١٤

"এবং আমি মানুষকে যাকে তার মা কষ্টের পর কষ্ট স্বীকার করে গর্ভে ধারণ করেছিল এরপর তাকে দুধ পান করিয়েছিল এরপর তাকে দু বছরে তার দুধ ছাড়ানো হয়। এ নির্দেশ করা হয়েছে যে, আমার শোকর আদায় কর এবং মাতা-পিতার।" -(সূরা লুকমান ঃ ১৪)

একবার এক ব্যক্তি রাসূল (স)-এর খিদমতে এসে অভিযোগ উত্থাপন করে, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমার মা খারাপ মেযাজের মহিলা। রাসূল (স) বলেন ঃ 'ন মাস পর্যন্ত অনবরত যখন সে তোমাকে গর্ভে ধারণ করে ঘুরে বেড়িয়েছে, তখনতো সে খারাপ মেযাজের মহিলা ছিল না।"

সে ব্যক্তি বলল, "আমি সত্যি কথাই বলছি সে খারাপ মেযাজের।" রাসূল (স) বলেন ঃ "তোমার জন্য সে যখন রাতের পর রাত জেগে নিজের দুধ পান করাত, সে সময়তো সে খারাপ মেযাজের ছিল না।"

তখন সে ব্যক্তি বলে ঃ "আমি আমার মায়ের সে সব কাজের প্রতিদানের বিনিময় দিয়েছি।"

রাসূল (স) জিজ্ঞেস করেন ঃ "তুমি কি সত্যিই প্রতিদানের বিনিময় দিয়ে দিয়েছ?"

সে বলে ঃ "মাকে আমি আমার কাঁধে চড়িয়ে হজ্ব করিয়েছি।" তখন রাসূল (স) সিদ্ধান্তমূলক জবাব দিয়ে বলেন ঃ "তুমি কি তাঁর সে কষ্টের প্রতিদান দিতে পার, যা তোমার ভূমিষ্ঠ হবার সময় সে স্বীকার করেছিল?"

www.nagorikpathagar.org

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رض قَالَ جَاءَ رَجُلٌ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ! مَنْ اَحَقُّ النَّاسِ بِحُسْنِ صَحَابَتِىْ، قَالَ اُمُّكَ قَالَ ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ اُمُّكَ! قَالَ : ثُمَّ مَنْ قَالَ اُمُّكَ ـ قَالَ ثُمَّ مَنْ قَالَ اَبُوْكَ ـ

"হযরত আবু হোরায়রা (রা)-এর বর্ণনা, এক ব্যক্তি রাসূল (স) কাছে এসে জিজ্ঞেস করেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমার সু-আচরণের সবচেয়ে অধিক হকদার কে? তিনি বলেন, তোমার মা। সে জিজ্ঞেস করে, এরপর কে? তিনি বলেন, তোমার মা। সে জিজ্ঞেস করে, এরপর কে? রাসূল (স) বলেন, তোমার মা। সে বলে, এরপর কে? তিনি বলেন, তোমার বাবা।"

এ হাদীসের সুস্পষ্ট নির্দেশ হচ্ছে যে, সু-আচরণ, খিদমত এবং আনুগত্য পাবার দিক থেকে মায়ের মর্যাদা পিতার থেকে অধিক পরিমাণ। লোকটি বার বার একই প্রশ্ন করেন। আর রাসূল (স) এ একই উত্তর দিতে থাকেন যে, তোমাদের সু-আচরণ পাবার বেশী যোগ্য তোমার মা। তিনি চতুর্থবারে বলেন, তোমাদের নেক আচরণের যোগ্য তোমার বাবা। হযরত ইবনে বাত্‌তাল বলেছেন, খিদমত ও আচরণে মায়ের হক পিতার থেকে তিন গুণ অধিক। কেননা সন্তানের বেলায় মা এমন তিনটি কাজের আনজাম দেন যা কোন পিতার পক্ষে চিন্তা করাও অসম্ভব। গর্ভাকালীন মা শিশুকে পেটে ধারণ করে নিয়ে চলাফেরা। এরপর জন্মদানের কষ্ট এবং নিজের দুধ পান করান। পবিত্র কুরআনেও তাঁর এ তিন গুরুত্বপূর্ণ খিদমত ,কষ্ট ও অবদানের উল্লেখ করা হয়েছে। এরপর প্রশিক্ষণ ও লালন পালনে মাতা-পিতা উভয়েরই সমান সমান অবদান থাকে। এজন্য উভয়ের সাথেই সু-আচরণের নির্দেশ দিয়ে বলা হয়েছে যে, দু'জনের সাথেই আদব, তাজিম, খিদমত, আনুগত্য ও বিনয়মূলক আচার-আচরণ করতে হবে এবং এটাই একমাত্র কর্তব্য। অধিকাংশ আলেম এ ব্যাপারে একমত পোষণ করেন যে, মায়ের হক পিতার চেয়ে অধিক। এজন্য এর অর্থ এটাই নয় যে, সবসময় মায়ের খিদমত এবং আনুগত্য এবং পিতার প্রতি ভ্রূক্ষেপও করতে হবে না। আর আদব শিষ্টাচার প্রদর্শনে পিতাই অধিক হকদার এবং পিতার থেকে সম্পর্কহীন থাকা মানবতা বিরোধী। উভয়ের সাথেই সু-আচার-আচরণের

www.nagorikpathagar.org

নির্দেশ দেয়া হয়েছে। অবশ্যই জাগতিক জীবনে এ কথাও স্মরণ রাখতে হবে যে, মা সবদিক থেকে দুর্বল প্রকৃতির বলে অধিক ইহসানের দাবীদার। আর এ ইহসানের দাবীই হচ্ছে মাকে সর্বাধিক পরিমাণে সুখ-শান্তির সুব্যবস্থা করা। মায়ের আনুগত্যে কখনো অবহেলা প্রদর্শন করা যাবে না। তার মমতাভরা অন্তরে কখনো কোন কথা বা আচার-আচরণে দুঃখ-ব্যথা দেয়া যাবে না। মা যেমন সন্তানের শৈশবকালে সব ধরনের আবেগের প্রতি লক্ষ্য রাখতেন তেমনি কোন সময়ই তাঁর আবেগের অমর্যাদা ও বিরোধিতা না করা। এ দিকটাই সব সময় সন্তানের একান্তভাবেই লক্ষ্য রাখা উচিত।

মাতা-পিতার আনুগত্যের অস্বীকৃতি

দ্বীন ইসলাম সামাজিক জীবনে মাতা-পিতার অধিকারের গুরুত্ব এবং আনুগত্য ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশের নির্দেশ দেয়া সত্ত্বেও কখনো কখনো এমন পরিবেশের সৃষ্টি হয় যে, আপনি তাদের আনুগত্যের অস্বীকৃতি প্রদান করতে পারেন। তাদের কথা পাশ কাটিয়েও শরীয়তের দাবী পূরণে সক্ষম হতে পারেন। ইসলামে আনুগত্য প্রাপ্তির অধিকার শুধুমাত্র আল্লাহ্‌র। আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কারো আনুগত্য আপনি সে সময়ই করতে পারেন যখন আল্লাহ্ তাদের আনুগত্য করার হুকুম দিয়ে থাকেন এবং সে কাজেই আনুগত্য করা যাবে যা বৈধ। একথা সবারই জানা যে আল্লাহ্‌র নাফরমানী করে কারো আনুগত্য করলে গুনাহগার হতে হয় এবং আপনার এ আনুগত্য তখন আল্লাহ্‌র নাফরমানীতে পরিণত হবে। আল্লাহ্‌র আনুগত্যে মাতা-পিতার অনুগত থাকা যেমন আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি অর্জনের একমাত্র পথ তেমনি আল্লাহ্‌র নাফরমানীতে তাদের আনুগত্য করা আল্লাহ্‌র অসন্তুষ্টির কারণও হয়ে থাকে।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) এর মাতা-পিতার অধিকার প্রসঙ্গে একটি প্রসিদ্ধ হাদীস রয়েছে। সামাজিক জীবনে মানুষ অনেক সময় হাদীসটির বাহ্যিক শব্দে ভুল ধারণায় পতিত হয়। এজন্য প্রয়োজন হচ্ছে রাসূলুল্লাহ (স)-এর কথা ও নির্দেশনা সঠিকভাবে হৃদয়ঙ্গম করা এবং ভুল ধারণার বশবর্তী হয়ে এমন পদক্ষেপ না নেয়া যাতে আল্লাহ্ এবং রাসূল (স)-এর অসন্তুষ্টির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। হাদীসটি হচ্ছে ঃ

عَنْ اِبْنِ عُمَرَ رض قَالَ كَانَتْ تَحْتِيْ اِمْرَأَةٌ اُحِبُّهَا وَكَانَ عُمَرُ يَكْرَهُهَا فَقَالَ لِيْ طَلِّقْهَا فَأَبَيْتُ فَاَتٰى عُمَرُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى

www.nagorikpathagar.org

اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ ذَالِكَ لَهُ فَقَالَ لِيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَلِّقْهَا - ابو داود - ترمذى، نسائى، ابن ماجه -

"হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) বর্ণনা, আমার একজন স্ত্রী ছিল তাকে আমি খুবই ভালোবাসতাম এবং হযরত ওমর (রা) তাকে অপছন্দ করতেন। সুতরাং তিনি আমাকে বলেন, তাকে তালাক দাও। এতে আমি অস্বীকৃতি জানিয়েছি। তখন হযরত ওমর (রা) রাসূল (স)-এর কাছে গিয়ে তাঁর কাছে বিস্তারিত ঘটনাই বলেন। রাসূলুল্লাহ (স) আমাকে বলেন, আবদুল্লাহ (তুমি স্ত্রীকে) তালাক দিয়ে দাও।"

–(আবু দাউদ, তিরমিযী, নাসায়ী, ইবনে মাযা)

অতএব আলোচ্য হাদীসটির মৌলিক বিষয় হচ্ছে যে, মাতা-পিতার পরিপূর্ণ আনুগত্য করতে হবে এবং অসন্তুষ্টির ধারণাও অন্তরে স্থান দেয়া যাবে না। কিন্তু এ থেকে মাতা-পিতার আনুগত্য বিঘ্নহীন মনে করাও ঠিক হবে না। হাদীসটির বাহ্যিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে মানুষ এমন ভুল ধারণায় পতিত হয় যে, মাতা-পিতার এ অধিকারও আছে যে, তাঁরা যখন চাবেন তখনই ছেলেকে তার স্ত্রী তালাকের নির্দেশ দিতে পারবেন। যদি তার স্ত্রী পূণ্যবতী এবং অনুগত হয় তখনও তারা তালাকের নির্দেশ দেবেন। আর যখন চাবেন তখন কন্যাকে স্বামীর সম্পর্ক থেকেও বিছিন্নের নির্দেশ দেবেন। যদি স্বামী পূণ্যবানও হয় তবুও। সম্পর্ক বিছিন্ন করার সঙ্গত শরয়ীত কোন কারণ না থাকলেও মাতা-পিতার আদেশেই তা করতে হবে। এটা এক মারাত্মক ধরনের ভুল ধারণা। এর সাথে শরীয়তের প্রকৃত কোন সম্পর্ক নেই এবং দ্বীন ইসলামের মৌলিক শিক্ষার সাথে এর কোন যোগাযোগও নেই। কোন হাদীস বুঝার জন্য রাসূল (স)-এর সঠিক নির্দেশ জানার জন্য প্রয়োজন কুরআন ও হাদীসের মৌলিক শিক্ষা এবং দীনের সামগ্রিক বিধি-বিধানের আলোকে তা অবগত হওয়া ও হৃদয়ঙ্গম করা, যা কুরআন এবং হাদীসের যথার্থ ব্যাখ্যানুযায়ী হয় এবং দীনের মৌলিক শিক্ষার সাথে সম্পৃক্ত থাকে।

আলোচ্য হাদীসের ঘটনার প্রেক্ষাপট দ্বিতীয় খলিফা হযরত ওমর (রা)-এর। যিনি দীন সম্পর্কে পরিপূর্ণ অবগত ছিলেন এবং এ তাৎপর্যও জানতেন যে, স্বামী-স্ত্রীর সুসম্পর্ক নফল ইবাদত থেকেও অধিক গুরুত্বপূর্ণ। আর ইসলাম যে কোন মূল্যে এ সম্পর্ক বিছিন্ন করার অনুমতি প্রদান করে

www.nagorikpathagar.org

যখন বাস্তবিকই তা অব্যাহত থাকায় বৃহত্তর দীনি ও সামাজিক ফিতনা মাথা তুলে দাঁড়ানোর আশংকা দেখা দেয়। আর এ কথাও তাঁর জানা ছিল যে, এ সম্পর্ক বিছিন্ন হওয়ায় শুধু সে শয়তানই খুশী হয় যে শয়তানের ওপর আল্লাহ্‌র চিরকালীন অভিশাপ নাযিল হয়েছে। তিনি পুত্র বধুকে ঘৃণা করতেন এবং নিজের পুত্রের সাথে থাকা অপছন্দ করতেন। এ বিষয় কি চিন্তা করা যায়। হযরত ওমর (রা)-এর মত দীন সম্পর্কে জানা একজন মর্যাদাবান সাহাবী কেন নিজের পুত্র বধুকে অপছন্দ করতেন। এ কথাও বললে অসংগত হবেনা যে, পুত্র বধুর সাথে তাঁর ব্যক্তিগত মনোমালিন্য ছিল এবং তিনি কোন পার্থিব উদ্দেশ্যে পুত্র বধুকে স্বামীর কাছ থেকে বঞ্চিত করতে চেয়েছিলেন বা পুত্রবধুর কোন অসন্তুষ্টির কারণে তাঁর অসন্তুষ্ট হয়েছিল যে, তালাক দেয়া ব্যতীত তিনি শান্ত হবেন না।

এ বিষয়টি দিনের আলোর চেয়ে আরো সুস্পষ্ট যে, অবশ্যই তাঁর সামনে কোন বৃহত্তর দীনি লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ছিল এবং যে কারণে তিনি পুত্রের কাছে তালাকের প্রস্তাব করেছিলেন। আর এ কথাও নয় যে, আমি তোমার পিতা হওয়ার মর্যাদায় কারণ ব্যতীতই তোমাকে দিয়ে তালাক দেয়াতে পারি এবং এখানে কোন সঙ্গত কারণ থাকুক বা না-ই থাকুক বাধ্য হয়ে তোমাকে আমার অনুগত থাকতে হবে।

হযরত আবদুল্লাহ (রা) একজন নেক্‌কার যুবক ছিলেন। তাই দীন সম্পর্কে তিনিও সম্পূর্ণ সচেতন ছিলেন। তিনি আন্তরিকভাবেই রাসূল (স)-এর সুন্নাতের অনুসরণ করতেন। রাসূল (স)-এর প্রশিক্ষণেই তাঁর চিন্তা-ভাবনা প্রভাব বিস্তার করেছিল। মাতা-পিতার অধিকার এবং আনুগত্যের গুরুত্ব সম্পর্কে সম্পূর্ণরূপেই তাঁর জানা ছিল। তাঁর ক্ষেত্রে কেউ এ ধারণাও পোষণ করতে পারে না যে, তিনি মাতা-পিতার অবাধ্য। যখন তাঁর কাছে হযরত ওমর (রা) তালাকের দাবী উত্থাপন করেন, তখন তাঁর জবাবে হযরত ওমর (রা) একথা বলেননি যে, তুমি আনুগত্য থেকে পিতার অবাধ্য হয়েছে। কিন্তু ঘটনাটি যখন রাসূল (স)-এর কাছে উত্থাপন করেন তখন বিভিন্ন সময় বিভিন্ন ভাষায় এ নির্দেশ প্রদান করা হয়েছিল যে, স্ত্রীদের সাথে উত্তম আচরণ এবং তাদের সাথে কৃত ওয়াদা জীবনভর পালন কর। তাতে যদি তোমাদের কষ্টও করতে হয় তবুও। রাসূল (স) ব্যাপারটি সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনার পর হযরত ওমর (রা) এর মতের সাথে একমত পোষণ করে হযরত আবদুল্লাহ (রা)-কে তালাকের নির্দেশ দিয়েছিলেন।

www.nagorikpathagar.org

যখন আলোচ্য ঘটনাটি দীনের ক্ষেত্রে এবং কুরআন-হাদীসের আলোকে যদি চিন্তা করা যায় তখন এ সিদ্ধান্তেই উপনীত হওয়া যায় যে, হাদীসটির মর্মার্থ তাই। দীনের চূড়ান্ত উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যও তাই দাবী করে এবং কুরআন হাদীসের শিক্ষাতেও এ কথারই স্বীকৃতি প্রদান করে। দীনের সুস্পষ্ট নির্দেশ উপেক্ষা করে শুধুমাত্র হাদীসটির প্রকাশ্য শব্দের কারণে মাতা-পিতাকে কি কোন বৈধ ইচ্ছা থাকুক বা না থাকুক পুত্রকে নির্দেশ দিয়ে তালাক প্রদানের অধিকার দেয়া যেতে পারে? অথবা কন্যাকে নির্দেশ দিয়ে স্বামীর কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন করানো বাধ্য করা যায়?

যদি মাতা-পিতার আনুগত্য এ ধরনের বাধা-বিঘ্ন থেকে মুক্ত থাকে, তখন শাশুড়ী-পুত্রবধুর ভবিষ্যত টানাপোড়নে প্রতিদিন এ ধরনের অবাঞ্ছিত ঘটনায় হাজার হাজার ঘর ভাঙে আর অগণিত নিরপরাধ মহিলা ও পুরুষের জীবনের সুখ-শান্তি বিনষ্ট হয়ে যাবে। আল্লাহ্‌র শরীয়ত এজন্য নয় যে, এর মাধ্যমে ব্যক্তি স্বার্থ চরিতার্থে ব্যবহৃত হবে। মাতা-পিতা ইচ্ছানুসারে তখনই তার সাহায্যে নিরপরাধ কোন মহিলাকে স্বামীর ভালবাসা ও অভিভাবকত্ব থেকে বঞ্চিত করবে আর কোন যুবককে পূণ্যবতী স্ত্রীর ভালবাসা থেকে বঞ্চিত করাতে বাধ্য করবে। সন্তানের কাছে থেকে এমন আনুগত্যের দাবী যুক্তি বিরোধী। এরূপ করা হবে অত্যন্ত নির্দয়তা ও কঠোরতা আরোপের নামান্তর। আর ন্যায়-নিষ্ঠতা এ কথাই বলে যে, দীন কখনো সন্তানের কাছ থেকে এ ধরনের আনুগত্য দাবী করে না। মোল্লা আলী কারী (র.) এ প্রসঙ্গে আলোচনায় বলেছেন যে, মাতা-পিতা যদি পুত্রকে তার স্ত্রী তালাকের নির্দেশ প্রদান করে তাহলে পুত্রের ওপর সে নির্দেশ পালন ওয়াযিব হবে না। সুপ্রসিদ্ধ মুহাদ্দিস ও ফকীহ হযরত আজ্জুদ্দিন শাফেয়ী (র.) বলেছেন, মাতা-পিতার আনুগত্য সন্তানের ওপর সকল ব্যাপারেই ওয়াযিব নয়। কেননা মাতা-পিতা যা ইচ্ছা তাই আদেশ করবে বা নিষেধ করবে তা পালন করা ক্ষেত্রবিশেষ পুত্রের ওপর ওয়াযিব বলে বিবেচিত হবে না।

মাতা-পিতার আনুগত্যের দীনে যে গুরুত্ব রয়েছে একে তো অস্বীকার করা যেতে পারে না। কিন্তু এর অর্থ এটাই নয় যে, প্রত্যেক বৈধ ও অবৈধ ক্ষেত্রে তাদের আনুগত্য ওয়াযিব। তালাক আর খোলার মাসয়ালা অত্যন্ত জটিল এবং সুদূর প্রসারী ধ্যান-ধারণা বহন করে। এর প্রভাব শুধু

www.nagorikpathagar.org

তালাকদাতা পুরুষ ও খোলাকারী মহিলার ওপরই পতিত হয় না, বরং এর দুঃসহ প্রভাবে বহু নিরপরাধ মানুষও প্রভাবিত হয়ে যায় এবং এজন্য সারাজীবন তাদেরকে ভোগান্তির বোঝা বহন করতে হয়।

আলোচ্য বিষয়টির আলোচনা শুধু সে অবস্থার জন্য প্রযোজ্য যখন মাতা-পিতা কোন শরয়ীতসম্মত কল্যাণ ও যুক্তিযুক্ত কারণে তালাক এবং খোলার জন্য বাধ্য করে থাকেন। আর যদি অনুভব করা যায় যে, মাতা-পিতার নির্দেশ কোন ব্যক্তিগত রেষারেষির কারণে নয়, বরং কোন দীন বা সামাজিক কারণে দেয়া হয়েছে তাহলে এক্ষেত্রে কোনক্রমেই সে নির্দেশ অমান্য করা সঙ্গত হবে না। তখন মনে-প্রাণে তা পালন করা এক্ষেত্রে ফরয হয়ে দাঁড়াবে। কারো জন্য এটা কখনোই জায়েয নয় যে, কারো ব্যক্তিগত ইচ্ছা-অনিচ্ছাকে তাঁদের আনুগত্যের ওপর অগ্রাধিকার দান করে নিজ ভালবাসার ওজর পেশ করবেই। মাতা-পিতার গুরুত্বপূর্ণ অধিকার ও আনুগত্যের দাবী হচ্ছে যে, সন্তান নিজ ভালবাসা, ইচ্ছা-অনিচ্ছা, ব্যক্তিগত পছন্দ-অপছন্দকে পরিত্যাগ করে তাঁদের সন্তুষ্টির মধ্যেই নিজ সার্থকতা ও আনন্দ অনুভব করবে।

মায়ের সার্বিক কল্যাণের প্রতি লক্ষ্য রাখা

রাসূল (স)-এর যুগে এক সাহাবী পারিবারিক বিবাদে স্ত্রীকে তালাক দিয়ে শিশু সন্তানকে তার কাছ থেকে নিতে চাইলে মায়ের অবস্থা অত্যন্ত বিপর্যয়কর হয়ে দাঁড়াল। একদিকে স্বামী থেকে বিচ্ছিন্নতার দুঃখ, আরেকদিকে কলিজার টুকরা হারানো অবস্থায় ভারাক্রান্ত হৃদয়ে সে রহমতে আলম (স)-এর কাছে এসে নিজের দুঃখপূর্ণ করুণ কাহিনী অত্যন্ত দরদপূর্ণ ভাষায় ব্যক্ত করে বলে ঃ "হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমাকে আমার স্বামী তালাক দিয়েছেন। আমি এভাবে তার অভিভাবকত্ব থেকে বঞ্চিত হয়েছি। হে আল্লাহ্‌র রাসূল! এখন তিনি আমার কাছ থেকে এ শিশু সন্তানকেও নিতে চান। হে আল্লাহ্‌র রাসূল! হে রহমতে আলম! এটা আমার আদরের সন্তান। আমার গর্ভ তার শান্তির স্থল। আমার বুকের ধন তার পানের মশক এবং আমার কোল তার ঘরসদৃশ। সে আমার শান্তির আধার। সে আমার জন্য কুয়া থেকে পানি এনে দেয়। হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমি কি করে এ দুঃখ সহ্য করব।" তখন রাসূল (স) বলেন, লটারী কর। তখন

www.nagorikpathagar.org

পিতা বলে, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! এটা আমারই সন্তান। এর দাবীদার আর কে হতে পারে! তখন রাসূল (স) শিশু ছেলেটিকে বলেন, ইনি তোমার পিতা এবং ইনি তোমার মাতা। তুমি! যাকে ইচ্ছা তারই হাত ধর। তখন ছেলেটি মায়েরই হাত ধরে। রাসূল (স) ছেলেটির মাকে বলেন, যাও। যতদিন তোমার দ্বিতীয় বিয়ে না হবে ততদিন কেউ তোমার সন্তানকে তোমার কাছ থেকে ছিনিয়ে নিতে পারবে না।

মায়ের আদেশ পালন

হযরত ওসমান (রা)-এর শাসনকালের ঘটনা। তখন খেজুরের মূল্য বৃদ্ধি হয়েছিল। তখন লোকজন দেখে যে, হযরত উসামা ইবনে যায়েদ (রা) খেজুরের গাছ কেটে মাথি বের করলে এতে লোকজন আশ্চর্যান্বিত হয়ে জিজ্ঞেস করে ঃ হযরত! এ সময়ে আপনি এভাবে খেজুরের গাছটি বিনষ্ট করছেন। এখন খেজুরের গাছ অত্যন্ত মূল্যবান সম্পদ। তিনি বলেন, "ভাইসব! তোমাদেরকে কি বলব। আমাকে আমার মা খেজুর গাছের মাথি নেয়ার আদেশ করেছেন। তাই আপনারাই বলুন, মায়ের আদেশ কি কখনো অবহেলা করা যায়?"

মাগফিরাত লাভের আমল

হযরত ওয়ায়েস কুরনী (র.) অত্যন্ত সুপ্রসিদ্ধ বুযুর্গ ও তাবেয়ী ছিলেন। হযরত ওমর (রা)-এর মন্তব্য, "উত্তম তাবেয়ীন কুরন গোত্রের একজন মানুষ। তাঁর নাম ওয়ায়েস। তাঁর একজন বৃদ্ধা মা আছেন। যখন তিনি কসম করেন তখন তা পূরণ করেন। যদি তোমরা তাঁর কাছ থেকে মাগফিরাতের দোয়া নিতে পার তাহলে অবশ্যই তা করার চেষ্টা করবে।"

তিনি রাসূল (স)-এর যুগেরই মানুষ ছিলেন। কিন্তু তিনি তাঁর সাথে সাক্ষাত করতে পারেননি। রাসূল (স) দিদার থেকে নিজের অন্তরকে আলোকিত করার চেয়ে একজন মুমিনের বড় কামনা-বাসনা আর কি হতে পারে! কিন্তু বৃদ্ধা মা থাকায় তাঁকে একাকী রেখে না যাবার ইচ্ছার কারণে তিনি রাসূল (স)-এর কাছে আগমন করতে পারেননি। তিনি দিন-রাত মায়ের খিদমতেই নিয়োজিত থাকতেন। তাঁর হজ্ব আদায়ের বড়ই বাসনা ছিল। কিন্তু যতদিন মা জীবিত ছিলেন ততদিন তাঁকে একাকী রেখে হজ্বেও যেতে পারেন নি। তাঁর মৃত্যুর পরই তিনি এ বাসনা পূর্ণ করেছিলেন।

www.nagorikpathagar.org

আর একটি অতি প্রচলিত কাহিনী ঃ হযরত বায়েজীদ (রহ) শৈশবকাল থেকেই মায়ের সেবা-যত্ন করতেন। এক রাতে তাঁর মা ঘুম থেকে জেগে ওঠে বায়েজীদের কাছে পানি চান। বায়েজীদ ঘরের কোণে রাখা কলসি থেকে পানি আনতে গিয়ে দেখেন, কলসিতে পানি নেই। তিনি গভীর রাতে অনেক দূরের এক ঝর্ণা থেকে পানি এনে পেয়ালায় ভর্তি করে মায়ের শিয়রে এসে দেখেন যে, তার মা গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন। মায়ের ঘুম ভাঙলে অপরাধ হবে ভেবে পানির পেয়ালা হাতে করে শিয়রে দাঁড়িয়ে থাকেন। রাত পেরিয়ে ফযর হল, মায়ের ঘুম ভেঙে গেল। মা দেখলেন, তাঁর কচি ছেলে পানি হাতে দাঁড়িয়ে আছে। তিনি ছেলের এহেন মাতৃভক্তি দেখে তাঁর জন্য প্রাণভরে দোয়া করেন যেন সে জগতে বরণ্য ও সেরা মানুষ হয়। মায়ের এ দোয়া বিফলে যায়নি। সত্যিই তিনি বায়েজীদ বোস্তামী নামে পৃথিবী খ্যাত একজন মহান অলী ও জ্ঞানী ব্যক্তিতে পরিণত হতে পেরেছিলেন।

সন্তানের জন্য অত্যধিক মর্যাদাপূর্ণ আমল

এক ব্যক্তি হযরত ইবনে আব্বাস (রা) কাছে এসে বলে, "হযরত! আমি একস্থানে বিয়ের প্রস্তাব পাঠিয়েছিলাম। কিন্তু পাত্রী সে প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে এবং অন্য এক ব্যক্তি তার কাছে পয়গাম প্রেরণ করলে সে তা গ্রহণ করে। এটা বড়ই অমর্যাদা মনে করে আমি সে পাত্রীকে হত্যা করি। হযরত! বলুন, এজন্য কি আমার ক্ষেত্রে তওবা করার কোন পথ আছে? হযরত আবদুল্লাহ (রা) তাকে জিজ্ঞেস করেন, "বল তোমার মা কি বেঁচে আছেন?" সে বলে, "হযরত! মা ইন্তিকাল করেছেন।" তিনি বলেন, "যাও, আন্তরিক ইচ্ছা সহকারে তওবা কর আর এমন কাজ কর যার দ্বারা আল্লাহ্‌র নৈকট্য ও সন্তুষ্টি অর্জন করা যায়।"

হযরত যায়েদ বিন আসলাম হযরত আবদুল্লাহ (রা)-এর কাছে জিজ্ঞেস করেন, আপনি সে ব্যক্তির কাছে তার মা বেঁচে আছেন কিনা–একথা জিজ্ঞেস করার কারণ কি? তিনি বলেন, আল্লাহ্‌র নৈকট্য এবং সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য মায়ের সাথে সু-আচরণের চেয়ে বড় আর কোন আমল আমার আছে বলে জানা নেই। এমন এক ঘটনা রাসূল (স)-এর যুগেও ঘটেছিল। এক ব্যক্তি রাসূল (স)-এর কাছে এসে বলে, হে আল্লাহ্‌র রাসূল!

www.nagorikpathagar.org

আমি একটি বড় গুনাহ করেছি। হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমার জন্য তওবার কি কোন পথ আছে? রহমতে আলম (স) বলেন, "তোমার মা কি জীবিত আছেন?" সে ব্যক্তি বলে, হে রাসূল (স)! মা তো জীবিত নেই। এরপর তিনি বলেন, তোমার খালা কি বেঁচে আছেন? সে বলে, জ্বী, বেঁচে আছেন। তিনি বলেন, খালার সাথে সু-আচরণ করতে থাক।"

অতএব এসব ঘটনা থেকে মায়ের শ্রেষ্ঠত্ব ও মর্যাদা এবং খিদমতের গুরুত্ব অনুমান করা যায়। মানুষ যদি বড় গুনাহও করে তবুও এর শাস্তি থেকে পরিত্রাণ পাওয়া এবং আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি অর্জনের পথ হিসেবে মায়ের সাথে সু-আচরণের কথা রাসূলে করীম (স) বলেছেন। আর এটা আল্লাহ্‌র চূড়ান্ত রহমত যে, মা যদি ইন্তিকাল করে থাকেন তাহলে মায়ের বিকল্প হিসেবে মায়ের বোনের সাথে সু-আচরণ খিদমতের মাধ্যমে মানুষ নিজের পরকাল মুক্তির পথ প্রশস্ত করতে পারে।

দুধ মায়ের সাথে আচরণ ও মূল্যায়ন

عَنْ اَبِى الطُّفَيْلِ رض قَالَ : رَأَيْتُ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقَسِّمُ لَحْمًا بِالْجِعْرَانَةِ اِذَا اَقْبَلَتْ اِمْرَأَةٌ حَتّٰى دَنَتْ اِلَى النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَسَطَ لَهَا رِدَاءَهُ فَجَلَسَتْ عَلَيْهِ فَقُلْتُ مَنْ هِىَ؟ قَالُوْا : هِىَ اُمُّهُ الَّتِى اَرْضَعَتْهُ ـ (ابوداود)

"হযরত আবিত তোফায়েল (রা)-এর বর্ণনা, আমি জিয়রানা নামক স্থানে রাসূলুল্লাহ (স)-কে গোশত ভাগ করতে দেখেছি। এ সময়ে একজন মহিলা এসে রাসূল (স)-এর সম্পূর্ণ কাছে চলে আসেন। তখন তিনি তাঁর জন্য নিজের চাদর বিছিয়ে দিলে মহিলাটি এর ওপর বসলেন। আমি লোকদেরকে জিজ্ঞেস করেছি মহিলাটি কে? তারা বলেন, তিনি নবী (স) মাতা। তিনি তাঁকে দুধ পান করিয়েছিলেন।

আপন মা ব্যতীত শিশু যে মায়ের দুধপান করে তাকে দুধ মা বলে। শুধু দুধ পান করানোর জন্য কোন মহিলা আপন মা হতে পারে না। কিন্তু কোন কোন ক্ষেত্রে সে মর্যাদাই লাভ করে যা আপন মায়ের ক্ষেত্রে করা হয়। ইসলাম বিবাহ এবং পর্দার ক্ষেত্রে আপন মায়ের যে মর্যাদা প্রদান

www.nagorikpathagar.org

করেছে দুধ মায়েরও সে একই মর্যাদা নির্ধারিত রয়েছে। আর রাসূল (স)-এর এ ঘটনাতেও এটা এমনই যে, দুধ মার সাথে আপন মায়ের মতই আচার-আচরণ করতে হবে এবং তাঁর ক্ষেত্রে খিদমত ও সকল প্রকার সম্মান প্রদর্শন করতে হবে এবং কোনক্রমেই এর ব্যতিক্রম করা যাবে না।

অমুসলিম মাতা-পিতার সাথে করণীয়

আমরা সমাজ জীবনে দেখতে পাই অনেক অমুসলিমের সন্তান দ্বীন ইসলামের বৈশিষ্ট্য দেখে আকৃষ্ট হয়ে ইসলামের ছায়াতলে আশ্রয় গ্রহণ করেন। কিন্তু তারা এ অবস্থায় পরিবার থেকে অনেকেই বঞ্চিত হয়ে যান। এ জগতে অবিরাম গতিতে হক ও বাতিলের এবং ন্যায়-অন্যায়ের সংঘর্ষ অব্যাহত রয়েছে। অনেক নওমুসলিমের মাতা-পিতা ইসলাম থেকে বঞ্চিত থাকতে পারে। এ অবস্থায় তখন তাদের সাথে কি ধরনের আচরণ করতে হবে? সামাজিক জীবনের এটা এক গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন। ইসলামে ঈমানের প্রশ্নে কুরআনে সুস্পষ্টভাবে বলা হয়েছে যে, মাতা-পিতা যদি শির্ক ও গুনাহর নির্দেশ দেন তাহলে অবশ্যই তাদের আনুগত্য করা যাবে না। আল্লাহ্‌র হক মাতা-পিতার চেয়ে অধিক এবং মাতা-পিতারও উচিত আল্লাহ্‌র হক আদায় করে তার আনুগত্য করা। কেননা তাদের স্রষ্টার নাফরমানী করে মাতা-পিতার আনুগত্য করা এ ধরনের চিন্তা করাও অনুচিত।

وَاِنْ جَاهَدٰكَ عَلٰى اَنْ تُشْرِكَ بِىْ مَالَيْسَ لَكَ بِهٖ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا - لقمن : ١٥

"যদি মাতা-পিতা তোমাদের ওপর আমার সাথে কাউকে অংশীদার করার জন্য চাপ সৃষ্টি করে-যে সম্পর্কে তোমাদের কোন জ্ঞান নেই-তাহলে অবশ্যই তাদের আনুগত্য করা যাবে না।" -(সূরা লুকমান ঃ ১৫)

শুধু শির্কের ক্ষেত্রেই নয় বরং যেসব ক্ষেত্রে আল্লাহ্‌র নাফরমানী আবশ্যিক হয়ে দাঁড়ায় সেসব ক্ষেত্রেও তাদের আনুগত্যের দাবী শেষ হয়ে যায়। রাসূল (স) সুস্পষ্ট বলেছেন যে, আল্লাহ্‌র নাফরমানী করে কারোর আনুগত্য করা মত ও পথ বহির্ভূত কাজ বলেই গণ্য হয়।

www.nagorikpathagar.org

হযরত সাদ (রা)-এর কাফের মা

হযরত সা'দ (রা) ইবনে ওয়াক্কাস একজন বিখ্যাত সাহাবী ছিলেন। তিনি ১৯ বছর বয়সে ইসলাম গ্রহণ করেন। যখন তাঁর মা এ খবর পেয়েছিল তখন কসম করে যে হয় ইসলাম ছাড় না হয় অনাহারে থেকে থেকে জীবন বিসর্জন দেব। মায়ের অত্যন্ত অনুগত ছিলেন হযরত সা'দ (রা)। মা তাঁকে বার বার বলতে থাকে, দেখ! তোমাদের দ্বীন ধর্মে মাতা-পিতার আনুগত্যের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে। আমি তোমার মা। মার কথা অমান্য করে তুমি নিজের দীনের বিরোধিতা করছ। তোমাকে আমি ইসলাম ত্যাগের নির্দেশ করছি। এ বিষয়ে হযরত সা'দ বলেছেন, তিন দিন পর্যন্ত মা কিছুই খাননি এবং পানও করেননি। তাই ক্ষুধা ও পিপাসায় অত্যন্ত কাতর হয়ে অজ্ঞান হয়ে যান। আমার ভাই জোর করে খাওয়ানোর চেষ্টা করেন। তখন এ অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ্ তায়ালার এ আয়াত নাযিল করেন ঃ

"যদি মাতা-পিতা তোমাদেরকে শিরকের জন্য বাধ্য করে তাহলে তাদের কথা গ্রহণ করা যাবে না।"

ইসলামে ঈমানের প্রশ্নটি অত্যন্ত সুস্পষ্ট। এজন্য সিদ্ধান্তমূলকভাবে তাদের আনুগত্য অস্বীকার করতে হবে এবং তাদের কঠোরতা ও চাপ প্রয়োগে কোনক্রমেই প্রভাবিত হওয়া যাবে না। তা সত্ত্বেও পার্থিব ক্ষেত্রে তাদের খিদমত এবং তাদের সাথে সু-আচরণ অব্যাহত রাখতে হবে। কোমল আচরণে তাদেরকে ঈমানের দিকে ক্রমান্বয়ে আনয়নের অব্যাহত চেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে। আর এটাই হচ্ছে দাওয়াতী কার্যক্রমের উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য।

وَصَاحِبْهُمَا فِى الدُّنْيَا مَعْرُوْفًا ـ وَاتَّبِعْ سَبِيْلَ مَنْ اَنَابَ اِلَىَّ

ـ لقمن : ١٥

"এবং জাগতিক জীবনে তাদের সাথে সু-আচরণ করতে থাক এবং আনুগত্য তাদের কর যারা আমার দিকে প্রত্যাবর্তনকারী।"

–(সূরা লুকমান ঃ ১৫)

দ্বীন ইসলাম মাতা-পিতার খিদমত এবং আনুগত্যে যে চরম গুরুত্ব প্রদান করেছে এটা জাগতিক জীবনে মানব রচিত কোন ধর্মের সাথেই এর

www.nagorikpathagar.org

কোন তুলনা হয় না। যদিও মাতা-পিতা কুফর ও শির্‌কে নিমজ্জিত থাকে এবং সন্তানদেরকেও তাতে নিমজ্জিত রাখার জন্য বাধ্য করতে চায় তবুও সন্তানের জন্য প্রয়োজন হবে পার্থিব বিষয়াদিতে তাদের মর্যাদা কোন অবস্থায়ই উপেক্ষা করা যাবে না। তা সত্ত্বেও সব ধরনের খিদমত এবং সু-আচরণ তাঁদের সাথে করা একান্তভাবেই প্রয়োজন। প্রয়োজনে তাঁদেরকে আর্থিক সাহায্যও করতে হবে এবং পার্থিব দিক থেকে কোন অভিযোগের সুযোগ তাঁদেরকে দেয়া যাবে না। অবশ্য ইসলামে ঈমানের ক্ষেত্রে যারা আল্লাহ্‌র দিকে প্রত্যাবর্তনকারী, সত্যিকার অনুগত তাদেরকেই অনুসরণের নির্দেশ রয়েছে।

মুশরিক মা সম্পর্কে বিধান

عَنْ اَسْمَاءَ بِنْتِ اَبِىْ بَكْرٍ رض قَالَتْ! قَدِمَتْ عَلَىَّ اُمِّىْ وَهِىَ مُشْرِكَةٌ فِىْ عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاسْتَفْتَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلْتُ : قَدِمَتْ عَلَىَّ اُمِّىْ، وَهِىَ رَاغِبَةٌ اَفَاَصِلُ اُمِّىْ؟ قَالَ : نَعَمْ صِلِىْ اُمَّكِ ـ

بخارى

"হযরত আবু বকর (রা)-এর কন্যা হযরত আসমা (রা) বলেছেন, নবী (স)-এর সোনালী যুগে আমার মা মুশরিক অবস্থায় আমার কাছে এসেছিলেন। আমি রাসূল (স)-এর কাছে বলেছি, আমার মা এসেছেন। অথচ তিনি ইসলামের ওপর অসন্তুষ্ট। আমি কি তাঁর সাথে আত্মীয়তাজনিত ব্যবহার করতে পারি? তিনি বলেন, হ্যাঁ। নিজের মায়ের সাথে আত্মীয়তাজনিত ব্যবহার করতে পার।" -(বুখারী)

এ হাদীস থেকে অবগত হওয়া যায় যে, মুশরিক মাতা-পিতার সাথেও আত্মীয়তার সুসম্পর্ক রাখতে হবে যা মুসলিম মাতা-পিতার সাথে রাখা হয় আর তাঁদের জাগতিক বিষয়াদিতে মান-সম্মান ও খিদমতে অবশ্যই লক্ষ্য রাখতে হবে এবং সকলভাবে তাঁদের সুখ-শান্তির চিন্তা-ভাবনা করতে হবে। তা সত্ত্বেও একজন মুসলমান হিসেবে অবশ্যই লক্ষ্য রাখতে হবে যে, মাতা-পিতার প্রতি সবচেয়ে বড় শুভ আকাঙ্ক্ষা এবং সু-আচরণ হচ্ছে

www.nagorikpathagar.org

নিজের চরিত্র, আচরণ, আলাপ-আলোচনা এবং খিদমতের দ্বারা তাঁদেরকে ইসলামের দিকে অগ্রসর করার ক্রমাগত প্রচেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে। তাঁদের হিদায়াত ও দ্বীন গ্রহণের জন্য আন্তরিকভাবে কেঁদে কেঁদে আল্লাহ্‌র কাছে দোয়া করতে হবে। প্রথমে হযরত আবু হোরায়রা (রা) মাও ইসলাম থেকে বঞ্চিত ছিলেন। তা সত্ত্বেও তিনি তাঁর মান-সম্মান প্রদর্শনে ও খিদমতে কোন প্রকার ত্রুটি করেননি। সর্বদাই তাঁর সাথে সু-আচরণ করে ইসলামের দাওয়াত ও আল্লাহ্‌র কাছে দোয়া করতে থাকেন এ বলে যে, তিনি যেন হিদায়াত প্রাপ্তা হন। তাঁর এ ঘটনায় এ কথাই বুঝা হয়ে যায় যে, আল্লাহ্ না করুন কারো মাতা-পিতা যদি অমুসলিম হন, তাহলে তাঁদের সাথে কিভাবে বসবাস, কিভাবে তাঁদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা যাবে আর কিভাবে তাঁদের সাথে উত্তম ব্যবহার ও তাঁদের আন্তরিক ইচ্ছা কিভাবে পূর্ণ করা যাবে। এ দৃষ্টান্তই আলোচ্য হাদীসে সুস্পষ্ট হয়েছে।

ইসলাম অস্বীকারকারী মায়ের সন্তান

হযরত আবু হোরায়রা (রা) ইসলাম গ্রহণের পরও দীর্ঘদিন পর্যন্ত তাঁর মা শির্ক অবস্থায় ছিলেন। এ সময়কালে তিনি ক্রমাগতভাবে তাঁকে শিরকের পরিণাম এবং ইসলাম গ্রহণের জন্য নসীহত করতে থাকেন। তা সত্ত্বেও তাঁর অন্তরে হিদায়াতের আলো প্রবেশ করেনি, তাই তিনি এ ব্যাপারে অস্বীকৃতিও অব্যাহত রেখেছিলেন। এরূপ অবস্থাতেও হযরত আবু হোরায়রা (রা) তাঁর ইজ্জত, খিদমত ও আনুগত্যে কোন প্রকার ত্রুটি ও অবহেলা প্রদর্শন করেননি। তিনি একদিন যখন দীনের দাওয়াতের আলোচনা করছিলেন তখন তাঁর মা রাসূল (স)-এর প্রতি অশালীন ভাষা প্রয়োগ করলে হযরত আবু হোরায়রা (রা)-এর অন্তর বেদনায় ভারাক্রান্ত হয়ে ওঠে এবং কেঁদে কেঁদে রাসূল (স)-এর কাছে উপস্থিত হয়ে বলেন, "ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি সবসময় আমার মাকে দীনের কথা বলি কিন্তু তিনি সবসময়ই তা অস্বীকার করেন। কিন্তু আজ পরিস্থিতি অত্যন্ত নাজুক আকার ধারন করেছে। আমি যখন তার সামনে দীনে তাওহীদের দাওয়াত নিয়ে আলোচনা করি তখন তিনি ক্রোধান্বিত হয়ে আপনার প্রতি অশালীন ভাষা প্রয়োগ করতে থাকেন। ইয়া রাসূলাল্লাহ! এটা আমার জন্য একেবারেই অসহ্য হয়ে দাঁড়ায় এবং এতে আমার অন্তর ক্ষত-বিক্ষত হয়ে আমার চোখ দিয়ে অশ্রু গড়িয়ে পড়ে। হে আল্লাহ্‌র রাসূল! দোয়া করুন,

www.nagorikpathagar.org

আল্লাহ্ যেন আমার মায়ের অন্তর ইসলামের দিকে আকৃষ্ট করে দেন।" তখনি রহমতের আলম (স) দোয়ার জন্য হাত তুলে বলেন, "হে আল্লাহ্! আবু হোরায়রার মাকে হিদায়াত প্রদান করুন।"

আবু হোয়ায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স)-কে দোয়া করতে দেখে আমার সমুদয় দুশ্চিন্তা দূর হতে থাকে এবং আনন্দিত হয়ে সেখান থেকে ফিরে এলাম। বাড়ী পৌঁছে দেখি ঘরের দরজা বন্ধ এবং পানি পড়ার শব্দ আসছে। আমার পায়ের শব্দ শুনে ভেতর থেকে শ্রদ্ধেয় মা বলেন, পুত্র! কিছুক্ষণ অপেক্ষা কর। পানি পড়ার শব্দ শুনেই আমার ধারনা হয়েছিল যে, আম্মাজান গোসল করছেন। তখন আমার অন্তর আনন্দের প্লাবন সৃষ্টি হয়! আম্মাজান তাড়াতাড়ি গোসল করে কাপড় পরে এসে দরজা খুলে দেন। তিনি এ কাজটা এতই তাড়াতাড়ি করেছিলেন যে, দোপাট্টা ব্যবহারের কথাও মনে ছিলনা এবং দরজা খুলেই বলেন, পুত্র আবু হোরায়রা! আল্লাহ্ তোমার কথা কবুল করেছেন। তুমি সাক্ষী থাক। আমি কালেমা পড়ছি। "আশহাদু আল-লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়া রাসূলুহু।" তখন আমি এতই আনন্দিত হয়েছিলাম যে, আনন্দে আত্মহারা হয়ে আমার চোখ দিয়ে আনন্দের অশ্রু প্রবাহিত হয়েছিল। এ উৎফুল্ল অবস্থায়ই রাসূল (স)-এর কাছে উপস্থিত হয়ে বলেছিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি আপনাকে সুসংবাদ শুনাতে এসেছি। আল্লাহ্ তাঁর প্রিয় রাসূল (স)-এর দোয়া কবুল করেছেন এবং বিনিময়ে আমার আম্মা ঈমানের মত মহৎ এক সম্পদ লাভে ধন্য হয়েছেন। একথা শুনে রাসূল (স)ও খুবই আনন্দিত হলেন এবং আল্লাহ্র প্রশংসা করে আমাকে কয়েকটি নসিহত করলেন।

এরপর আমি রাসূল (স)-এর কাছে আরো কিছু বিষয়ে আবেদন করেছি, হে আল্লাহ্র রাসূল! দোয়া করুন, আল্লাহ্ যেন আমাকে এবং আমার মাকে সকল মুমিনের কাছে প্রিয় করে দেন এবং সকল মুমিন আমার ও আমার মায়ের প্রতি প্রিয় হয়ে যায়। আল্লাহ্র রাসূল (স) সে দোয়াও করেন। হে আল্লাহ্! তুমি আবু হোরায়রা ও তাঁর মায়ের প্রতি ভালবাসা সকল মুমিনের অন্তরে দান কর এবং তাঁদের উভয়ের অন্তরে সকল মুসলমানের প্রতি ভালবাসা সৃষ্টি করে দাও।" রাসূল (স)-এর এ বরকতময় দোয়ার পর যে মুসলমানই আমাকে দেখেছে বা আমার কথা শুনেছে তাঁরাই আমাকে ভালবেসেছেন।

www.nagorikpathagar.org

মাতা-পিতার অবাধ্যতা মারাত্মক পাপ

মহান আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন :

وَقَضٰى رَبُّكَ اَلَّا تَعْبُدُوْا اِلَّا اِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ اَحَدُهُمَا اَوْ كِلٰهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ وَّلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيْمًا ـ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيٰنِىْ صَغِيْرًا ـ

তোমার প্রতিপালক তিনি ব্যতীত অন্য কারো ইবাদত না করতে এবং পিতা-মাতার প্রতি সদ্ব্যবহার করতে আদেশ দিয়েছেন।" অর্থাৎ পিতা-মাতার প্রতি সদয় ব্যবহার করতে হবে এবং তাদের প্রতি দয়ালু হতে হবে। তাদের একজন অথবা উভয়ই তোমার জীবদ্দশায় বার্ধক্যে উপনীত হলে তাদের উফ অর্থাৎ বিরক্তিসূচক কিছু বলবে না এবং তাদেরকে ধমক দেবে না অর্থাৎ বয়সের ভারে জর্জরিত হয়ে গেলে তাদের কটাক্ষ করবে না। তোমাদের উচিত তাদের খিদমত করা যেমনটি তারা তোমাদের শিশুকালে করেছিলেন। বস্তুত পিতা-মাতার ত্যাগ ও সেবার প্রতিদান সন্তানের দ্বারা সম্ভব নয়। কারণ পিতামাতা সন্তানের লালন-পালন করে তাদেরকে বাঁচাবার ও বড় করে মানুষের মত মানুষ করে গড়ে তোলার কামনা নিয়ে। এরপর আল্লাহ্ বলেছন, "তাদের সাথে সম্মানসূচক কথা বলবে। মমতাবেশে তাদের প্রতি নম্রতার পক্ষপুট অবনমিত করবে এবং বলবে : হে আমার রব! তাদের প্রতি দয়া কর যেভাবে শৈশবে তারা আমাকে প্রতিপালন করেছিলেন।" (বনী ইসরাঈল ঃ ২৩-২৪)

তিনি আরো বলেছেন ঃ

اَنِ اشْكُرْلِىْ وَلِوَالِدَيْكَ اِلَىَّ الْمَصِيْرُ ـ

"আমার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রদর্শন কর এবং তোমার মাতা-পিতার প্রতিও। আমার কাছেই প্রত্যাবর্তন স্থল।"

এ আয়াতে আল্লাহ্ তাঁর নিজের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশের নির্দেশের সাথে মাতা-পিতার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশের নির্দেশও দিয়েছেন। হযরত

www.nagorikpathagar.org

ইবনে আব্বাস (রা) বলেছেন : তিনটি আয়াত তিনটি জিনিসের সাথে সম্পৃক্ত করে নাযিল হয়েছে। প্রতিজোড়ার একটি বাদ দিয়ে অন্যটি করা হলে তা কবুল হবে না। এর একটি হচ্ছে–মহান আল্লাহ্ বলেছেন ঃ

اَطِيْعُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ ـ

"তোমরা আল্লাহ্র আনুগত্য কর এবং রাসূলের আনুগত্য কর। অতএব, যে ব্যক্তি রাসূলের আনুগত্য না করে শুধু আল্লাহ্র আনুগত্য করবে তার এ আনুগত্য কবুল করা হবে না।

দ্বিতীয় আয়াতটি হচ্ছে–

اَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ ـ

"তোমরা নামায কায়েম কর এবং যাকাত আদায় কর। সুতরাং যে যাকাত দেবে না অথচ নামায কায়েম করে তার এ নামায কবুল হবে না।

তৃতীয় আয়াতটি হচ্ছে–

اَنِ اشْكُرْ لِىْ وَلِوَالِدَيْكَ ـ

"তোমরা আমার ও তোমাদের পিতা-মাতার প্রতি কৃতজ্ঞ থাক।" যদি কেউ পিতা-মাতার প্রতি কৃতজ্ঞ না থেকে শুধুমাত্র আল্লাহ্র প্রতি কৃতজ্ঞ হয় তাহলে তার এ কৃতজ্ঞতা গ্রহণযোগ্য হবে না। তাই হযরত নবী করীম (স) বলেছেন : "মাতা-পিতার অসন্তুষ্টিতে আল্লাহ্র অসন্তুষ্টি।"

বুখারী ও মুসলিম শরীফে বর্ণিত আছে : রাসূল (স) বলেছেন : আমি কি তোমাদের সর্বাপেক্ষা বড় গুনাহ্র কথা বলে দেব না? তা হচ্ছে–আল্লাহ্র সাথে শরীক করা এবং পিতা-মাতার অবাধ্য হওয়া এবং তাদের প্রতি সদয় না হওয়াকে শিরকের অপরাধের সাথে উল্লেখ করা হয়েছে।

বুখারী ও মুসলিম শরীফের এক হাদীসে আছে, রাসূল (স) বলেছেন : "পিতা-মাতার অবাধ্য সন্তান, দান করে খোঁটা দানকারী এবং মদপায়ী জান্নাতে প্রবেশ করবে না। নবী করীম (স) আরো বলেছেন ঃ "উফ"-এর চেয়ে যদি ক্ষুদ্রতর অন্য কোন বিষয় থাকে তাহলে আল্লাহ্ অবশ্যই তা থেকেও নিষেধ করতেন। সুতরাং অবাধ্য সন্তান যতই ভাল আমল করুক সে কখনো জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না। আর অনুগত ও সদ্ব্যবহারকারী সন্তান যা কিছু করুক সে জাহান্নামে প্রবেশ করবে না। নবী

www.nagorikpathagar.org

করীম (স) বলেছেন : "মাতা-পিতার অবাধ্য সন্তানকে আল্লাহ্ লা'নত করেন।" নবী করীম (স) আরও বলেছেন, "যে ব্যক্তি তার পিতাকে গালি দেয় আল্লাহ্ তাকে লা'নত করেন এবং যে তার মাতাকে গালি দেয় আল্লাহ্ তা'আলা তাকেও লা'নত করেন।" –(ইবনে হাব্বান)

হযরত নবী করীম (স) আরো বলেছেন : পিতা-মাতার অবাধ্য হবার অপরাধ ছাড়া অন্যান্য সকল অপরাধের শাস্তি আল্লাহ্র ইচ্ছা হলে কিয়ামত পর্যন্ত স্থগিত রাখতে পারেন। কিন্তু পিতা-মাতার অবাধ্য সন্তানকে তড়িঘড়ি শাস্তি দেন অর্থাৎ কিয়ামতের পূর্বেই দুনিয়াতে এর শাস্তি হয়ে থাকে। –(হাকিম)

হযরত কা'ব আল-আহবার (র.) বলেছেন : বান্দা যখন পিতা-মাতার অবাধ্য হয় আল্লাহ্ তখন তার ধ্বংস ও ক্ষতি ত্বরান্বিত করেন। আর বান্দা যখন তার পিতা-মাতার প্রতি সদয় হয় তখন আল্লাহ্ তার আয়ু বাড়িয়ে দেন যাতে সে আরো অধিক নেক ও কল্যাণকর কাজ করতে পারে। মাতা-পিতার প্রয়োজনের সময় তাদের ব্যয়ভার বহন করা তাদের প্রতি সদ্ব্যবহারেরই অঙ্গ। –(ইবনে মাযা)

একবার এক ব্যক্তি হযরত রাসূল (স)-এর কাছে এসে আরয করে, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমার পিতা আমার অর্থসম্পদ তাঁর ইচ্ছামত খরচ করতে চান। তখন হযরত নবী করীম (স) বলেন : তুমি এবং তোমার ধন-সম্পত্তি সবই তোমার পিতার। হযরত কা'ব আল-আহবার (র.)-এর কাছে প্রশ্ন করা হল যে, পিতা-মাতার নাফরমানী কি? তিনি বলেন : তার পিতা অথবা মাতা যখন কসম করায় সে তাদের কসম পূরণ করে না। যখন তারা কোন কাজের নির্দেশ দেন সে তা পালন করে না, যখন তারা কিছু চায় সে তা দেয় না এবং যখন তারা কিছু তার কাছে আমানত রাখে সে তার খিয়ানত করে।

হযরত ইবনে আব্বাস (রা)-কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল– আ'রাফের সঙ্গীরা কারা এবং আ'রাফ কি? তখন তিনি বলেন : আরাফ হচ্ছে জান্নাত ও জাহান্নামের মধ্যবর্তী একটি পাহাড়ের নাম। এ পাহাড়টির নাম আরাফ হবার কারণ হচ্ছে– এখান থেকে জান্নাত ও জাহান্নাম উভয়ই দেখা যায়, এ পাহাড়ের ওপর রয়েছে নানা প্রকার গাছ-গাছালি, ফল-মূল, নদী-নালা ও ঝরণাসমূহ। এখানে সেসব মুজাহিদের স্থান হবে যারা পিতা-মাতার

www.nagorikpathagar.org

অসম্মতি সত্ত্বেও জিহাদে অংশগ্রহণ করে শাহাদত বরণ করেছেন। আল্লাহ্‌র পথে জিহাদ করার কারণে জান্নাতেও যেতে পারবে না। তাই এ ব্যাপারে আল্লাহ্‌র ফয়সালা না হওয়া পর্যন্ত তারা আ'রাফেই অবস্থান করবেন।

-(ইবনে মাযদুবিয়াহ্)

হযরত আবু হোরায়রা (রা)-এর বর্ণনা, রাসূল (স) বলেছেন : চার প্রকার লোককে আল্লাহ্ জান্নাতে প্রবেশ করতে দেবেন না এবং তাদেরকে জান্নাতের কোন নিয়ামত আস্বাদন করারও সুযোগ দেবেন না। এরা হচ্ছে মদপায়ী, মদখোর, জোরপূর্বক ইয়াতীমের সম্পদ আত্মসাৎকারী এবং মাতা-পিতার অবাধ্য সন্তান, তবে যদি এরা তওবা করে তাহলে ক্ষমা পেতে পারে।

নবী করীম (স) বলেছেন : (اَلْجَنَّةُ تَحْتَ اَقْدَامِ الْاُمَّهَاتِ) মায়ের পায়ের নিচে জান্নাত।" (ইবনে মাযা, নাসাঈ, হাকিম)। এক ব্যক্তি হযরত আবু দারদা (রা)-এর কাছে এসে বলে, হে আবু দারদা, আমি এক মহিলাকে বিয়ে করেছি। আমার মা তাকে তালাক দিতে বলেন- এখন আমি কি করবো? উত্তরে তিনি বলেন, আমি রাসূল (স)-কে বলতে শুনেছি, "পিতা হচ্ছে জান্নাতের দরজাসমূহের মধ্যবর্তী একটি দরজা। তোমার ইচ্ছা হলে সে দরজাটি বিনষ্ট করতে ও হারাতে পার, আবার হিফাযতও করতে পার।" (ইবনে মাযা, তিরমিযী)

নবী করীম (স) বলেছেন ঃ

ثَلَاثٌ دَعْوَاتٌ مُسْتَجَابَاتٌ لَاشَكَّ فِيْهِنَّ - دَعْوَةُ الْمَظْلُوْمِ -
وَدَعْوَةُ الْمُسَافِرِ - وَدَعْوَةُ الْوَالِدِ لِوَلَدِهِ -

তিন ব্যক্তির দু'আ কবুল হবার ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই ঃ মযলুম ব্যক্তির দোয়া, মুসাফিরের দোয়া এবং সন্তানের জন্য মাতা-পিতার দোয়া। নবী করীম (স) বলেছেন : খালার মর্যাদা মায়ের মতই। অর্থাৎ খালার প্রতি মায়ের মতই সম্মান প্রদর্শন, সদ্ব্যবহার ও সহানুভূতিশীল হতে হবে। হযরত ওহাব ইবনে মুনাব্বিহ (র.) থেকে বর্ণিত। আল্লাহ্ হযরত মূসা (আ)-এর কাছে এ মর্মে ওহী প্রেরণ করেছেন যে, "হে মূসা! তুমি তোমার পিতা-মাতার প্রতি সম্মান প্রদর্শন কর। কেননা যে ব্যক্তি তার

www.nagorikpathagar.org

পিতা-মাতাকে সম্মান করবে আমি তার আয়ু বাড়িয়ে দেব এবং তাকে এমন এক সন্তান দান করবো যে তাকে সম্মান করবে। আর যে ব্যক্তি মাতা-পিতার অবাধ্য হবে তার আয়ু কমিয়ে দেব এবং তাকে এমন সন্তান দান করবো যে তার অসম্মান করবে এবং অবাধ্য হবে।"

আবু বকর ইবনে আবূ মরিয়ম (র.) বলেছেন : আমি তাওরাত কিতাবে পড়েছি– "যে ব্যক্তি তার পিতাকে প্রহার করবে তাকে হত্যা করতে হবে।" ওয়াহাব (র.) বলেছেন, আমি তওরাতে পড়েছি, "যে ব্যক্তি তার পিতাকে চড় মারবে তাকে পাথর মেরে হত্যা করতে হবে।"

আমর ইবনে মুররাহ্ আল-জুহানী (রা)-এর বর্ণনা, একবার এক লোক রাসূল (স)-এর কাছে এসে বলে, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমি যখন পাঁচ ওয়াক্ত নামায আদায় করি, রমযান মাসের রোযা রাখি, যাকাত আদায় করি এবং আল্লাহ্র ঘর কাবা শরীফের হজ্ব করেছি; তখন আমার জন্য কি পুরস্কার? তখন রাসূল (স) বলেন : সে যদি পিতা-মাতার অবাধ্য না হয়ে থাকে তাহলে সে নবী, সিদ্দীক, শহীদ ও নেককার বান্দাদের সাথী হবে। নবী করীম (স) আরো বলেছেন : যে ব্যক্তি পিতামাতার নাফরমানী করে আল্লাহ্ তাকে লা'নত দেন। রাসূল (স) বলেছেন : আমি মিরাজের রাতে কিছু সংখ্যক লোককে জাহান্নামের আগুনের খেজুর গাছের ডালের সাথে ঝুলন্ত অবস্থায় দেখে বলেছি, হে জিবরাঈল (আ) এরা কারা? তিনি বলেন : এরা হচ্ছে সে সব লোক যারা দুনিয়াতে বসে তাদের পিতা-মাতাদের গালাগালি করেছে।

যে ব্যক্তি তার পিতা-মাতাকে গালি দেবে তার কবরে বৃষ্টির ফোঁটার মত আগুনের কয়লা প্রবাহিত হতে থাকবে। আবার এক বর্ণনায় দেখা যায়, যখন মাতা-পিতার অবাধ্য সন্তানকে কবরে রাখা হবে তখন মাটি এমন চাপ দেবে যার ফলে এদিকের পাঁজরের হাড় ওদিকে এবং ওদিকের পাঁজরের হাড় এদিকে চলে যাবে। "কিয়ামতের দিন তিন ব্যক্তির আযাব হবে সবচেয়ে কঠিন। যথা– মুশরিক (অংশীবাদী), যিনাকারী এবং মাতা-পিতার অবাধ্য ব্যক্তি।"

হযরত বিশর (র.) বলেছেন, যে ব্যক্তি তার মায়ের এত কাছে অবস্থান করে যেখানে থেকে তার মাতার কথা শোনা যায় সে ব্যক্তির চেয়ে উত্তম যে আল্লাহ্র পথে যুদ্ধ করে। আর মায়ের দিকে দৃষ্টিপাত করা যে কোন নেক কাজের চেয়ে উত্তম। –(আহমদ ও আবূ দাউদ)

www.nagorikpathagar.org

ওহে সর্বস্বীকৃত অধিকার বিনষ্টকারী এবং পিতা-মাতার প্রতি সদ্ব্যবহারে উদাসীন ও অবাধ্য এবং নিজের কর্তব্য সম্পর্কে গাফিলও। পিতামাতার প্রতি সদ্ব্যবহার করা তোমার জন্য এক প্রকার ঋণ। তুমি লজ্জাকর পদক্ষেপ গ্রহণ করে বারবার হোঁচট খাচ্ছ। তুমি তোমার ধারণা অনুযায়ী জান্নাত অনুসন্ধান করছ অথচ তা রয়েছে তোমার মায়ের পায়েরতলে। তিনি তোমাকে নয়টি মাস উদরে বহন করেছেন। যেন তিনি নয়টি হজ্ব পালন করেছেন। তোমার মা তোমাকে প্রসব করার সময় যে কষ্ট করেছেন মুমূর্ষু রোগীর রোগ মুক্তির সাথেই এর তুলনা করা চলে এবং তোমাকে তার স্তন থেকে দুধপান করিয়েছেন। তোমার জন্য সুখের নিদ্রা পরিহার করেছেন, ডান হাতে তোমার শরীরের ময়লা ধুয়েমুছে পরিষ্কার করেছেন, নিজের আহার বাদ দিয়ে তোমাকে খাইয়েছেন আর তার কোল তোমার দোলনায় পরিণত করেছে। তোমার জন্য দয়া ও সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন। যদি তোমার কোন প্রকার রোগ বা অসুবিধা দেখা দিয়েছে তাহলে তিনি যারপর নাই চিন্তিত ও শংকিত হতেন। বাঁচা-মরার সমস্যা উপস্থিত হলেও তিনি মনের খুশিতে তার ধন-সম্পদ ব্যয় করতেন এবং উচ্চস্বরে কেঁদে কেঁদে আল্লাহ্‌র কাছে তোমার দীর্ঘায়ু কামনা করতেন। অথচ তুমি কতবার তার কাছে রুক্ষ চেহারা নিয়ে হাযির হয়েছ। তোমার জন্য তিনি প্রকাশ্যে ও গোপনে দোয়া করেছেন। বার্ধক্যে যখন তোমার কাছে তার প্রয়োজন পড়েছে এবং অতি সাদাসিধা ও সাধারণ বস্তুই তোমার কাছে চেয়েছেন তখন ক্ষুধার্ত হলে তাকে পানাহারের ব্যবস্থা কর এবং তোমার পরিবারের সকলকে তার প্রতি যত্নবান হতে বলা তোমার একান্ত কর্তব্য। তিনি তো তোমাদের প্রতি অতি ক্ষমাশীল ও সহনশীল। তার বয়স হয়েছে অনেক এবং অবশিষ্ট রয়েছে সামান্য। তোমাদের উদ্দেশ্যে তাদের ধনসম্পদ রেখে যাচ্ছেন, বিনিময়ে নিচ্ছেন সামান্য সাহায্য-সহযোগিতা। কাজেই তোমার মালিক আল্লাহ্ তোমাকে অক্ষমতা প্রকাশ করতে নিষেধ করেছেন এবং তাঁর অধিকারের ব্যাপারে সূক্ষ্মভাবে ভৎসনা করেছেন। সন্তানের অবাধ্যতার জন্য তাকে দুনিয়াতে শাস্তি দেয়া হবে এবং রাব্বুল আলামীনের সান্নিধ্য ও রহমত থেকে দূরে সরিয়ে দেয়া হবে। তাই তো আল্লাহ্ তোমাকে অতি রুক্ষভাবে ও ধমকের সাথে ডেকে বলবেন ঃ এটা সে বস্তু যা তোমার হাত অর্জন করেছ। আর আল্লাহ্ তার বান্দাদের প্রতি যুলুমকারী নন।

ذٰلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ يَدَاكَ وَاَنَّ اللّٰهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيْدِ ـ

www.nagorikpathagar.org

ওহে ব্যক্তি! তোমার মায়ের প্রতি তোমার অনেক কর্তব্য রয়েছে যদি তুমি বুঝতে পার ও অনুধাবন কর তাহলে এ হক আদায় করা পরিমাণে যতই বেশি হোক তা তোমার জন্য সহজসাধ্য। তোমার ভারবহন করতে গিয়ে কত রাত যে তিনি কষ্টে ও ব্যথায় চিৎকার করে কেঁদে কাটিয়েছেন এর হিসেব নেই। আর তোমাকে ভূমিষ্ঠ করার সময় যে কষ্ট ও ঝুঁকি সহ্য করেছেন তা যদি তুমি জানতে! অনেক সময় সন্তান প্রসব করতে গিয়ে মাকেই জীবন দিতে হয়। কতবার তিনি তাঁর ডান হাতে তোমার শরীর থেকে ময়লা-আবর্জনা মল-মূত্র পরিষ্কার করেছেন। আর তার কোল ছিল তোমার জন্য দোলনা। তিনি নিজে কষ্ট করে এর বিনিময় তোমাকে আরামে রেখেছেন। আর তার স্তনের দুধ ছিল তোমার কাছে বিশুদ্ধ পানীয়। কতবার তিনি নিজে না খেয়ে তার খাবার ভালবাসা ও স্নেহভরে খাইয়েছেন। আর তখন তুমি ছিলে ছোট। যারা জ্ঞান থাকা সত্ত্বেও প্রবৃত্তির কামনায় মত্ত হয়ে চলেছে তাদের জন্য আফসোস। আর অনুশোচনা তাদের জন্য যাদের চোখ আছে কিন্তু অন্তরদৃষ্টি নেই। সুতরাং আগ্রহ সহকারে মায়ের ডাকে সাড়া দাও এবং যখন তোমাকে তিনি ডাকেন তার কাছে গিয়ে দরিদ্রের ও অভাবগ্রস্থের মত হাযির হও।

নবী করীম (স)-এর যুগে 'আলকামা' নামে এক যুবক ছিল। সে সদা সর্বদা আল্লাহ্‌র ইবাদতে নিমগ্ন থেকেছে, নামায পড়েছে, রোযা রেখেছে এবং দান-খয়রাত করেছে। এক সময় সে অত্যন্ত অসুস্থ হয়ে পড়ে। তার স্ত্রী রাসূল (স)-এর কাছে এ মর্মে সংবাদ পাঠায় যে, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমার স্বামী আলকামা এখন মৃত্যুর দ্বারপ্রান্তে উপস্থিত, আমি তার অবস্থা আপনাকে জানানো জরুরী মনে করছি। তাই আপনার কাছে এ সংবাদ পাঠালাম। সংবাদ পেয়ে নবী করীম (স) আম্মার, সুহায়র ও বিলাল (রা)-কে সেখানে পাঠালেন এবং বলে দেন যে, তোমরা গিয়ে তাকে কালেমায়ে শাহাদাত তালকীন দাও। তারা সেখানে গিয়ে দেখেন যে, সে মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা লড়ছে। তাঁরা তাকে কালেমা (লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু)-এর তালকীন দিতে থাকেন। কিন্তু সে তা মুখে উচ্চারণ করতে পারছিল না। তাঁরা রাসূল (স)-এর কাছে সংবাদ পাঠালেন যে, আলকামা কালেমা পাঠ করতে পারছে না। একথা শুনেই নবী করীম (স) জানতে চান যে, আলকামার মাতা-পিতার মধ্যে কেউ কি জীবিত আছেন? বলা হল ইয়া

www.nagorikpathagar.org

রাসূলাল্লাহ্! তার বৃদ্ধা মা আছেন। এরপর রাসূল (স) তাঁর কাছে লোক মারফত খবর পাঠালেন যে, সে যদি আসতে পারে তাহলে যেন আমার সাথে দেখা করে, আর যদি না পারে তাহলে সে যেন ঘরে থাকে স্বয়ং তিনিই তার কাছে আসবে। সংবাদ পেয়ে বৃদ্ধা বলে, আমার জীবন তাঁর জন্য কুরবান হোক। আমারই উচিত তাঁর সাথে দেখা করা। এরপর সে লাঠির ওপর ভর দিয়ে রাসূল (স)-এর কাছে উপস্থিত হয়ে সালাম করে। তার সালামের জবাব দিয়ে নবী করীম (স) বলেন, হে আলকামার মা! তুমি আমার কাছে সত্য কথা বল। যদি তুমি মিথ্যা বল তাহলে তা আমি ওহীর মাধ্যমে জানতে পারব। বল তো– তোমার পুত্র আলকামার অবস্থা কেমন ছিল? বৃদ্ধা বলে, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! সে বেশি বেশি নামায পড়েছে, রোযা রেখেছে এবং দান-খয়রাত করে। রাসূল (স) বলেন : তোমার সাথে তার সম্পর্ক কেমন ছিল? সে বলে, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমি তার ওপর সন্তুষ্ট নই। তিনি জিজ্ঞেস করেন, তোমার অসন্তুষ্টির কারণ কি? সে বলে, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! সে আমার ওপর তার স্ত্রীকে প্রাধান্য দিয়েছে এবং আমার কথা শোনেনি। তখন রাসূল (স) বলেন ঃ "আলকামা মায়ের অসন্তুষ্টি তার কালিমায়ে শাহাদাত পাঠে বাধার সৃষ্টি করছে।" এরপর তিনি বলেন : হে বেলাল! তুমি চলে যাও এবং আমার জন্য বিপুল পরিমাণ কাঠ সংগ্রহ কর। বৃদ্ধা বলে, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! তা দিয়ে কি করবেন? তিনি বলেন : আমি তোমার সামনে তাকে পুড়িয়ে ছারখার করে দেব। বৃদ্ধা আরয করে, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আপনি আমার সামনে আমার সন্তানকে পোড়াবেন তা আমি কি করে সহ্য করব। রাসূল (স) বলেন : হে আলকামার মা! আল্লাহ্র আযাব আরও কঠিন এবং স্থায়ী। তুমি যদি চাও যে আল্লাহ্ তা'আলা তাকে ক্ষমা করুক তাহলে তুমি তার ওপর সন্তুষ্ট হয়ে যাও। সে মহান সত্তার কসম যার নিয়ন্ত্রণে আমার জীবন, তুমি যতক্ষণ আলকামার ওপর অসন্তুষ্ট থাকবে– ততক্ষণ তার নামায, রোযা এবং দান-খয়রাত কোনই উপকারে আসবে না। এবার বৃদ্ধা বলে : ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমি আল্লাহ্ তা'আলা, তাঁর ফেরেশতাগণ এবং উপস্থিত মুসলমানদের সাক্ষী রেখে বলছি, "আমি আমার পুত্র আলকামার প্রতি সন্তুষ্ট হলাম।" তখন রাসূল (সা) বলেন, হে বেলাল! তুমি গিয়ে দেখ আলকামা কলেমা অর্থাৎ লাইলাহা ইল্লাল্লাহু বলতে পারছে কি না? হয়তো আলকামার মা তাকে মনেপ্রাণে ক্ষমা করেনি

www.nagorikpathagar.org

বরং আমার সামনে লজ্জায় পড়ে ক্ষমার কথা বলেছে। এরপর বেলাল (রা) গিয়ে শুনতে পেলেন, ঘরের মধ্য থেকে আলকামার কলেমা অর্থাৎ লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্ পড়ার শব্দ বের হচ্ছে। হযরত বেলাল (রা) ঘরে প্রবেশ করেই বলেন, তোমরা যারা উপস্থিত শোন : আলকামার মায়ের অসন্তুষ্টি তার জিহ্বায় কালেমায়ে শাহাদত উচ্চারিত হওয়া বন্ধ করে দিয়েছিল এবং তার মায়ের সন্তুষ্টি তার জিহ্বায় কলেমায়ে শাহাদত উচ্চারিত অর্থাৎ তার মা সন্তুষ্ট হবার পর তার মুখ খুলে গিয়েছে এবং এখন তার মুখে কলেমা উচ্চারিত হচ্ছে। সে দিনই আলকামা ইনতিকাল করে। রাসূল (স) নিজেই তার গোসল ও কাফনের ব্যবস্থা করে জানাযার নামায পড়ালেন, দাফন কাজে অংশ গ্রহণ করলেন। এরপর তিনি তার কবরের পাশে দাঁড়িয়ে বলেন। হে মুহাযির এবং আনসারগণ! যে ব্যক্তি স্ত্রীকে মায়ের ওপর প্রাধান্যদান করে তাকে আল্লাহ্, ফেরেশতা, এবং মানুষ সবাই অভিশাপ দেবে। যতক্ষণ না সে আল্লাহ্র কাছে তওবা করে মায়ের সাথে সদ্ব্যবহার করে তাকে সন্তুষ্ট করতে না পারবে ততক্ষণ তার কোন নেক আমল আল্লাহ্ কবুল করবেন না। সুতরাং মায়ের সন্তুষ্টিতে আল্লাহ্ সন্তুষ্ট এবং তার অসন্তুষ্টিতে আল্লাহ্ অসন্তুষ্ট। এজন্যই মাতা-পিতার প্রতি সন্তানের সৌজন্যমূলক আচার- আচরণকে অপরিহার্য কর্তব্য বলে অত্যন্ত জুড়ালোভাবে নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে।

সংযোজন ঃ (তথ্যসূত্র ঃ ইমাম শামসুদ্দিন আয যাহাবী (রহ) প্রণীত কবীরাগুনাহ, অনুবাদ ঃ মাওলানা মোহাম্মদ আবদুল কাইয়ূম, সম্পাদনা মোহাম্মদ শামসুজজামান, প্রকাশক ঃ আনোয়ার বুক ডিপো, ঢাকা।

عَنْ اَبِىْ بَكْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اَلَا اُنَبِّئُكُمْ بِاَكْبَرِ الْكَبَائِرِ ثَلَاثًا قُلْنَا بَلٰى يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ! قَالَ : اَلْاِشْرَاكُ بِاللّٰهِ وَعُقُوْقُ الْوَالِدَيْنِ، وَكَانَ مُتَّكِئًا فَجَلَسَ فَقَالَ : اِلَّاوَقَوْلُ الزُّوْرِ، وَشَهَادَةُ الزُّوْرِ، فَمَا زَالَ يُكَرِّرُهَا حَتّٰى قُلْنَا لَيْتَهُ سَكَتَ ـ (بخارى، مسلم، ترمذى)

"হযরত আবু বাকর (রা)-এর বর্ণনা, রাসূল (স) বলেছেন, আমি তোমাদেরকে তিনটি বড় এবং জঘন্যতম গুনাহ সম্পর্কে কেন সতর্ক করব

www.nagorikpathagar.org

না। আমরা সকলেই বলেছি কেন নয়, অবশ্যই আপনি তা করবেন হে রাসূল! তিনি বলেন, আল্লাহ্‌র সাথে শিরক করা এবং মাতা-পিতার অবাধ্যতা করা। তিনি ঠেস দিয়ে বসা থেকে ওঠে বলেন, খুব ভাল করে শুনে নাও, মিথ্যা কথা বলা এবং মিথ্যা সাক্ষীদান করা এবং তিনি বারবার এ কথাই বলেতে থাকেন। এমনকি আমরা বলেছি, আহা! তিনি যদি চুপ মেরে যেতেন।"

হাদীসে মাতা-পিতার অবাধ্যতা প্রসঙ্গে 'উকুক' শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। যা অত্যন্ত ব্যাপক অর্থবোধক শব্দ। কুরআনে মাতা-পিতার সাথে ইহসানের যে ওসিয়ত করে যে বিষয়ে নির্দেশ দান করা হয়েছে এর বিরোধিতার নাম হচ্ছে উকুক। মাতা-পিতার ক্ষেত্রে মুখাপেক্ষহীনতা, কঠোরতাপূর্ণ আচার-আচরণ, দুঃখ দেয়া এবং তাঁদের সাথে নাফরমানী এসবই 'উকুকের' মর্মার্থের অন্তর্গত। আর রাসূল (স)-এর বর্ণনাও চিন্তা করার মত। এক্ষেত্রে বিষয়ের গুরুত্ব প্রকাশ এবং অন্তর্স্পর্শীর জন্য এমন বর্ণনা অত্যন্ত স্বাভাবিকভাবেই প্রভাবশালী হয়ে থাকে। আনুগত্যের যদি আবেগ থাকে তখন যে শোনে তার অন্তরে এ জঘন্য ধরনের গুনাহর বিরুদ্ধে এমন ঘৃণার সৃষ্টি হবে যে, তা চিন্তা করা মাত্রই অন্তরাত্মাসহ কম্পন সৃষ্টি হবে।

এ হাদীসটির মাধ্যমে তিনি বলতে চেয়েছেন যে, তিনি তো মুক্তির পথ দেখাতে এসেছেন। এজন্যই বলেছেন, তিনটি জঘন্য গুনাহ সম্পর্কে কেন সতর্ক করবেন না? এভাবে তিনি একবার প্রশ্ন করেই প্রকৃত কথা বলে দেননি বরং তিনবার সাহাবী (রা)-দের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন বলেছেন, তোমাদেরকে কেন তিনটি বড় গুনাহ সম্পর্কে অবহিত করব না?

বর্ণনাভঙ্গীতে এ পদ্ধতিই নির্দেশ করে যে, রাসূল (স) এ গুনাহকে মানুষের ক্ষেত্রে ধ্বংসকারী গুনাহ হিসেবে চিহ্নিত করে এটাও চেয়েছেন যে, যে শোনে সে যেন আন্তরিকভাবেই এর তাৎপর্য হৃদয়ঙ্গম করে। তিনবারই অব্যাহতভাবে সতর্ক করার পর যখন সাহাবীগণ (রা) শোনার জন্য উৎগ্রীব হলেন তখন তিনি বলেন, আল্লাহ্‌র সাথে কাউকে শরীক করা এবং মাতা-পিতার নাফরমানী করা। এরপর এ জঘন্য গুনাহর দুশ্চিন্তায় রাসূল (স) বিচলিত হয়ে ওঠেন। তখন তিনি ঠেস দিয়ে বসাছিলেন। আশংকা ও উদ্বেগে তিনি ওঠে বলেন, হে মানুষেরা! ভালভাবে কান দিয়ে শুনে নাও।

www.nagorikpathagar.org

মিথ্যা কথা বলা এবং মিথ্যা সাক্ষী দান করা। এরপর তিনি আরো উদ্বিগ্ন হয়ে একথাগুলো একের পর বার বার বলতে থাকেন। তাঁর এ অবস্থা দেখে সাহাবীগণ (রা) দুশ্চিন্তায় পতিত হন এবং আশা করতে থাকেন যে, হায়! রাসূল (স) যদি চুপ হয়ে যেতেন।

আর তৃতীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে, রাসূল (স) উম্মতকে তিনটি বড় গুনাহ থেকে সতর্ক করেছেন। এসব গুনাহর মধ্যে শিরকের পর মাতা-পিতার অবাধ্যতার কথাও বর্ণনা করা হয়েছে। কুরআনে এ বর্ণনানুক্রমেরই সন্ধান পাওয়া যায়। "বলে দিন, তোমাদের রব তোমাদের ওপর যা হারাম করেছেন এস তা আমি পাঠ করে শুনাই। তোমরা আল্লাহ্‌র সাথে কাউকে শরীক করবে না এবং মাতা-পিতার সাথে সু-আচরণ করবে।" আল্লাহ্‌র অধিকারের অস্বীকৃতিই হচ্ছে শির্‌ক এবং মাতা-পিতার হক থেকে অনীহা প্রদর্শন হচ্ছে অবাধ্যতা। অতএব সবচেয়ে বড় হক আল্লাহ্‌র। আল্লাহ্‌র একত্ববাদের অস্বীকৃতি ও তার সাথে কাউকে শরীক করা সবচেয়ে মারাত্মক ধরনের গুনাহ। এটা এমন জঘন্যতর গুনাহ যে, এর কোন ক্ষমা নেই। কুরআনে বলা হয়েছে, "প্রকৃত কথা হচ্ছে, আল্লাহ্‌ শিরকের গুনাহ ক্ষমা করবেন না।" আল্লাহ্‌র পর সবচেয়ে বড় হক হচ্ছে মাতা-পিতার এবং আল্লাহ্‌র প্রতি অকৃতজ্ঞতা ও নাফরমানী। কেননা আল্লাহ্‌ নিজ অধিকারের পর মাতা-পিতার অধিকারের কথাই বর্ণনা করেছেন এবং আল্লাহ্‌র প্রতি শোকর গুযারীর সাথে মাতা-পিতার শোকর গুযারীর নির্দেশ করেছেন। অর্থাৎ তুমি আমার এবং নিজ মাতা-পিতার শোকরগুযারী হবে।

রাসূল (স) হযরত আমর বিন হাযম (রা) হাতে ইয়েমেনবাসীদের কাছে একটি স্মরণীয় পত্র প্রেরণ করে তিনি তাদেরকে সতর্ক করেছিলেন যে, "দেখ, আল্লাহ্‌র কাছে কিয়ামতের দিন সবচেয়ে বড় গুনাহ হবে ঃ (১) আল্লাহ্‌র সাথে শরীক করা, (২) অন্যায়ভাবে মুমিনকে হত্যা করা, (৩) আল্লাহ্‌র পথে জিহাদ করা থেকে পলায়ন করা, (৪) মাতা-পিতার নাফরমানী করা, (৫) পবিত্রা মহিলাদের ওপর অনর্থক দোষারূপ আরোপ করা, (৬) যাদুটোনা শিক্ষা করা, (৭) সুদ খাওয়া (৮) ইয়াতীমের সম্পদ আত্মসাৎ করা।

www.nagorikpathagar.org

হযরত মায়ায বিন যাবাল (রা) একজন সম্মানিত সাহাবী ছিলেন। হযরত ওমর (রা) বলতেন, মায়ায যদি না হত তাহলে আমি অবধারিতভাবেই ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়ে যেতাম। তিনি বলেন, আল্লাহ্‌র রাসূল (স) আমাকে অনেক ওসীয়ত করেছেন, "আল্লাহ্‌র সাথে কখনো কাউকে শরীক করবে না। যদি তোমাকে হত্যাও করা হয় ও আগুন দিয়ে জ্বালিয়েও দেয়া হয় এবং কখনো মাতা-পিতার নাফরমানী করা উচিত নয় যদি তারা নিজের সম্পদ এবং পরিবার-পরিজন থেকে দূরে থাকারও নির্দেশ প্রদান করে।"

মাতা-পিতাকে গালিগালাজ করা

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرِوبْنِ الْعَاصِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مِنَ الْكَبَائِرِ شَتْمُ الرَّجُلِ وَالِدَيْهِ قَالُوْا : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ! وَهَلْ يَشْتُمُ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ؟ قَالَ نَعَمْ يَسُبُّ اَبَا الرَّجُلِ فَيَسُبُّ اَبَاهُ وَيَسُبُّ اُمَّهُ فَيَسُبُّ اُمَّهُ .

বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী ও অন্যান্য

"হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা)-এর বর্ণনা, রাসূল (স) মাতা-পিতার প্রতি গালি দানকে বড় গুনাহের পর্যায়ভুক্ত বলেছেন। লোকজন (আশ্চর্য হয়ে) জিজ্ঞেস করে, ইয়া রাসূলাল্লাহ! কেউ কি নিজ মাতা-পিতাকে গালিও দেয়। তিনি (স) বলেন, জ্বী হ্যাঁ। মানুষ অন্যের মাতা-পিতাকে গালি দেয়। তাহলে পরিবর্তে তার মাতা-পিতাকেও সে গালি দেয়। সে অন্যের মাকে মন্দ নামে স্মরণ করে। তাহলে সেও তার মাকে গাল-মন্দ করে।

এ হাদীস থেকে এ নির্দেশনাই পাওয়া যায় যে, মাতা-পিতার মান-সম্মানের প্রতি আবশ্যিকভাবে লক্ষ্য রাখতে হবে। তারা যাতে কোন প্রকার কষ্ট না পায় সেদিকেও সতর্ক থাকতে হবে। শুধু তাই নয়, অন্যের মাতা-পিতার প্রতিও এমন উক্তি করা যাবে না যাতে সে উত্তেজিত হয়ে তোমার মাতা-পিতাকে যা তা বলে।

www.nagorikpathagar.org

মাতা-পিতার প্রতিদান সন্তানের ভোলা উচিত নয়

"হযরত আবু তোফায়েল বলেন, আমি হযরত আলী (রা) জিজ্ঞেস করেছিলাম যে, রাসূলুল্লাহ (স) কি আপনাকে এমন কোন কথা বলেছিলেন, যা অন্য কাউকে আর বলেননি? তিনি বলেন, আল্লাহ্‌র রাসূল (স) আমাকে এমন কোন কথা বলেননি যা অন্যকে বলেননি। হ্যাঁ আমার তরবারীর খাপে একটি বাণী লিখা রয়েছে। এরপর তিনি তরবারীর খাপ থেকে সে বাণী বের করেন এবং তাতে লিখা ছিল, যে ব্যক্তি আল্লাহ্ ছাড়া অন্যের নামে যবেহ করে তার ওপর আল্লাহ্‌র লানত। যে জমির সীমা পরিবর্তন করে তার ওপর আল্লাহ্‌র লানত। যে নিজের মাতা-পিতার ওপর অভিশাপ দেয় তার ওপর আল্লাহ্‌র লানত এবং যে দীনের ব্যাপারে কোন নতুন কথা উদ্ভাবন করবে তার ওপর আল্লাহ্‌র লানত।" মাতা-পিতাকে অভিসম্পাত করার ক্ষেত্রে বিভিন্ন রকমের ঘটনা ঘটে। ক্রোধ, প্রতিশোধ স্পৃহা, অজ্ঞতা ইত্যাদির কারণে অনেক সময় মানুষ এমন সব কাজ করে যা সাধারণ অবস্থায় চিন্তা করাও দুরূহ। মাতা-পিতাও মানুষ। কিন্তু তারাও মানবীয় দুর্বলতা থেকে মুক্ত নয়। তাদেরও ঘৃণা, ভালবাসা, ক্রোধ, প্রতিশোধ স্পৃহা অন্যান্য দুর্বলতা থাকে। মানবীয় দুর্বলতার জন্য কোন সময় তারাও এমন ধরনের কথা বলে বা এমন আচরণ করে যা তাদের কাছে থেকে কাম্য নয়। এরূপ অবস্থায় উত্তেজিত হওয়া যাবে না আর এরই পরিপ্রেক্ষিতে তাদের অধিকার সম্পর্কে বিরূপ মনোভাব পোষণ করা যাবে না। মাতা-পিতা এমন দু' ব্যক্তিত্ব যারা সন্তানের লালন-পালন ও সুখ-শান্তির জন্য নিজের সমগ্র জীবন বিসর্জন দেন। তারা যে ধরনের আচার-আচরণই করুন না কেন, তাদের সম্পর্কে কিছু বলা সন্তানের পক্ষে কখনো উচিত নয়। যদি অনাকাংখিতভাবেই হয়েই থাকে তাহলে তাদের গালমন্দ করা এবং সকল ইহসানের কথা ভুলে যাওয়াও কখনো উচিত নয়। এতেই প্রকৃত সন্তানের পরিচয় পাওয়া যায়।

কোন সময় মাতা-পিতাও সন্তানের হক আদায়ে হেরফের এবং নিজেদের অবাঞ্ছিত আচরণে সন্তানদেরকে নাফরমানী পথে ঠেলে দিতে পারেন। বিশেষ করে যখন পিতা দ্বিতীয়বার বিয়ে করেন এবং সন্তানদেরকে বিমাতার সাথে জীবন কাটাতে হয় তখন এসব ঘটনা সাধারণত অহরহ ঘটে। তখন ইচ্ছা-অনিশ্চায় বিভিন্ন ধরনের দুঃখজনক ঘটনার উদ্ভব হলে বিমাতা বিভিন্নভাবে পিতাকে সন্তানদের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করারই চেষ্টা

www.nagorikpathagar.org

করে এবং বিমাতার আন্তরিক ইচ্ছা তাই হয়ে দাঁড়ায় যে পিতা যেন সন্তানদের সম্পর্কে বিরূপ ধারনা পোষণ করেন। পিতাও সাধারণত নতুন স্ত্রীর কিছুটা মন রক্ষার্থে এবং বারবার স্ত্রীর এমন সব উত্তেজনাপূর্ণ কথা বলার কারণে নিজ সন্তানদের সাথে সৎ সন্তানের মতই আচরণ করতে থাকে। এমনিভাবে মা যদি দ্বিতীয় বিয়ে করে এবং সন্তানরা সৎপিতার আশ্রয়ে থাকে তাহলে সাধারণত সৎপিতা আগের সন্তানদের সাথে উত্তম আচরণ কোনক্রমেই সহ্য করতে পারে না অন্তত সে চায় যে, পূর্বেকার সন্তানদের চেয়ে সে যেন নিজ সন্তানদেরকে অধিক ভালবাসে। মাও কিছুটা স্বামীকে মনোতুষ্টির জন্য এবং অনেকটা তার ইচ্ছা রক্ষার্থে অনেক সময় খারাপ আচরণই করতে থাকে। অথচ মায়ের মত ব্যক্তিত্বের কাছে থেকে এসব কোনক্রমেই আশা করা যায় না। এ অবস্থায় ইনসাফের দৃষ্টিকোণ থেকে সামান্য হলেও মাতা-পিতা অপরাধী হিসেবে গণ্য হয়। তাই এরূপ পরিস্থিতিতে বংশীয় এবং সমাজের দায়িত্ব রয়েছে। তাদেরকে দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে অবহিত করে সামাজিক চাপের মাধ্যমে সন্তানদের সাথে সন্তানের মত আচরণে বাধ্য করা। আর সন্তানদেরকে সম্পর্কের কারণে সর্বাবস্থায় ধৈর্যধারণ করে মাতা-পিতার মান-সম্মানের প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে এবং এমন কথা মুখ দিয়ে উচ্চারণ করা উচিত হবেনা যা ইজ্জতহানী বা অমর্যাদা হয়। সর্বাবস্থায় সন্তানের কর্তব্য হচ্ছে, যথাসম্ভব কৃতজ্ঞতা, আনুগত্য এবং সু-আচরণের প্রমাণ দেয়া।

অবাধ্যতার শাস্তি দুনিয়াতেও হয়

عَنْ اَبِىْ بَكْرَةَ رض عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : كُلُّ الذُّنُوْبِ يُؤَخِّرُ اللّٰهُ مِنْهَا مَاشَاءَ اِلٰى يَوْمِ الْقِيَامَةِ اِلَّا عُقُوْقُ الْوَالِدَيْنِ فَاِنَّ اللّٰهَ يُعَجِّلُهٗ بِصَاحِبِهٖ فِى الْحَيٰوةِ قَبْلَ الْمَمَاتِ .

رواه الحاكم .

"হযরত আবি বাকর (রা)-এর বর্ণনা, রাসূল (স) বলেছেন ঃ আল্লাহ্ যে গুনাহর শাস্তি চান তা কিয়ামতের দিন পর্যন্ত বিলম্বিত করেন। কিন্তু মাতা-পিতার অবাধ্যতার শাস্তি মৃত্যুর পূর্বেই জীবিতাবস্থায় তড়িঘড়ি করে প্রদান করেন।" –(রাওয়াহুল হাকিম)

www.nagorikpathagar.org

এ হাদীসের মর্মার্থ হচ্ছে, অন্য গুনাহর শাস্তি দানে আল্লাহ্ কিয়ামত পর্যন্ত বিলম্ব করেন অর্থাৎ দুনিয়ায় সে ব্যক্তি তার শাস্তি থেকে বিরত থাকে। কিন্তু মাতা-পিতার অবাধ্যতা এমনই এক পাপ যে এর শাস্তি দুনিয়াতেই ভুগ করতে হয় আর আখিরাতের শাস্তি তো আছেই।

নাফরমানের নেক কাজ নিস্ফল

হযরত সাওবান (রা)-এর বর্ণনা, রাসূল (স) বলেছেন, তিনটি গুনাহ এমন যে, তার সাথে কোন নেকী কাজ দেয় না। প্রথম শিরক, দ্বিতীয় মাতা-পিতার অবাধ্যতা এবং তৃতীয় জিহাদ থেকে পলায়ন।

আরেক এক সাহাবী আমর বিন মাররাহ (রা) বলেছেন, রাসূল (স)-এর কাছে এক ব্যক্তি এসে বলে, আমি সাক্ষী দিচ্ছি যে, আল্লাহ্ এক এবং তিনি ব্যতীত কোন ইলাহ নেই ও আপনি আল্লাহ্র রাসূল। আমি পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়ি, নিজ সম্পদের যাকাত দান করি, রমযানের রোযা রাখি। একথা শুনে নবী করীম (স) বলেন, যে একথা বলে শেষ করে, সে কিয়ামতের দিন নবী, সিদ্দিক এবং শহীদদের সহচর হবে এবং তিনি হাতের দু' আঙ্গুল ওঠালেন, শর্ত হচ্ছে সে যেন মাতা-পিতার অবাধ্য বা নাফরমান না হয়।

মায়ের সাথে অশুভ আচার-আচরণ

وَعَنْ اَبِىْ عِيْسٰى الْمُغِيْرَةَ بْنِ شُعْبَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : اِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى حَرَّمَ عَلَيْكُمْ عُقُوْقَ الْاُمَّهَاتِ، وَمَنْعًا وَهَاتِ، وَوَأْدَ الْبَنَاتِ، وَكَرِهَ لَكُمْ قِيْلَ وَقَالَ، وَكَثْرَةَ السُّؤَالِ، وَاِضَاعَةَ الْمَالِ ـ متفق عليه

"হযরত আবু ঈসা মুগিরা ইবনে শুবা (রা)-এর বর্ণনা, নবী (স) বলেছেন, স্মরণ রাখবে, আল্লাহ্ তোমাদের ওপর মায়ের নাফরমানী, বখিলী, লালসা এবং কন্যা সন্তানদেরকে জীবিত দাফন করা হারাম করেছেন এবং তোমাদের অনর্থক অধিক কথাবার্তা বলা ও সম্পদ ধ্বংস করাকে অপছন্দ করেছেন।" –(বুখারী, মুসলিম)

যে তিনটি বিষয় আল্লাহ্ হারাম করেছেন তা হচ্ছে ঃ মায়ের নাফরমানী, বখিলী ও লালসা এবং কন্যাদেরকে জীবন্ত কবরস্থ করা।

www.nagorikpathagar.org

(১) আলোচ্য হাদীসে শুধুমাত্র মায়ের নাফরমানী থেকে দূরে থাকার নির্দেশনায় এ তাৎপর্যের প্রতি ইঙ্গিত প্রদান করা হয়েছে যে, পিতার তুলনায় মায়ের খিদমতেই মানুষ অধিক পরিমাণে নিয়োজিত থাকে এবং পিতার চেয়ে মায়ের সাথে বেশী আচরণের ব্যবস্থা করা হয়। এজন্য মায়ের নাফরমানী যাতে না হয় সেদিকে অধিক পরিমাণে লক্ষ্য ও অনুভূতিশীল হওয়া দরকার। সাধারণত মায়ের আবেগ নাজুক ধরনের হয়ে থাকে। মায়েরা অত্যন্ত দুর্বল প্রকৃতির। সামান্য কথাতেই তাঁদের অন্তরে আঘাত লাগে। ক্ষেত্র বিশেষে এমনও হয় যে, উদ্দেশ্যহীনভাবে কোন বিষয়কে ছোট করে দেখা হয়, অথচ তাতে মায়ের মনে প্রচণ্ড আঘাত হানে এবং অন্তর আহত হয়। রাসূল (স)-এর হিদায়াতের তাৎপর্য হচ্ছে, মায়ের আবেগ ও অনুভূতি, অভ্যাস ও মন এবং পছন্দ-অপছন্দকে সম্পূর্ণরূপে লক্ষ্য রাখা, মাকে দুঃখ-কষ্ট দেয়া, নাফরমানী করা এবং অন্তর ক্ষত-বিক্ষত করার চিন্তাও যেন মনে কখনো কারো উদয় না হয়, সে দিকে লক্ষ্য রাখা। মা তো সে ব্যক্তিত্ব যার খিদমতের প্রতিফল হচ্ছে জান্নাতের চির বসন্তের বাগান এবং তাঁর সন্তুষ্টির প্রতিদান হচ্ছে আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির ঘর। আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির ঘর জান্নাত আকাঙ্ক্ষিত হলে মাতার খিদমত ও আনুগত্যে নিজকে বিলীন করা প্রতিটি সন্তানের একান্তই কর্তব্য।

(২) হাদীসে দু'টি শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। 'মানয়ান' ও 'হা-তি'। 'মানয়ান' শব্দের অর্থ হচ্ছে মানুষের ওপর অন্যের যে সম্পদ ও অধিকার ওয়াযিব হয় তা সে দিতে তালবাহানা করে বা নানানভাবে তা আদায়ে সে বাধা প্রদান করে। সে কারো আর্থিক এবং নৈতিক সাহায্য দিতে প্রস্তুত নয়। 'হা-তি' শব্দের অর্থ হচ্ছে গ্রহণ করা। অর্থাৎ অন্যের কাছ থেকে নেয়ার ব্যাপারে সদা সতর্ক থাকা। অন্যের কাছ থেকে শুধুমাত্র নিজ দাবীই করা নয় বরং হক-নাহক কোনদিকে লক্ষ্য না করে আত্মসাৎ এর চিন্তায় নিমগ্ন থাকা। কৃপণতা ও লোভের এ ধ্যান-ধারণা কখনো কোন প্রকৃত মুসলমানের লক্ষ্যের সাথে মিলে না। তার দান এবং গ্রহণের মাপকাঠি একই ধরনের হয়। অন্যের কাছ থেকে সে যেসব অধিকার দাবী করে ও যে আচার-আচরণের ইচ্ছা করে; অন্যের সাথে সে সে আচার-আচরণ করে এবং অত্যন্ত প্রশস্ত অন্তরে তাদের সমুদয় অধিকার আদায় করে এবং সে এক্ষেত্রে এত বদান্যতা এবং প্রশস্ত হৃদয়ের পরিচয় দেয় যে, যদি কেউ তার অধিকার আদায়ে ব্যতিক্রম করে বা তার সাথে অশোভ আচার-আচরণ করে, তখনও সে তার সাথে ইহসান ও সু-আচার-আচরণ অব্যাহত রাখে।

www.nagorikpathagar.org

(৩) কন্যা সন্তানদেরকে জীবিত কবরস্থ করা। আইয়্যামে জাহেলিয়াত যুগে আরবে কন্যা সন্তানদেরকে জীবিত দাফন করার প্রথা প্রচলিত ছিল। সন্তান হত্যার ছিল আরো দু'ধরনের পদ্ধতি। অনেক মুশরিক মূর্তি দেব-দেবীর ভয়ে তাদেরকে খুশী করার জন্যও নিজ সন্তানকে উৎসর্গের নামে হত্যা করেছে। অনেক মূর্খ দারিদ্র ও অভাবের আশংকায় নিজ সন্তানকে হত্যা করেছে। হাদীসে কন্যাদের ব্যাপারে বিশেষভাবে এজন্য উল্লেখ করা হয়েছে যে, প্রথাটি ছিল অত্যন্ত নিষ্ঠুর ও হৃদয়বিদারক।

এরপর রাসূল (স) সে তিনটি বিষয় বর্ণনা করেছেন, যা আল্লাহ্ আমাদের জন্য অপছন্দ করেন।

(১) অনর্থক কথা বলা (২) বেশী বেশী প্রশ্ন করা (৩) সম্পদ ধ্বংস করা।

অনর্থক কথা বলার অর্থ হচ্ছে মনে যা চায় তাই বলা অর্থাৎ উচিত-অনুচিত লক্ষ্য না রাখা। অনেকে যা শোনে তাই অন্যকে শুনায়। এতে কোন কথা বাছ-বিচার না করে এবং বাস্তবের সাথে এর কোন মিল রয়েছে কিনা তা চিন্তা না করে অবিরত বলে যাওয়া। অমুক মহিলা একথা বলেছে, অমুক বেগমের এ ধারণা, অমুক মহিলা এ রকম ছিল ইত্যাদি।" রাসূল (স) বলেছেন, "যে ব্যক্তি আল্লাহ্ ও আখিরাতের ওপর ঈমান এনেছে, তার উচিত উত্তম কথা বলা নতুবা নীরবতা অবলম্বন করা। -(মুসলিম)

সমাজ জীবনে দেখা যায় এক ধরনের মানুষ কোন স্থানে একত্রিত হলেই একে অন্যকে প্রশ্নের পর প্রশ্ন করে অতিষ্ঠ করে। আর বিশেষ করে এক ধরনের মহিলা রয়েছে, যারা এক স্থানে একত্রিত হলেই পরিবার সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করে মানুষজনকে বিরক্ত করে তোলে।

প্রকৃত কথা হচ্ছে এসব মহিলা জীবনের প্রকৃত সম্পর্কে গাফিল এবং মূর্খতার কারণে এমন সব সামাজিক অপরাধ করে যাতে সমাজে শান্তি, বংশের ঐক্য এবং পারিবারিক অশান্তি অযথাই বিনষ্ট হয়। অনর্থক এদিকের কথা ওদিকে বলে বেড়ানোর ফলে সমাজে বিভিন্ন ধরনের ভুল বুঝাবুঝি ও মনোমালিন্য এবং নানা ধরনের জটিলতা সৃষ্টি হয়ে উদ্ভট পরিস্থিতির আকার ধারন করে যা কখনো কাম্য নয়।

দীনি ব্যাপারেও এমনিভাবে অনেকে অনর্থক জটিলতা সৃষ্টি করে। তাদের একমাত্র কাজ হচ্ছে নতুন নতুন প্রশ্ন করা এবং এভাবেই তারা সমাজে বিজ্ঞতার পরিচয় দেয়। কার্যক্ষেত্রে দেখা যায় তারা সাধারণত

www.nagorikpathagar.org

আমলের ক্ষেত্রে সবসময়ই পিছনে থাকে। কিন্তু নিজের জ্ঞান ও যোগ্যতা প্রদর্শনে তারা নিজেকে সবজান্তা হিসেবে চিহ্নিত করে এবং নিত্যন্ত সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম প্রশ্ন ও এক কথা থেকে অনেক কথা সৃষ্টি করতে তারা পাকা ওস্তাদ। মুমিন পুরুষ ও মুমিন মহিলাদের কাজ হচ্ছে নিজ জীবনের মূল্য অনুধাবন করা। কিভাবে জীবনকে সুন্দর কাজে ব্যয় করা যায় আর প্রতিটি মুহূর্তে আল্লাহ্ যেভাবে সন্তুষ্ট থাকেন সে ব্যাপারে চিন্তা-ভাবনা করা ও অনর্থক কথাবার্তা থেকে বিরত থাকা। রাসূল (স) বলেছেন, "মানুষের কাছে ইসলামের সৌন্দর্য হচ্ছে এটাই যে সে অহেতুক কথাবার্তা পরিত্যাগ করবে।" -(তিরমিযী)

সম্পদ বিনষ্ট করার অর্থ হচ্ছে, তা সংরক্ষণের যথাযথ ব্যবস্থা না করা। অর্থাৎ ইসলামের প্রয়োজনে তা খরচ না করা। লোক সমাজে প্রদর্শনী ও সুখ্যাতির জন্য অনর্থক প্রথা, লজ্জাহীন ও গর্হিত কাজে তা ব্যয় করা। বিবাহে অহেতুক ব্যয়, নাচ-গানের প্রদর্শন, পীরের মাযারে উরস করা, মৃত ব্যক্তির চল্লিশা করা ইত্যাদি আরো নানান ধরনের অনুষ্ঠান যা ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে ইসলাম সমর্থিত নয়। অথচ এগুলো পুণ্য কাজ হিসেবে মনে করা হয়। সম্পদ আল্লাহ্র আমানত। তা আল্লাহ্র পথে ব্যয় হওয়াই উচিত। যা মানুষের কল্যাণে আসে।

ঘরের সাজ-সরঞ্জাম, আল্লাহ্র নিয়ামত ও আমানত। এসব বস্তুই সুন্দরভাবে ব্যবহার ও সংরক্ষণ করা এবং তা বিনষ্ট করা যাবে না। আল্লাহ্র নিয়ামত ও আমানতসমূহের মূল্যায়ন না করে তা বিনষ্ট করা আল্লাহ্র অপছন্দ। আমার বস্তু আমি নষ্ট করব এতে অন্যের কি আসে যায় এমন মনোভাবও গর্হিত কাজেরই নামান্তর।

মায়ের বদ্‌দোয়া

মায়ের সন্তুষ্টি ও তাঁর মমতাপূর্ণ অন্তরের দোয়া দীন ও দুনিয়ার এক কল্যাণকর সৌভাগ্য। অন্যদিকে দীন ও দুনিয়ার সবচেয়ে মারাত্মক দুর্গতি হচ্ছে সন্তানের প্রতি মায়ের ভারাক্রান্ত হৃদয়ের বদদোয়া। এটা যার ওপর পতিত হয় সে লোক সমাজে মানুষ বলে গণ্য হয় না। সকলের দৃষ্টিতেই সে ঘৃণার পাত্র হিসেবে চিহ্নিত হয় আর সে সব সময়ই দুর্বিসহ জীবন-যাপন করে।

www.nagorikpathagar.org

রাসূল (স) বলেছেন, "তিন ধরনের দোয়া এমন যা নিঃসন্দেহে আল্লাহ্‌র দরবারে কবুল হয়।

(১) মযলুমের দোয়া। (২) সন্তানের জন্য মাতা-পিতার দোয়া। (৩) মুসাফিরের দোয়া।

মায়ের বদদোয়া সম্পর্কে একটি দৃষ্টান্ত

জারিজ এক নেক্‌কার ও ইবাদতগুজার বান্দা ছিলেন। সব সময়ই তিনি শহর থেকে দূরে নিজ খানকাতে ইবাদতে কাটাতেন। আর এক রাখাল সারা দিনে বকরী চরিয়ে তার খানকায় রাত যাপন করে। একদিন হযরত জারিজ (র.) মা তাঁর সাথে সাক্ষাত করতে এসে দেখেন তিনি নামাযে রত। মা তাকে ডেকে বলে, জারিজ! তিনি নীরব থেকে নামায পড়াই উত্তম মনে করেন। দ্বিতীয় দিনও অনুরূপ ঘটনা ঘটে। মা এসে তাঁকে ডাকতে থাকেন। তিনি একই ধরনের চিন্তা করে নীরবে নামায পড়তে থাকেন এবং মায়ের ডাকের উত্তর দেননি। তৃতীয় দিন মা পুনরায় পুত্রের কাছ এসে ডাকতে থাকেন। তিনি ভেবেছেন নামাযের মধ্যে কি করে কথা বলা যায় একথা ভেবে তিনি নীরব থাকেন। এ অবস্থা দেখে মা খুব দুঃখ পেলেন এবং ক্রোধান্বিত হয়ে তাঁর জন্য বদদোয়ার মাধ্যমে আল্লাহ্‌র কাছে অভিযোগ করে বলেন, হে আল্লাহ্! এ যেন খারাপ মহিলাদের পাল্লায় না পড়া পর্যন্ত মৃত্যু না হয়। এ বদদোয়া করেই মা সেখান থেকে চলে যান। কিছুদিন পর একস্থানে বনী ইসরাঈলের লোকজন হযরত জারিজের বুযুর্গীর কথা আলোচনা করছিল। এমন সময় সেখানকার এক অনিন্দ্য সুন্দরী মহিলা বলে, "তোমরা যদি বল তাহলে তাকে আমি পাপে জড়িয়ে দিতে পারি!" এরপর সে মহিলা হযরত জারিজের খানকায় এসে অপকর্মের প্রতি আহ্বান জানায়। আল্লাহ্ পাক হযরত জারিজের ওপর রহমত করে সে বদকার মহিলার ষড়যন্ত্র থেকে তাকে পরিত্রাণ দেন। তাঁর থেকে নিরাশ হয়ে মহিলাটি হযরত জারিজের খানকায় অবস্থানরত রাখালের কাছে যায় এবং রাখালটি অতি সহজেই মহিলার ষড়যন্ত্রের শিকারে পতিত হল। এরপর যখন সে মহিলার সন্তান প্রসব হল তখন সে প্রচার করে যে, এটা জারিজের সন্তান। যখন এ খবর বাদশাহর কাছে পৌঁছে তখন তাঁর খানকা ভেঙ্গে ফেলার নির্দেশ দেন। লোকজন হযরত জারিজের খানকায় এসে তাঁকে মারাত্মক প্রহার করে। এরপর পিঠমোড়া দিয়ে বেঁধে তাঁকে বাদশাহর

www.nagorikpathagar.org

কাছে নিয়ে এল। তাঁকে যখন পিঠমোড়া দিয়ে বাঁধা অবস্থায় নিয়ে যাওয়া হয়, তখন রাস্তায় কিছু বদকার মহিলা তাকে এ অবস্থায় দেখে হাসতে থাকে। তাদের হাসতে দেখে হযরত জারিজও মুচকি হেসেছেন। বাদশাহ হযরত জারিজকে বলেন, এ মহিলা বলে এ শিশুটি তোমার। জারিজ বলেন, শিশুটিকে আনা হোক। শিশুটিকে উপস্থিত করা হলে তিনি বলেন, তাকে নামায আদায়ের সুযোগ দেয়া হোক। তিনি নামায পড়েন। এরপর তিনি নিজ আঙ্গুল শিশুর পেটে গুঁতা মেরে বলেন, বল কে তোর পিতা? আল্লাহ্‌র নির্দেশে শিশুটির মুখ খুলে যায় এবং সে বলে, অমুক রাখাল আমার পিতা। এরপর লোকজন হযরত জারিজের হাত ধরে অনুনয়-বিনয়সহ তাঁর কাছে ক্ষমা চাইতে থাকে। এতে বাদশাহও অত্যন্ত প্রভাবিত হয়ে বলেন আমাদের ভুল হয়ে গিয়েছে। হযরত আপনার খানকা কি সোনা দিয়ে তৈরি করে দেব? তিনি বলেন, না। কিন্তু যেভাবে ছিল, সেরূপই করে দিন।

বাদশাহ বলেন, হযরত একটি কথা কি বলবেন! পথে যখন কিছু বদকার মহিলা আপনার প্রতি বিদ্রূপাত্মক হাসি হাসছিল তখন আপনি মুচকি হাসি দিয়েছিলেন কেন? তিনি বলেন, এটা আমার এমন একটি গোপন কথা যা একমাত্র আমিই জানি। আমার ক্ষেত্রে যা কিছু অবাঞ্ছিত ঘটনা ঘটেছে এসবই মায়ের বদ্‌দোয়ার বদৌলতে এবং তিনি মায়ের বদদোয়ার সম্পূর্ণ কাহিনীই বিস্তারিতভাবে বাদশার কাছে বলেন।

মায়ের নাফরমানীর পরিণতি

জাগতিক জীবনে আল্লাহ্‌র নিয়ামতসমূহের বিরাট নিয়ামত মাতা-পিতা। মানুষের জন্মগ্রহণ ও লালন-পালনে আল্লাহ্‌র পরেই মাতা-পিতার বড় অবদান। তাঁদের ইহসানের স্বীকৃতি দেয়া হলে আল্লাহ্‌র ইহসানের স্বীকৃতি প্রদান করা হয়। আর তাঁদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করলে আল্লাহ্‌র প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ পায়। মাতা-পিতাকে সন্তুষ্ট রাখা হলে আল্লাহ্ আপনার ওপর সন্তুষ্ট থাকবেন। আপনার কোন অবহেলার কারণে তাঁরা অসন্তুষ্ট হলে আল্লাহ্ আপনার ওপর অসন্তুষ্ট হবেন। মাতা-পিতার সন্তুষ্টিতে আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি, মাতা-পিতার অসন্তুষ্টিতে আল্লাহ্‌র অসন্তুষ্টি। সর্বদাই সন্তানের জন্য মাতা-পিতার সাথে উত্তম আচরণ ও তাঁদের খিদমত করা জিহাদের সমতুল্য বরং কোন কোন সময় এর থেকেও

www.nagorikpathagar.org

বড় কাজ বলে গণ্য হয়। তাদের খিদমতে রত থাকলে মুজাহীদিনের ন্যায় দীন প্রতিষ্ঠাকারীদের দলে গণ্য হওয়া যায়। তখন আল্লাহ্‌র দৃষ্টিতে ময়দানে জিহাদে অংশ গ্রহণকারীদের সমমর্যাদার অধিকারী হওয়া যায়। মাতা-পিতাকে সন্তুষ্ট করার কাজ করলে আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি অবধারিত। মাতা-পিতার খিদমত করার যাকে আল্লাহ্ সুযোগ দান করেছেন তাকে আসলেই আল্লাহ্‌র পথে চলার সুযোগই করে দিয়েছেন। যে এ সুযোগের সদ্ব্যবহার করবে আল্লাহ্ তাকে জান্নাতে স্থান দান করবেন। আর যে এ সুযোগ লাভ করবে না সে ধ্বংসের পথে ধাবিত হবে। আল্লাহ্‌র ঘরের তাওয়াফ করা, হজ্ব এবং ওমরা করা গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত। কেউ যদি মাতা-পিতার খিদমত করতে থাকে আল্লাহ্ তাঁকে হজ্ব ও ওমরাকারীর সমপরিমাণ সাওয়াব প্রদান করবেন। মাতা-পিতার খিদমত ও সম্মান করলে নিজ সন্তানও আপনাকে সম্মান করবে এটা এক চিরন্তন সত্য কথা। আপনি আপনার মাতা-পিতার সাথে উত্তম আচরণ করলে আল্লাহ্ আপনার সন্তানদেরকেও তাই করার নসীব দান করবেন। জাগতিক জীবনে মাতা-পিতার খিদমতে সকল প্রকার বালা-মসিবত ও দুঃশ্চিন্তা দূর হয় এবং প্রশান্তি থাকে। মাতা-পিতার আনুগত্য, খিদমত সম্মান প্রদর্শন থেকে দূরে থাকাটা সন্তানের জন্য এক মারাত্মক অভিশাপ। এতে সন্তানের হায়াতে বরকত এবং রুজি-রোজগারের পথ প্রশস্ত হয় না এবং জাগতিক ব্যাপারে নানান ধরনের সমস্যার সম্মুখীন হয় এবং সর্বদা হতাশায় জীবন অতিবাহিত হয়। জীবনে নানা ধরনের অশান্তি লেগেই থাকে। এক মুহূর্তের জন্যও শান্তিতে বসবাস করতে পারে না।

পিতার পরিচয়ে প্রতারণা

হযরত সাদ (রা)-এর বর্ণনা, রাসূল (স) বলেছেন, যে ব্যক্তি (সন্তান) জেনে শুনে এমন ব্যক্তিকে পিতা বলে পরিচয় দান করে যে তার প্রকৃত পিতা নয়, তার জন্য জান্নাত হারাম। -(বুখারী)

হযরত আবু হোরায়রা (রা)-এর বর্ণনা। রাসূল (স) বলেছেন ঃ তোমরা তোমাদের পিতাকে অস্বীকার করবে না এবং তাদের প্রতি বিমুখতা প্রদর্শন করবে না। যে ব্যক্তি তার পিতাকে অস্বীকার করবে বা পিতা বিমুখতাও প্রদর্শন করবে সে কাফের। -(বুখারী)

www.nagorikpathagar.org

হাদীসে বলা হয়েছে, যে ব্যক্তি তার পিতার পরিবর্তে অন্য কাউকে পিতা বলে পরিচয় দেবে তার ওপর আল্লাহ্‌র অভিশাপ। হযরত আয়েদ ইবনে শুরায়ক (রা) বলেন, একবার আমি হযরত আলী (রা)-কে মঞ্চে বসে ভাষণ দিতে দেখলাম। এরপর আমি তাঁকে বলতে শুনেছি, আল্লাহ্‌র কসম! আমাদের কাছে কিতাবুল্লাহ অর্থাৎ কুরআন ব্যতীত পড়ার মত অন্য কোন গ্রন্থ নেই এবং যা এ সহীফার মধ্যে আছে তাও অনুসরনীয়। এরপর তিনি সে সহীফা খুললে দেখতে পেলাম যে, এতে রয়েছে কিছু সংখক উটের দাঁত এবং তাতে কিছুক্ষত চিহ্ন এবং কিছু সংখ্যক হাদীস। যাতে রাসূল (স) বলেছেন ঃ ঈর থেকে সাওর পর্যন্ত মদীনার যে বিস্তীর্ণ এলাকা রয়েছে এটা সম্মানের বস্তু। যে ব্যক্তি এখানে কোন নতুন পদ্ধতির প্রবর্তন করবে বা ইসলামের পরিপন্থী বিদয়াতীকে স্থান দেবে তার ওপর আল্লাহ্, ফেরেশতা ও সমস্ত মানুষের অভিশাপ বর্ষিত হবে। কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ তার কোন নেক আমলই গ্রহণ করবেন না। আর যে ব্যক্তি এমন লোককে অভিভাবক বলে পরিচয় দেবে যে তার প্রকৃত অভিভাবক নয়, তারও কোন নেক আমল আল্লাহ্ গ্রহণ করবেন না এবং মুসলমানদের দায়িত্ব একই। -(বুখারী)

হযরত আবু বকর (রা)-এর বর্ণনা, তিনি রাসূল (স)-কে বলতে শুনেছেন, যে, ব্যক্তি এমন কোন লোককে পিতা বলে পরিচয় দান করবে, যে তার প্রকৃত পিতা নয় তাহলে সে কাফের হবে এবং যে ব্যক্তি যা তার নয় তা তার বলে দাবী করবে সে আমাদের দলভুক্ত নয় এবং সে যেন তার স্থান জাহান্নামে খুঁজে নেয়। আর যে ব্যক্তি এমন কোন লোককে কাফের বলবে যে মূলত কাফের নয় বা কাউকে আল্লাহ্‌র দুশমন বলে সম্বোধন করবে অথচ সে আল্লাহ্‌র শত্রু নয় তাহলে তা তার ওপরই বর্তাবে। -(মুসলিম)

সন্তান লাভের কামনা

সন্তানের আকাংখা কে না করে। এমন কোন ঘর নেই যেখানে সন্তানের চাহিদা নেই। অতএব, সন্তানের উপস্থিতিতে সংসারে বরকত আসে এবং সন্তানই সংসারের শোভা বৃদ্ধি করে। যে সংসার শোভা সৌন্দর্যহীন যে সংসারে নিষ্পাপ শিশুর আশায় জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত কাটিয়ে থাকে। নব-বিবাহিতারা কল্পনা রাজ্যে বিচরণ করতে থাকে আর তারা ভাবে কখন কোল আলোকিত করে শিশুর গমন ঘটাবে সে জন্য অপেক্ষমান থাকে। কখন সে শিশু আম্মা আম্মা বলে ডাকবে এর জন্যই

www.nagorikpathagar.org

উৎগ্রীব থাকে আর শিশুর জীবনের বিভিন্ন স্তরে আনন্দ অবলোকের জন্য সে ব্যস্ত হয়। এ আনন্দের জন্য সে দিন গুণে নিজের আত্মিক আনন্দে অভ্যন্তরীণ সুস্থতা অনুভব করে। এরপর সন্তান লাভে কৃতজ্ঞতায় আল্লাহ্‌র কাছে মস্তক অবনত করে ভাবতে থাকে যে, তার মত দুর্বল অস্তিত্বের ওপর আল্লাহ্ কত বড় নিয়ামত প্রদান করেছেন এবং তার অস্তিত্বকে মানব সমাজের জন্য কত অমূল্য ও প্রয়োজনীয় সম্পদ হিসেবে চিন্তা করা হয়েছে। আল্লাহ্ মহিলাদের প্রকৃতি কিছুটা এমন করেই সৃষ্টি করেছেন যে, তারা তাদের সমগ্র জীবনটাই সন্তানের জন্য মনে করে এবং সন্তানের জন্য জীবন বিসর্জন দিয়ে সীমাহীন প্রশান্তি ও আনন্দ অনুভব করে। একটা সুদীর্ঘ সময় পর্যন্ত সে নিজের কলিজার টুকরাকে শরীর ও মনের শরীক রেখে প্রতি মুহূর্তে প্রহর গুণতে থাকে এবং যখন আল্লাহ্ নিজ কুদরতে একটি শিশু উপহার দিয়ে তার কোল আলোকিত করে দেন এবং তখন স্নেহের দৃষ্টিতে সে নবজাতকের প্রতি দৃষ্টি ফেলে তখন সে চিন্তার জগত থেকে সে সব ধরনের দুঃখ-কষ্টের অবসান হয়ে যায়। এ সময়টাই হচ্ছে শিশুর লালন-পালনের জন্য ত্যাগ স্বীকারের পর্যায়। কিন্তু প্রকৃত ঘটনা হচ্ছে, তখন থেকেই আল্লাহ্ তার প্রতি সেবার মত মহান দায়িত্ব অর্পণ করেছেন। এজন্য আল্লাহ্ উদারতার সাথে তাদের অসাধারণ আবেগ, দুঃখ-কষ্ট স্বীকারের দৃষ্টান্তহীন ধৈর্য এবং সন্তান প্রতিপালনের জন্য মহিলাদের মধ্যে মহান নৈতিক যোগ্যতাবলীও সন্নিবেশিত করেছেন।

অতএব নিজ দায়িত্বেই মহিলারা শুধু এসব দুঃখ-কষ্ট ত্যাগ স্বীকার করে না বরং প্রকৃতির দাবী অনুযায়ী দুঃখ-কষ্ট ও ত্যাগ স্বীকার করে সীমাহীন আনন্দও অনুভব করে আর সন্তান জন্মদানের জন্য বার বার মৃত্যুর ক্ষেত্রে তুলনাবিহীন সাহস সে রাখে। যে সন্তানের লালন-পালন ও রক্ষণা-বেক্ষণে সে নিজের সাধ-আহলাদ বিসর্জন দিয়ে প্রশান্তি ও আনন্দ লাভ করে।

মুসলিম মহিলাগণের বৈশিষ্ট্য

যদি মহিলাদের চিন্তা-চেতনা ইসলামী ধ্যান-ধারনাভিত্তিক হয়, তখন দুঃখ-কষ্ট সহ্যের প্রতিটি স্তরে সে আল্লাহ্‌র পথে জিহাদে লিপ্ত আছে বলে চিন্তা-ভাবনা করে। আর সে মনে করে যে, সে ইবাদতে নিমজ্জিত রয়েছে।

www.nagorikpathagar.org

ইসলাম প্রত্যেক মহিলার অন্তরে এ আস্থা ও অবস্থার পরিবেশ সৃষ্টি করে যে, মহিলাদের এ জাগতিক জীবনেই সীমাবদ্ধ নয় এবং তার দুঃখ-কষ্ট, ত্যাগের প্রতিটি কাজ আল্লাহ্‌র দৃষ্টিতে ইবাদত ও জিহাদের সমতুল্য। অন্যান্য ধর্মাবলম্বী মহিলাদেরও এতে অবদান রয়েছে কিন্তু মুসলিম মহিলাদের দৃষ্টি চিরকালীই এসব নিয়ামতসমূহের প্রতিও নিবদ্ধ থাকে। আর এসব নিয়ামতকে পরকালীন নিয়ামত হিসেবেও গণ্য হয়। মুসলমান মহিলার বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, সন্তানদের জন্য বিভিন্ন দুঃখ-কষ্ট সহ্য করে, নিজের সীমাহীন ত্যাগ-তিতিক্ষার পরিবর্তে সে শুধু পার্থিব উপকারই লাভ করে না বরং পরকালীন জীবনে আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি অর্জনে ধন্য হবে।

মুসলিম মহিলাদের চিন্তা-চেতনার একটি উত্তম দিক হচ্ছে, তারা যদিও সুন্দর ও সুষ্ঠুভাবে এ দায়িত্ব পালনের পর দুর্ভাগ্যবশত পার্থিব কল্যাণের দিক থেকে বঞ্চিতও হয় তখনও সে নিরাশ বা হতাশ হয় না বা দায়িত্ব পালনে অনীহা প্রকাশ করে না বরং সে অত্যন্ত আন্তরিক আবেগেই এ দায়িত্ব পালন অব্যাহত রাখে। সন্তানদের জন্য সব ধরনের দুঃখ সহ্য এবং ত্যাগ স্বীকারের পরও যদি সে সন্তানদের কাছ থেকে কোন সুখ-শান্তি নাও পায় সন্তানরা যদি তার আশা-আকাঙ্ক্ষা ও স্বপ্নকে ভেঙ্গে চূড়মারও করে, তাহলেও সে নিরাশার শিকারে পতিত হয়ে নিজ কাজে ব্যর্থ হয়েছে এমনও ভাবে না। আর তাতে ভবিষ্যতের জন্যও সে বিকল্প পথে ভুল চিন্তাও করে না। কেননা সে ভাবে যে, মুমিন মহিলার প্রকৃত সাফল্যই হচ্ছে পরকালীন সাফল্য। একথা ভেবেই সে সবসময় সান্ত্বনা অনুভব করে যে, আল্লাহ্ আখিরাতে তার কাজের প্রতিদান অবশ্যই প্রদান করবেন। আর এ প্রতিদান এতই বিপুল পরিমাণ যে, তাতে আক্ষেপের কোন প্রশ্নই থাকতে পারে না আর সেখানকার প্রতিদান ছিনিয়ে নেয়ারও কোন আশংকা নেই। তাই তার ঃসমগ্র জীবনে সে সকল কাজকে ইবাদত ও আল্লাহ্‌র পথে জিহাদ মনে করেই এতে তৎপর তা প্রকাশ করে।

রাসূল (স) বলেছেন ঃ

اَلْمَرْاَةُ اِذَا حَمَلَتْ كَانَ لَهَا اَجْرُ الصَّائِمِ الْقَائِمِ الْمُحْبَتِ الْمُجَاهِدِ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَاِذَا ضَرَبَهَا الطَّلَقُ فَلَا تَدْرِىْ

www.nagorikpathagar.org

الْخَلَائِقِ مَا لَهَا مِنَ الْأَجْرِ وَإِذَا وَضَعَتْ كَانَ لَهَا بِكُلِّ مَضَّةٍ أَوْرِضْعَةٍ أَجْرُ نَفْسٍ تَحْيِيهَا وَإِذَا أَفْطَمَتْ ضَرَبَ الْمَلَكُ عَلَىٰ مَنْكِبِهَا وَقَالَ اِسْتَانِفِي الْعَمَلَ ـ كنز العمال

"যখন মহিলা আশায় থাকে, তখন গর্ভ ধারণের সম্পূর্ণ সময়টাই সে প্রতিদান ও সওয়াব পায়। যেমন সওয়াব ও প্রতিদান একজন রোযাদার, রাত জাগরণকারী, আনুগত্যকারী এবং আল্লাহ্‌র পথে জিহাদকারী পেয়ে থাকে এবং শিশু ভূমিষ্ঠ হবার সময়কার কষ্টের বিনিময়ে যে প্রতিদান ও সওয়াব এর অনুমান অন্যান্য সৃষ্টজীব করতে পারে না। সে সওয়াব যে কি এবং তা কত ধারণা করাই যায় না। মহিলার চীৎকারের পর যখন শিশু জন্ম নেয় তখন দুধের প্রতিটি ঢোকে সে সওয়াব ও প্রতিদান প্রাপ্ত হয় যা একজনকে জীবনদানের জন্য পাওয়া যায় এবং যখন দুধ ছাড়ানো হয় তখন আল্লাহ্‌র ফেরেশতা তার কাঁধে হাত রেখে তাকে বলতে থাকে (আল্লাহ্‌র দাসী!) এখন পরবর্তী গর্ভ ধারণের প্রস্তুতি গ্রহণ কর।"

মায়ের আশা-আকাঙ্ক্ষা

স্বাভাবিকভাবেই নিজের জীবনকে বিপদাপন্ন করে যে মহিলা বার বার দেহ ও জীবনী শক্তিকে নিঃশেষ করে সন্তান জন্ম ও লালন-পালন করে সে সে সন্তানের কাছে অবশ্যই কিছু না কিছু পাবার আশা করে থাকে। আন্তরিক আকাঙ্ক্ষা থাকে যে, তার সন্তানদের ভবিষ্যতে সুমানুষে পরিণত হোক, ভাগ্যবান হোক, খিদমত গুজার হোক, মায়ের চিন্তাধারা ও আদর্শ অনুযায়ী উত্তম ভবিষ্যত গঠনকারী হোক, দীনের সংরক্ষক হোক, তুলনাবিহীন অনুগত হোক। সে যখন দেখে যে, সন্তানরা তার স্বপ্ন-সাধকে বাস্তবে রূপ দান করছে ও ইচ্ছানুযায়ী লালিত পালিত হচ্ছে এবং আল্লাহ্ তাদেরকে উৎকর্ষের চরম পর্যায়ে উপনীত করেছেন তখন মায়ের এক্ষেত্রে আনন্দের সীমা-পরিসীমা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না।

সন্তান সম্পর্কে অভিযোগ

এ সন্তান যাদের খিদমতে দুর্বল মা রাত-দিন সীমাহীন পরিশ্রমে জীবন ব্যয় এবং হাত প্রসারিত করে সবসময় দোয়া করে থাকে, তারাই যদি মায়ের স্বপ্ন ও আশা-ভরসাকে নাস্তানাবোধ করে নাফরমান ও বিদ্রোহী হয়

www.nagorikpathagar.org

তখন সে মায়ের মানসিক অবস্থা কি দাঁড়ায়। তখন তার সে মানসিক ও অন্তরের জ্বালা এবং যাতনা কথা দিয়ে প্রকাশ করা সম্ভব নয়। বর্তমানে কিছু পরিবার ব্যতীত প্রায় প্রত্যেক পরিবারে একই অবস্থা ও হা-হুতাশ। সবার মুখে একই কথা সন্তানদের অবস্থা বর্ণবিহীন সন্তান-সন্ততি বিপথগামী। পুত্র হোক বা মেয়ে হোক মাতা-পিতার অধিকার সম্পর্কে তারা গাফেল। মাতা-পিতার প্রতি সম্মান ও আনুগত্য প্রকাশ একেবারেই যেন তাদের ধ্যান-ধারণায় নেই। এতই গাফেল যে মাতা-পিতার সাথে আচরণ, সন্তুষ্টি, খিদমত, সম্মান প্রদর্শন, আবেগ-অনুভূতি ইত্যাদির প্রতি দৃষ্টি রাখা যেন এক অবাস্তব অবস্থা। সবারই একই অভিযোগ, সন্তানরা অকৃতজ্ঞ ও বিদ্রোহী ও বিপথগামী হয়ে ওঠছে।

সন্তানের অধিকার সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা

সকল মাতা-পিতাই এটা কামনা করে যে, তার সন্তান তার অন্তরের প্রশান্তি হিসাবে গণ্য হোক। দুনিয়া ও আখিরাতে তার জন্য হোক উজ্জ্বল এবং সমাজে হোক কল্যাণকর। নিঃসন্দেহে আপনার এ মনোবাসনা ও আকাঙ্ক্ষা উত্তম। কিন্তু কোন আকাঙ্ক্ষাই শুধুমাত্র ইচ্ছা ও দোআর মাধ্যমে পূরণ হয় না। এসব দোআ আকাঙ্ক্ষাও পবিত্র; কিন্তু শুধু দোআ ও আকাঙ্ক্ষা অনুসারে সঠিকরূপে চেষ্টার হক আদায় না করা হলে তা কখনো সাফল্যে পরিণত হবে না। সন্তানের জন্য উত্তম এবং উজ্জ্বল ভবিষ্যতের আশা-আকাঙ্ক্ষা কে না করে। কোন মাতা-পিতাই এ আশা করে না যে, তার সন্তান বিপথগামী হোক? সন্তানের মন্দ কাজ এবং পথভ্রষ্টতায় কার না অন্তর জর্জরিত হয়, সন্তান যদি করণীয় কাজে লজ্জিত ও ব্যর্থ হয় তাহলে যে কোন্ মাতা-পিতার চোখ দিয়ে রক্তের অশ্রু প্রবাহিত হওয়াটাই স্বাভাবিক। আর যদি তাদের সার্থক ভবিষ্যত দেখে তখন যে কোন্ মাতা-পিতাই আনন্দিত হয় এটাই স্বাভাবিক। এসব ক্ষেত্র শুধু উত্তম আবেগ-অনুভূতির মাধ্যমেই উদ্দেশ্য সফল হতে পারে না। সন্তানের উজ্জ্বল ভবিষ্যতের জন্য আরো ব্যাপক আকারে প্রয়োজন হচ্ছে তাদেরকে অধিকার সম্পর্কে সুস্পষ্ট শিক্ষা দেয়া ও তাদের অধিকার আদায়ের প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখা। আপনি নিজ দায়িত্ব সঠিক-সুন্দর ও সুষ্ঠুভাবে পালনের পরই সন্তানদেরকে এ অধিকার সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণাই দিতে পারেন কিন্তু যদি না করেন তখন আপনি কিভাবে তাদের অধিকার আদায় করবেন। এসব কি আপনার সন্তানের ক্ষেত্রে চিন্তা-ভাবনার বিষয় নয় কি?

www.nagorikpathagar.org

সন্তানের অধিকারগুলো আদায়ের ক্ষেত্রে আপনাকে এমন বিচক্ষণ হওয়া অত্যাবশ্যক যে, এটা আপনার দীনি দায়িত্ব এ অধিকারসমূহ আল্লাহ্ জাগতিক জীবনে মানুষের জন্য নির্ধারণ করে দিয়েছেন এবং পরকালে তিনি এ ব্যাপারে আপনাকেও জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে।

রাসূল (স) বলেছেন ঃ

وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ زَوْجِهَا وَوَلَدِهٖ فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُوْلٌ عَنْ رَعِيَّتِهٖ - متفق عليه

"এবং মহিলা নিজ স্বামীর ঘর ও তার সন্তানের রক্ষক। তোমরা সবাই নিজ নিজ অবস্থা অনুযায়ী রক্ষক এবং তোমাদের সকলের কাছেই তাদের ব্যাপারে জিজ্ঞেস করা হবে।" -(বুখারী, মুসলিম)

অতএব নিঃসন্দেহে বলা যায় যে পিতাও নিজ সন্তানের রক্ষক এবং তাদের অধিকারসমূহের রক্ষণা-বেক্ষণকারী। কিন্তু এটা বাস্তব সত্য যে, মায়ের দায়িত্ব এক্ষেত্রে কিছুটা অধিক। কারণ পিতা জীবিকার প্রয়োজনে অধিক সময় ঘরের বাইরে অবস্থান করে। মাতাই ঘরে সবসময় সন্তানদের সাথে থাকেন তাই সন্তানও মায়ের প্রতি অধিক অনুগত হয়। এক্ষেত্রে সন্তানদের রক্ষণা-বেক্ষণে লক্ষ্য রাখার দায়-দায়িত্ব মায়েরই বেশী তাই এ পরিবেশে সন্তান মায়ের প্রভাব অনেকটাই গ্রহণ করে।

সন্তানের অধিকারসমূহ

সন্তানদের দায়িত্বাবলী সুন্দর ও সুষ্ঠুভাবে লালন-পালনে তাদের অধিকারসমূহের হক আদায়ে যে উচ্চাঙ্গের নৈতিক চারিত্রিক গুণাবলীর প্রয়োজন তা আল্লাহ্ পুরুষদের তুলনায় মহিলাদেরকেই কিছুটা অধিক পরিমাণে দান করেছেন। কেননা ধৈর্য, আত্মত্যাগ, দয়া ও নম্রতা এবং ভালবাসার এসব মৌলিক গুণাবলী পুরুষদের তুলনায় মহিলাদের অধিক আর' এজন্যই আল্লাহ্ তাদের ওপর যেসব দায়িত্ব অর্পণ করেছেন তা পালনের জন্য যেসব গুণাবলীর প্রয়োজন তা তাদের মধ্যে অধিক পরিমাণে বিদ্যমান রয়েছে।

এ প্রসঙ্গে আমরা নিম্নোক্ত বিষয় নিয়ে আলোচনা করব। (১) সন্তানের কদর ও মূল্য (২) লালন-পালন (৩) সুন্দর আচরণ (৪) ভাল নাম রাখা (৫) স্নেহ এবং ভালবাসা (৬) শিক্ষা এবং প্রশিক্ষণ (৭) বিবাহ।

www.nagorikpathagar.org

আলোচ্য এ সাত প্রকারের সুচিন্তিত দিক ও অধিকার সামনে নিয়ে আমরা এবার বিস্তারিত আলোচনা তুলে ধরব। সন্তানের জন্য আন্তরিক দোয়ার সাথে সাথে এসব অধিকারে সুগভীর ধারণা এবং তা আদায়ের পরিপূর্ণ ব্যবস্থাই আপনার সন্তান আপনার হৃদয়ে প্রশান্তি দান করবে এবং সেগুলো তাদের জন্য জীবনে আলোবর্তিকা হিসেবে গণ্য হবে।

সন্তানের মূল্যায়ন

সন্তানের সর্বপ্রথম গুরুত্বপূর্ণ অধিকার হচ্ছে সন্তানের প্রতি এ বিষয়ে আপনার মর্যাদা ও মূল্যের অনুভূতি থাকা সন্তানের জীবনকে আপনার ক্ষেত্রে মুসিবত মনে করে বিরক্ত হওয়া অনুচিত। এক্ষেত্রে সন্তানকে নিজের জন্য আল্লাহ্‌র অসীম রহমত ও নিয়ামত মনে করা উচিত। আপনি যদি সন্তানের জীবন পরিচালনায় অক্ষম হন তাহলে তার অন্যান্য অধিকার কখনও আদায় করতে পারবেন না বা অন্যান্য অধিকার আদায়ে সফলও হবেন না। মাতা-পিতার জন্য সন্তানের সাথে সঠিক আচরণের ক্ষেত্রে তার সঠিক মর্যাদা এবং মূল্য জানা প্রয়োজনীয় এক ব্যাপার। সন্তান-সন্ততি হচ্ছে আল্লাহ্‌র নিয়ামত বিশেষ। তারা ঘরের শোভা, বরকত, দীন-দুনিয়ার কল্যাণের উৎস। জাগতিক জীবনে সন্তান যদি আপনার মান-মর্যাদা রক্ষায় সচেষ্ট হয় তাহলে সে আপনার জীবনের সাহায্যকারী হিসেবে বিবেচিত হবে। আর যদি আপনার আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণে আদর্শের সংরক্ষণ ও প্রচারের মাধ্যম হয় তখন আপনার জীবনে যে আনন্দের উৎস ধারা প্রবাহিত হতে থাকবে সে কথা বলার অপেক্ষা রাখে না। আর যদি দেখেন যে আপনার প্রতিষ্ঠিত আদর্শিক নিয়ম-প্রথাকে সে সুপথে পরিচালিত রাখে এবং পরবর্তীতে আপনার উত্তরাধিকার হয়ে সে আপনার অবদান ও চিন্তা-চেতনাকে উজ্জীবিত রাখবে তখন এটা যে আপনার ক্ষেত্রে আল্লাহ্‌র কত বড় নিয়ামত তা কল্পনাই করা যায় না।

এটাই স্বাভাবিক এ দীনি দৃষ্টিকোণ থেকেও সন্তান আল্লাহ্‌র তুলনা-বিহীন এক পুরস্কার এবং দীনি কাজে সেও আপনার উত্তম সাহায্যকারী ও উত্তরাধিকার। দীনি কাজের সহচররূপে সেও আপনার অন্তরের প্রশান্তি, আদর্শের সংরক্ষক এবং সুযোগ্য উত্তরাধিকারী। এজন্যই রাসূল (স) আল্লাহ্‌র কাছে দোয়া করেছেন ঃ

رَبِّ هَبْ لِىْ مِنْ لَّدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً ـ

www.nagorikpathagar.org

"হে আমার আল্লাহ্! তুমি তোমার কাছ থেকে আমাকে পবিত্র সন্তান দান কর।"

এ দোয়াটির উদ্দেশ্য এটাই। আর তা হচ্ছে, সন্তান-সন্ততি পিতার পর দীনি উত্তরাধিকারী হবে ও পিতার মনোবাসনা পূর্ণ করে বাস্তবে রূপ দান করবে।

فَهَبْ لِىْ مِنْ لَّدُنْكَ وَلِيًّا ـ يَرِثُنِىْ وَيَرِثُ مِنْ اٰلِ يَعْقُوْبَ ـ

"হে আমার রব! তুমি তোমার কাছ থেকে আমাকে একজন উত্তরাধিকারী দান কর। এ উত্তরাধিকারী হবে আমার ওয়ারিস এবং ইয়াকুবের পরিবারের মিরাসও প্রাপ্ত হবে।"

অর্থাৎ হযরত ইয়াকুব (আ)-এর পরিবার থেকে দীনের যে আলো বিচ্ছুরিত হয়ে জগত আলোকিত হয়েছিল এর ওয়ারিস হবে এবং সে আলো কখনো নিভে যেতে দেবে না। প্রকৃত কথা হচ্ছে নেক সন্তান-সন্ততি জাগতিক জীবনে বিরাট মান-ইজ্জতের মাধ্যম এবং আখিরাতেও অফুরন্ত সওয়াব ও পুরস্কারের মাধ্যম বলা যায়।

জান্নাতে বিশেষ মর্যাদা

যদি আপনার জীবদ্দশায় সন্তানের মৃত্য হয় আর আপনি সে শোক সবর ও ধৈর্য সহকারে মেনে নেন তাহলে সন্তান আপনার জন্য আখিরাতের সঞ্চয়, জান্নাতের ওসিলা এবং বিরাট মান-ইজ্জতের মাধ্যম হিসেবে গণ্য হবে। আল্লাহ্ আপনাকে এ সবরের বিনিময়ে জান্নাতে আপনার জন্য একটি বিশেষ ধরনের মহল তৈরি করবেন। যার নাম হবে "শোকরের মহল।" হযরত আবু মূসা আশআরী (রা)-এর বর্ণনা, রাসূল (স) বলেছেন ঃ

اِذَا مَاتَ وَلَدُ الْعَبْدِ قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى لِمَلَائِكَتِهٖ قَبَضْتُمْ وَلَدَ عَبْدِىْ فَيَقُوْلُوْنَ نَعَمْ فَيَقُوْلُ قَبَضْتُمْ ثَمَرَةَ فُؤَادِهٖ فَيَقُوْلُوْنَ نَعَمْ فَيَقُوْلُ فَمَاذَا قَالَ عَبْدِىْ فَيَقُوْلُوْنَ حَمِدَكَ وَاسْتَرْجَعَ فَيَقُوْلُ اللّٰهُ تَعَالٰى اَبْنُوْا لِعَبْدِىْ بَيْتًا فِى الْجَنَّةِ وَسَمُّوْهُ بَيْتَ الْحَمْدِ ـ

جامع ترمذى

"বান্দার যখন কোন সন্তান মারা যায় তখন আল্লাহ্ ফেরেশতাগণের জিজ্ঞেস করেন, তোমরা আমার বান্দার সন্তানের রূহ কবয করে নিয়েছ। ফেরেশতারা বলেন জ্বী–হ্যাঁ। কবজ করে নিয়েছি। এরপর আল্লাহ্ জিজ্ঞেস

www.nagorikpathagar.org

করেন তোমরা তার কলিজার টুকরার রূহ কবজ করেছ! ফেরেশতারা বলেন জ্বী–হ্যাঁ। কবজ করে নিয়েছি। এ সময় আল্লাহ্ জিজ্ঞেস করেন, এরপর আমার বান্দা কি বলেছে? ফেরেশতারা বলেন, তোমার বান্দা তোমার প্রশংসা করেছে এবং এ মুসিবতে সে 'ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন' পড়েছে। একথা শুনে আল্লাহ্ ফেরেশতাগণকে তার বান্দার জন্য জান্নাতে একটি মহল তৈরির এবং সে মহলের নাম "শোকরের মহল" রাখার আদেশ করেন।"

"হযরত উম্মে হাবিবা (রা)-এর বর্ণনা, আমি হযরত আয়েশা (রা) এর কাছ বসেছিলাম। এমন সময় রাসূল (স) তাশরীফ এনেছেন। তিনি (স) বলেন, যে মুসলমান দম্পতির তিনটি নাবালেগ সন্তান মারা যায় তাহলে এ শিশুরা কিয়ামতের দিন জান্নাতের দরজায় দাঁড়িয়ে থাকবে এবং যখন তাদেরকে জান্নাতে প্রবেশের কথা বলা হবে তখন এসব নিষ্পাপ শিশু বলবে যে, যতক্ষণ আমাদের মাতা-পিতাকে জান্নাতে দাখিল করা না হবে ততক্ষণ আমরা জান্নাতে প্রবেশ করতে পারব না। তখন আল্লাহ্ নির্দেশ দেবেন যে, যাও তোমরা এবং তোমাদের মাতা-পিতা সকলেই জান্নাতে প্রবেশ কর।" –(তিবরানী)

সন্তান সাদকায়ে জারীয়া স্বরূপ

আপনি যদি সন্তানের জীবদ্দশায় মৃত্যুবরণ করেন তখন সন্তান আপনার জন্য এমন এক সদকা হিসেবে বিবেচিত হবে যার সওয়াব আপনার আমলনামায় ক্রমগতভাবেই লিখা হবে। মৃত্যুর সাথে সাথেই মানুষের আমলের সুযোগের পরিসমাপ্তি হয়। কিন্তু সে যদি নেক সন্তান রেখে যায় তাহলে তা এমন এক নেক আমল হিসেবে বিবেচিত হয় যার সওয়াব মৃত্যু পরবর্তী জীবনেও লিখা হতে থাকবে। হযরত আবু হোরায়রা (রা)-এর বর্ণনা, নবী করীম (স) বলেছেন ঃ

اِذَا مَاتَ الْاِنْسَانُ اِنْقَطَعَ عَمَلُهُ اِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ، صَدَقَةٌ جَارِيَةٌ اَوْ عِلْمٌ يُنْتَفَعُ بِهِ اَوْ وَلَدٌ صَالِحٌ يَدْعُوْلَهُ ـ صحيح مسلم

"মানুষের যখন মৃত্যু হয় তখন তার আমলের সুযোগ শেষ হয়ে যায়। কিন্তু তিনটি কাজ এসবের সওয়াব মৃত্যুর পরও পেতে থাকে আর তা হচ্ছে

www.nagorikpathagar.org

এমন সদকা দান যা এর পরও পেতে থাকে বা এমন ইলম বা জ্ঞান রেখে যান যে এরপরও মানুষ তা থেকে উপকৃত হতে থাকে বা এমন নেক সন্তান রেখে যাওয়া হয় যে, মৃত্যুর পর তার জন্য দোয়া করতে থাকে।"

"হযরত আবু হোরায়রা (রা) বলেছেন যখন মাইয়েতের মর্যাদা বৃদ্ধি হয় তখন সে আশ্চর্যান্বিত হয়ে জিজ্ঞেস করে, এটা কেমন করে সম্ভব হল? তখন আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে তাকে বলা হয় যে, তোমার সন্তান তোমার জন্য মাগফিরাতের জন্য দোয়া করছে এবং আল্লাহ্ সে দোয়া কবুল করেছেন।"

"হযরত ইবনে সিরীন (র.) বলেছেন, আমরা এক রাতে আবু হোরায়রা (রা)-এর কাছে বসেছিলাম। এ সময় তিনি দোয়ার জন্য হাত ওঠিয়ে বিনয়ের সাথে বলেন, হে আমার আল্লাহ্! আবু হোরায়কে ক্ষমা কর। হে আল্লাহ্! আবু হোরায়রার মাকে ক্ষমা কর এবং হে আল্লাহ্! সে সকল লোককেও ক্ষমা কর যারা আবু হোরায়রা ও তার মায়ের জন্য মাগফিরাতের দোয়া করে। সুতরাং আমরা সবসময় হযরত আবু হোরায়রা (রা) এবং তাঁর মায়ের জন্য মাগফিরাতের দোয়া করে থাকি। যাতে আবু হোরায়রা (রা) এর দোয়ায় অংশীদার হতে পারি।"

সন্তান হত্যা জঘন্যতম পাপ

ইসলামে সুচিন্তিত দিক-নির্দেশনা সঠিকভাবে পালন ও সচেষ্ট না থাকায় মুসলমান সমাজ বর্তমান নানান কারণে দুঃখজনক বিপর্যয়ে সম্মুখীন ও শিক্ষাণীয় পতনে ক্ষত-বিক্ষত। বিশ্বে সামনের দিকে অগ্রসর হওয়া ও উন্নতি অর্জনের সাহসও হারিয়েছে এবং আখিরাতের মর্যাদা অর্জনের শিক্ষাও ভুলে যাচ্ছে। এ সত্ত্বেও দীনী শিক্ষার সাথে সম্পর্ক রক্ষার কারণে মুসলমান মহিলাদেরই এ বিশেষ মর্যাদা ও বৈশিষ্ট্য রয়েছে যে, তারা কিছু গুনাহর ব্যাপারে চিন্তাও করতে পারে না যেসব গুনাহতে অন্যান্য মহিলা লিপ্ত রয়েছে বা খুব সহজেই তাতে লিপ্ত হওয়া যায়।

এ মারাত্মক পাপ দূর করার জন্য ইসলাম একদিকে মাতা-পিতার অন্তরে মানব জীবনের মর্যাদার গভীর অনুভূতি এবং সন্তানের প্রতি দরদ সৃষ্টি করেছে। অন্যদিকে সন্তান হত্যাকে এতই মারাত্মক পাপ হিসেবে বিবেচনা করে শিরকের মত জঘন্য গুনাহ হিসেবে চিহ্নিত করেছে।

www.nagorikpathagar.org

পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে ঃ

قُلْ تَعَالَوْا اَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ اَلَّا تُشْرِكُوْا بِهٖ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا وَلَا تَقْتُلُوْا اَوْلَادَكُمْ مِنْ اِمْلَاقٍ ـ الانعام : ١٥١

"(হে রাসূল!) তাদেরকে বলুন যে, এস আমি তোমাদেরকে বলি যে, তোমাদের রব তোমাদের ওপর কি কি বস্তু নিষিদ্ধ করেছেন। তাঁর সাথে কাউকে শরীক করবে না এবং মাতা-পিতার সাথে সুন্দর আচরণ করা ও দারিদ্রের ভয়ে সন্তান হত্যা করবে না।" –(সূরা আল আনআম ঃ ১৫২)

রাসূল (স) এ ভয়াবহ বিপর্যয় থেকে সমাজকে পবিত্র করার ওপর এত গুরুত্ব প্রদান করেন যে, বাইয়াতে আকাবায় সর্বপ্রথম আনসারদের কাছ থেকে যেসব প্রয়োজনীয় বিষয়ে ওয়াদা নিয়েছিলেন এর মধ্যে প্রধান শর্ত ছিল, তারা যেন সন্তানদেরকে হত্যা না করে। রাসূল (স)-এর দরবারে যেসব মহিলা উপস্থিত হত তাদের কাছ থেকেও তিনি এ ব্যাপারে প্রতিশ্রুতি নিয়েছেন। হুদাইবিয়ার সন্ধি পরবর্তী যেসব মহিলা ইসলাম গ্রহণ করেন তাদের কাছ থেকেও সে প্রতিশ্রুতিই নিয়েছিলেন। তিনি ঈদের সমাবেশেও মহিলাদের কাছ থেকে অন্যান্য বিষয়ের সাথে সাথে এ সংক্রান্ত প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করেছেন।

"হযরত উবায়দা (রা) বিন সামিত বর্ণনা করেছেন, একবার আমরা রাসূল (স)-এর কাছে ছিলাম। তিনি আমাদেরকে বলেন, আমার কাছে একথার ওপর বাইয়াত কর যে, তোমরা কাউকে আল্লাহ্‌র সাথে শরীক করবে না, চুরি করবে না, বদকাজ থেকে বিরত থাকবে এবং নিজ সন্তানকে হত্যা করবে না। এ প্রতিশ্রুতি যে ব্যক্তি পূরণ করবে তার পারিশ্রমিক আল্লাহ্‌র জিম্মায়। আর যে ব্যক্তি এর মধ্য থেকে কোন গর্হিত কাজ করবে তাকে আইনের অধীনে শাস্তি দান করাই হবে তার গুনাহর কাফ্‌ফারা। আর যার গুনাহ দুনিয়াতে কারোর ওপর প্রকাশ পেল না তাহলে তা আল্লাহ্‌র জিম্মায় রয়েছে, ইচ্ছা হলে তিনি ক্ষমাও করে দিতে পারেন আর ইচ্ছা হলে শাস্তিও প্রদান করতে পারেন।"

সন্তান হত্যার কিছু কারণ

অজ্ঞতার যুগে অনেক দেশেই সন্তান হত্যা প্রচলিত ছিল। তবে এর প্রচলন বেশি ছিল রোমে। সেখানে প্রকাশ্যভাবেই সন্তান হত্যা করা হত।

www.nagorikpathagar.org

এর কোন বিচার হত না। ভারতের রাজপূতদের মধ্যে এ ভয়ানক ব্যাধি এখনো চালু রয়েছে এবং আরবীয়দের নির্দয়তা ও নিষ্ঠুরতার কাহিনী এখনো কিংবদন্তী হয়ে আছে মানব অন্তরে।

এ বিষয়ে সন্তান হত্যার তিনটি কারণ ছিল। কিছু জ্ঞানহীন একে ধর্মীয় কাজ মনে করে দেব-দেবীকে সন্তুষ্ট করার উদ্দেশ্যে তাদের কাছে নিজ শিশুকে কুরবানী হিসেবে নজরানা দিত। মানত করে যে, যদি আমার অমুক কাজ সমাধা হয়ে যায় তখন আমার শিশুকে উৎসর্গ করব। এ নৃশংসতামূলক কাজ শুধু পুরুষরাই করেনি বরং মহিলারাও নির্দয়তায় শামিল হত। একবার হযরত আবদুল্লাহ বিন আব্বাস (রা)-এর কাছে এক মহিলা এসে বলে, "আমি মানত মেনেছিলাম যে, নিজ শিশুকে কুরবানী করব? তিনি বলেন, কখনো এমন কাজ করবে না। মানতের কাফ্ফারা আদায় করে দাও।" –(মুয়াত্তা ইমাম মালেক)

পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে যে, তারা প্রকাশ্য ক্ষতির মধ্যে নিমজ্জিত রয়েছে।

وَكَذٰلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيْرٍ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ قَتْلَ اَوْلَادِهِمْ شُرَكَاؤُهُمْ لِيُرْدُوْهُمْ وَلِيَلْبِسُوْا عَلَيْهِمْ دِيْنَهُمْ ـ وَلَوْ شَاءَ اللّٰهُ مَا فَعَلُوْهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُوْنَ ـ

"এবং এমনিভাবে তাদের শরীকেরা বহুসংখ্যক মুশরিকের জন্য তাদের নিজেদের সন্তানকে হত্যা করার কাজকে অত্যন্ত আকর্ষণীয় করে দিয়েছে। যেন তারা তাদেরকে ধ্বংসের মধ্যে নিমজ্জিত করে এবং তাদের কাছে তাদের দীনকে সন্দেহপূর্ণ করে দেয়।" –(সূরা আল আনআম ঃ ১৩৭)

قَدْ خَسِرَ الَّذِيْنَ قَتَلُوْا اَوْلَادَهُمْ سَفَهًا بِغَيْرِ عِلْمٍ ـ الانعام : ١٤٠

"নিশ্চিতই ক্ষতির মধ্যে নিমজ্জিত সেসব মানুষ যারা নিজেদের সন্তানদেরকে মূর্খতা ও অজ্ঞতার কারণে হত্যা করেছে।" –(সূরা আল আনআম ঃ ১৪০)

কিছু অজ্ঞান তার জীবিকাতে অংশ নিয়ে তাকে দারিদ্র্য ও দুশ্চিন্তায় নিক্ষেপ করবে এমন কম্পিত ভয়-ভাবনায় নিজ সন্তানকে হত্যা করেছে। এজন্য এদের প্রতি কুরআনে সতর্ক করে বলা হয়েছে যে, তোমরা কি নিজেদের জীবিকা স্বয়ং তৈরি কর? যে আল্লাহ্ তোমাদেরকে জীবিকা প্রদান

www.nagorikpathagar.org

করে থাকেন সে আল্লাহ্ই তাদের জীবিকা দান করবেন। আল্লাহ্ যে প্রাণ দুনিয়ায় প্রেরণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন এর জীবিকার সরঞ্জাম এর সাথেই প্রেরণ করেন। রিযকের কোষাগারের চাবি শুধু আল্লাহ্র হাতেই।

কুরআনে আরো সতর্ক করে বলা হয়েছে ঃ

وَلَا تَقْتُلُوا اَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ اِمْلَاقٍ، نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَاِيَّاكُمْ ـ اِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْأً كَبِيْرًا ـ (بنى اسراء يل : ٣١)

"দারিদ্রতার ভয়ে নিজ সন্তানকে হত্যা করবে না। আমরা তাদেরকেও রিযক দিয়েছি এবং তোমাদেরকেও। প্রকৃত ব্যাপার হচ্ছে সন্তান হত্যা করা মহাপাপ।" –(সূরা বনী ইসরাঈল ঃ ৩১)

রাসূল (স) এ অপরাধকে মারাত্মক ধরনের গুনাহ হিসেবে চিহ্নিত করেছেন ঃ

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ سَاَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَيُّ الذَّنْبِ اَعْظَمُ عِنْدَ اللّٰهِ قَالَ اَنْ تَجْعَلَ لِلّٰهِ نِدًّا وَهُوَ خَلَقَكَ قُلْتُ اِنَّ ذَالِكَ لَعَظِيْمٌ قُلْتُ ثُمَّ اَيٌّ قَالَ اَنْ تَقْتُلَ وَلَدَكَ تَخَافُ اَنْ يُطْعِمَ مَعَكَ قُلْتُ ثُمَّ اَيٌّ قَالَ اَنْ تَزَانِىَ حَلِيْلَةَ جَارِكَ ـ

صحيح بخارى كتاب التفسير

"হযরত আবদুল্লাহ বিন মাসউদ (রা)-এর বর্ণনা, আমি রাসূল (স) জিজ্ঞেস করেছিলাম আল্লাহ্র কাছে সবচেয়ে বড় গুনাহ কোন্টি? তিনি বললেন, তোমরা কাউকে আল্লাহ্র শরীক করবে না, প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ্ই তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন। আমি বলেছি, বাস্তবিকই এটা বড় ধরনের গুনাহ এবং আমি জিজ্ঞেস করেছি, এরপর সবচেয়ে বড় গুনাহ কোন্টি? তিনি বলেন, তোমাদের জীবিকাতে অংশ নেবে এ ভয়ে নিজ সন্তানকে তোমরা যদি হত্যা কর। আমি জিজ্ঞেস করেছি, এরপর কোন্ গুনাহ? তিনি বলেন, প্রতিবেশীর স্ত্রীর সাথে যিনা করা।"

জাহেলিয়াত যুগে কিছু কঠোর হৃদয় সম্পন্ন ব্যক্তিরা নিজ নিষ্পাপ কন্যাকে নিজ হাতে জীবিত কবরস্থ করে দিয়েছে। এ ভয়ানক দৃশ্য এবং নিষ্পাপ পবিত্র কন্যার আর্তনাদ তাদের ওপর সামান্যতম প্রভাবও বিস্তার করেনি। তাদের কাছে কন্যার অস্তিত্ব অমর্যাদার প্রতীক বলেই চিহ্নিত হত।

www.nagorikpathagar.org

যে মহিলা অন্যের স্ত্রী হবে, সে তাকে পিতা বলবে এটা ছিল তাদের কাছে অকল্পনীয় অমর্যাদাকর ব্যাপার। তাদের কাছে এটাও ছিল অত্যন্ত লজ্জার কথা যে, এরা তাদের জামাতা হবে এবং জামাতারা তাদেরকে শ্বশুর বলবে। আর তারা যখনই জানতে পারত যে তাদের ঘরে কন্যা জন্ম নিয়েছে তখনই দুশ্চিন্তায় তারা অস্থির হয়ে যেত। আর চেষ্টা করে অবিলম্বে এ দুর্দশার থেকে মুক্ত হতে। তারা কারোর শ্বশুর এবং কন্যার স্বামী হওয়া অত্যন্ত অপছন্দ ছিল। পবিত্র কুরআনে তাদের এ নিন্দনীয় চিন্তা-চেতনার কথা এভাবে উল্লেখ করা হয়েছে ঃ

وَاِذَا بُشِّرَ اَحَدُهُمْ بِالْاُنْثٰى ظَلَّ وَجْهُهٗ مُسْوَدًّا وَّهُوَ كَظِيْمٌ يَتَوَارٰى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوْٓءِ مَا بُشِّرَ بِهٖ ـ اَيُمْسِكُهٗ عَلٰى هُوْنٍ اَمْ يَدُسُّهٗ فِى التُّرَابِ ـ

"তাদের কারো যখন কন্যা সন্তান জন্ম হবার সুসংবাদ দেয়া হয় তখন তার মুখমণ্ডল কালিমালিপ্ত হয়ে যায়। আর সে তখন শুধু ক্রোধের রক্ত পান করে থাকে। লোকদের কাছ থেকে মুখ লুকিয়ে রাখে, এ দুঃখজনক সংবাদের পর কেমন করে কাউকে মুখ দেখাব। সে চিন্তা করে যে, অপমান সহ্য করে কন্যাকে রেখে দেবে, না মাটিতে পুঁতে ফেলবে?'

–(সূরা আন নাহল ঃ ৫৮-৫৯)

জাহেলিয়াত যুগে আরবের কিছু গোত্র এবং ব্যক্তি এ নিষ্পাপ কন্যাদেরকে জীবিত কবরস্থ করাকে অত্যন্ত কৃতিত্বের কাজ বলেই মনে করেছে। এবং তারা তাদের এ নিষ্ঠুরতার জন্য গৌরববোধ করেছে।

মেয়েদেরকে জীবন্ত কবর দেয়া থেকে বাঁচানোর চেষ্টা

আরবের বিখ্যাত কবি ছিলেন ফারাযদাক। তাঁর দাদা হযরত ছা' ছা' কত শিশু মেয়েকেই না জীবন্ত কবর দেয়া থেকে রক্ষা করেছেন। হযরত ছা' ছা' ইবনে নাদিয়া নিজেই এসব ঘটনা এভাবেই বর্ণনা করেছেন ঃ

"আমি একবার আমার দু'টি নিখোঁজ উটের সন্ধানে বের হলে দূরবর্তী স্থানে আগুন লক্ষ্য করেছি। কখনো আগুনের শিখা লেলিহান হয়ে ওঠেছে

www.nagorikpathagar.org

আবার কখনো নিভে যেত। অবস্থাটা কি জানার জন্য আমি দ্রুত উট চালিয়ে কিছুক্ষণের মধ্যেই বনী আনমারের মহল্লায় পৌছে দেখি, লম্বা চুলবিশিষ্ট এক বৃদ্ধ নিজের ঘরের সামনে বসে শোক প্রকাশ করছে আর অনেক মহিলা একজন মহিলাকে ঘিরে বসে রয়েছে। আর এ মহিলাটি প্রসব বেদনায় কাতরাচ্ছে। আমি তাকে সালাম দানের পর পরিস্থিতি সম্পর্কে জানতে চাইলে তারা আমাকে জানায় যে, তিনদিন যাবত মহিলাটি প্রসব বেদনায় কাতর। এ সময় মহিলারা বলে বাচ্চা জন্ম নিয়েছে তখন বৃদ্ধ চিৎকার করে বলে, পুত্র হলে ভাল। আর যদি কন্যা হয় তখন আর এর প্রয়োজন নেই। এক্ষণই হত্যা করব। আমি অত্যন্ত বিনয়ের সাথে বৃদ্ধকে বলেছি! এ কাজ করবেন না। আপনারই কন্যা। রিযকের প্রশ্ন। তার রিযকদাতা হলেন আল্লাহ্। বৃদ্ধ পুনরায় গর্জে বলে না, একে জীবিত রাখব না। একে হত্যা করেই ছাড়ব। পুনরায় আমি বিনয়ের সাথে পীড়াপীড়ি করায় তার মত কিছুটা পরিবর্তন ঘটে এবং বলে, তুমি যদি এতই দরদী হও তাহলে এ মূল্যের বিনিময় দিয়ে প্রতিপালন কর। নির্দ্বিধায় বলেছি, আমি মূল্য দেয়ার জন্য সম্মত আছি এবং নবজাত কন্যাকে বিক্রি করে আনন্দের সাথে ফিরে এসে আল্লাহ্র কাছে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হলাম যে, এ নবজাত কন্যাকে স্নেহ-ভালবাসা দিয়ে প্রতিপালন করব। আর আল্লাহ্র সাথে এ প্রতিশ্রুতি দিয়েছি যে, যখনই কোন পাষাণ হৃদয় নিষ্পাপ কন্যাকে হত্যা করতে চাবে আমি কখনই তা করতে দেব না এবং এর বিনিময়ে সে কন্যা নিয়ে এসে অত্যন্ত স্নেহ-ভালবাসা দিয়ে তাকে লালন-পালন করব। পরবর্তীতে আমার এ ধারা অব্যাহত থাকে। অবশেষে আল্লাহ্ হযরত মুহাম্মদ (স) প্রেরণ করেন। সে সময় পর্যন্ত, আমি ৯৪জন শিশু কন্যাকে যালেম পিতা-মাতাদের হাত থেকে মুক্ত করেছিলাম। এরপর রাসূল (স)-এর মোবারক যমানায় এ জঘন্যতম প্রথা চিরতরে বিলুপ্ত করে দেন।"

এক হৃদয়বিদারক দৃষ্টান্ত ঃ জীবন্ত কবর

ইতিহাসের পাতায় আইয়ামে জাহেলিয়াত যুগের কত ঘটনারইনা বর্ণনা রয়েছে। এ হৃদয় বিদারক ঘটনাটি ঘটেছিল রাসূল (স)-এর এক সাহাবীর ইসলাম পূর্ব জীবনে। রাসূল (স)-এর সান্নিধ্যে আসার পর এ ঘটনাটি তাঁর জীবনে এর অনুশোচনায় চরমভাবে বিপর্যস্ত করেছিল।

www.nagorikpathagar.org

একদিন রাসূল (স) তাঁর এক সাহাবীকে উদ্দেশ্য করে জিজ্ঞেস করেন, তোমার ইসলাম গ্রহণ পূর্ব জীবনের এমন কোন স্মরণীয় ঘটনা মনে আছে কি?" সাহাবী অত্যন্ত বিচলিত অবস্থায় বলে, "হ্যাঁ মনে আছে, ইয়া রাসূলুল্লাহ (স)! সে হৃদয়বিদারক ঘটনার কথা মনে হলে এখন আমার বুক ফেটে যায়, অসহ্য যন্ত্রণা আর যাতনায় অস্থির হয়ে পড়ি, বেঁচে থাকার আর ইচ্ছা হয় না, দু'চোখ বেয়ে অনবরত পানি আসে আর ভাবি বিগত জীবনে আমি কি করেছি। রাসূল (স) বলেন তাহলে আমাকে বল সে ঘটনাটি। সাহাবী বলতে শুরু করেন সে বিগত জীবনের বর্বোচিত ঘটনাটি। আমার সংসারে এগারটি মেয়ে শিশু জন্মেছিল। আমরা তখনকার সমাজে মেয়েদের জন্ম হওয়াটা খুবই খারাপ বলে ভেবেছি। ইয়া রাসূলুল্লাহ! আপনার সান্নিধ্যে আসার পর মেয়ে জন্ম হওয়া আল্লাহ্‌র রহমত' একথা আপনিই বলেছেন? আপনি আরো বলেছেন, 'যদি কারোর দু-তিনটি মেয়ে হয় তাদের ভালভাবে দ্বীনের কথা শেখায় আর ভাল পাত্রের সাথে বিয়ে দেয়, তাহলে সে ব্যক্তি জান্নাতী হবে। ইয়া রাসূলুল্লাহ (স) আপনার মুখে একথা শোনার পর থেকেই বারবার আমার সে বাচ্চা মেয়েগুলোর কথা মনে হলে এক অসহ্য যন্ত্রণায় ছটফট করি।" রাসূল সাহাবীকে বলেন এখন বল, তোমার সে এগারটি মেয়ে শিশুর কি হয়েছিল। সাহাবী বলেন "ইয়া রাসূলুল্লাহ! আপনি আমার জন্য দু'আ করুন, যেন এ অধমকে এর পাপের শাস্তি থেকে আল্লাহ্‌ মাফ করে দেন। এখন সে কথা মনে হলেই লোম খাড়া হয়ে যায়, কলিজা ফেটে যেতে চায়। আল্লাহ্‌ তোমাকে ক্ষমা করুন, ব্যাপারটা পরিষ্কার করে আমায় বল।" সাহাবী তাঁর বিগত দিনের ঘটনা আবারও বলতে থাকেন "আমি এসব মেয়েগুলোকে এক এক করে জ্যান্ত মাটিতে কবর দিয়েছি। এ কাজগুলো যখন করেছি; তখন আমি কাফের ছিলাম। আর এ যুলুম অত্যাচার করেছি তখনই। ইস! এখন বুঝি কত উত্তম না হত, যদি আমার সে মেয়েগুলো থাকত। আমি তাদের ধর্মের কথা শেখাতাম। ভাল ছেলের সাথে বিয়ে দিতাম। বিনিময়ে পেয়ে যেতাম জান্নাত।" রাসূল (স)-সাহাবীকে জিজ্ঞেস করেন, এ কাজগুলো করতে যেয়ে "কারোর ওপর তখন তোমার কোন দয়ামায়ার উদয় হয়নি? সাহাবী বলেন না, ইয়া রাসূলুল্লাহ! কখনো কারোর ওপর কোন দয়ামায়া আমার হয়নি। জ্যান্ত মেয়েদের মাটিতে পুঁতে দিতে আমার হাত একটুও কাঁপেনি

www.nagorikpathagar.org

আর বিবেকও কোন বাঁধা দেয়নি। কিন্তু মনে পড়ে, শেষ মেয়েটার জন্য কেমন যেন একটু মায়া হয়েছিল আমার মনে।" রাসূল (স) জিজ্ঞেস করেন তা কি রকম? "বিগত জীবনের সব কথাই এখন আমার চোখের সামনে ভাসছে বলেন সাহাবী। কিন্তু শেষ মেয়েটা যখন জন্মায়, তখন আমি সফরে ছিলাম আর সে সফরে এমনভাবে আটকে পড়েছি যে, তাতে-সাত আট বছর কেটে যায়। সফর শেষে বাড়িতে ফিরে এসে দেখি, আমার ঘরে খেলা করছে খুবই সুন্দর ফুটফুটে এক শিশু কন্যা। একে দেখে আমি স্ত্রীকে জিজ্ঞেস করেছি, 'এ মেয়েটা কে এবং কার?' স্ত্রী বলে, 'এটা আমাদের এক প্রতিবেশীর মেয়ে। আমি একে চেয়ে এনেছি'। .... এ ভয়ে সে আমায় মিথ্যা বলেছিল যে, 'আমার নিজেরই মেয়ে' একথা যদি আমি জানতে পারি তাকেও যদি আমি পূর্বেকার মেয়েগুলোর মত জ্যান্ত মাটিতে কবর দিয়ে দেব। রাসূল (স) সাহাবীকে প্রশ্ন করেন এরপর তুমি কিভাবে জানলে যে মেয়েটি ছিল তোমারই? সাহাবী বলেন, "বেশ কিছুদিন পর একথা জানতে পেরেছি আমারই স্ত্রীর মুখে। মেয়েটি ছিল বেশ আদুরে যেমনি দেখতে সুন্দর, তেমনি মিষ্টি স্বভাবের। সে আমাকে তার সান্নিধ্য থেকে কোন সময়ই হাত ছাড়া করতে চাইত না। সব সময় কাছে-কাছেই থাকত আর মিষ্টি মিষ্টি কথা বলেছে। আমার হাত-পা টিপে দেয়, আমার জন্য পানি এনে দেয়, পাখা দিয়ে বাতাস করে, কচি-কচি হাতে আমার গলা জড়িয়ে ধরে চুমু এঁকে দিত মুখে, কপালে। ধীরে ধীরে বাচ্ছা মেয়েটির ওপর আমারও মায়া বসে যায়। অর্থাৎ আমার স্নেহ তাকে পেয়ে বসে। তাকে ঘরে না দেখলে কোন কাজেই আমার মন বসে না। যখনই বাইরে থেকে এসেছি, তার জন্য ভাল ভাল খাবার নিয়ে এসেছি। তাকে খাওয়াতাম নিজ হাতে। বাচ্চাটির ওপর আমার এমন টান দেখে একদিন স্ত্রী আমাকে বলে, ওগো, এটা যে আমাদেরই মেয়ে, তোমার ভয়ে এতদিন মিথ্যা বলে এসেছি।' .... এবার স্ত্রী সত্যি কথা বলে?' সে ভেবেছিল যে, মেয়েটির ওপর আমার এখন খুব মায়া ও ভালবাসা জন্মেছে। এখন তাকে আমি আর পূর্বেকার মেয়েগুলোর মত জ্যান্ত কবর দেব না এটাই ছিল আমার স্ত্রীর ধারণা।' কিন্তু কি বলব, ইয়া রাসূলুল্লাহ (স) কথাটা শোনামাত্রই আমার সারা শরীর জ্বলে যায় আর আমাদের সমাজের চিত্রটা চোখে ভেসে ওঠে। মেয়ে জন্ম হওয়াটা আমরা সহ্য করতে পারিনি। আর

www.nagorikpathagar.org

আমি এর ব্যতিক্রম হব কি করে। রক্ত চড়ে যায় আমার মাথায় .....।' রাসূল (স) বলেন, তুমি একটু আগেই বলে তোমার খুব মায়া হয়েছিল আর এখন অন্য কথা, কারণটা কি? কারণ এটাই, আমি মেয়েটিকে জেনেছিলাম অন্যের বলে। সে যে আমারই মেয়ে তা জানা ছিলনা। এখন যখন জানতে পেরেছি আমারই মেয়ে তখন আমি সমাজে মুখ দেখাব কি করে– এ ভয়ে বিগড়ে যাই। রাসূল (স) বলেন তোমরা মেয়ে শিশুদের পছন্দ করতে না কেন?' সাহাবী বলেন 'কারণ ছিল এটাই যে, মেয়েরা তো আমাদের কিছু রোজগার করে এনে দেবে না। লড়াইয়ের সময় আমাদের সাথে শামিল হয়ে তলোয়ার চালাতেও পারবে না। আবার তাকে বিয়ে দিতে হবে। সারাজীবন তাকে থাকতে হবে স্বামীর অধীনে। তাছাড়া আমরা নিজেদেরকে স্বশুর বলে পরিচয় দিতে খুবই লজ্জা বোধ করতাম। আমরা বড়ই নির্বোধ ছিলাম! রাসূল (স) সাহাবীকে বলেন, তুমি সত্যি কথাই বলছ। আল্লাহ্ তোমাকে বিগত দিনের কৃতকর্ম জন্য ক্ষমা করুন। এরপর কি করেছ বল? তাই একদিন আমি স্ত্রীর অজান্তে মেয়েটিকে সাথে নিয়ে বাড়ী থেকে বের হলাম। সারাটা পথ সে বড় আদুরে গলায় খুব মিষ্টি মিষ্টি কথা বলতে বলতে আনন্দে এদিক-ওদিক একে বেঁকে লাফিয়ে লাফিয়ে চলতে থাকে। তাকে নিয়ে আমি একটা জঙ্গলে ঢুকে শুরু করলাম গর্ত খুরতে। তা দেখে বাচ্চা মেয়েটি বলে, 'তুমি এখানে এসে গর্ত খুঁড়ছ কেন, আব্বা? আমি তার কথার জবাব দেইনি। আপন মনে মাটি খুঁড়তেই থাকি। মেয়েটি গর্তের এক ধারে দাঁড়িয়ে দেখতে থাকে। আর আমার গায়ে যখন ধুলা মাটি পড়ছিল, সে তখন তার কচি হাতে আমার গা থেকে মাটি ঝেড়ে দিচ্ছিল আর বলছিল, 'আর মাটি খুঁড়বে না আব্বা। তোমার দারুণ কষ্ট হচ্ছে। তোমার সারা গায়ে ঘাম ভরে যাচ্ছে। তোমার পিঠে মাটি পড়ছে। আব্বা, তুমি বরং আমাকে গর্তে নামিয়ে দাও। আমি খুঁড়ে দিচ্ছি।' সাহাবী বলেন ইয়া রাসূলুল্লাহ! বাচ্চা মেয়েটির মুখে এমন কথা শুনে আমার অন্তরে একটু মায়া হল বটে কিন্তু তা ক্ষণিকের জন্য। আমি আপনাকে প্রকৃত পরিস্থিতির সত্যি কথাই বলছি, কাফের লোকেরা সাধারণত বড় কঠোর স্বভাবের হয়। আর আল্লাহ্ও তাদের অন্তরকে কঠোর করে দেন। পরকালের হিসেব-নিকেশের কথা বিশ্বাস করলে মনে আল্লাহ্র ভয় জাগবে, জাহান্নামের ভয় আসবে। আর আমিও যে তখন কাফের

www.nagorikpathagar.org

ছিলাম। আর এসব কথা মানার কোন প্রশ্নই ওঠে না। শুধু পরিবারে, বংশে বা পাড়ায় যেসব রীতিনীতি চালু ছিল, সেগুলোই শুধু মেনে চলেছি এবং সেসবেরই প্রাধান্য দিয়েছি।

এরপর শুনুন কি হল। মেয়েটা কিছুক্ষণ পর আবার বল, 'আব্বা, তুমি ওঠে এস। তোমার ভীষণ কষ্ট হচ্ছে। তুমি বড় ক্লান্ত হয়ে পড়ছ। এবার আমাকে নামিয়ে দাও। আমি মাটি খুঁড়ে দিচ্ছি। আর, তুমি ততক্ষণ জিরিয়ে নাও, আব্বা!' ইতোমধ্যে গর্তে করণীয় কাজের সবটাই সমাধা করেছি। 'আমি তাকে বলেছি, ঠিক আছে, ... এ বলে আমি ওপরে ওঠে এলাম আর তাকে নামিয়ে দিয়েছি গর্তের ভেতর। মেয়েটি গর্তের ভেতর নামা মাত্রই ওপর থেকে খুব দ্রুত হাতে মাটি ফেলা শুরু করেছি।' তোমার এ অবস্থা দেখে মেয়েটি কাঁদেনি বা কোন চীৎকারও করেনি, জিজ্ঞেস করেন রাসূল (স)? সাহাবী বলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমাকে আর এ ব্যাপারে কিছু জিজ্ঞেস করবেন না। এবার কলিজা ফেটে যাচ্ছে। কিছুক্ষণ নীরব থেকে সাহাবী আবারো বলতে শুরু করেন ঃ আমার সে প্রিয় বাচ্চাটি বারবার আকুল হয়ে বলতে থাকে আব্বা? এ তুমি করছ কি, আমার সারা গায়ে মাটি যে ভরে যাচ্ছে। আব্বা, আমি যে দম আটকে মরে যাব, আমি দম আটকে মারা যাব ইত্যাদি। তখন আমাকে কোথায় পাবে, আব্বা! আমি যে তোমাকে খুবই ভালবাসি, আব্বা!' 'মেয়েটি এসব কথা বলতে থাকে আর আমি ওপর থেকে শুধু মাটি ফেলতেই থাকি। আর সে ব্যাকুল হয়ে চিৎকার করতেই থাকে। এরপরও আমার মনে কোন দয়া-মায়া বা ভাবনার উদয় হল না। এমনই এক উন্মাদনায় আমাকে পেয়ে বসেছে। মাটিই চাপিয়ে দিয়েছি। এক সময় মাথাটাও চলে যায় মাটির নীচে। মেয়েটির আর কোন চিৎকার শুনতে পেলাম না। তখন আমি আমার কর্তব্য কাজ সমাধা করতে পেরে মনে মনে গর্ব অনুভব করেছি। –হায়, হায়! কত নিষ্ঠুর ছিলাম আমি। কত যুলুমই না করেছি। এখন আমার একটিও মেয়ে নেই। আমি কেমন করে জান্নাতে যাব, ইয়া রাসূলুল্লাহ আমাকে বলুন। আমার জন্য দু'আ করুন। আমি তওবা করছি। রাসূল (স) সাহাবীকে বলেন, আল্লাহ্ তোমাকে ক্ষমা করুন। যাও, আল্লাহ্র দরবারে কান্নাকাটি কর। মহিলা ও শিশুকন্যাদের হক পুরোপুরি আদায় কর। তাদেরকে হিফাযত কর। যদি তারা দিনের মধ্যে সত্তরবারও ভুল করে, তবুও তাদের ক্ষমা করে দাও।'

www.nagorikpathagar.org

সন্তান হত্যার প্রথা থেকে ইসলাম সমাজকে পবিত্র করে এবং আল্লাহ্‌র প্রিয় বান্দার পরিচিত উল্লেখ করে যে, সে আল্লাহ্‌র কাছে সন্তানকে নয়ন শীতলকারী উপাদান হিসেবে চিহ্নিত করার জন্য দোয়ার আবেদন জানায় ঃ

وَالَّذِيْنَ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيّٰتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ

ـ الفرقان : ٧٤

"এবং (আল্লাহ্‌র বান্দা) সে বলে যে, হে আমার প্রভু! আমাদের স্ত্রী এবং সন্তানদেরকে আমাদের চোখ শীতলকারী করে দাও।" -(সূরা আল-ফুরকান ঃ ৭৪)

কন্যা সন্তানের জন্ম

আপনার পারিবারিক জীবনে এটাই স্বাভাবিক যে, আপনার ঘরে কন্যা হোক বা পুত্র। তখন আপনি আনন্দিত হন। তখন শুধু আনন্দ প্রকাশই নয় বরং বন্ধু-বান্ধব ও আত্মীয়-স্বজনও আপনার আনন্দে শরীক হোক তাও কামনা করেন। এ ব্যাপারে ইসলাম যে উত্তম সম্মান প্রদর্শন করেছে এবং নবী (স)-এর যে আমল সামনে রয়েছে, তা থাকতে আপনি পুত্র-কন্যার মধ্যে পার্থক্য চিন্তা-ভাবনাই করতে পারেন না। পুত্রের জন্মে আনন্দ করবেন আর কন্যার জন্মে তা করবেন না। কেননা এতে কন্যার অস্তিত্বকে অমর্যাদা মনে করা হয়। পুত্রকে কন্যার ওপর প্রাধান্য দানে মুসলিম সমাজকে অবশ্যই পবিত্র থাকতে হবে। মুসলিম সমাজ অবশ্য এ ধ্যান-ধারণা থেকে মুক্তও রয়েছে।

তা সত্ত্বেও আমাদের সমাজে এমন কিছু পরিবার রয়েছে যেখানে পুত্র ও কন্যা জন্মে একই রকমের পরিবেশ পাওয়া যায় না। পুত্রের জন্মে যেভাবে আন্তরিকতায় আনন্দ করা হয় কন্যার ক্ষেত্রে হয় এর বিপরীত। পুত্র জন্মে যে আবেগে আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধু-বান্ধবদেরকে প্রদান করা হয়, কন্যা জন্মের খবর সেভাবে প্রদান করা হয় না কিন্তু এক্ষেত্রে কন্যা জন্মের সংবাদ অনেকটাই ধৈর্য ধারণের উপদেশের মতই বিবেচিত হয়।

কারো পুত্র বা কন্যা সন্তান জন্মের প্রশ্নটি আল্লাহ্‌র ইখতিয়ারাধীন। এতে কারো হাত নেই। আর এটাও আল্লাহ্‌ই অধিক অবগত যে, কার ব্যাপারে কন্যা আর কার ব্যাপারে পুত্র ভাল। আপনি এ দোয়া অবশ্যই করতে পারেন যে, আপনার কন্যা হোক, পুত্র না হোক বা পুত্র হোক, কন্যা না হোক। কিন্তু তা আবশ্যক নয় যে, আপনার দোয়া কবুল হবে। এ

www.nagorikpathagar.org

সিদ্ধান্তের মালিক একমাত্র আল্লাহ্। কারো এমন শক্তি নেই যে, তাঁর সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করে, তাঁকে প্রভাবিত করবে। তাঁর কুদরত কারো অংশীদারীত্ব নেই।

يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ - يَهَبُ لِمَنْ يَّشَاءُ إِنَاثًا وَّيَهَبُ لِمَنْ يَّشَاءُ الذُّكُوْرَ - أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا - وَيَجْعَلُ مَنْ يَّشَاءُ عَقِيْمًا - إِنَّهُ عَلِيْمٌ قَدِيْرٌ - شورى : ٤٩ - ٥٠

"তাঁর যা ইচ্ছা তাই সৃষ্টি করেন। যাকে ইচ্ছা কন্যা দান করেন। যাকে ইচ্ছা পুত্র দেন। যাকে ইচ্ছা পুত্র-কন্যা মিলিয়ে-মিশিয়ে দেন এবং যাকে ইচ্ছা নিঃসন্তান করে দেন। নিঃসন্দেহে তিনি সর্বজ্ঞ এবং সর্বশক্তিশালী।"

অতএব সন্তান জন্মের ব্যাপারে মানুষ সম্পূর্ণরূপেই অসহায়। এ ব্যাপারেই যদি সে চিন্তা করে তাহলে দেখবে যে, সৃষ্টিজগত শুধুমাত্র এক আল্লাহ্র নির্দেশই পরিচালিত হচ্ছে এবং তাঁর মোকাবেলায় অন্য কারোর অংশীদারিত্ব নেই। সন্তান জন্মাতে কারোর বুযুর্গী এবং কারামতে কাজ হয় না এবং তাবিজ ও চিকিৎসাতেও না। অন্যকে সন্তান দান বা কন্যার পরিবর্তে পুত্র জন্ম দেয়ানো তো দূরের কথা অনেক আধ্যাত্মিক ক্ষমতাসম্পন্ন ব্যক্তিরাও নিজ নিজ আকাঙ্ক্ষায় সন্তান জন্ম দিতে সক্ষম নয়। আর যদি কেউ সন্তান থেকে বঞ্চিত হয় তখন নিজ চেষ্টায় সন্তান পাওয়াও তার পক্ষে অসম্ভব। আর কোন জ্ঞানের বিশেষ ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে এও জানা সম্ভব নয় যে, কন্যাই আপনার জন্য কল্যাণকর হবে না পুত্র। ক্ষেত্রবিশেষে এমনও দেখা যায় যে, কোন ঘরে শুধুমাত্র কন্যা আর সে ঘর কল্যাণ এবং শান্তিতে পরিপূর্ণ। আবার কোন ঘরে শুধু পুত্র আর পুত্র। কিন্তু তারা মাতা-পিতার জন্য সর্বক্ষণ মানসিক চিন্তা, অস্থিরতা ও অশান্তি এবং ব্যাথা-বেদনার কারণ হয়ে রয়েছে। ক্ষেত্রবিশেষে এমনও দেখা যায় যে, কয়েকটি পুত্র সন্তান জন্মের পর মা দিন-রাত মেয়ের জন্য দোয়া করে, কিন্তু যখনই আল্লাহ্ কন্যা দান করেন তখনই বলা হয় যে, এতে মাতা-পিতার জীবন ধ্বংস হয়ে গিয়েছে তখন মা এ বদদোয়া করে যে, হায়! যদি প্রসবকালে মরেই যেতাম তখন কতই না উত্তম হত। আবার এমনও দেখা যায় যে, মাতা-পিতা পুত্র জন্মের কথা একেবারেই সহ্যই করতে পারে না এবং

www.nagorikpathagar.org

কন্যা তাদের এত প্রিয় যে, সবসময় এর প্রশংসায় পঞ্চমুখ। তাই বলা যায় এসব অবস্থায় আল্লাহ্ই গায়েব সম্পর্কে অবগত এবং মানুষের সৌভাগ্য ও কল্যাণ কিসে তাও তিনি অবগত।

কন্যা জন্ম সৌভাগ্যের কারণ

আল্লাহ্র কাছে ইমরানের স্ত্রী দোয়া করেন যে, হে আল্লাহ্! আমি আমার ভূমিষ্ঠ সন্তানকে তোমার দরবারে মানত করেছি তুমি কবুল করে নাও। পরবর্তীতে যখন তার কন্যা জন্ম নিয়েছে তখন সে খুবই বিষণ্ন হয়ে বলে আল্লাহ্! এ যে কন্যা। হায় আল্লাহ্! এ কন্যা দিয়ে সে মনোবাসনা কি পূরণ হবে। পুত্র-কন্যার মত নয়। কিন্তু আল্লাহ্ ভালভাবেই জানতেন যে, ইমরানের স্ত্রী কাকে জন্ম দিয়েছে। কিন্তু সে তাকে কন্যা মনে করে চরম দুশ্চিন্তায় পতিত হচ্ছে। সে মনে করছে যে, এর দ্বারা মনোবাসনা কি করে পূরণ হবে, যার জন্য সে সন্তানকে মানত করেছে। কিন্তু সেকি জানত যে, এ কন্যাই তার জন্য মহা সৌভাগ্যের কারণ হবে এবং কন্যাই কিয়ামত পর্যন্ত তার নাম অক্ষুণ্ন করে রাখবে? এ কন্যা সন্তানের কারণেই ইমরানের স্ত্রীর নাম সর্বশেষ আসমানী কিতাব কুরআনে সংরক্ষিত হবে এবং কিয়ামত পর্যন্ত অগনীত মানুষ তাঁর নাম স্মরণ করবে এবং তাঁর জন্য সে এমন এক নেতৃস্থানীয় নবীর নানী হবেন যাঁর ওপর আল্লাহ্ ইনজিল কিতাব অবতীর্ণ করবেন। আল্লাহ্ ইমরানের স্ত্রীর মানত বিফলে পরিণত করেননি এবং সে কন্যাকে আল্লাহ্ এমন সুন্দরভাবে কবুল করেছেন যা কিয়ামত পর্যন্ত স্মরণ করা হবে এবং তাঁর নাম সহিফায় সংরক্ষিত থাকবে। আল কুরআনে ইমরানের স্ত্রীর সে কাহিনী এভাবেই উল্লেখ করা হয়েছে ঃ

فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُوْلٍ حَسَنٍ وَّاَنْبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا ـ وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا ـ كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ ـ وَجَدَ عِنْدَهَا رِزْقًا ـ قَالَ يٰمَرْيَمُ اَنّٰى لَكِ هٰذَا ـ قَالَتْ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ ـ اِنَّ اللّٰهَ يَرْزُقُ مَنْ يَّشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ـ ال عمران : ٣٧

"শেষ পর্যন্ত তার আল্লাহ্ এ কন্যা সন্তানকে সন্তুষ্টির সাথে কবুল করে নেন, তাঁকে খুব ভাল কন্যা হিসেবে গড়ে তুলেন এবং যাকারিয়াকে তার পৃষ্ঠপোষক করে দেন, যাকারিয়া যখন তাঁর কাছে মেহরাবে গিয়েছেন

www.nagorikpathagar.org

তখনই তাঁর কাছে কিছু না কিছু খাদ্য বা পানীয় দ্রব্য দেখতে পেত। জিজ্ঞেস করেছেন ঃ মরিয়ম, এ তুমি কোথায় পেয়েছ? উত্তর দিয়েছে, এ খাদ্য আল্লাহ্‌র কাছ থেকে এসেছে। বস্তুত আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছা বিপুল পরিমাণ রিযিক প্রদান করে থাকেন।"

সন্তান-সন্ততি অর্থাৎ পুত্র-কন্যা আল্লাহ্‌র দান। অতএব যে ব্যক্তির এ নিয়ামত লাভ করে তার কাজ হচ্ছে সে দানের মূল্যায়ন করবে এবং দানকারীর প্রতি কৃতজ্ঞতা আদায় করবে। কখনই আল্লাহ্‌র দানের অকৃতজ্ঞ হওয়া মুমিনের পক্ষে শোভনীয় নয়। আল্লাহ্‌ই ভাল জানেন, কাকে কোন্ নিয়ামত প্রদান করতে হবে। তাই মুমিনের কর্তব্য তাঁর সিদ্ধান্তে সন্তুষ্ট থাকা এবং তাঁকেই নিজের জন্য কল্যাণকর মনে করা।

রাসূল (স) সম্পর্কে প্রত্যেক মু'মিন পুরুষ এবং মু'মিন মহিলার বিশ্বাস হচ্ছে, তাঁর থেকে উত্তম জগতে কেউ সৃষ্টি হয়নি এবং হবেও না। তিনি (স) ছিলেন চার কন্যার জনক। হযরত খাদিজা (রা) সম্পর্কে রাসূল (স) বলেছেন, আসমান ও জমিনে তাঁর থেকে উত্তম কোন মহিলা নেই। তাঁরই মাধ্যমে আল্লাহ্ রাসূল (স)-কে চার কন্যা দান করেন এবং হযরত খাদিজা (রা) সে চার কন্যার মা ছিলেন। রাসূল (স) মুসলিম উম্মাহকে লক্ষ্য করে বলেছেন ঃ

لَاتَكْرَهُوا الْبَنَاتَ فَاِنِّى اَبُو الْبَنَات ـ

"কন্যাদেরকে ঘৃণা করবে না, আমি স্বয়ং কন্যাদের জনক।"

এছাড়াও বলেছেন, কন্যারা অত্যন্ত দরদীপ্রবণ ও কল্যাণ এবং বরকতপূর্ণ হয়। –(কানযুল উম্মাল)

سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ اِذَا وَلَدَ لِلرَّجُلِ اِبْنَةً بَعَثَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ مَلٰئِكَةً يَقُوْلُوْنَ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ يَا اَهْلَ الْبَيْتِ يَكْتَنِفُوْنَهَا بِاَجْنِحَتِهِمْ وَيَمْسَحُوْنَ بِاَيْدِيْهِمْ عَلٰى رَأْسِهَا وَيَقُوْلُوْنَ ضَعِيْفَةٌ خَرَجَتْ مِنْ ضَعِيْفَةٍ اَلْقِيَم عَلَيْهَا مَعَانٍ اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ ـ المعجم الصغير اللطبرانى

www.nagorikpathagar.org

হযরত ইবনে শুরায়েত (রা) বলেছেন, "আমি রাসূল (স)-কে বলতে শুনেছি যে, যখন কারো ঘরে কন্যা জন্মগ্রহণ করে, তখন আল্লাহ্ সেখানে ফেরেশতা প্রেরণ করেন। তাঁরা এসে বলেন, হে ঘরের বাসিন্দারা! তোমাদের ওপর সালাম। ফেরেশতাগণ ভূমিষ্ঠ কন্যাকে নিজের পাখার ছায়াতলে নিয়ে নেন এবং তার মাথার ওপর নিজের হাত রেখে বলতে থাকেন, এটি একটি দুর্বল দেহ। যা একটি দুর্বল জীবন থেকে জন্ম নিয়েছে। যে ব্যক্তি এ দুর্বল জীবনের প্রতিপালনের দায়িত্বভার গ্রহণ করবে কিয়ামত পর্যন্ত আল্লাহ্র সাহায্য তার সাথে থাকবে।"

–(আল মুয়াজ্জামুস সাগির লিত তিবরানী)

এক ব্যক্তি হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা)-এর কাছে বসে ছিল। তার কয়েকটি মেয়ে ছিল। সে বলে, হায়! এসব মেয়ে যদি মরে যেত তাহলে কতই না উত্তম হত। আবদুল্লাহ বিন ওমর (রা) একথা শুনে রাগান্বিত হয়ে তাকে বলেন, "তুমি কি তাদের রিযক প্রদান কর।"

কন্যার জন্মে দুঃখিতের মৌলিক দু'টি কারণই থাকতে পারে। প্রথম কন্যার অস্তিত্বই লজ্জার কারণ মনে করা আর দ্বিতীয় এর পিছনে খরচের ব্যাপারে চিন্তিত থাকা।

এ প্রথম কারণটি বিশ্লেষণ করে যদি দেখা যায় যে, এটা খুবই লজ্জাকর বিষয়। কারণ যারা ইসলামের ছায়াতলে জীবন অতিবাহিত করতে চায় এবং রাসূল (স)-এর পবিত্র জীবনকে নিজের জন্য দিক-নির্দেশনা মনে করে তাদের কাছে এটা কি করে লজ্জার কারণ হতে পারে যেখানে রাসূল (স) নিজে কন্যার জনক ছিলেন এবং তিনি কন্যার অস্তিত্বকে জাহান্নামের ঢাল ও জান্নাতের মাধ্যম হিসেবে উল্লেখ করেছেন।

পরবর্তী কারণ বিশ্লেষণ করে যদি দেখা যায় যে, একজন মুসলমানের মনে এ ধরনের জাহেলী ধ্যান-ধারণা মুহূর্তের জন্যও স্থান পেতে পারে না। আল্লাহকে রিযকদাতা হিসেবে বিশ্বাসকারী কি করে মনে করতে পারে যে, কন্যার রিযকদাতা সে। আল্লাহ্র গুণাবলীর প্রতি ঈমান আনয়নকারীর মৌলিক বিশ্বাস হচ্ছে আল্লাহ্ রিযকদাতা এবং প্রয়োজন পূরণকারী এবং প্রতিটি সৃষ্টজীবকে তিনিই আহার সরবরাহকারী। সে নিজ অংশের আহার সাথে করেই নিয়ে আসে। অতএব কোন মানুষের পক্ষে এ ধরনের চিন্তা করা উচিত নয় যে, সে কারোর আহার সরবরাহ করে। তাকেই যখন আল্লাহ্ রিযক প্রদান করেন এবং নিজের প্রয়োজন পূরণের জন্য সে আল্লাহ্র

www.nagorikpathagar.org

মুখাপেক্ষী। কার ভাগ্যে কি আছে কেউ বলতে সক্ষম নয়। হতে পারে জন্মগ্রহণকারী দুর্বল কন্যা অত্যন্ত শক্তিশালী এবং সুমহান ভাগ্য নিয়ে এসেছে। এটাও আল্লাহ্‌র কুদরতের বহির্ভূত নয় যে, সংসারে জন্মগ্রহণকারী দুর্বল কন্যা শুধু নিজের আহারই নিয়ে আসেনি, বরং সে নিজের ভাগ্যের বদৌলতে সংসারের অবস্থাও ফিরিয়ে দিতে পারে। দুর্বল কন্যার অভিভাবক করে আল্লাহ মানুষের ওপর বিরাট ইহসান করেছেন। এটা এমন ইহসান যে, চিন্তা করলে কৃতজ্ঞতায় মাথা অবনত হয়। যে জান্নাতকে আল্লাহ্ কঠিন কষ্ট ও বিপদ সংকুল পথ দিয়ে ঘিরে রেখেছেন, কন্যার মাতা-পিতা হওয়ার বদৌলতে সে জান্নাতের পথ আপনার জন্য সহজতর করে দেয়া হয়েছে। এটা কি কম সৌভাগ্যের কথা।

মাতা-পিতার প্রতি আল্লাহ্‌র ইহ্‌সান

প্রত্যেক মাতা-পিতার জন্যই সন্তান লালন-পালন অত্যন্ত দূরহ ও কঠিন কাজ হিসেবে বিবেচিত। সন্তান পালনে সীমাহীন ত্যাগ ও ধৈর্য, আন্তরিক স্নেহ ও ভালবাসার প্রয়োজন একান্তভাবেই কাম্য। আল্লাহ্ মাতা-পিতার অন্তরে সন্তানের প্রতি অসীম স্নেহ-মমতা সৃষ্টি করে সন্তানের লালন-পালনে সুদৃঢ় ও শক্তিশালী ইচ্ছা দিয়ে মাতা-পিতাকে এ দূরহ দায়িত্ব পালনের উপযোগী করেছেন। সন্তান লালন-পালনে বিভিন্ন ধরনের কষ্ট সহ্য করে মাতা-পিতা কখনো বিতৃষ্ণা ভাব পোষণ করে না বরং তখনো অন্তরে প্রশান্তিই অনুভব করেন। যখন বিভিন্ন ধরনের দুঃখ সহ্য করে শিশুর দিকে একবার স্নেহপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকায় তখন তার মনে গৌরব ও আনন্দের জোয়ার বয়ে যায়। এটা এমন এক অপ্রত্যাশিত বিষয় যে মাতা-পিতার অন্তরে এবং আত্মিক আনন্দের উদ্ভব হয় যে, সন্তান লালন-পালনের শত দুঃখ-কষ্টের অনুভূতি তখন আর অবশিষ্ট থাকে না। শিশুর জন্য এ অসাধারণ আন্তরিক স্নেহ দিয়ে আল্লাহ্ মাতা-পিতার প্রতি সীমাহীন ইহসান দান করেছেন। যদি এ আবেগ ও উচ্ছ্বাস না থাকত তখন সম্ভবত সন্তান লালন-পালনের অধিকার আদায় করা মাতা-পিতার জন্য এক বিরাট কঠিন পরীক্ষা স্বরূপ হয়ে দাঁড়াত এবং সামান্য সংখ্যক লোকই এ দুঃখ-কষ্টে কর্তব্য পালনে সক্ষম হত।

আর সে দুর্বল মা যাকে যিনি সুনির্দিষ্ট কয়েক মাস নিজের শরীর এবং জীবনী শক্তির দ্বারা একটি শিশুর অস্তিত্বের শক্তি দান করে এরপর নিজের

www.nagorikpathagar.org

জীবনকে বিপন্ন করে একটি নবজাতকের জন্ম দান করেন। সে নবজাতক হচ্ছে গোশতের একটি অসহায় টুকরাবিশেষ। তার না আছে কথা বলার শক্তি আর সে অসুস্থ মা নিজের জীবন বিপন্ন না করে সীমাহীন ত্যাগ-তিতিক্ষার বিনিময়ে তার লালন-পালনের কষ্ট হাসিমুখে সহ্য করে এক অনাবিল প্রশান্তি লাভ করেন।

সন্তানের প্রাথমিক শিক্ষা ও মায়ের ভূমিকা

প্রত্যেক মানুষের জীবনে শৈশব হচ্ছে এক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। শৈশব থেকেই শুরু হয় একটি শিশুর চারিত্রিক, নৈতিক ও মানসিক বিকাশ। শিশু তার জন্মের পর থেকে চারপাশের পরিবেশ ও পারিবারিক অবস্থা থেকে ক্রমান্বয়ে তার ভবিষ্যত জীবনের পাথেয় সংগ্রহ করে থাকে। কিশোর বয়সে একটি শিশুর কাছে সবচেয়ে আপনজন তার মা। মাকে সে সবার চেয়ে বেশি আপন করেই কাছে পায়। তখন শিশুর প্রাথমিক শিক্ষায় ও মানস গঠনে মায়ের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। একজন মা শুধুমাত্র জন্মধাত্রী নন, তিনি একজন চরিত্রবান, সুসন্তান এবং নাগরিক তৈরি করার এক কারিগরও। শৈশবে প্রাপ্ত শিক্ষার ওপর ভিত্তি করে শিশুর ভবিষ্যত জীবনধারা পরিচালিত হয়। তাই প্রত্যেক মানুষের জীবনে প্রাথমিক শিক্ষার গুরুত্ব অসীম। শুধু পাঠ্যপুস্তকের অক্ষর পরিচয় দান করানোর নাম বিদ্যাশিক্ষা নয়, একটি শিশু যাতে বড় হয়ে ভবিষ্যত জীবনে সমাজের বুকে একজন সু-নাগরিক ও আদর্শ ব্যক্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হতে পারে সে নৈতিক শিক্ষাও শৈশব থেকেই গ্রহণ করতে হয়। আদর্শ ব্যক্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠা পেতে পারে সে নৈতিক শিক্ষাও শৈশব থেকে গ্রহণ করতে হয়। বয়স বৃদ্ধির সাথে সাথে বুদ্ধিবৃত্তিও শিশুর মানসিক বিকাশ যেন সুষ্ঠুভাবে বিকশিত হয় সেদিকে প্রখরভাবে লক্ষ্য রাখা একান্ত প্রয়োজন। আর এ ব্যাপারে প্রধান ভূমিকা থাকবে শিশুর বাবা ও মায়ের। একজন বাবা যেহেতু জীবিকার অন্বেষণে বাইরের দিক নিয়েই অধিক ব্যস্ত থাকেন, তাই মাকেই এজন্য প্রধান দায়িত্ব নিতে হয়।

কিশোর বেলায় শিশুর মন সরল ও অকপট থাকে। সে মনের ওপর সবচেয়ে বেশি বিস্তার করে তার পারিবারিক পরিবেশ ও জীবনধারা। তখন শিশু সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত তার আশেপাশের লোকজনদের যেভাবে চলাফেরা, কথাবার্তা বলতে দেখে, সেও নিজে সেভাবেই অনুকরণ চায়। আর শিশুরা খুবই অনুকরণপ্রিয় এবং বয়স্কদের অনুকরণ করতে ভালবাসে

www.nagorikpathagar.org

এবং আনন্দ লাভ করে। এজন্য উপযুক্ত পরিবেশ শিশুর সুষ্ঠু মানসিকতা বিকাশের জন্য একান্তভাবে সহায়ক। শিশু তার মায়ের মাধ্যমেই চারপাশের জগত ও পরিবার এবং পারিপার্শ্বিকতার সাথে সুপরিচিত হয়। তাই শৈশবকালই হচ্ছে ভবিষ্যত জীবন গঠনের প্রকৃত ভিত্তিপ্রস্তর। এজন্য ভবিষ্যতে শিশুকে একজন আদর্শ সুনাগরিক হিসেবে গড়ে তুলতে মায়ের ভূমিকা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। পরিবারের ভাই-বোন, দাদা-দাদি, খালা, খালু-ফুফা, ফুফু চাচা-মামাসহ অন্যান্য আত্মীয়-স্বজনদের আচার-আচরণের প্রভাবও শিশুর ওপর কখনও কখনও বিস্তার করে। শিশু এদের কাছ থেকেই ভবিষ্যত জীবনের ভালমন্দের উপাদান সংগ্রহ করে। প্রতিটি মায়ের বিশেষ দায়িত্ব, আদর যত্ন ও বিদ্যা শিক্ষার সাথে সাথে শিশু চরিত্রের গুণাবলীর বিকাশ সাধনে সচেষ্ট থাকা ও সেদিকে ধাবিত করা। কিশোর বয়স থেকেই শিশুর মনে কতগুলো অভ্যাস তৈরি করে দিলে শিশুর জীবনধারা একটি গতানুগতিক পর্যায়ে পরিচালিত হয়। সুন্দর-সুশৃঙ্খলিত জীবনযাপনে ভবিষ্যতে এ নিয়মতান্ত্রিক শিশুর চলার পথের বিরাট সহায়ক হয়। অনেক সময় শিশুকে প্রাথমিক পাঠ শেখানোর ক্ষেত্রে মাকে অনেক ত্যাগ-তিতিক্ষাও অপরিসীম ধৈর্যের পরিচয় বহন করতে হয়। এমনও অনেক শিশু আছে যারা মায়ের হাতে বই দেখলেই পালাই পালাই ভাব দেখা দেয়। তখন এসব শিশুদের ওপর কোন প্রকার চাপ প্রয়োগ না করে খেলার ছলে শেখাতে হয়। মা যদি শিশু বনে গিয়ে তার সাথে এ পড়ার ছেলেখেলা অংশগ্রহণ করে তখন শিশু মন আনন্দে উদ্ভাসিত হয়ে সে পড়াটা শিখে নেবে। শুধু পুথিগত বিদ্যাশিক্ষাই নয়, শিশুকে ছোটবেলা থেকে সামাজিক আচার-আচরণ ও ধর্মীয় শিক্ষাও দিতে হয়। এটা এক আবশ্যিক কর্তব্য মুসলিম সমাজে পারিবারিক শিক্ষা নামে একটি প্রচলিত সামাজিক শিক্ষা আছে। এ শিক্ষা কোন কাগজে কলমে নয়। এ শিক্ষা হচ্ছে একজন মানুষের জীবনবোধের শিক্ষা। বইপত্রবিহীন অশিক্ষিত এ শিক্ষার ধারা বয়ঃজ্যেষ্ঠদের মুখের বাণী শতাব্দির পর শতাব্দি ধরে চলে আসছে। শিষ্টাচার, সৌজন্যবোধ, সততা, সময়নিষ্ঠা, ধর্মীয় আলোকে নৈতিক চরিত্র গঠন ইত্যাদি সবই পারিবারিক শিক্ষারই অন্তর্গত। সাধারণত একটি শিশুকে চার-পাঁচ বছর বয়স থেকে অক্ষর পরিচয় দানের চেষ্টা শুরু হয়। শিশুকে ছোটবেলা থেকেই স্বাবলম্বী হতে শিক্ষা দেয়া উচিত। স্বাবলম্বী মানুষকে জীবনে আত্মনির্ভরশীল করে। শিশুকে তিন-চার বছর বয়স থেকেই কিছু কিছু তার নিজের কাজ করতে দেয়া উচিত। যেমন, গোসল

www.nagorikpathagar.org

করা, মাথা আচড়ানো, কাপড় পরা, জুতা-মোজা পরা, তার নিজের জিনিসপত্রগুলো গুছিয়ে রাখা ইত্যাদি। কিন্তু প্রথম দিকে কিছুটা ওলটপালট করলেও ক্রমান্বয়ে সেসব শিখবে এবং তার আত্মবিশ্বাস জাগ্রত হবে। আর নিজ কাজ নিজ করার আনন্দ সে অনুভব করবে। কখনোই শিশুকে অতিরিক্ত শাসন করা উচিত নয়। শিশুমাত্রই চঞ্চল ও অবুঝ, এজন্য তার মাঝে দুষ্টমি ও ভুলত্রুটি থাকাটাই স্বাভাবিক। কিন্তু প্রয়োজনবোধে বাবা ও মা অবশ্যই তার সন্তানকে শাসন করবেন। কিন্তু সে শাসনের মাত্রা যেন অপরাধের গুরুত্ব অনুসারে হয়। লঘু অন্যায়ে গুরুদণ্ড অনেক সময় শিশুকে আরও মাত্রাতিরিক্ত জেদী করে তোলে। তখন সহনশীলতার সাথে সুন্দর সুন্দর বাক্যের মাধ্যমে বুঝিয়ে শিশুকে আয়ত্বে আনার চেষ্টাটাই সর্বোত্তম শাসন ব্যবস্থা। মাতা-পিতাকে অবশ্যই শৈশবে প্রাপ্তশিক্ষা যেন শিশুর ভবিষত জীবনে সম্পূরক হয়, সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। মা হচ্ছে শিশুর সার্বক্ষণিক সাথী এবং অতি আপনজন। তাই একটি শিশুর পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান ও চরিত্র গঠনে মায়ের ভূমিকা অত্যন্ত ব্যাপক। তাই একটি সৎ চরিত্রবান ও উপযুক্ত সন্তান গড়ে তোলার প্রাথমিক পর্যায়ে মায়ের দায়িত্ব সবিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ও উল্লেখযোগ্য।

মায়ের কর্তব্য ও করণীয়

পারিবারিক জীবনে মায়ের বহুমুখী দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করতে হয়। যেমন তিনি একাধারে গর্ভধারিণী, স্তন্যদায়িণী, লালন পালনকারিণী, সেবিকা, ধাত্রী, শিক্ষয়িত্রী, স্নেহশীলা অভিভাবিকা। মাতার কর্তব্য ও দায়িত্বের কোন সীমা-শেষ নেই। শিশুর দৈহিক ও মানসিক গঠনের ন্যায় তার চরিত্র গঠনও মাতার ওপর অনেকাংশে নির্ভরশীল। তাই সন্তানের ক্ষেত্রে মায়ের কতকগুলো বিশেষ কর্তব্য এখানে আলোচনা করা হল ঃ

১. গর্ভাবস্থায় মাকে সর্বোচ্চ সতর্কতা অবলম্বন করতে হয়। সন্তানের দৈহিক ও মানসিক নিরাপত্তার কথা চিন্তা করে খাওয়া-দাওয়া, ওঠা-বসা সবই সাবধানে করতে হয়। এ সময়ের অসতর্কতার কারণে সন্তান বিকলাঙ্গ হতে পারে। পানাহারেও মাকে সতর্কতা অবলম্বন করতে হয়। এ সময় মায়ের দেহ-মন পাক-পবিত্র ও নিষ্কলুষ রাখতে হয়। সৎচিন্তা, সৎকাজ করতে হয়। চরিত্র গঠনমূলক বই-পুস্তক অধ্যয়ন করা প্রয়োজন। কুরআন মজীদ ও মহৎ লোকগণের জীবনী পাঠ করা উচিত। দৈহিক, মানসিক ও পরিবেশগত পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকতে হয়।

www.nagorikpathagar.org

২. সন্তান ভূমিষ্ট হবার পর সন্তানকে স্তন্য দান করা মায়ের পবিত্র দায়িত্ব। সন্তানের জন্য মায়ের দুধের কোন বিকল্প নেই, আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন সন্তানের জন্মের পূর্বেই মাতৃস্তন্যে এমন খাদ্যের ব্যবস্থা করে রেখেছেন, যার কোন তুলনা হয় না। এ থেকে সন্তানকে বঞ্চিত করা মহা অপরাধ, ক্ষমার অযোগ্য এবং জঘন্য অন্যায়। আজ অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় মুসলিম সমাজে কথিত শিক্ষিত ও ভদ্রলোক নামক বিধর্মী শিক্ষার অনুসারে এক শ্রেণীর মহিলাদের উদ্ভব হয়েছে। এরা নামে মুসলমান কিন্তু প্রকৃতপক্ষে শয়তানের মাধ্যমে সন্তান জন্মদান ও সন্তান জন্ম পরবর্তীতে বুকের দুধপান না করানো, সন্তানকে লালন-পালনে চাকরানীর ওপর নির্বরশীল হওয়া অথবা অনাথ আশ্রমে লালন-পালন করানো মত জাহান্নামী চিন্তাধারায় অভ্যস্ত হয়ে পড়ছে। মুমিনরা যেন অবশ্যই এদের কাছ থেকে যেন দূরে থাকেন কেননা এটা সঙ্গদোষের ছোঁয়াচে রোগ। এরা সঙ্গদানকারীকেও প্রভাবিত করতে পারে। চিকিৎসা বিজ্ঞানে একথাই বলে যে, মায়ের দুগ্ধপানে সন্তান মানসিক ও শারীরিক ভারসাম্যসহ বেড়ে ওঠে। অতএব কেউ যদি রূপ-যৌবনকে অটুট রাখতে সন্তানকে তার প্রকৃত হক থেকে বঞ্চিত করে তাহলে আল্লাহ্র আদালতে সে নিশ্চয় অপরাধী বলে বিবেচিত হবে।

এ সম্বন্ধে আল্লাহ পাক বলেছেন ঃ

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ اَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ـ

"আর জননীগণ তাদের সন্তানকে পূর্ণ দু'বছর দুগ্ধ দান করবেন।"

(সূরা বাকারা ঃ ২৩৩)

৩. প্রতিপালন ঃ মানবশিশু অত্যন্ত অসহায় অবস্থায় জন্ম গ্রহণ করে। সে নিজের প্রয়োজনের কথা বলতেও পারে না। মাতা তাঁর হৃদয় নিংড়ানো মায়া-মমতা ও স্নেহ-যত্ন দিয়ে অসহায় শিশুকে বড় করে তোলেন। শিশুকে দৈহিক ও মানসিকভাবে গড়ে তুলবেন।

৪. শিশু তার প্রাথমিক শিক্ষা মায়ের কাছেই পেয়ে থাকে। সে মায়ের কাছে কথা শিখে, ভাষা শিখে। সে মাতাকে অনুসরণ করে। সুতরাং এ সময় মায়ের কথাবার্তা, চাল-চলন ও আচার-আচরণে সতর্ক হওয়া একান্ত প্রয়োজন। সন্তানের মনমানসে বিরূপ প্রতিক্রিয়া করে এমন কোন আচরণ করা উচিত নয়। এ সময় শিশুর শিক্ষা স্থায়ী হয়ে থাকে।

www.nagorikpathagar.org

اَلتَّعَلُّمُ فِى الصِّغَرِ كَالنَّقْشِ عَلَى الْحَجَرِ ـ

"শৈশবের শিক্ষা পাথরে খোদাই করে চিত্রাঙ্কনের মত স্থায়ী হয়ে থাকে।"

৫. মাতার দায়িত্ব সন্তানকে ধর্মীয় শিক্ষা দেয়া। নিজে ধর্ম পালন করে কালিমা, কালাম, দু'আ শিক্ষা দেয়া। ছোট ছোট আদর্শ কাহিনীর মাধ্যমে আদর্শ শিক্ষা দেয়া। উযূ, গোসল, পাক, নাপাক শিক্ষা দিতে হয়, মেয়েরা এ সব মায়ের কাছেই শিক্ষা পায়।

৬. রাসূল (স) বলেছেন, "যে বিধবা সুন্দরী রূপগুণ থাকা সত্ত্বেও ইয়াতীম সন্তানদের প্রতিপালনের উদ্দেশ্যে পুনঃ বিয়ে না করে, ইয়াতীমদের প্রতিপালন করতে গিয়ে কষ্টে ও পরিশ্রমে তার চেহারা মলিন হয়ে যায়... আমি এবং সে বিধবা মহিলা কিয়ামতের দিন খুব কাছাকাছি অবস্থান করব।" –(আবূ দাউদ)

৭. একটি আদর্শ ইসলামী পরিবারে মায়ের অন্যতম কর্তব্য হচ্ছে সন্তানদের তত্ত্বাবধান করা। আচার-আচরণের খোঁজ-খবর রাখা। এ দায়িত্ব স্মরণ করিয়ে দিয়ে রাসূল (স) বলেছেন ঃ

وَالْمَرْاَةُ رَاعِيَةٌ عَلٰى اَهْلِ بَيْتِ زَوْجِهَا وَوَلَدِهٖ وَهِىَ مَسْئُوْلَةٌ عَنْهُمْ ـ

"আর নারীরা তার স্বামীর এবং পরিবার-পরিজনের এবং সন্তানদের অভিভাবিকা, সেও তার দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে।" –(বুখারী, মুসলিম)

৮. সন্তানের কল্যাণের জন্য মাকে যেমন সন্তানের পরিচ্ছন্নতার দিকে লক্ষ্য রাখতে হয়, তেমনি নিজেকেও পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকতে হয় এবং পরিবেশও পরিচ্ছন্ন রাখতে হয়। অপরিচ্ছন্নতার জন্য সন্তানের অনেক ক্ষতিও সাধিত হতে পারে।

৯. মায়ের অন্যতম দায়িত্ব হচ্ছে সন্তানদের দৈনন্দিন জীবনে বিভিন্ন কাজের হাতে কলমে বাস্তব ও ব্যবহারিক শিক্ষা দেয়া। বিশেষ করে কন্যা সন্তানকে মায়ের রান্না-বান্না, ঘরকন্যার প্রয়োজনীয় সব কাজই শিক্ষা দেয়া প্রয়োজন। কেননা এগুলো তার ভবিষ্যত জীবনে কাজে লাগবে।

www.nagorikpathagar.org

১০. শিশু মায়ের কাছ থেকে আচার-আচরণ ও আদব-কায়দা শিক্ষা করে থাকে। শিশুকে ভদ্রতা, বিনয়-নম্রতা, সততা, সত্যবাদিতা ইত্যাদি মহৎগুণ শিক্ষা দেয়া মায়েরই কর্তব্য। হযরত আবদুল কাদের জিলানী সততার শিক্ষা তাঁর মায়ের কাছেই পেয়েছিলেন।

১১. মানসিক গঠনে মায়ের ভূমিকা অনন্য। মায়ের মন মানসিকতা সন্তানের মধ্যে সংক্রামিত হয়। মায়ের চিন্তা চেতনা, আচার আচরণ, কথাবার্তা, ভাব-ভাষা, আদব-কায়দা, তাহযীব-তামাদ্দুন শিশুর মন-মানস ও আচার-আচরণে প্রতিফলিত হয়। এ সময় মাতাকে কথা-বার্তা ও আচার-আচরণে খুবই সতর্ক হতে হয়। শিশুর সামনে কোন কটু বাক্য উচ্চারণ করা উচিত নয়। কচি বয়সে শিশুকে কালেমা, দুয়া ও কায়দা-সিফারা ও কুরআন শিক্ষা দিয়া তাদের অভ্যস্থ করে তোলা উচিত।

শিশুর সর্বপ্রথম ইসলামী শিক্ষা

মক্তব আরবী শব্দ। এর অর্থ লেখার স্থান, শিক্ষা কেন্দ্র, বিদ্যালয় ইত্যাদি। ছোট ছোট ছেলে-মেয়েদের প্রাথমিক ও ধর্মীয় শিক্ষা লাভের স্থান। সাধারণ শিক্ষালাভের জন্য বিদ্যালয়ে প্রবেশ করার আগে ছেলে-মেয়েরা প্রাথমিকভাবে যে স্থানে শিক্ষা লাভ করে একেই বলা হয় মক্তব। সাধারণত মসজিদ, বৈঠকখানা, ঘরের বারান্দা, কোন ঘর বা গাছতলা ইত্যাদি সুবিধাজনক স্থানে নিবেদিত প্রাণ মুসলিম শিক্ষকগণ ছোট ছোট ছেলে মেয়েদের বিনা বেতনে বা নাম মাত্র বেতনে শিক্ষা দিয়ে থাকেন। পূর্বে মক্তবের শিক্ষা সাধারণত শ্রুতলিপি পদ্ধতিতে সম্পন্ন হত। শিক্ষকগণ মুখে মুখে বলতেন, শিক্ষার্থীরা লিখে নিয়েছে। কারণ তখনকার দিনে মুদ্রণযন্ত্র আবিষ্কৃত হয়নি এবং মুদ্রিত বই-পুস্তকও পাওয়া যেত না। শিক্ষার্থীরা যেহেতু লিখে নিয়েছে এখান থেকেই মক্তব শব্দের উৎপত্তি হয়েছে। এ জন্যই এ ধরনের প্রতিষ্ঠানকে মক্তব মানে লেখার স্থান। পূর্বে মুসলিম সমাজে এটাই ছিল ইসলামিক ও প্রাথমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের রূপ এবং ইসলামের শিক্ষাদান পদ্ধতি। আবার মাকতাবাতুন দ্বারা লাইব্রেরী বা উচ্চ শিক্ষা কেন্দ্রকেও বোঝায়। মদীনার মসজিদে নববীকে কেন্দ্র করেই এ শিক্ষা পদ্ধতি প্রচলিত হয়। রাসূল (স) ছিলেন, এ শিক্ষা কেন্দ্রের প্রথম ও প্রধান শিক্ষক। আমাদের প্রায় প্রত্যেক প্রাচীন মুসলিম জনপদেই মক্তব

www.nagorikpathagar.org

দেখতে পাওয়া যায়। অবশ্য জনসংখ্যার চাপে সদ্য গজিয়ে ওঠা জনপদে মক্তবের তেমন ব্যবস্থা লক্ষ্য করা যায় না। ইংরেজ আমলের আগে আমাদের দেশে মক্তব পদ্ধতির শিক্ষা যেমন ছিল উন্নত, তেমন ছিল সুসংগঠিত। সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজরা শুধু আমাদের আর্থ সামাজিক মেরুদণ্ডই ভেঙে দেয়নি, আমাদের একটা সুন্দর সুশৃঙ্খল মূল্যবোধ সম্পন্ন শিক্ষা ব্যবস্থাও ধ্বংস করে দিয়েছে। আমাদের স্বাধীনতার সাথে সাথে নৈতিকতা ভিত্তিক শিক্ষা ব্যবস্থাও হরণ করেছে।

আমাদের সমাজে ইসলামী শিক্ষা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে মক্তবের ভূমিকা অপরিসীম, এ মক্তব থেকেই মুসলিম সমাজের বালক বালিকারা ধর্মের এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় প্রাথমিক শিক্ষা পেয়ে থাকে। মক্তবের শিক্ষা স্বল্প পরিসরে হলেও এখান থেকেই ছোট ছোট ছেলে মেয়েদের ভবিষ্যত জীবনের গোড়া পত্তন হয় এবং তাহযীব, তামাদ্দুন ও শিক্ষা সংস্কৃতির বীজ উপ্ত হয়। শিশুরা মাতা-পিতার কাছে কিছু শিক্ষা লাভ করার পর মক্তবেই শিক্ষা লাভ করে। আমাদের সমাজে বেশির ভাগ মাতা-পিতাই অশিক্ষিত বিধায় শিশুরা মাতা-পিতার শিক্ষা থেকে বঞ্চিত। তাই তাদের মক্তব থেকেই সাধারণ বিদ্যালয়ে গমনের যোগ্যতা অর্জন করতে হয়। মন্তবে ঈমান, আকীদা-বিশ্বাস, কুরআন মাজীদ শিক্ষার সাথে সাথে প্রাথমিক শিক্ষা দেয়া হয়। এখানে ছেলেমেয়েরা ওযূ, গোসল, নামায-রোযা, হালাল-হারাম, পাক-নাপাক, হক-নাহক, ইত্যাদি অতি প্রয়োজনীয় বিষয়সমূহের নিয়ম কানুন হাতে কলমে শিক্ষা পায়। এ সময় তাদের ঈমান ও কালিমার বাক্যগুলোও ভালভাবে হাতে কলমে শিক্ষা দেয়া হয়। মক্তবেই আহকাম, আরকান, ফরয, ওয়াযিব ইত্যাদি প্রয়োজনীয় বিষয়গুলো শিক্ষা দেয়া হয়ে থাকে। মানব জীবনে প্রাথমিক শিক্ষা তথা মক্তবের শিক্ষার গুরুত্ব অপরিসীম। শিক্ষার প্রথম ভিত্তি যেভাবে গড়ে ওঠে, সেভাবেই তার ভবিষ্যত শিক্ষা পরিচালিত হয়। প্রাথমিক স্তরের শিক্ষা ও আকীদা বিশ্বাস চিরস্থায়ী হয়ে থাকে। সৎশিক্ষা ও সুশিক্ষার সর্বপ্রথম স্তর হচ্ছে মক্তব। প্রথম ভিত্তির শিক্ষা সৎ ও সুন্দর হলে তার ভবিষ্যত জীবনও সৎ ও সুন্দরভাবে গড়ে ওঠবে। শিশুর প্রাথমিক শিক্ষা দালানের প্রথম ইটখানার মত। প্রথম ইটখানা বাঁকা হলে সম্পূর্ণ দালানটিই বাঁকা হয়ে যায়, এদিক দিয়ে মানব জীবনে মক্তবের ভূমিকাও অনেক গুরুত্বপূর্ণ। মক্তবের শিক্ষার্থী

www.nagorikpathagar.org

বালক-বালিকাদের মনে এ বিশ্বাস প্রতিষ্ঠা করা হয় যে, এ সৃষ্টি জগত আল্লাহ্‌র রাজ্য। তিনিই স্রষ্টা ও পালনকারক, তাঁরই হুকুমে ও ক্ষমতায় এ সুবিশাল রাজ্য পরিচালিত হচ্ছে। সুতরাং তাঁর হুকুম অমান্যকারী ভীষণ শাস্তি ভোগ করবে। এভাবে কোমলমতি বালক- বালিকাদের মনে আল্লাহর ভয় এমনভাবে বদ্ধমূল হয়ে যায় যে, বাকী জীবনে তারা সহজে আল্লাহর হুকুম অমান্য করতে পারে না। মক্তবেই শিশুদের আদব-কায়দা, ভদ্রতা ও শিষ্টাচার হাতে কলমে শিক্ষা দেয়া হয়। মাতা-পিতা, ভাই-বোন, আত্মীয়-স্বজন, শিক্ষক, সহপাঠী, পাড়া-প্রতিবেশি, জনসাধারণের সাথে কেমন ব্যবহার করতে হবে সে শিক্ষাও তারা এখান থেকেই লাভ করে থাকে। পশু পাখি এবং জীব জন্তুর সাথে সদয় আচরণ করার শিক্ষাও মক্তবে দেয়া হয়। একটি সুনির্দিষ্ট এলাকার ছেলে মেয়েরা প্রতিদিন একই উদ্দেশ্যে একই স্থানে একই সময়ে সমবেত হয়। এতে তাদের পরস্পরের প্রতি প্রেম-প্রীতি, ভালবাসা, মায়া-মমতা, স্নেহ সহানুভূতি সৃষ্টি হয়। এ মিলনের মাধ্যমে তাদের মধ্যে একতা, শৃঙ্খলা, সহানুভূতি, সাম্য ও ভ্রাতৃত্বের বীজ অঙ্কুরিত হয়। এটাই ভবিষ্যত জীবনে এক বিশাল মহীরুহে পরিণত হয়ে অকল্পনীয় সুফল দিতে থাকে।

শিশুদের মন শৈশবে কাদামাটির মত কোমল থাকে। এ সময় তাদের যেমন ইচ্ছা তেমন করে গড়ে তোলা যায়, আবার শৈশবের শিক্ষাই জীবনে স্থায়ী হয়ে থাকে।

কোন এক মনীষী বলেছেন ঃ

اَلْجَدُّ وَالْاِجْتِهَادُ فِى الصِّغَرِ كَالنَّقْشِ فِى الْحَجَرِ وَالْجَدُّ وَالْاِجْتِهَادُ فِى الْكِبَرِ كَالنَّقْشِ عَلَى صَفَاجَةِ الْمَاءِ .

"শৈশবের শিক্ষা পাথরে খোদাই করে চিত্রাঙ্কনের মত স্থায়ী হয়ে থাকে। আর বার্ধক্যের শিক্ষা পানির ওপর অঙ্কনের মত অস্থায়ী।" শৈশবেই শিশুদের আদর্শ ও সুশিক্ষার বুনিয়াদ গড়ে তুলতে হবে। এ বুনিয়াদ হতে হবে তাওহীদ ও রিসালাতের মহান আদর্শ ভিত্তিক। নতুবা এ শিশু ভবিষ্যতে উচ্চশিক্ষিত হলেও সৎ ও সুনাগরিক হিসেবে গড়ে ওঠতে পারবে না এবং তার দ্বারা সমাজ ও জাতির কোন কল্যাণসাধিত হবে না। সুতরাং ইসলামের শিক্ষা ও সংস্কৃতিতে মক্তবের ভূমিকা অপরিসীম। নীচে মক্তবের কিছু বিশেষ বিশেষ কার্যক্রম আলোচনা করা হল ঃ

www.nagorikpathagar.org

কুরআন মাজীদ আল্লাহর কালাম। নামাযে কুরআন মাজীদ তিলাওয়াত করা অপরিহার্য। কুরআন পাঠের প্রয়োজন ও ফযিলত অপরিসীম। কুরআন তিলাওয়াত সর্বোত্তম ইবাদত।

রাসূল (স) বলেছেন, اَفْضَلُ الْعِبَادَةِ تِلَاوَةُ الْقُرْاٰن

"কুরআন তিলাওয়াত সর্বোত্তম ইবাদত।"

তিনি আরো বলেছেন, خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْاٰنَ وَعَلَّمَهَ

"তোমাদের মধ্যে সে ব্যক্তিই উত্তম, যে নিজে কুরআন শিখে এবং অন্যকেও শিক্ষা দেয়।" (ইবনে মাযা) মক্তবে ইমাম সাহেব বা কোন আলেম সাহেব কর্তৃক আরবি বর্ণমালা থেকে শুরু করে পবিত্র কুরআন শুদ্ধ করে শেখানো হয়।

মক্তবে শৈশবে অনুশীলন ও চর্চার মাধ্যমে সঠিক উচ্চারণে কুরআন মাজীদ শিক্ষালাভ সহজতর হয়। বড়দের জন্য বেশি বয়সে সঠিকভাবে উচ্চারণ করা অপেক্ষাকৃত কঠিন হয়ে পড়ে।

শিশুরা শৈশব অবস্থায় দূরে কোথাও শিক্ষা লাভ করতে যেতে পারে না। বাড়ির কাছাকাছি কোথাও শিক্ষালাভের সুযোগ থাকলে শিশুদের জন্য সুবিধা হয়। সাধারণত মক্তব বাড়ির কাছে, বৈঠকখানায়, ঘরের বারান্দা বা মসজিদে গড়ে ওঠে। তাই শিশুরা মক্তব থেকে তাদের প্রাথমিক শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে। একটু বড় হলে দূরে ভর্তি হতে পারে।

মক্তবে সর্ব প্রথমেই শিশুকে ঈমান অর্থাৎ তাওহীদ ও রিসালাত সম্বন্ধে শিক্ষা দেয়া হয়। শিশুকে শেখানো হয় আল্লাহ্ এক, তাঁর কোন শরীক নেই। তিনি আমাদের সৃষ্টি করেছেন এবং তিনিই আমাদের প্রতিপালক। তাঁর দয়াতেই আমরা বেঁচে আছি। আমাদের মৃত্যু আছে, মৃত্যুর পরে আবার আল্লাহ্র সামনে দাঁড়াতে হবে, আমাদের ভাল-মন্দ কাজের বিচার হবে। যারা আল্লাহ্কে বিশ্বাস করে ভাল কাজ করবে না, তারা জান্নাহামে যাবে এবং জাহান্নাম ভীষণ দুঃখ-কষ্টের স্থান। শিক্ষার্থীরা জানবে সবাইকে ফাঁকি দেয়া হলেও মহান আল্লাহ্কে ফাঁকি দেয়া যাবে না। তাই তারা শৈশব থেকেই নীতিবান হয়ে ওঠবে। নৈতিক শিক্ষার ভিত্তি মজবুত না হলে, উচ্চশিক্ষিত হলেও এর কোন সুফল পাওয়া যায় না। এ বিশ্বাস বড় হয়েও তাদের চিন্তা-চেতনা ও আচার-আচরণে বিরাট প্রভাব ফেলবে।

www.nagorikpathagar.org

যেমন– কিভাবে ওযূ গোসল করতে হয়, ওযূতে কি কি কাজ ফরয, ওয়াযিব ও সুন্নাত এবং কি কি কারণে ওযূ নষ্ট হয়। কোন নামায কিভাবে আদায় করতে হয় এ বিষয়গুলো শিক্ষক উস্তাদের তত্ত্বাবধানে সুন্দর ভাবে শেখানো হয়।

মক্তবে শিশু ওযূ, গোসল, পাক পবিত্রতার নিয়ম-কানুন শেখার সাথে সাথে পরিস্কার পরিচ্ছন্নতার প্রাথমিক জ্ঞান লাভ করে এবং পরিস্কার পরিচ্ছন্ন থাকার অভ্যাস গড়ে ওঠে। শরীর, পোশাক পরিচ্ছন্ন রাখতে অভ্যস্ত হওয়ার সাথে সাথে পরিবেশ পরিচ্ছন্ন রাখতেও যত্নবান হয়।

সমাজে পিতা-মাতা, ভাই-বোন, ছোট-বড়, আত্মীয়-স্বজন, পাড়া-প্রতিবেশী কার সাথে কেমন ব্যবহার করতে হয়, সহপাঠীদের সাথে কিভাবে আচরণ করতে হয় মক্তবে এসব আদব-কায়দা শিক্ষা দেয়া হয়। শৈশবে মক্তবে শেখা আদব-কায়দা, শিষ্টাচার শিশু কোনদিন ভুলে না।

মক্তবে পরস্পরের প্রতি সহানুভূতি, সমবেদনা ও সহযোগিতার ব্যাপারে শিক্ষা দেয়া হয়। শিশুদের মন কাদামাটির মত। সুতরাং শৈশবে তাদের চেতনাবোধ জাগিয়ে তোলার ফলে তদের মধ্যে সহানুভূতি, সমবেদনা ও সহযোগিতা করার মনোভাব সৃষ্টি হয়।

মক্তবে বিভিন্ন পরিবেশের ছেলেমেয়ে একত্রে মিলেমিশে চলতে অভ্যস্ত হয়। সর্বজনীন শিক্ষা বিস্তারে মক্তবের ভূমিকা অপরিসীম। মসজিদ সংলগ্ন মক্তবগুলোতে গণশিক্ষা ও বয়স্ক শিক্ষার ব্যবস্থা করে সর্বজনীন শিক্ষার ব্যবস্থা করা যায়। এর মাধ্যমে সমাজ থেকে নিরক্ষরতা দূর করা অত্যন্ত সহজ হয় এবং এগুলোর মাধ্যমেই সুসমাজ এবং সুমানুষ গঠন করা সম্ভব।

সন্তান লালন-পালন ঃ মায়ের দৃষ্টিভঙ্গি

শিশুর অব্যাহত কান্নাতে মা সামান্যতম অস্বস্তিও অনুভব করে না। সে বার বার পেশাব-পায়খানা করে। শুধু বিছানাতেই নয় বরং প্রায়ই মায়ের শরীর ও কাপড়ে। কিন্তু তাতেও মা কিছু মনে করে না। ওপরন্তু শিশুর যদি কোন কষ্ট হয় তাহলে দুর্বল মা কোলে নিয়ে সারা রাত বিনিদ্র রজনী যাপন করে। এতে সে সামান্যতম কষ্টও অনুভব করে না বরং বাচ্চাকে কষ্টে দেখে এমনভাবে ছটফট করতে থাকে যে, সম্ভব হলে কষ্ট নিজের ওপর নিয়ে শিশুকে আরামদানের জন্য উন্মুখ হয়ে ওঠেন। এ অবস্থা পিতারও। পিতা ঘামের আয় এ তুলতুলে শিশুর জন্য খরচ করতে কোনক্রমেই দ্বিধা করেন

www.nagorikpathagar.org

না। তার জন্মে আনন্দ, সব সময়ই সে আনন্দে নিজের সম্পদ খরচ করে। পিতা কষ্টের মধ্যে যা কিছু রোজগার করে তা সন্তানদের জন্যই করে। এরপর তা সন্তানদের জন্য খরচ করে অন্তরে কষ্ট পায় না, বরং প্রচণ্ড আত্মিক শান্তি অনুভব করে। মাতা-পিতার অন্তরে যদি সে শিশুর জন্য সীমাহীন স্নেহ-ভালবাসা ও তার প্রতিপালনের প্রচণ্ড স্পৃহাই না থাকে তাহলে এসব কেমন করে সম্ভব হত সন্তানের জন্য।

সন্তান প্রতিপালন এক স্বভাবজাত প্রবণতা

মানব জীবনে সন্তানের প্রতি ভালবাসা এবং লালন-পালনের আবেগ একটি সহজাত প্রবৃত্তির নামান্তর। আল্লাহ্ এ প্রবৃত্তি প্রত্যেক মাতা-পিতার অন্তরেই দান করে দিয়েছেন। মাতা-পিতা মুসলমান হোক বা না হোক, কোন ধর্ম বা আল্লাহ্তে বিশ্বাসী হোক বা না হোক, এতে কোন তারতম্য পরিলক্ষিত হয় না। মানব বংশ বিস্তারের স্থায়ীত্ব এবং এ দুনিয়া চলমান রাখার প্রয়োজনেই আল্লাহ্ তায়ালা প্রত্যেক মানুষের মনে সন্তান লালন-পালনের প্রবৃত্তি ও স্পৃহা সৃষ্টি করেছেন। এজন্য আল্লাহ্ কোন পার্থক্য ব্যতীত প্রত্যেক মাতা-পিতাকে সহজাত আবেগ প্রদান করেছেন। অবস্থার স্বাভাবিক কারণেই মানুষের মনে এ বাসনা জাগে যে, তার পরবর্তীতে তার সন্তান তার স্থানে অবস্থান করে তার নাম অক্ষুণ্ন রাখুক আর সহায়-সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হোক। প্রত্যেক মাতা-পিতার কাছে সন্তান নিজের শরীর এবং আত্মারই একটি অংশ বিশেষ। এজন্য প্রকৃতিগতভাবেই সন্তানের জীবন মাতা-পিতার কাছে প্রাণপ্রিয় হওয়া প্রয়োজন। যারা সন্তান লালন-পালনে এবং তার আবেগ-অনুভূতির সুস্পষ্ট ধারণা রাখেন তারাও সহজাত স্নেহ-ভালবাসার অধীন সন্তান লালন-পালন উত্তম কর্তব্য হিসেবেই বিবেচনা করেছেন। শিশুর প্রয়োজনে সব ধরনের দুঃখ-কষ্ট সহ্য করা এবং অব্যাহত ত্যাগের জন্য একজন মহিলার এ বন্ধনই যথেষ্ট যে, সে হচ্ছে শিশুর জননী। সে ইসলামে ঈমান আনুক বা ইসলাম ব্যতীত অন্য কোন ধর্মে বিশ্বাসী হোক বা কোন ধর্ম সম্পূর্ণ নাই মানুক, তাতে কোন তারতম্য পরিলক্ষিত হয় না।

সন্তান প্রতিপালনে মুসলিম মায়ের পার্থক্য

মহান আল্লাহ্ সন্তানের প্রতি মমত্ববোধ ও লালন-পালনের আবেগ-অনুভূতি প্রত্যেক মাকেই দান করেছেন। মুসলমান মা এবং অমুসলিম মা

www.nagorikpathagar.org

উভয়েই সহজাত প্রবৃত্তির অধীনে সন্তান লালন-পালন করে। তা সত্বেও উভয়ের ধ্যান-ধারণা, শ্রম দান, কর্মপদ্ধতি এবং চেষ্টার প্রভাব ও পরিণতিতে বিরাট পার্থক্য বিদ্যমান রয়েছে। সন্তান প্রতিপালন সম্পর্কে ইসলাম থেকে বঞ্চিত মা যা কিছু চিন্তা-ভাবনা করে বা চিন্তা করতে পারে তা এ নশ্বর দুনিয়া পর্যন্তই সীমাবদ্ধ থাকে। মৃত্যুর সীমানা অতিক্রম করে তার দৃষ্টি অনন্ত আরেক জগত পর্যন্ত সম্প্রসারিত হয় না। নিজ সন্তান হওয়ার কারণে সন্তানের প্রতি তার অন্তরে মমত্ববোধের সীমাহীন আবেগ বিদ্যমান থাকে। সন্তান লালন-পালন জাগতিক জীবনে একটি উত্তম কাজ এবং এ সহজাত আবেগের বশবর্তী হয়েই পালন করে থাকে।

মা সবসময় এ চিন্তায় বিভোর থাকে যে, সন্তানের মাধ্যমে তার বংশ বিস্তার হবে বা সন্তান বড় হয়ে তাকে সুখ-শান্তি দেবে এবং তার সাহায্যকারী হবে। এরূপ ধারণার বশবর্তী হয়েই সে নিজের সন্তানকে এমনভাবে লালন-পালন করে যাতে সে পার্থিব দৃষ্টিকোণ থেকে স্বার্থক জীবন-যাপন করে উত্তম মানুষে পরিণত হতে পারে। কিন্তু সব মায়েরই এ স্বাধ পূর্ণ হয়? মুসলমান মা সীমাহীন মমত্ববোধের কারণে লালন-পালন করে থাকে। সন্তান তার বংশের ধারা টিকিয়ে রাখার জন্য এ কথাও মা মনে করে সে তার জীবনের সাহায্যকারী এবং বার্ধক্যকালীন আশ্রয় স্থল হবে। এক্ষেত্রে সে সন্তান প্রতিপালনকে একটি দীনি দায়িত্ব এবং আখিরাতের মুক্তি ও আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের মাধ্যম মনে করে। মুসলমান মাতা-পিতা সন্তান লালন-পালনে নিজেকে ইসলামী হুকুম-আহকামের অধীন করে নেয়াই উচিত। কেননা সন্তানের জীবনের লক্ষ্য শুধু জাগতিক জীবনে সচ্ছলতা ও সুখ-শান্তিতে অতিবাহিত করার জন্যই মুসলমান মাতা-পিতা সন্তান লালন-পালন করে না বরং তারা নিজ দায়িত্বে এমন মুজাহিদ তৈরি করে যাদের দৃষ্টি সুদূর প্রসারী হয় এবং যারা জাগতিক জীবন আল্লাহর মর্জি মোতাবেক কাটানো এবং আখিরাতে আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য দুনিয়ায় জীবিত থাকে এবং মৃত্যুবরণ করে। আর মুসলমানী জীবন-যাপনের ক্ষেত্রে এসব হচ্ছে জীবনের জন্য প্রকৃত দিক-নির্দেশনা।

সন্তান প্রতিপালনের দিকটি শুধু মুসলমান মায়ের কাছে পার্থিব ব্যাপারই নয়, বরং তার ভাল-মন্দের প্রভাব সে পরবর্তী জীবনেও প্রতিফলিত হবে যে পরকালীন জীবনের ওপর সে ঈমান রাখে। তার চিন্তার

www.nagorikpathagar.org

ধরন এমনও হয় যে, সে যদি সন্তানকে ইসলামী ধ্যান-ধারণায় পরিচালিত করে এবং ইসলামী নির্দেশ মুতাবেক লালন-পালন করে তখন তার পরকালীন জীবন সুন্দর ও সুখময় হবে। আল্লাহ্ তার ওপর খুশী হবেন এবং তাকে জান্নাত প্রদান ও অফুরন্ত নিয়ামত দান করবেন। যদি সে এ দায়িত্ব পালনে অপারগতা প্রকাশ করে বা আল্লাহ্র নির্দেশ অনুযায়ী সন্তানদের পরিচালিত করে না তোলে তখন পরকালে লজ্জিত হবে আখিরাত বিনষ্ট হবে। এজন্য আল্লাহ্ তার ওপর অসন্তুষ্ট হয়ে শাস্তি দান করবেন। মুসলান মাতা মাতৃত্বের মমতায় বাধ্য হয়েও সন্তান লালন-পালন করে কেননা দুনিয়াতেও তার উত্তম প্রতিদান চান। কিন্তু সাথে সাথে তার প্রতিদানের সেদিনও প্রত্যাশী যেদিন এ জাগতিক জীবনের তুলনায় প্রতিদানের বেশী মুখাপেক্ষী হবেন আর সে প্রতিদান হবে চিরস্থায়ী।

আর যে মা ইসলামের এ মহান নিয়ামত থেকে বঞ্চিত সে কখনো মুসলমান মায়ের মত সন্তানের প্রতি ভালবাসার আবেগ অনুভব করা সম্ভব হয় না। সহজাত আবেগের সাথে যদি ঈমানী আবেগ যুক্ত হয় তখন স্নেহ ও আন্তরিকতার যে গভীরতা পরিলক্ষিত হয় তা অমুসলিম মায়ের অন্তরে কখনো সৃষ্টি হয় না। এসব চিন্তার সবচেয়ে বড় উল্লেখযোগ্য দিক হচ্ছে যে, সকল প্রচেষ্টা ও ত্যাগ-তিতিক্ষা সত্ত্বেও যদি সন্তান মায়ের আকাঙ্ক্ষা পূরণে ব্যর্থ হয় তখনও সে মা সামাজিক জীবনে লজ্জিত হন না এবং সন্তানের প্রতি তিনি নিরাশও হন না এবং তার করণীয় কাজে নিরাশও হন না বরং এ অবস্থায় সবসময় ঈমানী আশাবাদীতে থাকেন যে, দুনিয়ায় যদিও এ সন্তান তার আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণে ব্যর্থও হয় তবুও তিনি আল্লাহ্র কাছে এ প্রতিদানের প্রত্যাশী তা তিনি পূর্ণ করবেন। কেননা আল্লাহ্ কখনো কোন বান্দার কাজের প্রতিদান বিনষ্ট করেন না। তিনি বান্দার উত্তম কাজের সম্পূর্ণ প্রতিদান প্রদান করেন এবং কখনো বান্দাকে প্রতিদান থেকে বঞ্চিত করেন না।

যেমন কুরআনে বলা হয়েছে,

إِنَّ هٰذَا كَانَ لَكُمْ جَزَآءً وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَّشْكُوْرًا ـ الدهر : ٢٢

"এটা তোমাদের জন্য তোমাদের প্রচেষ্টায় প্রতিদান এবং তোমাদের মেহমান এবং প্রচেষ্টা আল্লাহ্র কাছে কবুল হয়, বেকার হয়ে যায় না।"

-(সূরা আদ দাহ্র ঃ ২২)

www.nagorikpathagar.org

আল্লাহ বান্দার নেক আমলের ফযিলত আরো বৃদ্ধি করে প্রতিদান ও পুরস্কারকে কয়েকগুণ অধিক করে বান্দাকে প্রদান করেন। বান্দার আমলে যদি কিছু ত্রুটি থাকে তা সত্বেও তিনি প্রতিদানে কমতি না করে ত্রুটি-বিচ্যুতিকে ক্ষমা করে নিজ ফযিলতের দ্বারা প্রতিদান বাড়িয়ে দেন।

وَمَنْ يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْلَهُ فِيْهَا حُسْنًا ـ اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ شَكُوْرٌ ـ الشورى : ٢٣

"যে কেউ কল্যাণময় কাজ করতে চাইলে আমরা তার জন্য এ কল্যাণে সৌন্দর্য বাড়িয়ে দেব। নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ বড়ই ক্ষমাশীল ও মূল্যদানকারী।" –(সূরা আশ শূরা ঃ ২৩)

সন্তান লালন-পালনের অর্থ–দু'টি দায়িত্ব

এ ব্যাপারে মাতা-পিতার দায়িত্ব সমান ও উভয়েই মিলেমিশে সন্তান লালন-পালনে দায়িত্ব গ্রহণ করে। সন্তান লালন-পালনের অর্থ হচ্ছে দু'টি ধরনের দায়িত্ব পালন করা।

১. শিশু প্রতিপালনের খিদমত ২. শিশু লালন-পালনে খরচ বহন করা।

প্রথম দায়িত্বের অর্থ হচ্ছে শিশুদের প্রবৃদ্ধির প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখা, তাদের রক্ষণা-বেক্ষণ ও তত্ত্বাবধান করা। তাদের স্বাস্থ্য রক্ষায় এবং সুখ-শান্তির সুব্যবস্থা করা। আর যতদিন পর্যন্ত তারা খাওয়ার উপযোগী না হয় ততদিন তাদের এসব খিদমত ক্রমান্বয়ে করে যাওয়া। মা নিজের তত্ত্বাবধানে বুকের দুধ শিশুকে খাওয়াবে। বয়োপ্রাপ্ত না হওয়া পর্যন্ত তত্ত্বাবধানের সকল প্রকার প্রয়োজনীয় চিন্তা-ভাবনা অব্যাহত রাখবে। যাতে সে লালিত-পালিত হয়ে মানবীয় গুণাবলীর মাধ্যমে দায়িত্বানুভূতি অর্জনে সক্ষম হয় ও উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখে।

পরবর্তী দায়িত্বের অর্থ হচ্ছে ভূমিষ্ঠের পর বালেগ হওয়া পর্যন্ত সন্তানের সমুদয় খরচ মাতা-পিতাকেই বহন করতে হবে। সন্তানের খাবার-দাবার, পরিধান এবং বাসস্থানের সকল কিছু ও তার জীবন-যাপনের ব্যবস্থাসহ, শরীর-স্বাস্থ্যের রক্ষণা-বেক্ষণ এবং শিক্ষার যাবতীয় খরচ বহন করতে হবে। যদিও প্রথম দায়িত্ব শিশু প্রতিপালনের খিদমত মাতা-পিতার উভয়ের তা সত্বেও স্বাভাবিকভাবে এর অধিক বোঝা মায়ের ওপরই নির্ভরশীল।

www.nagorikpathagar.org

ইসলামে এ অধিকার মায়ের ক্ষেত্রেই দান করা হয়েছে। আর এটাও মায়ের দায়িত্ব যে, মা সাধারণ অবস্থায় দু'বছর পর্যন্ত নিজ শিশুকে দুধপান করতে থাকবে।

দ্বিতীয় পর্যায়ে ব্যয় নির্বাহের দায়িত্ব এককভাবে পিতার ওপরই ন্যস্ত থাকে। আল্লাহ মাকে এ দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দিয়েছেন। মা যাতে সবসময় শিশুদের সাথে থেকে একাগ্রতায় নিজ অংশের দায়িত্ব সুষ্ঠুভাবে আদায়ে সক্ষম হয়।

শিশু প্রতিপালনে মায়ের ভূমিকাই প্রকৃত কৃতিত্ব

সাংসারিক জীবনে মায়ের প্রচেষ্টার প্রকৃত ক্ষেত্র হচ্ছে তার ঘর এবং মায়ের প্রকৃত কৃতিত্ব ও সাফল্য হচ্ছে শিশুর রক্ষণা-বেক্ষণ ও তার লালন-পালনে সুব্যবস্থার সেবা দান করা। মায়ের ওপর ইসলাম এ খিদমতই তার ক্ষেত্রে প্রদান করেছে। এটাই তার সাফল্যের প্রকৃত বিচরণ ভূমি ও প্রকৃত কৃতিত্বের স্থল। এজন্য কিয়ামতের দিন মাকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে।

রাসূল (স) বলেছেন,

وَالْمَرْاَةُ رَاعِيَةٌ فِى بَيْتِ زَوْجِهَا وَمَسْئُوْلَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا ـ

بخارى، مسلم

"মহিলা স্বামীর সংসারের তত্ত্বাবধায়ক ও জিম্মাদার। যেসব ব্যক্তি ও বস্তুর তত্ত্বাবধায়ক তাকে করা হয়েছে সে ব্যাপারে তাকে জিজ্ঞেস করা হবে।" -(বুখারী, মুসলিম)

বর্তমানকালে নারীবাদের নামে নারীদের যখন সমঅধিকারে যেখানেই তাদেরকে তার প্রকৃত ক্ষেত্র থেকে সরিয়ে বাইরের লোভনীয় ময়দানে টেনে আনা হয়েছে এবং অস্বাভাবিক উন্নয়নের স্বপ্ন দেখিয়ে সহজাত দায়িত্বের অতিরিক্ত বাইরের দায়িত্বের বোঝা তাদেরকে অর্পণ করা হয়েছে তখনই পারিবারিক জীবনে বিপর্যয়ের সৃষ্টি হয়েছে। তখন বাইরের জীবনেও কিয়ামতের মত মহাবিপর্যয় তাদের সৃষ্টি হয়েছে এবং সন্তান-সন্ততির জীবনও বিরাণ ও বিনষ্ট হয়ে যাচ্ছে। অথচ এ দায়িত্ব আল্লাহ্ পাক মহিলাদের ওপর কখনো অর্পণ করেননি। কথিত নারীবাদীদের মুখরোচক বাণী সুখ-শান্তি ও উন্নতির মহা আশা-আকাঙ্ক্ষায় মহিলারা দ্বিবিধ দায়িত্ব

www.nagorikpathagar.org

কবুল করে এক মহা বিপর্যয়কর অবস্থায় পতিত হয়েছে এবং পরিণামে তাদের জীবনে যা হবার তাই শুরু হয়েছে আর এ অবস্থা থেকে পরিত্রাণেরও কোন পথই আর তারা খোঁজে পাচ্ছে না। যেসব দেশে এসব নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও গবেষণা এখনো শেষ হয়নি, সেসব দেশে মহিলারা অন্তরের আকাঙ্ক্ষা পূরণে ব্যতিব্যস্ত হচ্ছে অন্ধের মত এ পথে দৌড়াচ্ছে। কিন্তু যারা এ ভয়াবহ সভ্যতার পরীক্ষা শেষ করেছে তারা এর কুফল ভোগ করে তারা কৃতকর্মে লজ্জিত হয়ে ফিরে আসার চিন্তা-ভাবনা শুরু করছে। এ শতাব্দীর একজন সতেচন মহান চিন্তানায়ক আর্নল্ড টয়েনবি লিখেছেন ঃ "মানব ইতিহাসে সেসব যুগই পতনের শিকারে পরিণত হয়েছে যে যুগে মহিলা নিজের পা-কে ঘরের চার দেয়ালের বাইরে নিয়ে যাচ্ছে।"

ডঃ জুড লিখেছেন ঃ "যদি মহিলারা নিজ সংসার দেখা-শুনা এবং সন্তান প্রতি-পালনের দায়িত্ব পালনেই সন্তুষ্ট থাকত তখন আমার পরিপূর্ণ আস্থা থাকত যে, এ দুনিয়া জান্নাতেরই প্রতিচ্ছবি হয়ে যাবে।"

মানবতার সর্বশ্রেষ্ঠ পথপ্রদর্শক হযরত মুহাম্মদ (স) বহু পূর্বেই নিজ উম্মতকে সতর্ক করেছিলেন যে, সে যুগ তোমাদের জন্য অত্যন্ত মন্দ যুগ হবে, যে যুগে তোমরা মহিলাদের করায়ত্তে চলে যাবে এবং তোমাদের সামষ্টিক কাজকর্মের বাগডোর তাদের হাতে অর্পিত হবে।

তিনি আরো বলেছেন ঃ

إِذَا كَانَ أُمَرَائُكُمْ شَرَارُكُمْ وَاغْنِيَاءُكُمْ بُخَلَائُكُمْ وَأَمْرُكُمْ إِلَى نِسَآءِكُمْ فَبَطْنُ الْأَرْضِ خَيْرٌ لَكُمْ مِنْ ظَهْرِهَا ـ مشكوة باب تغير الناس

"যখন তোমাদের শাসক এবং দায়িত্বশীলরা মন্দ প্রকৃতির লোক হবে, তোমাদের ধনীরা কৃপণ হবে এবং তোমাদের কার্যাবলী মহিলাদের ওপর অর্পিত হবে, তখন জমিনের পিঠের চেয়ে জমিনের কোল তোমাদের জন্য উত্তম হবে।" -(মিশকাত)

রাসূল (স) মহিলাদেরকে বলেছেন, তোমরা যদি তোমাদের সহজাত দায়িত্ব সুন্দর ও সুষ্ঠুভাবে পালনে সক্ষম হতে পার তাহলে তোমরা জান্নাতে আমার সাথে অবস্থান করবে। অর্থাৎ তোমাদের দায়িত্ব আল্লাহর দৃষ্টিতে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং মূল্যবান। কোনভাবেই এ দায়িত্বকে অবহেলা করা

www.nagorikpathagar.org

যাবে না। সেসব মহিলারাই সফল যারা নিজেদের এ প্রকৃত দায়িত্বকে নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার সাথে পালনে সচেষ্ট থাকে। কখনই সেসব মহিলা সফল হতে পারে না যারা বাইরের দায়িত্বের বোঝা কাঁধে নিয়ে প্রতিটি ক্ষেত্রে সমঅধিকার প্রতিষ্ঠায় পুরুষের পাশাপাশি চলতে চায়। অর্থাৎ নারী-পুরুষের সমমর্যাদার শ্লোগান তুলে।

রাসূল (স) বলেছেন ঃ

اَيُّمَا اِمْرَأَةٍ قَعَدَتْ عَلٰى بَيْتِ اَوْلَادِهَا فَهِىَ مَعِىَ فِى الْجَنَّةِ ـ كَنْزُ الْعُمَّال ـ

"যে মহিলা নিজ সন্তান দেখাশুনার জন্য সংসারে অবস্থান করে সে জান্নাতে আমার সাথে অবস্থান করবে।" –(কানজুল উম্মাল)

যদি বলা হয় মহিলাদের জন্য এর চেয়ে বড় সৌভাগ্য ও সফলতা আর কি হতে পারে যে, তারা জান্নাতে রাসূল (স)-এর সাথে অবস্থান করবেন। আর এ সৌভাগ্য প্রত্যেক মহিলাই অর্জন করতে পারে যদি সে সন্তান দেখাশুনা ও সাংসারিক কাজে নিজের ক্ষেত্রে করণীয় প্রকৃত দায়িত্ব পালন করে অর্থাৎ মহিলা জীবন পদ্ধতির ইসলামী নীতিমালা পালনে সচেষ্ট থাকে।

সন্তান-সন্ততি পালনে সতর্কতা

বর্তমান সময়ে আমাদের মুসলিম মহিলা সমাজেও বিজাতীয় ভাবধারা অনুপ্রবেশ করেছে তাই মুসলিম মহিলারা সংসারের কাজ করাকে অশোভনীয় বলে ধারণা করে, শিশু লালন-পালনকে অমর্যাদাকর এবং বাইরে চাকুরী ও আড্ডা ও বিভিন্ন অকল্যাণকর অনুষ্ঠানে এসে প্রমোদবিহারে অংশ নেয়াকে প্রগতি মনে করে। মহিলাদের জন্য ইসলাম কিছু সীমারেখা নির্ধারণ করে সামষ্টিক কাজে অংশগ্রহণের অধিকার অবশ্যই দিয়েছে কিন্তু এগুলোর সাথে ইসলামী নির্দেশনাতে দিন-রাত পার্থক্য রয়েছে।

সভ্যতা ও সংস্কৃতির প্রকৃত উন্নয়ন বলতে তাই বুঝায় যে, আপনাকে উন্নত মানব সমাজ গঠন করতে হবে। আর উন্নয়ন বলতে আপনাকে উন্নত চরিত্র ও পবিত্র স্বভাবের মানুষ তৈরি করবেন। কেননা, উত্তম সমাজ গঠন উত্তম মানুষের মাধ্যমেই করা সম্ভব। এ কাজ মহিলারা ব্যতীত কেউই

www.nagorikpathagar.org

রক্ষণা-বেক্ষণ করতে পারে না। যে যে গাছের ছায়ায় অবস্থান করে সে এরই অনুসরণ করে। এ কারণেই ইসলাম আপনার উত্তম কাজকে সবচেয়ে মর্যাদাকর কাজ হিসেবে আখ্যায়িত করেছে। আপনার এ কাজ ইসলামের দৃষ্টিতে জিহাদ ও জিহাদকে রাসূল (স) দীনের শীর্ষ বলে উল্লেখ করেছেন। রাসূল (স) হযরত মায়ায (রা)-কে বলেছেন ঃ

اَلاَ اَدُلُّكَ بِرَاْسِ الاَمْرِ وَعُمُوْدِهِ وَذَرْوَةِ سَنَامِهِ؟ قُلْتُ بَلٰى يَارَسُوْلَ اللّٰهِ! قَالَ رَأْسُ الاَمْرِ اَلاِسْلاَمُ وَعُمُوْدُهُ الصَّلٰوةُ وَذَرْوَةُ سَنَامِهِ اَلْجِهَادُ - ترمذى

"আমি কি তোমাদেরকে দীনের মাথা, স্তম্ভ এবং এর শীর্ষ সম্পর্কে বলে দেব? আমি বলেছিলাম, অবশ্যই বলুন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! তিনি বলেন, দীনের মাথা হচ্ছে আনুগত্য করা, এর স্তম্ভ হচ্ছে নামায এবং এর শীর্ষ হচ্ছে জিহাদ।"

অতএব রাসূল (স)-এর বাণীর আলোকে আপনি যদি সংসার দেখাশুনা এবং সন্তান প্রতি-পালনের কাজে নিবিষ্ট থাকেন তখন আপনি জিহাদের ময়দানে অবস্থান করেছেন এবং আল্লাহ্‌র দৃষ্টিতে আপনার আর মুজাহিদের মর্যাদা সমান সমান বলে বিবেচিত হবে।

হযরত আয়েশা (রা)-এর বর্ণনা, রাসূল (স) বলেছেন ঃ

عَلَيْكُنَّ بِالْبَيْتِ فَاِنَّهُ جِهَادُكُنَّ - مسند احمد ج ٢

"সংসার দেখাশুনা করা তোমাদের অর্থাৎ মহিলাদের দায়িত্ব। আর এটাই তোমাদের জিহাদের কাজ।"

সন্তানের রক্ষণা-বেক্ষণে মহিলাদের দ্বিতীয় বিবাহ না করা

কোন মহিলার স্বামী যদি মারা যায়, তখন তার জন্য দ্বিতীয় বিয়ে করা শুধু বৈধই নয় বরং পছন্দনীয় বিষয়ও। আর যদি কোন মহিলা নিজের সন্তানের রক্ষণা-বেক্ষণে মৃত স্বামীর ইয়াতীম সন্তানের ওপর নিজ সন্তানের প্রয়োজনে দ্বিতীয় বিয়ে না করে নিজ জীবন উৎসর্গ করে তাহলে তার এ কাজ ইসলামের দৃষ্টিতে এতই পছন্দনীয় ও গ্রহণযোগ্য হবে যে, সে কিয়ামতের দিন রাসূল (স)-এর সাথে অবস্থান করার মত সৌভাগ্য নসীব হবে।

www.nagorikpathagar.org

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَا وَامْرَاَةٌ سَفْعَاءُ الْخَدَّيْنِ كَهَاتَيْنِ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ وَاَوْمَا يَزِيْدُ بْنُ زُرَيْعٍ اِلَى الْوُسْطٰى وَالسَّبَّابَةِ اِمْرَاَةٌ اَمَّتْ مِنْ زَوْجِهَا ذَاتَ مَنْصَبٍ وَجَمَالٍ حَبِسَتْ نَفْسَهَا عَلٰى يَتَامَاهَا حَتّٰى بَانُوْا اَوْمَاتُوْا ـ

"রাসূল (স) বলেছেন, কিয়ামতের দিন আমি এবং (দুশিন্তায়) গণ্ড ঝলসিত মহিলা দু' আঙ্গুলের মত এক সাথে থাকব। (ইয়াযিদ বিন যুরাই নিজের মধ্যমা এবং শাহাদাত আঙ্গুলের দিকে ইশারা করলেন) অর্থাৎ সে মহিলা যার স্বামী মারা গেছে। তিনি একজন উঁচু বংশের সম্ভ্রান্ত এবং রূপবতী মহিলা। কিন্তু তিনি নিজ ইয়াতীম শিশুদের (উত্তম লালন-পালনের) প্রয়োজনে দ্বিতীয় বিয়ে করা থেকে বিরত ছিলেন। এমনকি সে শিশু তার অভিভাবকত্ব থেকে পৃথক হয়ে যায় বা দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়ে যায়।"

স্বামী বঞ্চিত মহিলার তাৎপর্য দু'টি হতে পারে। প্রথম, যার স্বামী মারা গেছে। দ্বিতীয়, যার স্বামী তালাক দিয়েছে। আভিধানিক দিক থেকে আইয়েমা সে ব্যক্তিকেই বলা হয় যে বন্ধন থেকে বঞ্চিত। পুরুষ বন্ধন বঞ্চিত হতে পারে আবার মহিলাও হতে পারে। এখানে রাসূল (স) স্বামী বঞ্চিত পুরুষ ও মহিলার সে কাজকে অত্যন্ত প্রশংসাযোগ্য কাজ বলে উল্লেখ করেছেন। অর্থাৎ মহিলাটি ইয়াতীম শিশুদের রক্ষণা-বেক্ষণে দ্বিতীয় বিয়ে করছে না। এজন্য এখানে ভাবার্থের দিক থেকে বিধবা মহিলার কথাই উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু যদি কোন মহিলাকে তার স্বামী তালাক দেয় এবং শিশুও কোন কারণবশত মহিলার দায়িত্বে পতিত হয়, তখন এ মহিলা যদি সন্তানের প্রয়োজনে দ্বিতীয় বিবাহ না করে, তখন সেও সে সওয়াবের অধিকারী হবে বলে আশা করা যেতে পারে।

মহিলা সাহাবীদের সন্তান লালন-পালন

রাসূল (স)-এর ওপর ঈমান আনয়নকারীনী এবং তাঁর নির্দেশ ও হিদায়াতে নিমজ্জিত মহিলা সাহাবীবৃন্দ (রা) রাসূল (স)-এর প্রতিটি নির্দেশ ও শিক্ষা আন্তরিকভাবেই গ্রহণ করতেন এবং শুধুমাত্র আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি অর্জনে আমলের হক আদায় করতেন। এসব সচেতন মহৎ আত্মার

www.nagorikpathagar.org

মহিলা সাহাবী (রা)গণও সন্তান লালন-পালনের দায়িত্ব গ্রহণ করে সন্তানের প্রয়োজনে তাঁরা সুখ-শান্তি, আশা-আকাঙ্ক্ষা বিসর্জন দিয়ে রাসূল (স)-এর শিক্ষা সঠিকভাবে মনে-প্রাণে গ্রহণ করতে পেরেছিলেন। এজন্য তাঁরা জগতে যে দৃষ্টান্ত স্থাপন করে গিয়েছেন তা মানব অন্তরে অনাদিকাল পর্যন্ত স্মরণীয় হয়ে থাকবে।

সন্তানের দায়িত্ব পালনকারিনী একজন মা

হযরত আনাস (রা) তাঁর আম্মার ব্যাপারে এ কথাগুলো বলেছেন। "আল্লাহ্ আমার আম্মাজানকে জাযায়ে খায়ের দান করুন। তিনি আমার লালন-পালন ও অভিভাবকত্বের দায়িত্ব পালন করেছেন।"

হযরত আনাস (রা)-এর মাতা উম্মে সুলাইম (রা)-এর কুনিয়তে অধিক সুপ্রসিদ্ধ ছিলেন। প্রকৃত নাম তাঁর রামিলা বা সাহলা ছিল এবং লকব ছিল রামিসা। তাঁর পিতার নাম ছিল মালহান। আনসারের নাজ্জার গোত্রের সাথে তিনি ছিলেন সম্পর্কযুক্ত। তাঁর বিবাহ হয়েছিল তাঁরই গোত্রে মালিক বিন নজরের সাথে। তাঁর গর্ভে হযরত আনাস (রা) জন্মগ্রহণ করেন এবং হযরত আনাস (রা) শিশু থাকাবস্থায় উম্মে সুলাইম ইসলাম গ্রহণ করেন।

উম্মে সুলাইম তার শিশু সন্তানকে মনে-প্রাণেই ভালবাসতেন। যখন তিনি তাকে কালেমা শিখাতেন তখন মালিক বিন নজর খুবই রাগান্বিত হত। এক পর্যায়ে মনোমানিল্য অবস্থাতেই সে সিরিয়া চলে যায়। সেখানে তার এক পূর্ব শত্রু সুযোগ পেয়ে তাকে হত্যা করে। অতএব উম্মে সুলাইম যৌবনকালেই বিধবা হন। পরবর্তীতে নানান স্থান থেকে বিবাহের প্রস্তাব আসা শুরু হলে তিনি প্রত্যেকে এ বলে প্রত্যাখ্যান করেনঃ "আমি ততক্ষণ পর্যন্ত বিবাহ করব না যতক্ষণ পর্যন্ত আমার পুত্র মজলিসে ওঠা-বসা এবং কথাবার্তা বলার যোগ্যতা অর্জন করতে না পারে। এরপর যখন সে আমার বিবাহের ব্যাপারে সম্মত হবে তখন বিবাহ করব।"

যখন হযরত আনাস বয়োপ্রাপ্ত হল তখন হযরত আবু তালহা প্রস্তাব প্রেরণ করল। কিন্তু উম্মে সুলাইম কিভাবে তা গ্রহণ করতে পারে কেননা আবু তালহা তখন মুসলমান ছিল না। সে জন্য তিনি এ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন। কিন্তু তার এ প্রস্তাব ছিল অত্যন্ত হিকমতের প্রত্যাখ্যান। এতে আবু তালহার অন্তরাত্মা উন্মোচিত হয়ে যায়। উম্মে সুলাইম বললেন ঃ

www.nagorikpathagar.org

يَا اَبَا طَلْحَةَ اَلَسْتَ تَعْلَمُ اَنَّ اِلٰهَكَ الَّذِىْ تَعْبُدُ نَبَتَ مِنَ الْاَرْضِ قَالَ بَلٰى قَالَتْ اَفَلَا تَسْتَحْيِى تَعْبُدُ شَجَرَةً ـ اصابه ج دوم ومسند احمد

"আবু তালহা! আপনি কি জানেন না যে, যাকে আপনি স্রষ্টা বানিয়ে পূজা করছেন তা মাটি থেকে মাথা বের করে? তিনি বলেন, হ্যাঁ, জানি। এরপর উম্মে সুলাইম বলতে থাকেন, তাহলে গাছ-গাছালির পূজা করতে আপনার লজ্জা হয় না? –(ইসাবা, মুসনাদে আহমদ)

আবু তালহা একথা শুনে গভীর চিন্তায় নিমগ্ন হয়ে সে সময় চলে গেল। এ অবস্থায় তার অন্তরের কালিমা দূর করার চেষ্টা করে। কিছু দিন পর উম্মে সুলাইমের কাছে এসে ইসলাম গ্রহণ করে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হবার প্রতিশ্রুতি প্রদান করেন।

যখন উম্মে সুলাইম দেখেন যে, ইসলামের মত সম্পদ দিয়ে আল্লাহ্ আবু তালহাকে গৌরবান্বিত করেছেন, তখন তার অসহায়ত্ব ও দারিদ্রের কোন ভয় না করে তিনি বললেন, আবু তালহা! আমি আপনার প্রস্তাবে সম্মত। আমার মোহরানা আপনার ইসলাম। উম্মে সুলাইমের এ বিবাহ সে সু-সন্তানের দ্বারাই হয়েছিল যার সুন্দর প্রতিপালনের প্রয়োজনে এতদিন পর্যন্ত তিনি বিবাহে অস্বীকৃতি জানিয়েছিলেন।

এ নেক স্ত্রীর মর্যাদা আল্লাহর দৃষ্টিতে কেমন ছিল মিরাজ রজনীর ঘটনায় রাসূল (স)-এর এ আলোচনাতেই তা অনুমান করা যায় ঃ

دَخَلْتُ الْجَنَّةَ فَسَمِعْتُ خَشْفَةً فَقُلْتُ مَا هٰذَا فَقِيْلَ الرُّمَيْصَاءُ بِنْتُ مِلْحَانَ ـ صَحِيْحُ مُسْلِمْ ج دوم وطبقات ابن سعد ج هشتم

"আমি জান্নাতে প্রবেশ করেছি। এ সময় আমি একটা কিছুর শব্দ শুনতে পেলাম। আমি জিজ্ঞেস করেছি এ শব্দ কিসের? বলা হল, এটা মিলহানের কন্যা রুমাইসার আওয়াজ (অর্থাৎ উম্মে সুলাইম এর)।"

–(মুসলিম, তাবকাতে ইবনে সা'দ)

www.nagorikpathagar.org

শিশু প্রতিপালনে নযিরবিহীন ত্যাগ

মহিলা সাহাবীগণকে রাসূল (স) শিশু প্রতিপালনের গুরুত্ব সম্পর্কে যে শিক্ষা দিয়েছিলেন তা তাঁরা মনেপ্রাণে খুবই উত্তমরূপে গ্রহণ করেছিলেন। উম্মে হানি ক্ষমা চেয়ে যে কথা প্রিয় নবী (স)-কে বলেছিলেন তা চিন্তা করলে বুঝা যাবে যে, মহিলা সাহাবীদের কাছে সন্তান লালন-পালন কত গুরুত্বের বিষয় প্রতীয়মান হত। উম্মে হানি বলেছিলেন ঃ

"হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আপনি আমার এ দু'চোখ থেকেও প্রিয়। কিন্তু স্বামীর অধিকার অনেক বেশী। বিবাহ করতে গিয়ে আমি ভয় করি যে, যদি স্বামীর খিদমতের অধিকার আদায় করি তাহলে এসব অন্তরের মনিদের (সন্তানদের) অধিকার আদায় করতে সক্ষম হব না। আর যদি সন্তানের খিদমতে থাকি তাহলে স্বামীর হক আদায় করতে সক্ষম হব না।"

–(তাবকাতে ইবনে সা'দ)

ইনিই সে সৌভাগ্যবতী উম্মে হানি, যাঁর ঘরে রাসূল (স) মক্কা বিজয়ের দিন গোসল করে চাশ্‌তের নামায আদায় করেছিলেন। আত্মীয়তার বন্ধনের কারণে উম্মে হানি যে দু'মুশরিককে নিজ ঘরে আশ্রয় দান করেছিলেন, আল্লাহ্‌র রাসূল (স)ও তাদেরকে আশ্রয় দিয়েছিলেন। –(মুসনাদে আহমদ)

মায়ের দুধের ইসলামী দৃষ্টিকোণ

স্বভাবজাত কারণেই মা সন্তান লালন-পালন ও শিশুকে দুধপান করান। এটা এক চিরচারিত নিয়ম! মায়ের ওপর এটা সন্তানের একান্ত অধিকার আর মাতৃত্বের দাবীও। শিশুকে মায়ের দুধপান করানো সামাজিক এক সুপরিচিত নিয়ম। এক্ষেত্রে প্রত্যেক মায়েরই নিজ সন্তানকে দুধপান করানো প্রাকৃতিক স্বভাবজাত দায়িত্ব বলেই মনে করে। নিজ গর্ভে সন্তানকে স্থান দান, জন্মদান এবং সন্তানের প্রবৃদ্ধির জন্য নিজের দুধপান করানো প্রত্যেক মায়েরই স্বভাবজাত ধর্ম। পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে ঃ

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ اَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ اَرَادَ اَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ ـ

"এবং মায়েরা নিজ সন্তানকে পূর্ণ দু বছর দুধ পান করাবে। যাদের পিতা পূর্ণ সময় পর্যন্ত দুধ খাওয়াতে চায়।" –(সূরা আল বাকারা ঃ ২৩৩)

www.nagorikpathagar.org

حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا ـ وَحَمْلُهُ وَفِصٰلُهُ ثَلٰثُونَ شَهْرًا ـ

"তার মা কষ্ট স্বীকার করে তাকে গর্ভে ধারন করেছে এবং কষ্ট স্বীকার করে জন্ম দিয়েছে এবং তার অন্তসত্ত্বা থেকে শুরু করে দুধ ছাড়ানো পর্যন্ত ৩০ মাস লেগে গেছে।" –(সূরা আল আহকাফ ঃ ১৫)

আলোচ্য আয়াতে মায়ের তিনটি মহান ইহসানের স্বীকৃতি প্রদান করা হয়েছে।

১. মা কষ্ট স্বীকার করে তাকে গর্ভে স্থান দিয়েছে ২. কষ্ট স্বীকার করে তাকে জন্ম দান করেছে ৩. মা তাকে নিজের দুধ পান করিয়েছে। এ তিনটি তুলনাবিহীন খিদমতের দাবী হচ্ছে পিতার তুলনায় মায়ের তিনগুণ বেশী অধিকার রয়েছে। পবিত্র কুরআনে এ ইঙ্গিত সম্পর্কে যাকিছু বলা হয়েছে, রাসূল (স)-এর ব্যাখ্যা এভাবে করেছেন ঃ

"একদিন এক সাহাবী জিজ্ঞেস করেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার সুন্দর আচরণ পাবার অধিকার সবচেয়ে বেশী কে? তিনি বলেন, মায়ের। পর কে? বলেন, তোমার মা। সাহাবী জিজ্ঞেস করেন, এরপর কে? বলা হল, তোমার মা। সাহাবী জিজ্ঞেস করেন, তারপর কে? বলা হল, তোমার পিতা।" (বুখারী, মুসলিম)।

কুরআন ও হাদীসের এ বর্ণনার দ্বারা জানা যায় যে, প্রত্যেক সন্তানের ওপর মায়ের তিনগুণ বেশী অধিকার রয়েছে। কেননা মাও প্রকৃতিগতভাবে নিজ সন্তানের সাথে তিনটি আচরণই করে থাকে। নয় মাস পর্যন্ত দুর্বলতার পর দুর্বলতা সহ্য করে গর্ভে ধারন করে। এরপর জীবন বিপন্নের মুখে সন্তান প্রসব করে এবং দু'বছর পর্যন্ত নিজের কলিজার রক্ত পান করায়। এটা প্রত্যেক মায়েরই সহজাত প্রবৃত্তি এবং অত্যন্ত পরিচিত ও করণীয় কাজ। এ কাজে পবিত্র কুরআন অত্যন্ত হিকমতসহ সন্তানের প্রতি আকর্ষণ এবং ইহসানের কথা সুস্পষ্টভাবে বলেছে যে, পিতার চেয়ে মা তিনগুণ হকের অধিকারী। প্রাকৃতিক ধর্ম ইসলাম। এজন্য ইসলাম কাউকে অনর্থক কষ্টে নিপতিত বা নিক্ষেপ করে না। তাই মা-কে দু'বছর পর্যন্ত দুধ পান করানো উচিত। যদি কিন্তু কোন কারণে দু বছর পূর্ণ হবার পূর্বেই দুধ ছাড়িয়ে দেয়া হয়, তাহলে ইসলামে দু' বছর পর্যন্ত দুধপান করানো অত্যাবশ্যক নয় বা কোন মহিলা যদি অসুস্থ বা দুর্বল হয় এবং স্বাস্থ্য আরো বেশি খারাপ আকার ধারণ হবার আশংকা থাকে তখন এ অবস্থায় দুধ না

www.nagorikpathagar.org

খাওয়ানোরও সুযোগ রয়েছে। 'কিন্তু কোন বাস্তব অসুবিধা এবং প্রয়ে ব্যতীত শুধুমাত্র নিজের রূপ-যৌবন অটুট ও অক্ষুণ্ন ও ফ্যাশনের কারণে দু না খাওয়ানো সন্তানের অধিকারের প্রতি হস্তক্ষেপ এবং পাষাণ হৃদয়ের কাজ হিসেবে বিবেচিত। যা সাধারণতঃ শিক্ষিত নামক জঘন্য সৃষ্টি আধুনিক পরিবারের মহিলাদের ক্ষেত্রে হয়ে থাকে। এসব অপছন্দনীয় তৎপরতায় নিজ সন্তানকে দুধ পান করা থেকে বঞ্চিতকারী মহিলাদেরকে রাসূল (স) অত্যন্ত মারাত্মক পরিণতি সম্পর্কে ভয়-ভীতিও প্রদর্শন করেছেন।'

মিরাজ রজনীর ঘটনা প্রসঙ্গে রাসূল (স) বলেছেন ঃ

ثُمَّ انْطَلَقَ بِى فَاِذَا بِنِسَاءٍ تَنْهَشُ ثَدْيُهِنَّ الْحَيَّاتُ قُلْتُ مَا بَالُ هٰؤُلَاءِ قِيْلَ هٰؤُلَاءِ يَمْنَعْنَ اَوْلَادَهُنَّ اَلْبَانَهُنَّ - ترغيب وترهيب .

"এরপর আমাকে আরো সামনে নিয়ে যাওয়া হল। এরপর কিছু সংখ্যক মহিলাকে দেখেছি। যাদের বুকের ছাতিতে সাপ দংশন করছে। আমি জিজ্ঞেস করেছি এরা কোন্ মহিলা? বলা হল তারা সে মহিলা যারা নিজের সন্তানকে নিজের দুধ পান করান থেকে বিরত থেকেছে।"

-(তারগীব, তারহীব)

মায়ের দুধের শরীয়তী ও নৈতিক গুরুত্ব

শিশু বেলায় মায়ের দুধ প্রাকৃতিক খাদ্য হিসাবে বিবেচিত। এ খাদ্য শিশুর জন্য পূর্ণ সুস্থতা ও সবল দান করে। এটা শুধু শারীরিক খাদ্য হিসাবেই বিবেচিত নয় বরং আত্মিক ও নৈতিক খাদ্যও। মায়ের দুধে শিশুর অন্তর, আবেগ-অনুভূতি এবং চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ও নানান কাজের ওপর সুগভীর প্রভাব বিস্তার করে। মা সন্তানকে নিজের দুধপান করিয়ে শুধু সন্তানের পুষ্টিকর খাদ্যই দান করেনা বরং দুধের প্রতিটি ফোটায় নিজের পবিত্র চিন্তা-ভাবনা, আবেগ-অনুভূতি, উঁচু আশা-আকাঙ্ক্ষা এবং পছন্দনীয় চরিত্র তার শরীর ও আত্মায় প্রবাহিত করে দেয়। অতএব শিশু মায়ের দুধের সাথে সাথে এসব কিছুই শোষণ করে বলে নৈতিক দিক থেকে মায়ের দুধ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অবদান হিসেবে স্বীকৃত। আর এমনিতেই প্রত্যেক খাদ্যের প্রভাব মানুষের চরিত্র ও কাজে প্রতিফলিত হয়। যেহেতু দুধ মানুষের প্রাথমিক খাদ্য এজন্য এর গুরুত্বও আরো অধিক।

www.nagorikpathagar.org

যদি কোন কারণে কোন শিশু তার আপন মায়ের দুধ থেকে বঞ্চিত হয় এবং তাকে কোন বহিরাগত মহিলার দুধপান করাতে হয় তখন এটা লক্ষ্য রাখতে হবে যে, যে মহিলার দুধপান করাবে তার শারীরিক যেন সুস্থ ও সবল হয়। আর পাক-পবিত্রতার দীনদারির দিক থেকেও যেন সে মহিলাটি উত্তম বলে বিবেচিত হয়। আবেগ-অনুভূতি ও চিন্তা-ভাবনা করলে তার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের দিক থেকে ভবিষ্যত উজ্জ্বল হবে। শিশু যাতে তার কাছে থেকে সুন্দর চরিত্র ও উত্তম আদর্শের অনুপ্রেরণা লাভে সক্ষম হতে পারে। মায়ের সাথে শিশুর যে অসাধারণ সুসম্পর্ক ও সুগভীর ভালবাসা ও আন্তরিকতা সৃষ্টি হয় এর অন্যতম কারণ হচ্ছে দুধ। মনোবিজ্ঞান ও চিকিৎসা বিজ্ঞান এর যথার্থতা প্রমাণ করেছে শিশুদেরকে নিজের দুধপান যেসব মা করায় না তারা সন্তানের জন্য তেমন আন্তরিক আকর্ষণ অনুভব করে না যা শুধু দুধপান করানোর কারণেই সৃষ্টি হয়। কখনো যদি মায়েরা সন্তানদের সম্পর্কে সম্পর্কহীনতা ও অনীহা সংক্রান্ত অভিযোগ উত্থাপন করে তখন সে জন্য মায়েরাই দায়ী হবে। কারণ সন্তান লালন-পালনে প্রথম দু' বছরে তারা উত্তপ্ত বুকে লাগিয়ে যখন স্নেহ ভালবাসা ও আত্মিক দুধপানের সম্পর্ক স্থাপন করেনি তখন পরিণতি এটাই যে হবে স্বাভাবিকভাবে তাই বলা যায়।

ইসলামী শরীয়ত দুধপানের ক্ষেত্রে শুধু গুরুত্বই স্বীকার করা হয়নি বরং একে এমন এক মহৎ গুরুত্ব দান করা হয়েছে যে, এর ভিত্তিতে হালাল হারামের আইনও প্রণীত হয়েছে। আরবীতে দুধপান করানোকে রাদায়াত বলে। ইসলাম একে প্রায় বংশের সমপরিমাণ শ্রদ্ধার যোগ্য মনে করে। যদি কোন কারণে কোন শিশু কোন মা ব্যতীত বহিরাগত কোন মহিলার দুধপান করে তখন সে মহিলার সাথে তার রাদায়াতের সুসম্পর্ক স্থাপিত হয়ে যায়। আর দুধপান করনেওয়ালী মহিলা তার দুধ মা বিবেচিত হয়। দুধ মায়ের মর্যাদা প্রায় আপন মায়ের সমপরিমাণ। এ দুধপান করানোর কারণে শুধু মহিলাটিই দুধমা হয় না বরং তার স্বামী শিশুর দুধ পিতা এবং তার সন্তানসমূহ শিশুর দুধ ভাই-বোন বলে গণ্য হয়। শরীয়তে এ আত্মীয়ের মর্যাদা ও বৈশিষ্ট্য প্রায় বংশীয় আত্মীয়ের মর্যাদার মতই বিবেচিত হয়।

এ সম্পর্কে কুরআন পাকে বলা হয়েছে ঃ

وَأُمَّهَاتُكُمُ الَّتِىْ أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ ـ

النساء : ٢٣

www.nagorikpathagar.org

"এবং তোমাদের সেসব মা (তোমাদের জন্য হারাম) যারা তোমাদেরকে দুধ পান করিয়েছেন এবং তোমাদের দুধে অংশীদার বোন সকল।" অর্থাৎ যেসব আত্মীয় আপন মাতা-পিতার সম্পর্কের কারণে হারাম বলে গণ্য হয় এবং দুধমাতা-পিতার সম্পর্কের কারণে তারাও হারাম বলে গণ্য হয়।

এ সম্পর্কে রাসূল (স) বলেছেন ঃ

إِنَّ اللّٰهَ حَرَّمَ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا حَرَّمَ مِنَ النَّسَبِ ـ صحيح مسلم

"আল্লাহ্ পাক দুধপান করানোর কারণে সেসব আত্মীয়কে হারাম করে দিয়েছেন যাদেরকে নসবের কারণে হারাম করেছেন।" –(মুসলিম)

দুধ পান করানোর গুরুত্ব শরীয়তে এমনভাবে দান করা হয়েছে যে, যদি কখনো অজ্ঞাত কোন পুরুষ মহিলার বিয়ে হয়ে যায়। কিন্ত তাদের মধ্যে দুধপান করানোর সম্পর্ক বিদ্যমান থাকে এমতাবস্থায় শুধুমাত্র একজন মহিলার স্বাক্ষীতেই সে বিয়ে ভেঙ্গে দেয়া যাবে এবং দুধপান করানোর সম্পর্ক অবগত হবার পর সে দু' ব্যক্তির এক মুহূর্তের জন্যও স্বামী-স্ত্রী হিসেবে থাকাটা আর কোনক্রমেই বৈধ বলে বিবেচিত হয় না।

দৃষ্টান্তস্বরূপ লক্ষ্য করা যায় সাহাবী হযরত উকবা বিন হারিস (রা) এক মহিলাকে বিবাহ করলে বিয়ের পর এক মহিলা বলেন, আমি তোমাদের দু'জনকেই দুধপান করিয়েছি। হযরত উকবা স্ত্রী বংশীয় লোকদের কাছে ঘটনা জিজ্ঞেস করলে তারা কোন সদোত্তর দিতে পারেনি। অবশেষে তিনি (রা) রাসূল (স)-এর কাছে এসে সকল ঘটনা বললে তিনি (স) বলেন, এমতাবস্থায় তোমরা কি করে এক সাথে থাকতে পার। তখন বিষয়টির গুরুত্ব অনুধাবন করে হযরত উকবা (রা) সে মহিলাকে তালাক দেন এবং সে মহিলাও অন্য কোন পুরুষের বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হল। –(বুখারী)

দুধ খাওয়ানোর সীমাহীন অবদান

সন্তানকে মায়ের দুধপান করানোর এ অসাধারণ গুরুত্ব ও নৈতিক ও আত্মিক কল্যাণের প্রেক্ষাপটে যারা দুধ না খাওয়ায় তাদের বিরুদ্ধে নবী (স) কঠোর সতর্ক উচ্চারণ করেছেন। তিনি মুসলমান মহিলাদের সাথে সাথে দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলেছেন, তোমরা অন্তরের টুকরা সন্তানকে দুধপান করিয়ে শুধু জাগতিক জীবনেই এর প্রতিদান পাবে না, বরং আখিরাতের জীবনেও তোমাদের জন্য অপরিসীম সাওয়াব ও পুরস্কার প্রদান করা হবে।

www.nagorikpathagar.org

রাসূল (স) আরো বলেছেন ঃ

وَاِنَّ لَهَا مِنْ اَوَّلِ رَضْعَةٍ تَرْضَعُهُ اَجْرُ حَيَاةِ نَسَمَةٍ - كنز العمال

"এবং মুসলিম মহিলা যে নিজ সন্তানকে দুধের প্রথম ঢোক পান করায় সে একটি মানুষের জীবনদানকারীর সমপরিমাণ সওয়াব পাবে।"

–(কানযুল উম্মাল)

রাসূল (স) দুধ দানকারী মহিলাকে সে মুজাহিদের সাথে তুলনা করেছেন, যে মুজাহিদ আল্লাহ্‌র পথে অব্যাহতভাবে পাহারা দানে নিয়োজিত থাকে। সে মহিলা যদি এ সময়ে মৃত্যুবরণ করে তখন সে শাহাদাতের সওয়াব পেয়ে থাকে।

মায়ের দুধ ঃ কুরআন ও বিজ্ঞান

'আর মায়েরা শিশুদেরকে পূর্ণ দু'বছর দুধ পান করাবে।' (সূরা বাকারা)

শিশুর জন্মের পর শিশুকে মায়ের সর্বপ্রথম ও সর্বোত্তম তোহ্‌ফা কি হবে নয়নমনি বুকের মানিক নতুন অতিথিকে প্রথম কি দিয়ে আপ্যায়িত করবে? এর একমাত্র উত্তর বুকের দুধ। এটি একই সাথে খাদ্য, পানীয়, চিকিৎসা, জীনাণুরোধী, জীনাণুনাশক সম্পূর্ণ নিরাপদ, শিশুর দেহ মনের সঠিক বৃদ্ধি ও বিকাশের নিশ্চয়তা দানকারী আশ্চর্য এক টনিক।

মায়ের দুধ শিশুর দেহে প্রয়োজনীয় পুষ্টি উপাদান যোগানোর পাশাপাশি বেশ কিছু মারাত্মক রোগ প্রতিরোধ প্রহরীর ভূমিকা পালন করে। আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞানের গবেষণায় যেসব শিশু একান্তভাবেই মায়ের দুধের ওপর নির্ভরশীল তাদের মধ্যে পাকস্থলী খাদ্যনালী এবং ফুসফুসের রোগ বিশেষ করে ডায়রিয়া, শ্বাসনালীর সংক্রমণ এবং কানপাকা রোগ কম হয়।

এমনকি জন্মের পর প্রথম ৪-৬ মাস যেসব শিশুকে মায়ের দুধ খাওয়ানো হয় না, তাদের মধ্যে প্রাণঘাতী ডায়রিয়ার ঝুঁকি মায়ের দুধ পানকারী শিশুদের চেয়ে অন্তত ত্রিশ গুণ বেশি। মায়ের দুধ ছাড়া অন্য যে কোন দুধ শিশুর দেহে এ্যালার্জি তৈরী করে। গবেষক চিকিৎসকগণ বর্তমানে শিশুদের ডায়াবেটিসের অন্যতম কারণ হিসেবে গরুর দুধের আমিষকে দায়ী করে থাকেন।

www.nagorikpathagar.org

কৃত্রিম দুধে অনেক সময় শিশুর দেহ অতিরিক্ত মোটা হয়ে যায় এবং তা থেকে ঝুঁকিপূর্ণ হৃদরোগের সৃষ্টি হয়। এ ছাড়াও এসব দুধ হার্টের করোনারি ডিজিজ, স্নায়ুরো এবং আকস্মিক মৃত্যুরোগ সিডসের সহায়ক।

মায়ের দুধের আরেকটি কুদরতী নিদর্শন এটাই যে, এটি শিশুর দেহের বেড়ে ওঠার সাথে সঙ্গতি রেখে যখন যেমন পুষ্টি ও যখন যেমন তাপমাত্র প্রয়োজন ঠিক তেমনি পুষ্টি উপাদানে ও সুষম তাপমাত্রায় নিত্য নিত্য বিবর্তিত হয়। মা যখন শিশুকে দুধ খাওয়ানো শুরু করেন তখনকার দুধের সাথে যখন দুধ খাওয়ানো শেষ করেন তখনকার দুধে কোনই মিল নেই।

দিনের শুরুতে খাওয়ানো দুধের সাথে দিনের শেষে খাওয়ানো দুধের উপাদানে ভিন্নতা থাকে। তেমনি আগের মাসের দুধের সাথে পরের মাসের দুধের পার্থক্য থাকে। আর এ কারণেই যত ধরনের যত কঠিন রোগই হোক না কেন মায়ের দুধ কখনও খাওয়ানো বন্ধ করতে হয় না এবং এম-নকি প্রচণ্ড গরমের দিনেও শিশুর পিপাসা মিটানোর জন্য বাইরের কোন আলাদা পানির প্রয়োজন হয় না। মায়ের দুধই তার সব প্রয়োজন পূর্ণ করে দেয়। গ্রামদেশে অনেক শিশুকে জন্ম পরবর্তী মায়ের প্রথম শাল দুধ না দিয়ে প্রথমেই চিনি পানি এবং হালকা তরল দুধ খাইয়ে থাকে, এটা মারাত্মক ভুল। শাল দুধে আমিষ এবং রোগ প্রতিরোধ পদার্থ যথেষ্ট পরিমাণে থাকে। যার কারণে এ দুধ শিশুর দেহে কার্যকরী প্রতিরোধ গড়ে তোলে। তাই শিশুকে মায়ের প্রথম শাল দুধ অবশ্যই গুরুত্বের সাথে খাওয়াতে হবে।

অনেক মায়েরা শারীরিক সৌন্দর্য নষ্ট হবার ভয়ে শিশুকে দুধ খাওয়াতে আগ্রহী হন না। এটা বড় আশ্চর্য কথা। আপনার কাছে আপনার দেহের এ সাময়িক সৌন্দর্য বড় না আপনার সন্তানের ভবিষ্যত? মা তো সর্বংসহা ধরণীর মত। পরিপূর্ণ মাতৃত্বের যোগ্যতা তো একমাত্র সে নারীই ধারণ করেন যিনি আপন সন্তানের কল্যাণ কামনায় যে কোন ত্যাগ স্বীকার করতে যে কোন ধরনের স্বার্থ বিসর্জন দিতে সদা প্রস্তুত থাকেন। আর বাস্তব সত্য কথা হচ্ছে সন্তানকে দুধপান করানোতে শারীরিক সৌন্দর্য মোটেই নষ্ট হয় না। যা বা যেটুকু পরিবর্তন হয়ে থাকে তা গর্ভধারনের জন্যই হয়ে থাকে। গবেষণায় দেখা গিয়েছে, যেসব মায়েরা বুকের দুধ খাওয়ান–তাদের মধ্যে স্তন ক্যান্সারের হার–যারা বুকের দুধ খাওয়ান না, তাদের তুলনায় অনেক কম।

www.nagorikpathagar.org

এছাড়া সন্তানকে বুকের দুধ খাওয়ানোর দ্বারা মায়ের সাথে সন্তানের সম্পর্ক গভীর হয়। মায়ের মনে সন্তানের প্রতি এবং সন্তানের মনে মায়ের প্রতি এক অনির্বচনীয় মমত্ববোধ ও ভালবাসা সৃষ্টি হয়। শিশুকে মায়ের দুধ না খাওয়ানো নিয়ে কোন এক উর্দু কবি চমৎকার লিখেছেন, তিফিল মে বু আয়ে কেয়া মা বাপ কে আতওয়ার কি, দুধ কো ডিব্বে কা হ্যায়, তালমি হ্যায় সরকারী কি, অর্থাৎ শিশুর স্বভাব মা-বাবার চরিত্রের ঘ্রাণ আসবে কি করে। সে তো দুধ খাচ্ছে–কৌটার এবং শিক্ষা লাভ করছে গভর্ণমেন্টের! এসব শিশুরা মায়ের অবাধ্য হয়। এখানে আরেকটি ব্যাপার অনেক মায়ের মধ্যে সমস্যাটা লক্ষ্য করেছি, বুকে দুধ নেই বা হচ্ছে না অভিযোগ করে তারা শিশুকে দুধ টানানো বন্ধ করে তার মুখে ফিডার ধরিয়ে দেন। দুধ কেন হচ্ছে না বা কি করলে দুধ হবে, এ নিয়ে একজন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের লেখা থেকে খানিকটা এখানে উদ্বৃতি করে দিচ্ছি–

বুকে কিভাবে দুধ নামে এ বিষয়ে তাদের যথাযথ ধারণার অভাবই এর মূল কারণ। শিশু যতবেশী দুধ চুষবে ততই দুধ তৈরী হবে। যত কম চুষবে দুধও তত কম তৈরী হবে। সদ্যজাত শিশু যদি দুধ একেবারেই মুখে না নেয় কিংবা কোন শিশু যদি স্তন চোষা বন্ধ করে দেয় তাহলে বুকে দুধ তৈরীর প্রক্রিয়াটাও আপনা-আপনিই বন্ধ হয়ে যাবে।

এর পাশাপাশি মাকে খাবার-দাবার একটু বেশি পরিমাণে খেতে হবে এবং আত্মবিশ্বাসী হতে হবে।

চিকিৎসা বিজ্ঞানীদের মতে মায়ের মানসিক অবস্থা দুধ বের হয়ে আসার ব্যাপারটাকে সরাসরি প্রভাবিত করে। একজন হাসি-খুশি ও আত্মবিশ্বাসী যা সন্তানকে যতটুকু দুধ খাওয়াতে সক্ষম হবেন সে তিনিই যদি কোন কারণে মানসিকভাবে আস্থাহীনতার শিকার হন শিশুকে তিনি দুধ খাওয়াতে পারবেন কিনা এ নিয়ে তার মনে সন্দেহের সৃষ্টি হয়, তাহলে শুধু এ দুশ্চিন্তার কারণেই তার দুধের পরিমাণ অনেক কমে যেতে পারে। আর দুধ যেহেতু মায়ের দেহে তৈরী হয় তাই মাকে অবশ্যই খাবার-দাবারের পরিমাণটা একটু বাড়িয়ে দিতে হবে। একজন দুগ্ধদানকারীণী মায়ের খাবার কতটুকু কি হতে পারে তার একটি তালিকা এখানে দেয়া হল ঃ

www.nagorikpathagar.org

খাবার	সাধারণ নারী	দুগ্ধদানকারীণী
চাল/আটা	৩৫০	৪৪০
ডাল	৪০	৭০
মাছ/গোশত/ডিম	৬০	৬০
আলু	৬০	৬০
শাক	১৫০	১৮০
সবজি	৯০	৯০
চিনি/গুড়		৪৫
ফল	(১টি) ৫৫ গ্রাম	(১) ৫৫ গ্রাম
তেল/ঘি	৫০	৬০ মি.লি

পুষ্টি উপাদান–খাদ্য শক্তি ২১০০ কিলো ক্যালার প্রায় আমিষ ৪৬ গ্রাম খাদ্য শক্তি ২৮০০ কিলো ক্যালার আমিষ প্রায় ৫৭ গ্রাম।

এখানে আরেকটি কথা শিশু যখন দুধ খায় তখন দুধের সাথে বাইরের কিছু বাতাসও পেটে যায়। এটি অনেক সময় শিশুর পেট ব্যথার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। প্রতিবার দুধ খাওয়ানোর পর শিশুকে কাঁধের ওপর ওপুড় করে শুইয়ে দিয়ে পিঠে আলতো করে চাপ দেয়া হলে শিশুর একটি ঢেকুর আসে এবং পেটে ঢোকা বাড়তি বাতাস বেরিয়ে যায়। নিয়মিত এটি করার অভ্যাস করে নিলে শিশুর পেট ব্যথা ও কান্নাকাটি অনেকটাই নিয়ন্ত্রণে থাকে।

মা যে খাবার খান এরই একটি অংশে শিশুর জন্য বুকে দুধ তৈরী হয়, এখন এ মায়ের খাবারটা যদি হালাল আয়ের হয়ে থাকে তাহলে শিশুও হালাল খাবার খাচ্ছে। আর যদি হারাম বা অবৈধ উপায়ে অর্জিত হয়, তাহ-লে শিশুও এ হারাম খাবারেই পরিপুষ্ট হচ্ছে। আর হারাম খাবারে গঠিত ও পরিপুষ্ট একটি শিশু বড় হয়ে খাঁটি একজন মুমিন-মুসলিম হবে, সত্যের পথে অগ্রগামী হবে, সার্বিক দিকে স্বভাব-চরিত্রে ভাল হবে, সে আশা করা বাতুলতা মাত্র।

দার্শনিক কবি আল্লামা ইকবালের কথা আমরা কে না জানি। তাঁর মহিয়সী মাতা তার পিতার উপার্জনকে সন্দেহযুক্ত মনে করে তা থেকে বিরত থাকতেন। তাই তিনি শিশু ইকবালকে নিজের বুকের দুধের পরিবর্তে

www.nagorikpathagar.org

একান্ত হালাল উপার্জনে কেনা ছাগলের দুধ খাওয়াতেন। আল্লাহ্ পাক এ মহিয়সী মায়ের ত্যাগকে বিফল করেননি। আল্লামা ইকবালের ব্যক্তিত্বকে তিনি এত কবুলিয়াত দান করেছিলেন যে, তা তাঁর মায়ের আশা-স্বপ্নকেও ছাড়িয়ে গিয়েছিল, পরিণত বয়সে আল্লামা ইকবাল তাঁর মায়ের স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে বলেছেন– আমি যে জ্যোতির্ময় ঈমান-ইয়াক্বীনের অধিকারী হয়েছি তার সবই আমার মহিয়সী মায়ের অবদান। আমি জীবনে যা ভাল কিছু অর্জন করেছি সবই তাঁর কোলে পাওয়া তরবিয়তের সোনালী ফসল। কোন পাঠশালা বা বিশ্ববিদ্যালয় আমাকে অন্তর্দৃষ্টি দেয়নি এবং দেয়নি মানবতার জন্য কোন বেদনাশীল অন্তর ও ব্যথিত হৃদয়। আমি যা পেয়েছি তা মায়ের কোলে মায়ের শিক্ষাতেই পেয়েছি।

দুধপান সম্পর্কিত কয়েকটি মাসআলা

প্রতিবার দুধ খাওয়ানোর সময় ওযুর সাথে বিস্‌মিল্লাহ বলে খাওয়ানোর চেষ্টা করা হলে খুব উত্তম হয়।

◆ শিশুর দুধ পানকালীন সময়ে রমযান মাসে মায়ের রোযা রাখার কারণে যদি শিশু দুধ না পায় এবং অন্য খাবারও না খায় তাহলে মায়ের জন্য রোযা না রাখার অনুমতি আছে। পরে কাযা করে ফেলতে হবে। কাফ্‌ফারার প্রয়োজন নেই। (ফাতাওয়ায়ে শামী)

◆ শিশুর দুধপানের সর্বোচ্চ সময়সীমা আড়াই বছর। দুই বছর হলে সবচেয়ে ভাল। অপারগ অবস্থায় আড়াই বছর খাওয়ানো যেতে পারে। কিন্তু এর বেশী একদিনও খাওয়াতে পারবে না। খেলে হারাম হবে।

(ফাতাওয়ায়ে শামী)

◆ শিশু যার দুধ খাবে তার সাথে শিশুর মায়ের সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হবে। তার নিজের ভাই-বোন, বাবা-চাচা, মামাদের মতই দুধ পিতা, দুধ ভাই, দুধ বোন ইত্যাদি দুধ সম্পর্কীয় আত্মীয়দের সাথে বৈবাহিক সম্পর্ক হারাম হয়ে যাবে। (ফাতাওয়ায়ে শামী)

◆ দুধ সম্পর্কীয় মাহরাম আত্মীয়দের সাথে মেলামেশাতে ও সরাসরি রক্ত সম্পর্কীয় আত্মীয়দের মত আপন ও অসংকোচ না হলে ভাল। আল্লাহ্ আমাদের সবাইকে সঠিক সত্য বুঝার তাওফীক দিন।

www.nagorikpathagar.org

চিকিৎসা ও মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ

মাতৃদুগ্ধ চিকিৎসা বিজ্ঞানে ও মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণে অসাধারণ উপকারী বলে উল্লেখ করা হয়েছে। এখানে আমরা স্বাস্থ্য ও চিকিৎসায় গবেষণা সংস্থার গবেষণামূলক নিবন্ধের কিছু অংশ নিয়ে আলোচনা করব। এ থেকে ধারনা করা সম্ভব হবে যে, চিকিৎসক ও মনস্তাত্ত্বিকরা এ বিষয়ে কি চিন্তা করেছেন এবং এতেও বংশধরদের জন্য কি উপকার সাধিত হবে। আমাদেরকে আধুনিক সভ্যতার অনেক চিন্তা-ভাবনা অনেক প্রাকৃতিক আইন থেকে দূরে সরিয়ে রেখেছে। এক্ষেত্রে অনেক অন্তসত্ত্বা মহিলাই চিন্তা-ভাবনা করে যে, নিজ সন্তানকে নিজ দুধ বা গাভীর দুধ পান করাবে? তাদের এরূপ বিভ্রান্তিপূর্ণ ধারনার জন্য এটা আলোচনা করা একান্তভাবেই প্রয়োজন যে, গাভীর দুধ মাতৃদুগ্ধের কখনই বিকল্প বিবেচিত হয়না। সন্তানকে যদি সব ধরনের এলার্জি, পেটের ব্যথা এবং বদহজম থেকে অবমুক্ত রাখতে চান তখন নিজ দুধপান করিয়ে সে সমস্যা থেকে মুক্ত থাকার চেষ্টা করুন।

চিকিৎসা বিজ্ঞানও এ কথাই বলে যে সন্তান ভূমিষ্ট হবার পর নিজের দুধ পান করানোর পরই মায়ের শরীরে দ্রুতগতিতে সুস্থতা ফিরে আসে। আর সময়ের পূর্বেই ভূমিষ্ট শিশুরও দুর্বলতা মাতৃদুগ্ধেই দূর হয়।"

এক মহিলার নির্ধারিত সময়ের ৬ সপ্তাহ পূর্বেই শিশু ভূমিষ্ট হলে হাসপাতালের ডাক্তারের নির্দেশে নার্স তার শরীরের ওপর শক্তভাবে পট্টি বেঁধে দেয়। মহিলাটি তখন নার্সকে জিজ্ঞেস করে, এ পট্টি কেন বেঁধেছেন। নার্স বলে, "আপনার যাতে দুধ না আসে, সেজন্যই পট্টি বাঁধা হল।

মহিলা বলে আমি কিন্তু আমার শিশুকে আমার দুধ পান করাতে চাই। নার্স বলে, আপনি এখন আপনার দুধপান করাতে পারবেন না। নির্ধারিত সময়ের পূর্বে আপনার শিশু ভূমিষ্ট হওয়ায় সে দুর্বল হয়েছে। কয়েক সপ্তাহ আপনাকে সন্তান থেকে আলাদা থাকতে হবে। মহিলাটি নার্সের প্রতি নিরাশ হয়ে বলে, "আপনি কি আমাকে এ ব্যাপারে সাহায্য করতে পারেন? আমি কিন্তু শিশুকে দুধপান করাতে চাই।" তখন ডাক্তার ধমকে বলে, "আপনার কি জানা নেই যে, কিছুদিন আগে আপনার সন্তান ভূমিষ্ট হয়েছে।" "মহিলা বলে এ কারণেই আমি সন্তানকে নিজ দুধ পান করাতে

www.nagorikpathagar.org

চাই। আমি চাই, সে দুর্বল দেহে অবিলম্বে শক্তি সঞ্চারিত হয়ে সে সুস্থ্য হোক।" "এক্ষেত্রে প্রশ্নই ওঠতে পারে না। "যদি সন্তান আপনার দুধ পান করাতে চান, তখন আমাদেরকে বিকল্প কিছুর মাধ্যমে আপনার থেকে দুধ বের করতে হবে। আপনি কি সেজন্য সম্মত আছেন?" স্নেহ-মমতার কারণে মা সেজন্য প্রস্তুতই ছিল। তখন এক বৈদ্যুতিক যন্ত্রের মাধ্যমে তার দুধ বের করা হল। কোন কোন সময় ১১ আউন্স পর্যন্ত দুধ বের করা হত। তখন হাসপাতালের অন্য শিশুও এ দুধপান করেছে। যখন মাকে হাসপাতাল থেকে নিষ্কৃতি দেয়া হল, তখনো শিশুকে সেখানেই রাখা হল। কারণ তার ওজনের মাত্রা ৬ পাউণ্ডের কিছু কম ছিল। এ অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে এ আদর্শ মাতা ঘরে এক পাম্পের সাহায্যে নিজ দুধ বের করে শিশুর জন্য হাসপাতালে পাঠাতে থাকেন। এভাবেই তার বয়স পাঁচ সপ্তাহ হলে তাকে বাড়ী নিয়ে আসা হল।

আমাদের মুসলিম সমাজে এমন কিছু সংখ্যক মহিলাই এমন পাওয়া যায় যে, উল্লিখিত মহিলার মত শিশুকে নিজের দুধ পান করানোর জন্য পীড়াপীড়ি করেন। এ আদর্শ মহিলা নিজ বান্ধবীদের অবস্থা হয়ত নিজ চোখে দেখেছিলেন দুর্গতি, পরিণাম ও পরিণতি। তিনি অবগত ছিলেন যে, বোতলে দুধ পানকারী শিশু সবসময় পেটের পীড়ায় আক্রান্ত থাকে, তার সন্তান নির্ধারিত সময়ের পূর্বে ভূমিষ্ট হওয়া সত্ত্বেও খুব শীঘ্রই সাধারণ অবস্থায় উপনীত হল এবং প্রাথমিক পর্যায়ে যে দুর্বলতা দেখা দিয়েছিল তা অবিলম্বেই দূর হল।

আধুনিক গবেষণা ও ফলাফল

গবেষক চিকিৎসাবিদের অভিমত যে, সদ্য ভূমিষ্ট শিশুদেরকে সব ধরনের কষ্ট থেকে নিরাপদ রাখার একমাত্র উত্তম পন্থা হচ্ছে তাদেরকে মায়ের দুধপান করাতে হবে। এ দুধপান তাদের ক্ষেত্রে ওষুধের প্রয়োজন পূরণে ব্যাপকভাবে সাহায্য করে। শিশুদের জীবনের প্রথম দিকে যেসব রোগ দেখা দেয় এর অধিকাংশই খাবারের কারণে সৃষ্টি হয় বলে গবেষকরা অভিমত প্রকাশ করেছেন।

চিন্তা করলে দেখা যাবে যে, এ ব্যাপারটি পশুদের চেয়ে মানুষের ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ ভিন্নতর। বাছুরের জন্য গাভীর দুধ অত্যন্ত উপযোগী। কেননা তাকে

www.nagorikpathagar.org

অতি তাড়াতাড়ি নিজ পায়ের ওপর দাঁড়াতে হয়। মস্তিষ্কের তুলনায় শারীরিক শক্তির প্রয়োজন বাছুরের একটু বেশীই হয়। মানব শিশু ভূমিষ্টের পর পরই চলাফেরা করতে পারে না। এ সময়কালে তার মস্তিষ্কের যোগ্যতা অর্জন করতে হয়। অতএব বলা যায় মায়ের দুধ এসব ক্ষেত্রে যোগ্যতা অর্জনের একান্ত সহায়ক বলে বিবেচিত এবং চিকিসকদের অভিমতও।

চর্বির পরিমাণ মাতৃদুগ্ধে থাকে ৪ ভাগ। কিন্তু শীল মাছের দুধে চর্বির পরিমাণ থাকে ৪০ ভাগ। কারণ, শীঘ্রই শীল মাছের শরীরে চর্বি জাতীয় একটি পর্দার প্রয়োজন হয়। এ চর্বির সাহায্যে বাঁচার জন্য সে বরফ এবং বরফ যুক্ত পানির শীতলতায় মুকাবিলা করে। পক্ষান্তরে খরগোশের দুধে মানুষের দুধের চেয়ে ১০ গুণ বেশী প্রোটিন থাকে। এজন্যই খরগোশের বাচ্চা তীব্র গতিতে বড় হয়। মাত্র ৬ দিনে তার ওজন ভূমিষ্ঠ হওয়ার দিন থেকে দ্বিগুণ হয়। আর মানব শিশুর ওজন দ্বিগুণ হতে ছয় মাস সময় অতিবাহিত হয়।

সন্তান প্রতিপালনের ব্যয় বহন

খরচ বহন সন্তান প্রতিপালনের দ্বিতীয় শর্ত। ইসলাম এ খরচের দায়ভার এককভাবে পিতার দায়িত্বে অর্পণ করেছে। কেননা জীবিকার প্রয়োজনে এবং জীবনের প্রয়োজনীয় বস্তু সরবরাহের দায়িত্ব আল্লাহ্ পুরুষের ওপরই ন্যস্ত করেছেন। আর এক্ষেত্রে আল্লাহ্ পুরুষকে দৈহিক, মানসিক এবং নৈতিক শক্তিও দান করেছেন। শারীরিক সুস্থতা, কঠোর শ্রম, সাহসিকতা, দৃঢ়তা, চিন্তা-ভাবনা এবং দৈহিক ও নৈতিক শক্তি মহিলাদের তুলনায় পুরুষদেরকে অধিক পরিমাণে দেয়া হয়েছে। কেননা বিশেষ দায়িত্বে এসব শক্তি ও যোগ্যতা পুরুষেরই অধিক হারে প্রয়োজন। আল্লাহ্ মহিলাদেরকে জীবিকার জন্য দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দিয়ে সংসারের দায়িত্ব তাদের ওপর ন্যস্ত করেছেন। আর এজন্য মহিলাদেরকে এ বিষয়ে যথাযথ গুণাবলীও দান করা হয়েছে। তাই নারী ও পুরুষকে ভিন্ন ধরনের যোগ্যতা দান করে স্ব-স্ব ক্ষেত্রের দায়িত্ব সুষ্ঠুভাবে পালনের দায়িত্ব ভাগাভাগি করে অর্পণ করা হয়েছে। মুসলিম সমাজে এ এক উজ্জ্বলতর দৃষ্টান্ত ও বৈশিষ্ট্য। কিন্তু অধিকাংশ লোকই এ বিষয়ে অজ্ঞ ও চেতনাবিহীন।

www.nagorikpathagar.org

খরচ বহনের দায়িত্বের অর্থ হচ্ছে সন্তান জন্মের পর থেকে বালেগ হওয়া পর্যন্ত সব ধরনের খরচ পিতাই বহন করবে। এসব ক্ষেত্রে সন্তান প্রতিপালন ও তার প্রবৃদ্ধির জন্য যাবতীয় করণীয় ব্যয় বহন করা পিতারই শরয়ী দায়িত্ব। যদি পিতা সচ্ছল হয় তখন সন্তানের সদকা, ফিতরা আদায়ও তার ওপর ওয়াযিব এবং আকীকা করাও মুস্তাহাব।

ব্যয়ভার বহন এক দীনি দায়িত্ব

সহজাত ভালবাসার কারণেই মুসলমান পিতা সন্তানের ব্যয় ভার বহন করে। আর সাথে সাথে এ ধারণাও করে যে, সন্তান পালনে ভার বহনতার দীনি দায়িত্ব। আল্লাহ্ সন্তানের অভিভাবকত্ব করার জন্য পিতাকে দায়িত্ব প্রদান করেছেন। সে একদিকে সন্তানের ব্যয় ভার বহন করে যেমন পিতৃত্বের আবেগ পরিপূর্ণ করে, তেমনি আখিরাতে সে এ উত্তম কাজে অফুরন্ত নিয়ামত পাবার আকাঙ্ক্ষাও আল্লাহর কাছে কামনা করে। সন্তানের ক্ষেত্রে স্বভাবজাত ভালবাসায় যখন এ শক্তিশালী বিষয় নিয়ে মিলিত হয় তখন সন্তান পালনের ব্যয়ভার বহন পরকালীন সফলতার মাধ্যম বলে গণ্য হয়। অতএব সন্তান পালনে ব্যয়ভার বহনে পরকালীন মুক্তি মুসলমান পিতা এবং আল্লাহ্র সন্তুষ্টি অর্জনের এ দায়িত্বকে ফরয মনে করেই পালন করে থাকে। সন্তান পালনের জন্য কঠিন শ্রম স্বীকার এবং বিরাট আত্মত্যাগের আল্লাহ্ তার ওপর যে আমানত ন্যস্ত করেছিলেন তা নষ্ট হয়নি বলে সে আনন্দিত হয়। সন্তান পালনে অর্থ ব্যয় করে মনে করে যে আল্লাহ্র নির্দেশে সে আল্লাহ্র পথে খরচ করেছে এটাই হচ্ছে তার জীবনে মানবিক প্রশান্তি রূপে গণ্য হয়।

হযরত আবু মাসউদ-উল-বদরী (রা) -এর বর্ণনা, নবী (স) বলেছেন,

إِذَا اَنْفَقَ الرَّجُلُ عَلٰى اَهْلِهٖ نَفَقَةً يَحْسِبُهَا فَهِىَ لَهٗ صَدَقَةٌ ـ

متفق عليه، رياض الصالحين ص ١٥٢

"যখন কোন ব্যক্তি শুধুমাত্র আল্লাহ্র সন্তুষ্টি বিধান ও পরকালে সওয়াব পাবার জন্য পরিবার-পরিজনের ওপর ব্যয় করে তখন তার এ ব্যয় আল্লাহ্র দৃষ্টিতে সদকা হিসেবে গণ্য হয়।" -(বুখারী, মুসলিম)

www.nagorikpathagar.org

সন্তান ভূমিষ্ট ও উত্তম আদর্শ

রাসূল (স)-এর সংসারে যখন সবচেয়ে ছোট ছেলে হযরত ইবরাহীম ভূমিষ্ট হলেন তখন তাঁর গোলাম আবু রাফে তাঁকে এ সুসংবাদ শুনায়। রাসূল (স) আনন্দে তখনই একটি গোলাম আযাদ করে দেন এবং সাত দিনের দিন আকীকা করেন ও শিশুর চুল কাটালেন। তিনি চুলের সমান রূপা আল্লাহ্‌র পথে দান করেন। আনসার গোত্রের অনেক মহিলা দুধ পান করানোর জন্য প্রস্তাব দেন। তিনি তাদের মধ্য থেকে খাওলা বিনতে যায়েদ আনসারীকে এ খিদমতের বাছাই ও নিয়োগ করেন এবং ইবরাহীমকে তার কাছে অর্পণ করেন। এ খিদমতের জন্য তাঁকে কিছু খেজুর গাছ দেয়া হয়েছিল।

সন্তান-সন্ততি জন্ম ও করণীয় সন্তানের আকীকা

শিশু ভূমিষ্ঠের পর সাত দিনে নামকরণ ও কেশমুণ্ডন উপলক্ষ্যে পশু কুরবানীর নাম আকীকা। ইসলামী বিধানে সেদিন নবজাতকের নাম রাখা হয়। তার চুলকাটা ও কুরবানী দেয়া সুন্নাত। সাত দিনে আকীকা করা না হলে শিশু বয়স্ক হলে নিজেও তা করতে পারে। আকীকার পশুর মাংসের তিন ভাগের একভাগ দরিদ্র ও দুঃখীদের মধ্যে একভাগ আত্মীয়দের মধ্যে বিতরণ করতে হয় ও এক ভাগ নিকটাত্মীয়গণ গ্রহণ করতে পারে। রাসূল (স) বলেছেন ঃ প্রত্যেক সন্তানের জন্যই আকীকার ব্যবস্থা রয়েছে। এজন্য তার পক্ষ থেকে রক্ত প্রবাহিত কর ও এর দেহের ময়লা দূর কর।

সন্তানের জন্য আকীকা করা সুন্নাত। রাসূল (স) নিজ সন্তানের জন্য আকীকা করেছেন এবং তাঁর উম্মতদেরকেও উৎসাহ দান করেছেন। আকীকা হচ্ছে মুস্তাহাব সদকা এটা কোন অত্যাবশ্যকীয় ফরয নয়। যদি কারো পক্ষ থেকে এ কাজটা না করে তা হলে গুনাহ হয় না। যদি সন্তানের পিতা সম্পদশালী হয় তা হলে তা করা উত্তম। কেননা আকীকা সন্তানের সদকা স্বরূপ। এতে বালা মসিবত থেকে রক্ষা পাওয়া যায় বিপদ-আপদ দূর হয়। আকীকা সুন্নাত তাই এ সুন্নাত পালনে আত্ম অহংকার, গর্ব, প্রদর্শনীর জন্য না হওয়াই উচিত।

পুত্র হলে দু'টি সমান আকারের ছাগল যবেহ করতে হয় এবং কন্যা নামে একটি। রাসূল (স) বলেছেন ঃ মাতা-পিতার হক নষ্ট করা যেমন

www.nagorikpathagar.org

সন্তানের জন্য বড় পাপ তেমনি সন্তানের নামে আকীকা করা পিতার ওপর সন্তানের হক। আকীকা না দিলে সন্তানের সে হক নষ্ট নয় অস্বীকার করা হয়। এটা আল্লাহ্ বিন্দুমাত্র পছন্দ করেন না। অতএব এর গুরুত্ব সম্পর্কে তোমরা সাবধানতা অবলম্বন কর।

হযরত আয়েশা (রা) বর্ণিত হাদীসে বলা হয়েছে? হযরত রাসূল (স) হযরত হাসান ও হযরত হোসাইন (রা)-এর নামে সপ্তম দিনে আকীকা করেছেন। হাদীসের অন্য অংশে তাদের দু'জনের নাম রেখেছেন এবং দু'জনের মাথার আবর্জনা দূর করার আদেশ দিয়েছেন। (বায়হাকী, হাকিম, ইবনে হাব্বান)

'প্রাচীনতর আলেমদের কেহ কেহ দাউদ আল জাহেরী প্রভৃতিগণ আকীকাকে অবশ্য করণীয় ওয়াযিব বলে গণ্য করেছেন। পক্ষান্তরে ইমাম আবু হানিফা (র.) একে শুধু পুণ্যজনক (মুস্তাহাব) বলে বিবেচনা করেছেন। শিশুর কর্তিক কেশকেও আকীকা বলে। শরীয়তে এ চুলের ওজনের সমান রূপা দান করতে নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে। প্রকৃত প্রস্তাবে খাতনা, যবেহ প্রভৃতি ইব্রাহীমী প্রথার ন্যায় আকীকাও একটি প্রাচীন প্রথা।'

–(ইসলামী বিশ্বকোষ ১ম খণ্ড)

যারা এ সুন্নাত উৎসবে পরিণত করে বিভিন্ন ধরনের অপচয় করে গান-বাজনার ব্যবস্থা করে তারা নিজেরাও ধোঁকা খায় এবং আল্লাহ্কেও ধোঁকা দিতে চায়। সুন্নাতের নামে সুন্নাত মিটিয়ে দেয়া জঘন্যতম অপরাধ। এ ধরনের আকীকায় সওয়াব প্রাপ্তির আশাতো অত্যন্ত দুরূহ ব্যাপার বরং এ কাজে রাসূল (স)-এর আদর্শ বহির্ভূত এবং তাতে আল্লাহ অসন্তুষ্ট হন।

সন্তানের খাতনা

এটা সকল নবী-রাসূলগণের সুন্নাত এবং ইসলামী রীতি। এ সম্পর্কে হযরত আবু হোরায়রা (রা)-এর বর্ণনা, রাসূল (স) বলেছেন ঃ

اَلْفِطْرَةُ خَمْسٌ، اَلْخِتَانُ وَالْاِسْتِحْدَادُ، وَنَتْفُ الْاِبِطِ، وَقَصُّ الشَّارِبِ وَتَقْلِيْمُ الْاَظْفَارِ ـ الادب المفرد ص ١٨٨

"পাঁচটি কাজ সুন্দর স্বভাবের মধ্যে পরিগণিত– (১) খাতনা করা (২) নাভির নীচের চুল পরিষ্কার করা (৩) বগলের চুল ওঠানো (৪) মোচ কাটা (৫) নখ কাটা।"

www.nagorikpathagar.org

আল ফিতরাতের অর্থ হচ্ছে সুন্দর প্রকৃতি বা স্বভাব। ইসলামে এ পাঁচটি বস্তু পবিত্রতার নিদর্শন। এসব প্রাচীনকাল থেকে নবী-রাসূলগণের সুন্নাত হিসেবে বিবেচিত হয়ে আসছে। সকল নবী-রাসূলগণই এগুলো পালন করেছেন এবং তাঁদের শরীয়তেই একমত হিসেবে গণ্য হয়েছে।

শিশু যদি দুর্বল না হয় তখন জন্মের সপ্তম দিনেই খাতনা করা উত্তম। এতে দু'টি কল্যাণ রয়েছে। প্রথমঃ সে সময় শিশুর চামড়া নরম এবং পাতলা থাকে ও সহসাই শুকিয়ে যায়। দ্বিতীয়ঃ নবী করীম (স)-এর হাদীসে সপ্তম দিনে খাতনার যে প্রসঙ্গ উল্লেখিত হয়েছে তা পালন করা। হযরত সালমান বিন আমের (রা)-এর বর্ণনা, আমি রাসূল (স) বলতে শুনেছি–

مَعَ الْغُلَامِ عَقِيْقَةٌ فَاهْرِقُوا عَنْهُ دَمًا وَامِيْطُوا عَنْهُ الْاَذٰى ـ

بخارى

"শিশু ভূমিষ্ঠের সাথে সাথে আকীকা এবং তার পক্ষ থেকে রক্ত প্রবাহিত কর এবং তার থেকে ময়লা দূর কর।" –(বুখারী)

ময়লা দূর করার অর্থ চুল কাটা এবং গোসল করানো বুঝায়। কিছু সংখ্যক আলেমের কাছে খাতনাও এ নির্দেশের মধ্য অন্তর্ভুক্ত রয়েছে কেননা খাতনার মাধ্যমেও ময়লা দূর করা এবং পবিত্রতা অর্জন হয়। এজন্য খাতনা সপ্তম দিনে করা দরকার আর যদি কোন কারণে তা না হয় তখন ৪০ দিনের মধ্যে করিয়ে নিতে হবে বা যে কোন সময় করতে হবে। এতে কোন অসুবিধা নেই। অবশ্য এক্ষেত্রে দু'টি দিক লক্ষ্য রাখতে হবে। সাত বছরে সন্তানের খাতনা করিয়ে নেয়া উত্তম। কেননা পরবর্তীতে চামড়া মোটা ও শক্ত হয়ে যায় এবং এতে বেশী কষ্ট হয়। দ্বিতীয়ঃ এ সুন্নাত পালনে জাঁকজমক না করে অত্যন্ত সাধারণভাবে পালন করা উচিত। কারো যদি অবস্থা অনুকূল হয় এবং এ সুন্নাত আদায়ে দাওয়াত করে খাওয়ানো যায়। কিন্তু একে যদি একটা স্থায়ী উৎসবে পরিণত করে প্রদর্শনীর জন্য খরচ করাকে প্রয়োজন মনে করা হয় তখনই ইসলামী প্রকৃতির সাথে সে বৈশিষ্ট্যের মিল থাকে না। নিজের ওপর অকারণে কোন কিছুকে অত্যাবশ্যক করে নেয়া, নিজের জন্য অস্থিরতা ও দুশ্চিন্তা সৃষ্টি করা শরীয়তের নাফরমানীই সমতুল্য বলা হয়েছে। কোন এক ব্যক্তি হযরত

www.nagorikpathagar.org

ওসমান বিন আবিল আস (রা)-কে বাড়ীতে খাতনার উৎসবে যোগদানের জন্য দাওয়াত করা হলে তিনি তাতে যোগদান করেননি। তাকে যখন সেখানে না যাওয়ার কারণ জিজ্ঞেস করা হল তখন বলেন ঃ "নবী (স)-এর যুগে আমরা কোন খাতনার দাওয়াতে যোগদান করিনি এবং এ ব্যাপারে আমন্ত্রণও জানান হত না।"

দুধমাতার দুধের বিনিময়

দুধমাতা মহিলার বিনিময় প্রদানের দায়দায়িত্ব একমাত্র পিতারই। যদি পিতা শিশুর মা-কে তালাক দিয়ে থাকে বা সে খোলা করিয়ে নেয় তখন শিশুকে তার মায়ের দুধ পান করানোই উত্তম এবং শিশুকে নিজের দুধ থেকে বঞ্চিত না করাই মায়ের উচিত। এ বিষয়টা উভয়েই জন্য অত্যন্ত স্পর্শকাতর এবং এখানে মানবিকতার প্রশ্নও জড়িত। এ অবস্থায় সন্তানের পিতার ওপর মায়ের ব্যয়ভার বহন ফরয ও তার খাদ্য-সামগ্রী ও পোশাকের ব্যবস্থা করতে হবে। মা যদি না থাকে বা কোন কারণে অন্য কোন মহিলার দুধ পান করাতে হয় তখনো এর বিনিময় প্রদান পিতারই শরয়ী দায়িত্ব। যদি পিতার মৃত্যু হয় তখন শিশুর দাদা বা শিশুর যে কোন অভিভাবককে দুধ পান করানোর বিনিময় দানের দায়িত্ব গ্রহণ করবে।

কুরআনে বলা হয়েছে,

وَالْوَالِدٰتُ يُرْضِعْنَ اَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ اَرَادَ اَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ ـ وَعَلَى الْمَوْلُوْدِلَهٗ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ ـ لَاتُكَلَّفُ نَفْسٌ اِلَّا وُسْعَهَا ـ لَاتُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَامَوْلُوْدٌ لَهٗ بِوَلَدِهٖ ـ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذٰلِكَ ـ فَاِنْ اَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ـ وَاِنْ اَرَدْتُّمْ اَنْ تَسْتَرْضِعُوْا اَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ اِذَا سَلَّمْتُمْ مَا اٰتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوْفِ ـ وَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاعْلَمُوْا اَنَّ اللّٰهَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ ـ البقرة ٢٣٣

"এবং মায়েরা নিজের শিশুদেরকে পূর্ণ দু বছর দুধ পান করাবে। যাদের পিতা পূর্ণ মেয়াদের দুধ পান করাতে চায়, এ অবস্থায় শিশুর পিতাকে

www.nagorikpathagar.org

সুন্দরভাবে তার খাবার ও কাপড় দিতে হবে। কিন্তু কারোর ওপর তার সাধ্যের বাইরে বোঝা অর্পণ করা যাবে না। সন্তান মায়ের একথা বলে তাকে কষ্ট দেয়া যাবে না। দুধ পান করানেওয়ালীর এ অধিকার যেমন সন্তানের পিতার ওপর রয়েছে তেমনি তার উত্তরাধিকারদের প্রতিও । কিন্তু উভয়পক্ষ যদি পারস্পরিক সমঝতায় দুধ ছাড়াতে চায় তখন তাতে কোন অসুবিধা নেই। কেউ যদি অন্য কোন মহিলার দুধ পান করাতে চায় তখন তাতেও কোন বাধা নেই। কিন্তু শর্ত হচ্ছে দুধের বিনিময় যা নির্ধারিত করা হবে তা সুষ্ঠুভাবে প্রদান করবে। আল্লাহ্‌ভীতি অবলম্বন কর এবং বিশ্বাস রাখবে যা কিছু তুমি করছ আল্লাহ্ তা অবলোকন করছেন।"

-(সূরা আল বাকারা ঃ ২৩৩)

এ আয়াতে সন্তান দুধপান করানো সম্পর্কে ৭টি নির্দেশনা পাওয়া যায়ঃ

(১) মায়েরা নিজের সন্তানদেরকে সাধারণত দু বছর দুধপান করাতে হবে।

(২) যেসব মা কোন কারণে পিতা থেকে পৃথক হয়ে গিয়েছে তারাও নিজ শিশুকে পূর্ণ মেয়াদ দুধ পান করাবে। আর যদি শিশুর পিতা পূর্ণ মেয়াদ দুধপান করাতে চায় তখন তাও করতে হবে।

৩. দুধ পান করার সময়কালে শিশুর মায়ের খাদ্য ও পরিধেয় বস্ত্রের খরচ শিশুর পিতাকেই বহন করতে হবে।

৪. যদি শিশুর পিতা না থাকে তখন দাদা বা যে কোন ব্যক্তিই শিশুর অভিভাবক হবে এবং তারই দায়িত্ব হবে দুধ খাওয়ানোর বিনিময় প্রদান করা।

৫. এক্ষেত্রে কারো ওপর সাধ্যের বাইরে দায়িত্ব অর্পণ করা যাবে না। এ বিষয়ে মাকে অনর্থক ঝামেলায় পতিত করা অনুচিত। কেননা মা সন্তানের প্রতি মায়া-মমতায় অবিভূত হয়েই সন্তানকে দুধপান করাবে। তবে এসব ক্ষেত্রে উভয়ের আন্তরিক সমঝতার প্রয়োজন পরিলক্ষিত হবে।

৬. যদি শিশুর মাতা-পিতা উভয়ের সম্মতি এবং পরামর্শে দু বছরের পূর্বেই দুধ ছাড়াতে হলেও কোন প্রকার অসুবিধা হবে না।

৭. কোন কারণে মা যদি শিশুকে নিজের দুধপান করাতে আগ্রহী না হয় তখন অন্য মহিলার দুধ পান করানো জায়েয হবে এবং এর বিনিময় নির্ধারণ ও পরিপূর্ণভাবে তা আদায় করতে হবে।

www.nagorikpathagar.org

প্রত্যেক মানুষকে এ সাতটি মৌলিক নির্দেশ শুধুমাত্র তিলাওয়াতে যথাযথভাবে আমলের জন্য নির্দেশ দান করা হয়েছে এবং এর ওপর যারাই সঠিকভাবে আমল করে দু'টি মৌলিক গুণ নিজেদের মধ্যে সৃষ্টি করতে পারে। আল্লাহ্ সবকিছুই দেখেন এ জ্ঞান যাদের রয়েছে তারাই এ সাতটি মৌলিক নির্দেশ পালনের সামর্থ রাখে। এক্ষেত্রে তাকওয়া বা আল্লাহ্ভীতির অর্থ হচ্ছে আল্লাহ্র অসন্তুষ্টি থেকে রক্ষা পাওয়া এবং তাঁর সন্তুষ্টি লাভ করা। অতএব কেউ যদি আল্লাহ্র ভয়ে এমন কোন কাজ না করে যা আল্লাহ্র অসন্তুষ্টি গণ্য হয়। আর আল্লাহ সবকিছু অবলোকনকারী এ বিশ্বাস হচ্ছে একটি বিরাট ঈমানী শক্তির পরিচয়। মানুষকে এ শক্তি একদিকে গাফলতি এবং ভুল পথে চলা থেকে বিরত রাখে এবং অন্যদিকে আল্লাহ্র কাছ থেকে সওয়াব পাবার জন্য স্থায়ীভাবে অনুপ্রাণিত করে।

সন্তানের প্রাথমিক খরচ

যে সম্পদ আল্লাহ্ প্রদান করেছেন এর মধ্যে সর্বপ্রথম হক হচ্ছে সন্তানের। সন্তানের ক্ষেত্রে খরচ করা নিছক দুনিয়াদারী বা বস্তুগত কোন কাজ নয় কেননা এটা দীনের সরাসরি নির্দেশও। দীনের নির্দেশ হচ্ছে, সর্বপ্রথম সন্তানদের প্রয়োজনাদি পূরণ করতে হবে আর তাদের প্রয়োজন পূরণ দুনিয়াদারী নয় বরং দীনদারীর প্রতি সতর্ক থাকতে হবে। তাদের হক বিনষ্ট করে তাদেরকে কারোর দয়ার ওপর ছেড়ে দিয়ে আপনি দান করবেন, এটা কোন পছন্দনীয় কাজ নয়। মূলত সে দানই পছন্দনীয় যার সচ্ছলতা থাকে এবং সন্তানরা কোন ধরনের কষ্টে পতিত না হয়। এমন সদকা বা দান যা করার পর সন্তানদের প্রয়োজনের জন্য অন্যের মুখাপেক্ষী হতে হয় তা রাসূল (স) কোনক্রমেই পছন্দ করতেন না। আর এটা কোনক্রমেই দীনের ক্ষেত্রে নেক কাজ নয় যে, আপনার সন্তানরা অন্যের দারস্থ হয়ে মুখের দিকে তাকিয়ে থাকবে আর আপনি সওয়াব লাভের আশায় খরচ করবেন। এ ধারনাও দীন সম্পর্কে অজ্ঞতারই নামান্তর যে, মানুষের নিজ সন্তান অভুক্ত থাকবে আর নাম প্রচারার্থে ও সুখ্যাতি অর্জনে বা ব্যক্তিগত সুখ-শান্তির জন্য উদারতার সাথে অকাতরে খরচ করবে। আপনার ধন-সম্পদের প্রথম হকদার হচ্ছে আপনার সন্তান। আর যদি এ সন্তান আপনার তালাক দেয়া স্ত্রীর সন্তানও হয়। তাদেরকে অসহায় বা দারিদ্র

www.nagorikpathagar.org

অবস্থায় রেখে নিজে সুখ-শান্তিতে জীবন-যাপন করা বা অন্যদেরকে সুখে রাখা হক বিনষ্ট করারই নামান্তর। তাই অন্যদেরকে দেয়ার ব্যাপারে আপনার উদারতা প্রদর্শনের এ কাজ অত্যাবশ্যকীয়ভাবে সংশোধনযোগ্য। এজন্য রাসূল (স)-এর নির্দেশনা হচ্ছে আপনি সর্বপ্রথম সন্তানদের প্রয়োজন পূরণ করবেন–

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْرُ الصَّدَقَةِ مَا كَانَ عَنْ ظَهْرِ غَنِيٍّ وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُوْلُ - بُخَارِىْ، مِشْكٰوة بَابُ فَضْلِ الصَّدَقَة عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ وَحَكِيْمِ بْنِ حُزَام ص : ١٧

"রাসূল (স) বলেছেন, সবচেয়ে উত্তম সদকা তা যার পরও সচ্ছলতা অবশিষ্ট থাকে এবং সর্বপ্রথম তাদের ওপর খরচ কর যাদের ব্যয় ভার বহন তোমাদের দায়িত্বে অর্পণ করা হয়েছে।" –(বুখারী)

মুসলমান মাতা-পিতার জন্য এ হাদীসে এক তাৎপর্যপূর্ণ নিয়মের নির্দেশনা দান করা হয়েছে। প্রত্যেক মানুষেরই আকাঙ্ক্ষা হচ্ছে তার ধন-সম্পদ তার সন্তানদের কাজে আসুক এবং তারা সুখ-শান্তিতে জীবন-যাপন করুক। আর সাথে সাথে এ নির্দেশও করা হয়েছে যে, সর্বপ্রথম সেসব লোকের প্রয়োজনাদি পূরণ কর যাদেরকে তোমাদের দায়িত্বে অর্পণ করা হয়েছে। সন্তানদের প্রয়োজনাদি উপেক্ষা করে দান করা ইসলামে অপছন্দনীয় কাজ বলে গণ্য হয়। আর উত্তম সদকা তাই যার পর সন্তানরা দুঃখ-কষ্টে পতিত হয় না।

সন্তানের ব্যয় ভারবহনে অবহেলা

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَفٰى بِالْمَرْءِ اِثْمًا اَنْ يُضَيِّعَ مَنْ يَقُوْتُ - رِيَاضُ الصَّالِحِيْن، اَبُوْدَاؤد، عَنْ عَبْدِ اللّٰه بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاص (رض)

"রাসূল (স) বলেছেন, মানুষের জন্য গুনাহগার হবার ক্ষেত্রে একথাই যথেষ্ট যে, সে তাদেরকে ক্ষতিগ্রস্ত করছে যাদেরকে সে খানা-পিনা করাচ্ছে।"

www.nagorikpathagar.org

মানুষকে যেসব মানুষের জিম্মাদার করা হয়েছে তাদের ব্যয় ভার বহনে অবহেলা প্রদর্শন করা এবং তাদেরকে ক্ষতিগ্রস্থ করা এমন এক গুনাহ যা এককভাবে তাকে আল্লাহ্‌র নাফরমান ও গুনাহগার আখ্যায়িত করার জন্য যথেষ্ট। এক্ষেত্রে এ অবহেলা প্রদর্শনের কয়েকটি দিক হতে পারে ঃ

১. সুখ্যাতি এবং প্রদর্শনীর জন্য সে অধিক মাত্রায় খরচ করে। কিন্তু সন্তান-সন্ততির অধিকার সম্পর্কে কোন খোঁজ-খবরই রাখে না।

২. নিজে অত্যধিক সুখ-শান্তিতে অতিবাহিত করে। কিন্তু সন্তানেরা ক্ষুধা তৃষ্ণায় দিন-যাপন করে এবং সর্বক্ষণ হা-হুতাশে দিন কাটায় আর এ ব্যাপারে কোন খোঁজ-খবরই রাখেনা।

৩. দীন সম্পর্কে কোন সঠিক ধারণা না থাকায় নিজের ধন-সম্পদ অন্যান্য ভাল কাজে ব্যয় এবং সন্তান-সন্ততির প্রয়োজনাদি পূরণে অবহেলা প্রদর্শন।

৪. সন্তান-সন্ততিরা অভাব-অনটনে দিন কাটাচ্ছে। আর সে সময় সে অনুভূতিহীন অবস্থায় থাকা অর্থাৎ কোন পদক্ষেপ না নেয়া। প্রত্যেক পিতার দায়িত্ব সন্তানের ব্যয়ভার বহন করা। এ দায়িত্বানুভূতি না থাকা এবং সন্তানের দাবী পূরণে অবহেলা প্রদর্শন করা অত্যন্ত মারাত্মক ধরনের গুনাহের কাজ বলে বিবেচিত।

যে ব্যয়ের সওয়াব অত্যধিক

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دِيْنَارٌ اَنْفَقْتَهُ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَدِيْنَارٌ اَنْفَقْتَهُ فِىْ رَقَبَةٍ وَدِيْنَارٌ تَصَدَّقْتَ بِهِ عَلٰى مِسْكِيْنٍ وَدِيْنَارٌ اَنْفَقْتَهُ عَلٰى اَهْلِكَ اَعْظَمُهَا اَجْرًا اَلَّذِىْ اَنْفَقْتَهُ عَلٰى اَهْلِكَ . صحيح مسلم

"হযরত আবু হোরায়রা (রা)-এর বর্ণনা, নবী করীম (স) বলেছেন ঃ এক আশরাফী যা তুমি আল্লাহ্‌র রাস্তায় ব্যয় করেছ, এক আশরাফী যা তুমি কোন গোলামের গোলামী থেকে মুক্তির জন্য খরচ করেছ, এক আশরাফী

www.nagorikpathagar.org

যা তুমি কোন গরীবকে সদকা হিসেবে দিয়েছ এবং এক আশরাফী যা তুমি নিজের পরিবার-পরিজনের জন্য খরচ করেছ এসবের মধ্যে সবচেয়ে বড় সওয়াব সে আশরাফীর যা তুমি নিজের পরিবার-পরিজনের জন্য খরচ করেছ।"

অন্য এক স্থানে নবী করীম (স) বলেছেন ঃ "সবচেয়ে উত্তম মুদ্রা সে মুদ্রা যা মানুষ নিজের সন্তান-সন্ততির জন্য খরচ করে এবং সে মুদ্রা যা মানুষ আল্লাহ্‌র পথের সওয়ারীর জন্য খরচ করে এবং সেই মুদ্রা যা মানুষ আল্লাহ্‌র পথের পথিকদের জন্য খরচ করে। আবু কালাবা (রা) বলেন, তিনি সন্তান-সন্ততির ওপর খরচ করা থেকে কথা শুরু করে বলেন, সে ব্যক্তি থেকে অধিক সওয়াব ও পুরস্কার কে পেতে পারে, যে নিজের ছোট ছোট সন্তানের জন্য খরচ করে। যাতে আল্লাহ্ তাদেরকে অন্যের ধারস্থ থেকে রক্ষা করে এবং সচ্ছল অবস্থায় রাখেন।" –(জামে তিরমিযী)

যে পিতার চেহারা আলোকোজ্জ্বল হবে

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ طَلَبَ الدُّنْيَا حَلَالاً اِسْتِعْفَافًا عَنِ الْمَسْئَلَةِ وَسَعْيًا عَلٰى اَهْلِهٖ وَتَعَطُّفًا عَلٰى جَارِهٖ لَقِىَ اللّٰهَ تَعَالٰى يَوْمَ الْقِيٰمَةِ وَوَجْهُهٗ مِثْلُ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ وَمَنْ طَلَبَ الدُّنْيَا حَلَالاً مُكَاثِرًا مُفَاخِرًا مُرَائِيًا لَقِىَ اللّٰهَ تَعَالٰى وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ - بيهقى فى شعب الايمان

"হযরত আবু হোরায়রা (রা)-এর বর্ণনা, রাসূল (স) বলেছেন, যে ব্যক্তি হালাল মাধ্যমে দুনিয়া তলব করে, অর্থাৎ নিজেকে অন্যের কাছে হাত পাতা থেকে বাঁচিয়ে রাখে এবং নিজের পরিবার-পরিজনের জন্য রুজির ব্যবস্থা করে এবং নিজের প্রতিবেশীর সাথে উত্তম আচরণ করে, সে কিয়ামতে আল্লাহ্‌র কাছে এ অবস্থায় উপস্থিত হবে যেন তার চেহারা পূর্ণিমার চাঁদের মত ঝলমল করছে এবং যে ব্যক্তি হালালভাবে এজন্য দুনিয়ায় অর্জন করেছে যে, অন্যদের চেয়ে ধন-সম্পদ বৃদ্ধি পাবে, অন্যের ওপর নিজের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠিত হবে তাহলে সে আল্লাহ্‌র কাছে এ অবস্থায় উপস্থিত হবে যে আল্লাহ্ তার ওপর ক্রোধান্বিত থাকবেন।"

www.nagorikpathagar.org

সন্তানের জন্য খরচকারিণী মায়ের প্রতিদান

সন্তান লালন-পালনে ইসলাম পিতাকে ব্যয় ভার বহনের একক জিম্মাদার হিসেবে উল্লেখ করে মাকে জীবিকা অর্জনের ক্ষেত্র থেকে মুক্তি দান করেছেন। কেননা যাতে সে সম্পূর্ণ একাগ্রতা এবং একনিষ্ঠভাবে নিজ অংশের দায়িত্ব পালনে সক্ষম হয়। কিন্তু এর অর্থ এ নয় যে, কোন মা যদি নিজ সন্তানের জন্য ব্যয় করে তখন সওয়াব ও পুরস্কার থেকে সে বঞ্চিত হবে। স্বামীর মৃত্যু বা স্বামী অক্ষম হয়ে পড়েছে এবং মা নিজ সন্তানের জন্য ব্যয় নির্বাহ করে তখন সে তার এ উত্তম কাজের পুরস্কার ও সওয়াব অবশ্যই পাবে।

عَنْ اُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ قُلْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ هَلْ لِيْ فِى بَنِىْ اَبِىْ سَلَمَةَ اَجْرٌ اِنْ اَنْفَقُ عَلَيْهِمْ وَلَسْتُ بِتَارِكَتِهِمْ هٰكَذَا وَهٰكَذَا اِنَّمَا هُمْ بَنِىَّ؟ فَقَالَ نَعَمْ لَكِ اَجْرُ مَا اَنْفَقْتِ عَلَيْهِمْ ـ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ رِيَاضُ الصَّالِحِيْنَ ص ١٥٢

"হযরত উম্মে সালমা (রা)-এর বর্ণনা, আমি নবী (স)-কে জিজ্ঞেস করেছিলাম, আমি কি আবু সালমা (রা) এর পুত্রদের ওপর ব্যয় করার জন্য সওয়াব পাব? আমি তাদেরকে এভাবে ছেড়ে দিতে পারি না যে, তারা এভাবে অভাবগ্রস্তের মত পথে প্রান্তরে ঘুরে ঘুরে বেড়াবে। তারা তো আমারই পুত্র। তিনি বলেন, হ্যাঁ, তুমি তাদের ওপর যে ব্যয় করবে এর সওয়াব অবশ্যই পাবে।" –(বুখারী, মুসলিম)

এ হাদীসের প্রসঙ্গটি এমন, উম্মুল মু'মিনীন হযরত উম্মে সালমা (রা)-এর প্রথম স্বামী হযরত আবু সালমা (রা) পক্ষ থেকে দু'টি পুত্র ও দু'ট কন্যা ছিল। তাদের ব্যাপারেই তিনি নবী করীম (স)-কে জিজ্ঞেস করেছিলেন। এ হাদীসে সে দু'টি ইঙ্গিতই পাওয়া যায়। প্রথমঃ মা নিজের সন্তানের জন্য খরচ করতে বাধ্য না হলেও যা কিছু খরচ করবে এর সওয়াব ও পুরস্কার অবশ্যই সে পাবে।

সন্তান-সন্ততির ক্ষেত্রে একজন মু'মিন মায়ের চিন্তা-চেতনা কিরূপ হওয়া দরকার সে ইঙ্গিতও এ হাদীস আলোচিত হয়েছে। হযরত উম্মে

www.nagorikpathagar.org

সালমা (রা)-এর সন্তানের প্রতি আন্তরিক ভালবাসা ছিল সে জন্য তিনি তাদের অভিভাবকত্ব করার ব্যাপারে বাধ্য ছিলেন। তিনি নিজেই বলেছেন, "আমি তাদেরকে এমনভাবে ছেড়ে দিতে পারি না, যে, তারা অভাবগ্রস্তের মত এদিক-সেদিক ঘুরে ঘুরে বেড়াবে।"

আর সাথে সাথে তিনি এ ব্যাপারটাও চিন্তা-ভাবনা করেছেন যে, এ উত্তম কাজে আখিরাতেও সওয়াব পাওয়া প্রয়োজন। কেননা মু'মিনের প্রত্যেক কাজের সর্বশেষ আশ্রয়স্থলই হচ্ছে আখিরাত।

কন্যা প্রতিপালনের সৌভাগ্য

হযরত আনাস (রা)-এর বর্ণনা, নবী করীম (স) বলেছেন ঃ

مَنْ عَالَ جَارِيَتَيْنِ حَتّٰى تَبْلُغَا جَاءَ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ اَنَا وَهُوَ كَهَاتَيْنِ وَضَمَّ اَصَابِعَهُ ـ رياض الصالحين، صحيح مسلم

"যে ব্যক্তি দু'টি কন্যা লালন-পালন করে। এমনকি তারা দু'জন উভয়ে বালেগ এবং বয়স্ক হয়ে যায়। কিয়ামতের দিন এমনভাবে আসবে যে সে এবং আমি এ দু'টি আঙ্গুলের মত এক সাথে হব এবং তিনি (স) নিজের আঙ্গুলগুলোকে মিলিয়ে দেখালেন।" –(রিয়াদুস সালেহীন, মুসলিম)

এক্ষেত্রে একজন মু'মিন মা এবং মু'মিন পিতার কন্যা সন্তান লালন-পালনের জন্য এর থেকে বড় সৌভাগ্য আর কি আশা করা যায় যে, কিয়ামতের দিন রাসূল (স)-এর সহচর হিসেবে মিলিত হবেন। এ হাদীসে রাসূল (স) "তাবলুগা' শব্দটি ব্যবহার করেছেন। শব্দটির অর্থ অত্যন্ত ব্যাপক বলে এর অন্যতম অর্থ হচ্ছে, সে দু'টি কন্যা যুবতী হয়ে যায়। আবার এ অর্থও হতে পারে যে, তারা মনযিলে মকসুদে পৌঁছে যায়। এর অর্থ হচ্ছে, তারা নিজ সংসারে নিজ স্বামীর অভিভাবকত্বে আশ্রয় নেয়।

যে মায়ের জন্য জান্নাত ওয়াযিব হবে

عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ جَاءَتْنِى مِسْكِيْنَةٌ تَحْمِلُ ابْنَتَيْنِ لَهَا فَاَطْعَمْتُهَا ثَلَاثَ تَمَرَاتٍ فَاَعْطَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا تَمَرَةً وَرَفَعَتْ اِلٰى فِيْهَا تَمَرَةً لِتَاْكُلَهَا

www.nagorikpathagar.org

فَاسْتَطْعَمَتْهَا إِبْنَتَاهَا فَشَقَّتِ التَّمْرَةَ الَّتِى كَانَتْ تُرِيْدُ اَنْ تَاْكُلَهَا بَيْنَهُمَا فَاَعْجَبَنِى شَانُهَا فَذَكَرْتُ الَّذِىْ صَنَعَتْ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : اِنَّ اللّٰهَ قَدْ اَوْجَبَ لَهَا بِهَا الْجَنَّةَ اَوْ اَعْتَقَهَا بِهَا مِنَ النَّارِ ـ رياض الصالحين، صحيح سلم

"হযরত আয়েশা (রা)-এর বর্ণনা, এক গরীব মহিলা তার দু'টি কন্যাসহ আমার কাছে আসে আমি তাকে তিনটি খেজুর দিয়েছি। সে দু'টি খেজুর তার দু'টি মেয়েকে দিয়েছে এবং অবশিষ্ট খেজুরটি দু'ভাগে ভাগ করে দু'টি কন্যাকে দিয়ে দিয়েছে। এ কাজটি আমার খুবই ভাল লাগে। আমি তার এ কাজের কথা নবী করীম (স)-কে বললে, তিনি বলেন, "আল্লাহ্ এ দু'টি কন্যা লালন-পালনের কারণে তার জন্য জান্নাত ওয়াযিব করে দিয়েছেন এবং তাকে জাহান্নামের আগুন থেকে মুক্ত করে দিয়েছেন।"

কন্যার বদৌলতে মাতা-পিতার জান্নাত

আপনাকে যদি আল্লাহ্ কন্যার মা বা পিতা হওয়ার নসীব করেন তখন আপনি হচ্ছেন অত্যন্ত সৌভাগ্যবান। কেননা আল্লাহ্ আপনার জন্য জান্নাত আপনার তত্ত্বাবধানে দিয়ে দিয়েছেন। এখন আপনার জন্য প্রধান কাজ এটাই যে, আপনি সে জান্নাতকে হিফাযত বা ধ্বংস করবেন। রাসূল (স) পরিপূর্ণ বিশ্বাসের সাথে এ সুসংবাদ প্রদান করেছেন যে, আপনি যদি কন্যা লালন-পালনের পরিপূর্ণ হক আদায় করেন তখন আপনার জন্য জান্নাত ওয়াযিব হয়ে যাচ্ছে।

হযরত যাবির বিন আবদুল্লাহ (রা)-এর বর্ণনা, নবী করীম (স) বলেছেন–

مَنْ كَانَ لَهُ ثَلَاثُ بَنَاتٍ يَرْوِيهِنَّ وَيَكْفِيهِنَّ وَيَرْحَمُهُنَّ فَقَدْ وَجَبَ لَهُ الْجَنَّةَ الْبَتَّةَ فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ بَعْضِ الْقَوْمِ وَثِنْتَيْنِ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ! قَالَ وَثِنْتَيْنِ ـ الادب المفرد ص ١٥

"তিনটি মেয়ে যে ব্যক্তির রয়েছে এবং সে তিন মেয়েকেই নিজ অভিবাবকত্বে রেখেছে এবং তাদের প্রয়োজনাদি পূরণ করেছে ও তাদের

www.nagorikpathagar.org

প্রতি রহম করেছে। তাহলে তার জন্য জান্নাত ওয়াযিব হয়ে যাচ্ছে। কোন গোত্রের এক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করে, হে আল্লাহ্ রাসূল (স) যদি দুটি কন্যা হয়। তিনি (স) বলেন, যদি দুটি কন্যাও হয় তখনো এ সওয়াব পাওয়া যাবে।" -(আল আদাবুল মুফরাদ)

এ বিষয়ে মিশকাতে বর্ণিত রয়েছে। সে হাদীসের বর্ণনাকারী আবদুল্লাহ বিন আব্বাস (রা) বলেছেন, যদি মানুষ এক কন্যার ব্যাপারেও জিজ্ঞেস করতেন তখনও রাসূল (স) একের ব্যাপারেও একই সুসংবাদই প্রদান করতেন।

অসহায় কন্যার ব্যয়ভার বহনের সওয়াব

اِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اَلَا اَدُلُّكُمْ عَلٰى اَفْضَلِ الصَّدَقَةِ اِبْنَتُكَ مَرْدُوْدَةٌ اِلَيْكَ لَيْسَ لَهَا كَاسِبٌ غَيْرُكَ ـ ابن ماجه، جمع الفوائد باب بر الاولاد

"নবী করীম (স) বলেছেন, আমি তোমাদেরকে উত্তম সদকার কথা কেন বলব না। আর তা হচ্ছে তোমাদের সে কন্যা যাকে তোমাদের কাছে ফিরিয়ে দেয়া হয়েছে এবং তোমরা ব্যতীত তাকে রোযগার করে খাওয়ানোর মত কেউ নেই।"

প্রকৃতপক্ষে এ হাদীসের আলোচ্য বিষয় হচ্ছে- যে মেয়ে, বিবাহ দেয়ার পর যাকে পুনরায় তার মাতা-পিতার কাছে ফিরিয়ে দেয়া হয়। এটা স্বামীর মৃত্যুর কারণেও হতে পারে। স্বামীর মৃত্যুর পর শ্বশুর বাড়ীতে তার ব্যয় ভার বহনের কেউ না থাকায় বা স্বামী কোন কারণে তাকে তালাক দিয়েছে এবং মাতা-পিতার কাছে চলে এসেছে। আবার এ হাদীসের অর্থ সে মেয়েও হতে পারে যার বিবাহ এখনো হয়নি বা বিবাহের অনুপযুক্ত।

এসব বৈপ্লবিক শিক্ষার পরিপ্রেক্ষিতে ইসলাম কয়েক বছরের সংক্ষিপ্ত সময়ের মধ্যে আরব ভূমিতে যে ঈমান বৃদ্ধিকারক বিপ্লবের সূচনা হয়েছিল তা ইতিহাসের পাতায় স্বর্ণাক্ষর হিসেবে চিহ্নিত। এ বিপ্লবের বরকতের সঠিক অবস্থা সেসব সৌভাগ্যবানরাই প্রত্যক্ষ করেছেন যাঁরা তখন জীবিত ছিলেন। যারা চিন্তার জগতের বিপ্লবের পূর্বেকার দুঃখজনক অবস্থা এবং বিপ্লব পরবর্তী দৃশ্যও দেখেছেন- তারাই জানেন যে, বিপ্লব পরবর্তী ঈমানী

www.nagorikpathagar.org

বিপ্লব কাকে বলে এবং এর অবস্থা কিরূপ ছিল তা সত্ত্বেও আজও যদি ইতিহাসের পাতায় সে সোনালী যুগের কোন ঘটনাপ্রবাহ সামনে আসে তখন হৃদয় আলোকিত হয়ে ঈমান উজ্জীবিত হয়।

রাসূল (স)-এর যুগের পূর্বে আরব জগতে কন্যার ব্যাপারে পিতার কঠোর অন্তর ও নির্মমতা এবং যালেম হওয়াটাই ছিল বড়ই মর্যাদাকর অবস্থা। সে নিজ মাছুম ও দুর্বল কন্যার জীবনের চেয়ে মৃত্যুকেই অগ্রধিকার দান করেছে। তখন পরিবেশ ও পরিস্থিতিতে সে যুগের একজন কবি বলেছেন ঃ

تَهْوِى حَيَاتِىْ وَاَهْوٰى مَوْتَهَا شَفَقًا ـ وَالْمَوْتُ اَكْرَمُ نَزَّالٍ عَلَى الْحَرَمِ ـ

"সে আমার জীবনের আকাঙ্ক্ষা করে বলে আমি তার ওপর স্নেহের পরশে তার মৃত্যুর কামনা করি। এজন্য যে, মহিলাদের বেলায় সবচেয়ে অধিক মর্যাদাসম্পন্ন মেহমান হচ্ছে তার মৃত্যু।"

অন্য আর এক কবি বলেছেন,

اِنَّ النِّسَاءَ شَيَاطِيْنَ خُلِقْنَ لَنَا ـ فَعُوْذ بِاللّٰه مِنْ شَرِّ الشَّيَاطِيْن ـ

"প্রকৃতপক্ষে মহিলারা হচ্ছে শয়তান। তাদেরকে আমাদের জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে। আল্লাহ্ আমাদেরকে এসব শয়তানের কুদৃষ্টি থেকে পরিত্রাণ দান করুন।"

বাহরার রঈসের কন্যার ইন্তিকালে আবু বকর খাওয়ারিযমী শোক বাণীতে বলেন ঃ "যদি আপনি মৃতের পর্দার ব্যাপার উল্লেখ করতেন অথবা তার সৌন্দর্যের কথা স্মরণ করতেন তখনো আপনার জন্য শোক বাণীর পরিবর্তে মুবারকবাদই অধিক উত্তম হত। কেননা প্রকাশ অযোগ্য বস্তুর লুকিয়ে রাখাই উত্তম এবং শিশু কন্যাদেরকে দাফন করাই বড় মর্যাদাকর বিষয়। আমরা এমন এক যুগ উপনীত হয়েছি যে, এ যুগে যদি কোন মহিলা তার জীবদ্দশায় মারা যায় তখন সে যেন সকল নিয়ামতের অধিকারী হয়। আর সে যদি নিজ হাতে নিজের কন্যাকে গর্তে কবরস্থ করে তখন সে যেন নিজের জামাতার পরিপূর্ণ প্রতিশোধ গ্রহণ করে।"

www.nagorikpathagar.org

বনু তামিমের সরদার কায়েস বিন আসেম রহমতে আলম (স)-এর সামনে বলেছিলেন যে, তিনি নিজ নিষ্পাপ ১০টি কন্যাকে জীবিত কবরস্থ করেছিলেন। অন্য আরেক ব্যক্তি তার দুঃখপূর্ণ ঘটনার এমনভাবে রাসূল (স)-এর সামনে উত্থাপন করে যে, এতে রাসূল (স) অস্থির হয়ে এতই কাঁদলেন যে, তাঁর দাঁড়ি মুবারক পর্যন্ত অশ্রুতে ভিজে গিয়েছিল।

সে বর্বর ও অভিশপ্ত আরব সমাজ ইসলাম গ্রহণ করে ইসলামী শিক্ষাকে যখন হৃদয়ঙ্গম করল তখন কয়েক বছরে এর দৃশ্যপট সম্পূর্ণই পরিবর্তিত হয়ে যায়। ইসলাম গ্রহণের ফলে কন্যার অস্তিত্ব যাদের কাছে ছিল অবমাননাকর সে কন্যাই তাদের জন্য হয়ে যায় পারলৌকিক জীবনের নাজাতের মাধ্যম। যারা কন্যাকে মায়েদের কোল থেকে ছিনিয়ে নিয়ে জীবিত কবরস্থ করেছে, তারাই পরবর্তীতে গরীবদের কন্যা লালন-পালনের জন্য পারস্পরিক ঝগড়ায় লিপ্ত হতে দেখা গিয়েছে।

এক আশ্চর্যজনক দৃষ্টান্ত

নবী (স) ওমরা শেষে যখন মক্কা থেকে প্রত্যাবর্তনের প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন তখন এক ইয়াতীম কন্যা চাচা চাচা বলে দৌঁড়ে এল–মেয়েটি ছিল হযরত হামজা (রা)-এর কন্যা। সে ছিল মক্কাতেই। তখন হযরত আলী (রা) এগিয়ে এসে মেয়েটিকে কোলে তুলে নিয়ে হযরত ফাতিমা (রা) কোলে দিতে দিতে বলেন, এটা তোমার চাচার মেয়ে। এরপর হযরত আলী (রা) হযরত যাফর (রা) এরপর হযরত যায়েদ (রা) সে মেয়েকে কোলে নেয়ার জন্য পরস্পর অস্থিরতা প্রকাশ করতে থাকেন।

হযরত যাফর (রা) বলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! এ শিশু কন্যা আমারই পাওয়া উচিত কেননা, সে আমার চাচাত বোন। আর আমিই এর অধিক হকদার। কেননা, এর খালা আমার ঘরে রয়েছে। হযরত যায়েদ (রা) বলেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! এ শিশু কন্যা আমাকে দিয়ে দিন। এর পিতা ছিলেন আমার দীনি ভাই।

প্রথমেই হযরত আলী (রা) একে কোলে নিয়েছিলেন বলে তাঁর দাবী অধিক ছিল, এ আমার বোন এবং প্রথমেই আমার কোলে এসেছে। এজন্য এতে আমার হক রয়েছে। কন্যা লালন-পালনের এ অস্থিরতা ও আন্তরিক দৃশ্য ছিল সত্যিই আশ্চর্যকর। রাসূল (স) তিনজনের কথাই গভীরভাবে বিবেচনা করে পরিশেষে শিশু কন্যাটিকে খালার কাছে অর্পণ করে বলেন, অর্থাৎ খালা মায়েরই সমপর্যায়ভুক্ত। –(বুখারী)

www.nagorikpathagar.org

সন্তানদের প্রতি সুন্দর আচরণ

সন্তানের বেলায় তৃতীয় অধিকার হচ্ছে তাদের সাথে সকল অবস্থায় সু-আচরণ করা। তাদের প্রতি অনুগ্রহ প্রদর্শন, তাদের সাথে স্নেহের পরশে মেলামেশা, তাদের সুখ-শান্তির প্রতি দৃষ্টি, তাদেরকে আনন্দে রাখার চেষ্টা করা আর এমন আচরণ না করা যাতে তাদের আবেগে আঘাত হানে, তাদের মন ভেঙ্গে না যায়, তারা নিরাশ না হয়ে পড়ে বা তাদের কোন ক্ষেত্রে আত্মসম্মানে আঘাত না লাগে। এটা একান্তভাবেই সত্য যে আপনার শিশু সন্তান আপনার স্নেহ প্রাপ্তির আশায় সর্বদাই তাকিয়ে থাকে। এজন্য আল্লাহ্‌র মেহেরবানীর শোকর আদায় করুন এবং এ মেহেরবানীর অমর্যাদা যেন না হয়। সন্তানদের মর্যাদা দিয়ে তাদের সাথে সে আচরণই করুন সে যে বিষয়ে যোগ্য। আর তখনই সে অনুপ্রাণীত হয়ে আপনার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবে।

আপনার সংসারে আল্লাহ্‌র আমানত সন্তান-সন্ততি। এ আমানত রক্ষা করুন আর দুর্ব্যবহারে এ আমানতকে কখনো বিনষ্ট করার চেষ্টা করবেন না। সন্তানদের সাথে এমন ধরনের আচরণই করুন যাতে তারা উজ্জীবিত হয়ে জাগতিক জীবনে আল্লাহ্‌র অশেষ রহমত রূপে প্রমাণিত হয় এবং আপনার মান-মর্যাদা, সুনাম ও পরকালের মুক্তির পাথেয় বলে বিবেচিত হয়।

একটি শিক্ষণীয় দৃষ্টান্ত

আলোচ্য গ্রন্থের মূল গ্রন্থকার বলেছেন, এক যুবককে জিজ্ঞেস করেছিলাম, আপনার মত লোকের কাছ থেকে পিতা-মাতার সাথে যে ধরনের সম্পর্ক আশা করা যায় তা নেই কেন। এর কি কারণ? যুবক দীর্ঘশ্বাস ফেলে নিজ ঘটনার বর্ণনা করে। তার বর্ণনায় শৈশবকালের অবস্থা এমন ছিল ঃ

"আল্লাহ্ আমার পিতাকে সুখ-শান্তি দান করুন। তিনি ছিলেন অত্যন্ত কঠিন হৃদয়সম্পন্ন জল্লাদ প্রকৃতির মানুষ। শৈশবে আমি তার আচরণ ও ক্রোধে সব সময়ই কম্পিত থেকেছি। রাতে শুয়ে সকালে ঘুম থেকে ওঠব তেমন আশা করা যেত না। আর সকালে ঘুম থেকে ওঠে পিতার সামনে আসতে খুবই কুণ্ঠাবোধ করেছি এবং মনে মনে এ আশাই করেছি হায়! আজকের দিনটি যদি শান্তিতে অতিবাহিত হত। গালাগালি এবং মারপিট

www.nagorikpathagar.org

ব্যতীত যদি একটি দিন কাটত? ঘটনাক্রমে কোন দিন যদি দিনের বেশীর ভাগ শান্তির সাথে কাটত তখন আমি খুবই আনন্দিত হয়ে বলেছি আজকের দিনটি বড় সৌভাগ্যের দিন। আমি আজ রক্ষা পেয়ে যাচ্ছি। কিন্তু সন্ধ্যা হতে না হতেই আমার আনন্দ বিষাদে পরিপূর্ণ হয়ে যেত।

কোন কোন সময় আমার পিতা নানা স্থানে সফরও করতেন। যখন আমি জানতে পেরেছি যে তিনি খুব শীঘ্রই ফিরবেন তখন খুবই দুঃখিত হতাম। আর মাঝে মধ্যে এ খুশীতে অপেক্ষাও করেছি যে তিনি কিছু লোভনীয় খাদ্য সামগ্রী অবশ্যই আনবেন। আমি পিতার এ কঠোর স্বভাব ও পাষাণ হৃদয় দেখে মনে করেছি পিতা মাত্রই এ ধরনের হয় আর যখনই কোন ব্যক্তিকে আমার পিতার থেকে বেশী সুস্থ এবং শক্তিশালী দেখেছি তখন আমার দুঃখের সীমা-পরিসীমা থাকেনি। ভেবেছি, তাহলে তার সন্তানদের কিরূপ অবস্থা! তারা তো আমার মতই জীবন থেকে নিরাশ হয়ে যাচ্ছে। আর সব সময়ই তারা গালা-গালি, ভয়-ভীতি এবং মারপিট সহ্য করে থাকে। আমি সত্যিই কোন কোন সময় কেঁদে ফেলেছি। যখন কারোর পিতাকে অত্যন্ত দুর্বল, রোগাগ্রস্ত বা অক্ষম এবং অত্যন্ত নরম প্রকৃতির স্বভাবের মনে করেছি তখন তার সন্তানদের সৌভাগ্যে আমার ঈর্ষা হত এবং ভেবেছি হায়! আমার পিতাও যদি এ ধরনের দুর্বল স্বভাব এবং নরম প্রকৃতির হত তাহলে কতইনা উত্তম হত।"

এসব কথা বলে সে যুবক অনেকক্ষণ নীরব থাকে। তখন আমি চিন্তা করেছি, পিতা হওয়াও কত বড় ধরনের দায়িত্বের কথা। অতএব যদি মাতা-পিতা নিজ সন্তানকে উত্তম অবস্থায় দেখতে চায় তখন তার নিজের আচরণের ব্যাপারে চিন্তা-ভাবনা করতে হবে। কেননা সন্তান মাতা-পিতার নসিহত থেকে ততখানিই শিখে, যতখানি তাদের কাজ ও আচরণে দেখে। মাতা-পিতার দুর্ব্যবহার বা অসদাচরণের তৃতীয় মন্দ পরিণতি হচ্ছে নৈতিকতা। এ ধরনের মাতা-পিতার সন্তান নৈতিকতার দিক থেকে অত্যন্ত নীচু মানের হয়। যদি জাগতিক জীবনে কোন মানুষ বড় ধরনের কিছু করার পরিকল্পনা করে তখন দেখা যায় সে নৈতিকতার দিক থেকে অনেক উন্নতমানের হয়। আর মাতা-পিতার কাছ থেকে দুর্ব্যবহার প্রাপ্ত সন্তানরা সবসময়ই নৈতিক গুণাবলী থেকে বঞ্চিত থাকে। সে আত্মবিশ্বাস, সাহস,

www.nagorikpathagar.org

মান-মর্যাদা, অহমবোধ, আত্মপ্রচেষ্টা, খোশ আখলাক, খোশ মেজাজ, ইত্যাদি নৈতিক গুণাবলী থেকে বঞ্চিত থাকে। এর বিপরীত সে রুক্ষস্বভাব অদূরদৃষ্টি, অনুভূতিহীন, বখিলী, নীচতা এবং আত্মগর্ব- অহংকারের মত মন্দ স্বভাবের শিকারে পরিণত হয়। বেশীর ভাগ সময়ই সে নিজের অস্তিত্বকে হেয় এবং নিষ্কর্মা বলেই চিন্তা-ভাবনা করে। তখন সে নিজের এসব দোষ স্খলনের জন্য বা ঢাকা দেয়ার জন্য বিভিন্নভাবে প্রতারণার আশ্রয় গ্রহণ করে। আপনি যদি সন্তানের সত্যিই হিতাকাঙ্ক্ষী হন তাহলে তাদের সর্ব প্রকার অধিকার আদায়ে মনযোগী হোন এবং তাদের সাথে সে ধরনেরই আচার-আচরণ করুন যে ধরনের আচার-আচরণ আপনি তাদের কাছ থেকে আশা করেন। আর এসব বিষয় আয়ত্ব করতে পারলে তখনই আপনি সন্তানের জীবনে নিয়ামতের কল্যাণ দেখতে এবং অনুভব করতে পারবেন এবং সন্তানদের অন্তরের অন্তস্থল থেকে আপনার জন্য এ দোয়া উচ্চারিত হবে-

رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيٰنِىْ صَغِيْرًا ـ بنى اسرئيل : ٢٤

"হে আল্লাহ্! আমাদের মাতা-পিতার প্রতি রহমত করুন। যেভাবে শৈশবকালে তারা মেহেরবানী ও স্নেহের সাথে আমাদের লালন-পালন করেছিলেন।" –(সূরা বনী ইসরাঈল ঃ ২৪)

কুরআনে সদাচরণের গুরুত্বদান

সন্তানদের সাথে নরম ও ক্ষমাশীল ব্যবহারের নির্দেশনা কুরআনে দেয়া হয়েছে। সন্তানদের ভুল-ত্রুটিতে শাস্তি দেয়া, প্রতিশোধ গ্রহণ এবং তাদের ওপর রাগারাগি করা, কঠোরতা করা সামাজিক ও পারিবারিক জীবনে পছন্দনীয় কাজ নয়। যারা নিজ সংসারের লোকদের সাথে ক্ষমাশীল ব্যবহার করে আল্লাহ্ তাদের ত্রুটি ক্ষমা করে দেন এবং তাদের ওপর রহমত করেন। এ সম্পর্কে আমীরুল মোমেনীন হযরত আলী (রা)-এর একটি উল্লেখযোগ্য বাণী–ঘরের লোকজনের সাথে (অর্থাৎ স্ত্রী-সন্তান ও পরিবারভুক্ত লোকদের) সাথে কখনো মন্দ আচার-আচরণ করবে না। তারা তোমার ব্যবহার দেখে এ কথা যেন মনে না করে যে, তুমি একজন বদমেজাজী লোক এবং জীবিত লোকদের মধ্যে তুমিই সবচেয়ে ঘৃণিত ও নিষ্ঠুর ব্যক্তি।

www.nagorikpathagar.org

মহান আল্লাহ্ বলেছেন ঃ

وَاَنْ تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَاِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَحِيْمٌ

التغابن : ١٤

"আর তোমরা যদি ক্ষমা ও সহনশীলতার ব্যবহার কর ও ক্ষমা করে দাও, তাহলে আল্লাহ্ অতীব ক্ষমাশীল ও নিরতিশয় দয়ালু।"

কিছু লোক ইসলাম গ্রহণের পরও হিযরতের সৌভাগ্য থেকে বঞ্চিত ছিলেন। তারা যখন মদীনায় হিযরতের জন্য প্রস্তুতি নেন তখন তাদের পারিবারিক লোকজন তাতে বাধা দিয়ে বলে, তোমরা মুসলমান হয়েছ তা আমরা মেনে নিয়েছি। কিন্তু তোমরা আমাদের থেকে দূরে সরে যাও তা আমরা কিছুতেই মেনে নিতে পারব না। এ অবস্থায় স্ত্রী ও সন্তানের ভালবাসার আবেগ সৃষ্টি করে তাদের মনের ওপর চাপ সৃষ্টি করার কারণে তারা হিযরত থেকে বিরত হল। এরপর যখন তারা মদীনা পৌঁছে এবং দেখে যে, যারা সে সময় হিযরত করে রাসূল (স)-এর কাছে পৌঁছে গিয়েছিলেন তাঁরা দ্বীনী জ্ঞানে তাদের থেকে অগ্রগামী হয়েছে। এতে তারা দুঃখিত হয়ে বলে, এ বিরাট ক্ষতির কারণ হচ্ছে তাদের স্ত্রী-পুত্র, পরিবার-পরিজন। সুতরাং তাদের বিরুদ্ধে প্রতিশোধ গ্রহণ করার ইচ্ছা হল এবং তাদেরকে বলে যে, সংসারের লোকজনের মায়া-মমতার কারণে অবশ্যই তোমরা হিযরতের ফযিলত থেকে বঞ্চিত রয়েছ। কিন্তু তোমরাই তো তাদেরকে দীনের দাবীর তুলনার অগ্রাধিকার দিয়েছ। এজন্য ভবিষ্যতে তোমরা তাদের থেকে সতর্ক থাকবে। আর সাথে সাথে একথাও লক্ষ্য রাখবে যে, তোমরা পারিবারিক লোকজনদের সাথে কঠোরতা অবলম্বন এবং প্রতিশোধ গ্রহণ করবে তা কখনই আল্লাহ্ পছন্দ করবেন না। তাদের সাথে সদাচরণই হচ্ছে দীনের একমাত্র নির্দেশ। তিনি ক্ষমাশীল এবং ক্ষমাশীলদেরকেই ভালবাসেন। তিনি রহমশীল এবং রহমকারীদেরকেই পছন্দ করেন। তোমরা যদি আল্লাহ্র মাগফিরাত এবং রহমতের আকাঙ্ক্ষা কর তাহলে সন্তানদের সাথে স্নেহ ও মায়া-মমতায় উত্তম আচার-আচরণ কর। তাদের ত্রুটিতে ক্ষমা করে দাও। আর ত্রুটি-বিচ্যুতিতে সহনশীল হও।

www.nagorikpathagar.org

এক বিখ্যাত সর্দারের নসিহত

আহনাফ আরবের বিখ্যাত সরদার ছিলেন। তিনি ধন-সম্পদে, বিজ্ঞতা, ধৈর্যের জন্য আরবে খুবই সুপ্রসিদ্ধ ও জনপ্রিয় ছিলেন। হযরত মোয়াবিয়া (রা) তাঁকে খুবই শ্রদ্ধা করে বলতেন, যদি এ ব্যক্তি বিগড়ে যায়, তাহলে বুঝবে যে এক লাখ আরব বিগড়ে যাচ্ছে। একবার হযরত মোয়াবিয়া (রা) তাঁকে জিজ্ঞেস করেন, আবু বাহার! সন্তানের সাথে আচার-আচরণের ব্যাপারে আপনার মতামত কিরূপ?

তিনি বলেন ঃ "সন্তান আমাদের অন্তরের আকাঙ্ক্ষার ধন-সম্পদ এবং জীবন শক্তি। তারা আমার জন্য জমিনের মত। যা অত্যন্ত নরম এবং সম্পূর্ণ ক্ষতিহীন। আমাদের অস্তিত্ব তাদের জন্য সে আকাশের মত যা তাদের ওপর ছায়া বিস্তার করে রয়েছে। আমরা তাদের সাহায্যেই বড় ধরনের কাজ করার পরিকল্পনা করে বাস্তবে রূপ দান করি। অতএব, এমন আশা-আকাংখাই যদি আপনার হয় তাহলে সন্তানদের দাবী হৃষ্টচিত্তে তা পূরণ করুন। আর যদি তারা দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয় তখন তাদের দুশ্চিন্তা দূর করার ব্যবস্থা গ্রহণ করুন। তখন আপনি তাদের কাছ থেকে এ আচরণ দেখবেন যে, সে আপনাকে ভালবাসবে, পিতৃসুলভ প্রচেষ্টাকে পছন্দ করবে, কখনো তাদের অসহ্য বোঝায় পরিণত হবেন না। যাতে তারা আপনার প্রতি বিরক্ত হয়ে আপনার মৃত্যু কামনা করবে ও আপনার ধারে কাছে আসতে ঘৃণা ও অপছন্দ করবে।"

হাদীসে সদাচরণের গুরুত্ব

হাদীসেও সন্তানের সাথে সদাচরণ প্রসঙ্গে অত্যন্ত ব্যাপকভাবে আলোচনা করা হয়েছে। নবী করীম (স)-এর জাগতিক উপকার ও আখিরাতে পুরস্কারের ব্যাপারেও জুড়ালোভাবে আলোচনা করেছেন। আর এ বিষয়ে যেখানে চিন্তার বা কর্মক্ষেত্রে ভুল-ভ্রান্তি হয় সে প্রসঙ্গেও তিনি অত্যন্ত হিকমতের সাথে এর আলোচনা করেছেন যাতে সর্বক্ষেত্রেই সদাচরণের অধিকার আদায় হয় এবং কারো সাথে কোন প্রকার প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি না হয়।

www.nagorikpathagar.org

সন্তানদের প্রতি আচরণের সমতা বিধান

عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيْرٍ قَالَ اَعْطَانِى اَبِىْ عَطِيَّةً فَقَالَتْ عُمَرَةُ بِنْتُ رَوَاحَةَ لَااَرْضٰى حَتّٰى تُشْهِدَ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاَتٰى رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اِنِّىْ اَعْطَيْتُ ابْنِىْ مِنْ عُمْرَةَ عَطِيَّةً فَاَمَرَتْنِى اَنْ اُشْهِدَكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ! قَالَ اَعْطَيْتَ سَائِرَ وَلَدِكَ مِثْلَ هٰذَا قَالَ لَا، قَالَ فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاعْدِلُوا بَيْنَ اَوْلَادِكُمْ قَالَ فَرَجَعَ وَرَدَّ عَطِيَّتَهٗ وَفِى رِوَايَةٍ قَالَ اِنِّىْ لَا اَشْهَدُ عَلٰى جَوْرٍ ـ بخارى، مسلم، مشكوة باب العطايا

"হযরত নোমান বিন বশীর (রা)-এর বর্ণনা, আমার পিতা আমাকে একটি তোহফা প্রদান করেছিলেন। তাতে আমার মা উমরা বিনতে রাওয়াহা বলেন, তুমি যদি এ ব্যাপারে আল্লাহ্‌র রাসূল (স)-কে সাক্ষী কর তাহলে আমি সম্মত হব। এরপর আমার পিতা আল্লাহ্‌র রাসূল (স)-এর কাছে এসে বলেন, উমরা বিনতে রাওয়াহার পক্ষ থেকে আমার যে পুত্র রয়েছে তাকে আমি একটি তোহ্‌ফা প্রদান করেছি। এতে উমরা আপনাকে সাক্ষী করার দাবী করেছে। একথা শুনে আল্লাহ্‌র রাসূল (স) বলেন, "তুমি কি তোমার সকল সন্তানকেই এ ধরনের তোহফা দিয়েছ?" তিনি বলেন, "না, সবাইকে দেইনি।" এরপর নবী করীম (স) বলেন, "আল্লাহ্‌কে ভয় কর এবং নিজের সন্তানদের মধ্যে ইনসাফ কর।" এরপর তিনি ফিরে গিয়ে নিজের সে তোহ্‌ফা ফেরত নিয়ে নেন। অন্য এক বর্ণনায় রয়েছে যে, তিনি (স) বলেন, "আমি যুলুমের ওপর সাক্ষী হব না।" অন্য এক বর্ণনায় আছে, নবী করীম (স) বশীর (রা)-কে বলেন ঃ

اَلَيْكَ فِى الْبِرِّ سَوَاءً؟

"তোমার সকল সন্তান তোমার সাথে একই ধরনের আচরণ করুক এটা কি তুমি পছন্দ কর?" তিনি বলেন, কেন নয়।' রাসূল (স) বলেন, "তাহলে তুমি এ ধরনের আচরণ করবে না।" –(বুখারী, মুসলিম)

www.nagorikpathagar.org

এটা মানুষের এমন এক শক্তি বহির্ভূত ব্যাপার যে, সে নিজের সকল সন্তানের সাথে একই ধরনের আচার-আচরণ ও ভালবাসা প্রদর্শন করবে। মানবিক স্বভাবজাত কারণে কখনো কোন সন্তানের দিকে আকর্ষণ অধিক পরিমাণে প্রবল হয়। ভালবাসায় সমতা প্রদর্শন অনেক ক্ষেত্রেই সম্ভব নয়। আর এটা কোন মানুষের কাছে এ দাবীও করা হয়নি। হাদীসে যে বিষয়ের নির্দেশ দেয়া হয়েছে তা হচ্ছে আচরণগত সামাজিক ব্যাপার। আপনার সন্তান হবার কারণে তারা সবাই সমান এবং আপনার ওপর সকলেই সমান অধিকার রয়েছে। সুতরাং আপনি সকলের সাথেই একই ধরনের সদাচরণই করবেন আর এ ব্যাপারে একজনকে আরেকজনের ওপর অগ্রাধিকার প্রদান করা কোনক্রমেই সঙ্গত হবে না। এক সন্তানকে অন্য সন্তানের ওপর অগ্রাধিকার দেয়া এজন্য ঠিক নয় যে, এতে একজনের অধিকার বিনষ্ট করা হয় এবং অন্য দিকে তাতে সন্তানদের নৈতিকতার ওপর মন্দ প্রভাব বিস্তার করে। যার সাথে বিশেষ ধরনের আচরণ করা হয় তার মধ্যে এক অহমিকার ভাব সৃষ্টি হয় আর অন্যান্য ভাই-বোনকে নিজ থেকে ছোট মনে করে। যেসব সন্তানের সাথে মন্দ আচরণ করা হয় তাদের মধ্যে নিম্নমানের অনুভূতি সৃষ্টি হয় এবং মানসিকভাবে সে নিজকে নীচুমনা ভাবতে শুরু করে এবং এর ফলে তার নৈতিক ও দৈহিক প্রবৃদ্ধি বাধাপ্রাপ্ত হয় সাথে ভালবাসা, স্নেহ ও আত্মত্যাগের অনুভূতিও ক্ষতিগ্রস্ত হয়। আর স্বভাবজাতভাবেই এসব অবস্থার সৃষ্টি প্রত্যেকের মধ্যেই নিজ ভাই-বোনদের ক্ষেত্রে হয়ে থাকে। এভাবে মাতা-পিতার জন্য সন্তানদের মধ্যে যে মান-ইজ্জতবোধ থাকে তা আঘাতপ্রাপ্ত হয়ে এক জটিল পরিস্থিতির উদ্ভব হয় এবং তা কোন কোন সময় চরম আকার ধারণ করে।

আর কখনো কখনো পরিবেশ-পরিস্থিতি এ রকমও হয় যে, প্রথম স্ত্রী বা প্রথম স্বামীর সন্তান এবং বর্তমান স্ত্রীর সন্তানের মধ্যে সমান আচরণ করা সম্ভবপর হয় না। যে স্ত্রী বা স্বামীর সাথে বিচ্ছিন্নতা হয়েছে তার সন্তানের তুলনায় নতুন স্ত্রী বা নতুন স্বামীর সন্তানের অগ্রাধিকার বেশী দান করা হয় এবং প্রথম জীবন সঙ্গী বা সঙ্গিনীর সন্তানদের অধিকারের প্রতি তেমন গুরুত্ব প্রদান করা হয় না। যদি আপনার অন্তর সেসব সন্তানের জন্য স্বচ্ছ না থাকে বা তাদের আচার-আচরণ আপনার অপছন্দ হয় এবং আপনার মন-মানসিকতা যদি তাদের দিকে আকৃষ্ট না হয় তাহলে আপনি

www.nagorikpathagar.org

পরিপূর্ণ মানুষ হিসেবে গণ্য নয়। চূড়ান্তভাবেই ইসলাম আপনার কাছে এ দাবী জানায় যে, সবকিছু সত্ত্বেও আপনি সবার সাথে সমান আচার-আচরণ করবেন। আপনি যদি একজনের জন্য সুখ-শান্তির সকল প্রকার উপকরণ সংগ্রহ করে অন্যান্যদেরকে বঞ্চিত করেন তখন আপনি শরীয়তের দৃষ্টিতে অপরাধী গণ্য হবেন। আর কোনক্রমেই এ কলংক মোচন করতে পারবেন না।

আপনি আপনার এ ধরনের কাজের নানান অজুহাত দিয়ে নিজ অন্তরকে ধোঁকা দিতে পারেন, মানুষের চোখে ধূলা দিতে পারেন কিন্তু আল্লাহ্‌র দৃষ্টি থেকে নিজ অপরাধ কখনো ঢাকতে পারবেন না এবং তাকে ধোঁকা ও প্রবঞ্চনা দিতে পারবেন না। রাসূল (স) এ ধরনের কাজকে যুলুম হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন এবং যুলুমের ওপর সাক্ষী হওয়াকে তিনি অপছন্দ করেছেন। ইতপূর্বে তোয়াফা সংক্রান্ত অনুগত সাহাবীও তৎক্ষণাৎ নিজ প্রদত্ত তোহফাকে অপছন্দ করে ফিরিয়ে নিয়েছিলেন। কেননা তাঁর মধ্যেও এ ধরনের প্রবণতা সৃষ্টি হয়েছিল। তিনি উমরা বিনতে রাওয়াহার পুত্রকে তোয়াফা প্রদান করছিলেন, কিন্তু অন্য স্ত্রীর সন্তানদেরকে তা থেকে বঞ্চিত করছিলেন। অবশ্য যখন তিনি সঠিক ব্যাপার অবগত হলেন তৎক্ষণাৎ তিনি নিজ চিন্তা-চেতনা পরিবর্তন করেন আর বিশেষ ধরনের আচরণ পরিত্যাগ করে সন্তানদের ক্ষেত্রে সমতা বিধানের সঠিক দিক-নির্দেশনা পেয়ে সেদিকেই ধাবিত হলেন।

পুত্র ও কন্যার মধ্যে পার্থক্যকরণ

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رض قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ كَانَتْ لَهُ اُنْثٰى فَلَمْ يُئِدْهَا وَلَمْ يَهِنْهَا وَلَمْ يُؤْثِرْ وَلَدَهُ عَلَيْهَا يَعْنِى الذُّكُوْرَ اَدْخَلَهُ اللّٰهُ الْجَنَّةَ - ابو داود

"হযরত ইবনে আব্বাস (রা)-এর বর্ণনা, রাসূল (স) বলেছেন, যার ঘরে কন্যা হচ্ছে এবং সে তাকে জাহেলী যুগের মত জীবিত দাফন করে না, তাকে অপাংক্তেয়ও মনে করে না এবং ছেলেদেরকে তার ওপর প্রাধান্য দেয় না, এ ধরনের লোককে আল্লাহ্ জান্নাতে প্রবেশ করাবেন।"

নবী করীম (স) এ হাদীসে যেসব কাজের জন্য মাতা-পিতাকে জান্নাতের সুসংবাদ দিয়েছেন এসবে তিনটি দিক রয়েছে ঃ (১) কন্যাকে

www.nagorikpathagar.org

জীবিত কবরস্থ না করা অর্থাৎ লোক-লজ্জার ভয়ে তৎকালে যা করা হত এবং বাঁচার অধিকার দান করা। (২) কন্যা জন্মকে বেইজ্জতী মনে করে অপদস্ত না করা। (৩) ছেলেকে কন্যার ওপর প্রাধান্য দান না করা।

আলোচ্য বিষয়ের প্রথম অংশে কন্যাকে বাঁচার অধিকার প্রদানে মুসলমান সমাজ বাধ্য। কেননা ইসলামে প্রবেশের পর কোন মুসলমান চিন্তাই করতে পারে না যে, কন্যাকে জীবিত কবরস্থ বা কোনভাবে তাকে বাঁচার অধিকার থেকে বঞ্চিত করবে। অবশ্য পুত্রকে কন্যার ওপর প্রাধান্য দানে কিছু কিছু মুসলমান সমঝোতা প্রদানের চিন্তা ও কাজে অনীহা করে। এ চিন্তা ও কাজের সংশোধন একান্তভাবেই প্রয়োজন আর রাসূল (স)-এর সতর্কবাণী সে লক্ষ্যেরই দিক-নির্দেশক।

লক্ষ্য করা যায় অনেক পরিবারে পুত্রের যে মর্যাদা ও গুরুত্ব তা কন্যার ক্ষেত্রে দেয়া হয় না আর পুত্র, পুত্র বধু এবং তার সন্তানদের সাথে যেসব উত্তম আচরণ করা হয় তা কন্যা, জামাতা এবং তার সন্তানদের সাথে করা হয় না। প্রকৃতপক্ষে পুত্র-কন্যার মধ্যে যে পার্থক্যমূলক আচরণ করা হয় এর মূলে এ ধারণাই প্রভাব বিস্তার করে যে, অন্যের জন্য কন্যা লালন-পালন করা হয় আর পুত্র পালন করা হয় নিজের জন্য। কন্যার থেকে কখনো কোন ধরনের কিছু আশা করা যায় না আর পুত্রের কাছে করা যায়। কন্যা অপরের ঘরের সৌন্দর্য এবং বংশ বিস্তারের মাধ্যম। অন্যদিকে পুত্র নিজ ঘরের সৌন্দর্য এবং বংশধারার মাধ্যম। এ ধরনের চিন্তার ফল হচ্ছে এটাই যে, পুত্র লালন-পালনে যে আন্তরিক মন-মানসিকতা থাকে, কন্যারা হয় তা থেকে বঞ্চিত। কিন্তু তা সত্ত্বেও কন্যা লালন-পালনে এবং আচরণে ফরয আদায়ের অনুভূতি ঠিকই ক্রিয়াশীল থাকে কিন্তু পরিবেশ পরিস্থিতি অনুসারে সে আশা-আকাঙ্ক্ষা ও আনন্দ উচ্ছলতা অনেক সময় বিদ্যমান থাকে না। আর পুত্র প্রতিপালনে এর সকল কিছুই পাওয়া যায়। সামাজিক অজ্ঞতার কারণে কন্যাকে নিজ ঘরে নীচু মনে করা হয়, সংসারে পুত্রকে কন্যার ওপর প্রাধান্য দান করা হয় আর সমাজেও পুত্রদের মর্যাদা থাকে অধিক পরিমাণে। মাতা-পিতাও কন্যাকে সে পোশাক, গহনা এবং তোহফা প্রদান করে না যা পুত্রবধূকে দিয়ে থাকে। পুত্রবধূকে যা কিছু দেয়া হয় তা আন্তরিক আবেগেই প্রদান করা হয়।

www.nagorikpathagar.org

কারণ সে নিজ ঘরের সৌন্দর্য আর কন্যাকে যা কিছু প্রদান করা হয় তা শুধু ফরয আদায় বা সামাজিক সম্মান রক্ষার্থে করা হয়। পুত্রবধূকে যা কিছু দেয়া হয় তা কখনো স্মরণ করা হয় না। অন্যদিকে কন্যাকে কিছু দিয়ে তা স্মরণ করে এবং সব সময় এর আলোচনা এমনকি খোঁটাও দেয়া হয়। কন্যা সন্তানরা এ ধরনের পরিবারে সে ধরনের অভিভাবকত্ব এবং স্নেহ ভালবাসা পায় না, যা পুত্রের সন্তানরা পেয়ে থাকে। পুত্রের সন্তানকে ঘরের সন্তান বলেই মনে করা হয় এবং কন্যার সন্তানকে অন্যের ঘরের সন্তান হিসাবে ভাবা হয়। বংশ, সমাজে নামজাদা ব্যক্তিদের কাছেও পুত্রের সন্তানদেরকে নিজ পরিবারের সন্তান হিসেবে সমঝোতা প্রদানে আনা হয়। আর সমাজে সেভাবেই তাদের পরিচিতি প্রকাশ করা হয় অন্য দিকে সমাজও এ ধরনের মানুষের পুত্র সন্তানদের সাথে যে আচরণ করে থাকে, তাদের কন্যাদের সন্তানদের সাথে সে আচরণ করা হয় না এবং সম্পত্তি ভাগের ক্ষেত্রেও তা করা হয় না।

অতএব পুত্র এবং কন্যা নিয়ে যে দিকগুলো আলোচনা করা হল কিন্তু এর যে ব্যতিক্রম হয় না এমন ভাবা যায় না। ইতপূর্বে বর্ণিত হাদীসে নবী করীম (স) মুসলমান মাতা-পিতাকে সতর্ক করে বলেছেন যে, সন্তানের ক্ষেত্রে এসব কর্ম-পদ্ধতি অপছন্দনীয়। আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি ও জান্নাত লাভের উপায়-উপকরণ হচ্ছে, মুসলমান মাতা-পিতা, পুত্র ও কন্যাকে একই ধরনের গুরুত্ব প্রদান করে উভয়েরই ক্ষেত্রে সম-আচরণ করবে। কন্যাকেও ঘরে এবং সমাজে সে মর্যাদা এবং সম্মান দেবে যা পুত্রকে প্রদান করা হয়। তাছাড়া কোন ব্যাপারেই পুত্রকে কন্যার ওপর প্রাধান্য দেয়া যাবে না এবং সব সময়ই সমাজের রীতি-নীতির চেয়ে দীনের দাবীকেই প্রাধান্য দান করতে হবে এবং এ পদ্ধতি প্রত্যেক পরিবারেই প্রচলিত থাকবে। এ আলোচনা থেকে আমরাও সেদিক ও পদ্ধতির অনুসরণে সচেষ্ট থাকব এবং সহায়-সম্পদ বণ্টনেও এর ব্যতিক্রম করব না।

কন্যা সন্তান থেকে জাহান্নামের আগুনের প্রতিবন্ধক

عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ : دَخَلَتْ عَلَىَّ اِمْرَاَةٌ وَمَعَهَا اِبْنَتَانِ لَهَا تَسْاَلُ فَلَمْ تَجِدْ عِنْدِىْ شَيْئًا غَيْرَ تَمْرَةٍ

www.nagorikpathagar.org

وَاحِدَةٌ فَاَعْطَيْتُهَا اِيَّاهَا فَقَسَّمَتْهَا بَيْنَ ابْنَتَيْهَا وَلَمْ تَاكُلْ مِنْهَا ثُمَّ قَامَتْ فَخَرَجَتْ فَدَخَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْنَا فَاَخْبَرْتُهُ فَقَالَ : مَنِ ابْتُلِىَ مِنْ هٰذِهِ الْبَنَاتِ بِشَىْءٍ فَاَحْسَنَ اِلَيْهِنَّ كُنَّ لَهُ سِتْرًا مِنَ النَّارِ ـ متفق عليه، رياض الصالحين ص ١٤٤

"হযরত আয়েশা (রা) বলেন, আমার কাছে এক মহিলা দু'কন্যাসহ ভিক্ষার জন্য এসেছিল। সে সময় আমার কাছে কিছুই ছিল না। শুধুমাত্র একটি খেজুর ছিল। খেজুরটি আমি তার হাতে দিলে সে খেজুরটি অর্ধেক করে নিজের দু' কন্যাকে দিয়েছে এবং নিজে তা চোখেও দেখেনি। এরপর নবী করীম (স) যখন ঘরে এলেন তখন আমি এ ঘটনা শুনালে তিনি বলেন, যে ব্যক্তিকেই এ কন্যার মাধ্যমে পরীক্ষায় নিক্ষেপ করা হয়েছে এবং সে তাদের সাথে সুন্দর আচরণ করেছে। তখন এ কন্যারাই তার জন্য জাহান্নামের আগুনের প্রতিবন্ধক হবে।" –(বুখারী, মুসলিম)

জাগতিক জীবনে কন্যার কাছ থেকে কোন প্রকার উপকার লাভের আশা যদিও অনুচিত তবুও রাসূল (স)-এর বাণীতে আস্থা স্থাপনকারী মাতা-পিতার জন্য কন্যার সাথে সদাচরণের চেয়ে বড় শক্তি আর কি হতে পারে যে, এ দুর্বল কন্যারাই পরকালে তার জন্য জাহান্নামের প্রজ্জ্বলিত আগুনের প্রতিবন্ধক হবে।

"প্রিয় নবী (স)-এর কাছে এক ব্যক্তি এসেছিল। তার কোলে ছিল শিশু। সে শিশুকে স্নেহভরে আদর করতে থাকে। তিনি এ দৃশ্য দেখে জিজ্ঞেস করেন, এর ওপর কি তোমার দয়া হয়? সে বলে, কেন হবে না। তিনি বলেন, তুমি এ শিশুর ওপর যত দয়া-মায়া কর, আল্লাহ্ এর চেয়ে বেশী তোমার ওপর দয়া-মায়া করেন। কেননা তিনি সকল দয়াকারীর চেয়ে অধিক দয়াকারী। –(আল আদাবুল মুফরাদ)

সন্তানের সাথে রাসূল (স)-এর আচার-আচরণ

রাসূল (স)-এর জীবনের ক্ষুদ্রতম ঘটনাও এমন নেই যে, যা তাঁর স্ত্রী, তাঁর সন্তান এবং সাহাবায়ে কিরামগণ স্মরণে রাখেননি। এর কিছুই চরিত

www.nagorikpathagar.org

ও হাদীসের গ্রন্থসমূহে সংরক্ষিত করা হয়েছে। এমনকি তাঁর একান্ত পারিবারিক এবং সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত সামান্য ঘটনাও অনুসারীরা স্মরণে রেখে একে অন্যের কাছে বর্ণনা করেছে এবং এসব হাদীস ও সিরাত গ্রন্থসমূহে সংরক্ষিত হয়েছে। রাসূল (স)-এর সম্পূর্ণ পবিত্র জীবনে এমন ঘটনা একটিও পাওয়া যায় না যে, তিনি নিজ কোন সন্তানকে মেরেছেন বা সন্তানের প্রতি কোন ধরনের কঠোর আচার-আচরণ করেছেন। দয়া-মায়া, মেহেরবানী, স্নেহ-মমতা এবং সুন্দর আচরণের অসংখ্য ঘটনা রয়েছে, কিন্তু কোন সন্তানের সাথে তাঁর কঠোর আচার-আচরণের একটি ঘটনাও তন্ন তন্ন করে তালাশ করলেও পাওয়া যাবে না। সন্তানের প্রতি মানুষের অসাধারণ ভালবাসা বিদ্যমান থাকে এবং মেজাজ বিরোধী তাদের অনেক কিছুই মানুষ সহ্য করে নেয়। কিন্তু এক্ষেত্রে রাসূল (স)-এর অবস্থা ভিন্ন ধরনের। হযরত আনাস (রা) বলেন ঃ "কিশোর অবস্থায় প্রায় দশ বছর আমি মদীনায় নবী (স)-এর খিদমতে নিয়োজিত ছিলাম এজন্য আমার সব কাজ নবী (স)-এর ইচ্ছানুযায়ী হত না। কিন্তু এ দশ বছরে তিনি কখনো আমাকে উহ্ শব্দটি পর্যন্ত বলেননি এবং কখনো তিনি একথা বলেননি যে, এটা কেন করছ এবং এটা কেন করনি।" এবার চিন্তা করুন।

হযরত আয়েশা (রা) রাসূল (স)-এর সু-আচরণ এবং সু-ব্যবহারের প্রসঙ্গ এভাবে তুলে ধরেছেন, "তিনি কখনো কোন দাসকে, কোন দাসীকে, কোন মহিলাকে কোন পশুকে নিজ হাতে আঘাত করেননি এবং যখনই তিনি ঘরে আগমন করতেন তখন অত্যন্ত হাসিখুশি এবং মুচকি হাসি দিয়ে প্রবেশ করতেন।

কন্যার সাথে উত্তম আচরণ

রাসূল (স) নিজ কন্যার ব্যাপারে বলতেন ঃ "ফাতিমা (রা) আমার শরীরের একটি অংশ। যে তাকে নাখোশ করবে সে আমাকেই নাখোশ করবে।" –(বুখারী)

হযরত ফাতিমা (রা) বিয়ের পর যখনই রাসূল (স)-এর সাথে সাক্ষাত করতে আসতেন তখনই তিনি (স) নিজের জায়গা থেকে ওঠে দাঁড়িয়ে স্বাগত জানাতেন ও তাঁর কপালে চুমু দিতেন এবং নিজ স্থানে বসাতেন। (আবু দাউদ)।

www.nagorikpathagar.org

হযরত ফাতিমা (রা)-কে যদি কখনো দুঃখিত দেখতেন তখন নিজেও দুঃখিত হতেন। একবার রাসূল (স) অত্যন্ত দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ে হযরত ফাতিমা (রা) ঘরে প্রবেশ করেন। কিছুক্ষণ পর সেখান থেকে অত্যন্ত আনন্দিত অবস্থায় বের হলেন। সাহাবীরা জিজ্ঞেস করেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ আপনি যখন কন্যার ঘরে প্রবেশ করেন তখন ছিলেন দুশ্চিন্তাগ্রস্ত এবং ঘর থেকে যখন বের হলেন তখন আনন্দ প্রকাশ করেন এর রহস্যটা কি? রাসূল (স) বলেন, "আমি উভয়ের পারস্পরিক মনোমালিন্য দূর করে দিয়েছি। তারা উভয়েই আমার অত্যন্ত প্রিয়।" ব্যাপারটা ছিল হযরত আলী (রা) ও হযরত ফাতিমা (রা) সংক্রান্ত বিষয়ে।

নবী করীম (স) মদীনায় আবু আইউব আনসারী (রা) ঘরে যখন অবস্থান করছিলেন তখন হযরত ফাতিমা (রা) ঘর তাঁর (স)-এর ঘর থেকে বেশ দূরে ছিল। একবার তিনি (স) কন্যার ঘরে এসে কথা প্রসঙ্গে বলেন, কন্যা! তুমি আমার কাছ থেকে অনেক দূরে থাক তাই আমি তোমাকে নিজের কাছে কোন বাড়ীতে নিয়ে যেতে চাই।

হযরত ফাতিমা (রা) বলেন, আব্বাজান! হারিস বিন নুমানের কয়েকটি বাড়ী রয়েছে। আপনি যদি তাঁকে বলেন, তাহলে তিনি কোন বাড়ী অবশ্যই দেবেন। আব্বাজান! আপনি তাঁকে বলুন! রাসূল (স) বলেন, কন্যা! তাঁকে আমি একথা বলতে লজ্জা অনুভব করি।

একথা কোনভাবে যখন হারিস বিন নুমান অবগত হলেন তখন তিনি নবী (স)-এর কাছে এসে বলেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমি শুনেছি যে, আপনি আপনার কন্যাকে কাছে রাখতে চান। ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার মাতা-পিতা আপনার ওপর কুরবান হোক! আমার সকল বাড়ী আপনার কাছে উপস্থিত করলাম। যে বাড়ীতে ইচ্ছা, আপনি আনন্দের সাথে তাঁকে নিয়ে আসুন। আল্লাহ্‌র কসম! যে জিনিসই আপনি আমার কাছ থেকে নেবেন, তা আপনার কাছে থাকা আমার কাছে থাকার চেয়ে আমি অধিক পছন্দ করি। রাসূল (স) বলেন, তুমি ঠিকই বলেছ। এর জন্য আল্লাহ্ তোমাকে বরকত এবং তোমার ওপর রহমত করুন। হারিস বিন নুমানের একটি বাড়ীতে নিজের কাছে কন্যাকে নিয়ে এলেন। রাসূল (স) যখনই সফরে যেতেন তখন সর্বশেষ ফাতিমা (রা) ঘরে তাশরীফ রাখতেন এবং

www.nagorikpathagar.org

তাঁর সাথে সাক্ষাত করে সফরে রওয়ানা হতেন। এমনিভাবে তিনি যখন সফর থেকে ফিরতেন তখন মসজিদে নফল নামায আদায় করে সর্বপ্রথম হযরত ফাতিমা (রা) কাছে আগমন করতেন।

তিনি নাতীদেরকেও অত্যন্ত গভীরভাবে ভালবাসতেন। হযরত ফাতিমা (রা) কাছে যখনই যেতেন তখনই বলতেন, ফাতিমা! তোমার শিশুদেরকে আন। ফাতিমা (রা) পুত্রদেরকে তাঁর কাছে আনতেন। তিনি তাঁদেরকে শুঁকতেন এবং বুকের সাথে চেপে ধরতেন, স্নেহ, মায়া-মমতা প্রকাশ করে বুকের সাথে চেপে ধরে আনন্দ প্রকাশ করতেন।

রাসূল (স)-এর এক কন্যার নাম ছিল হযরত যয়নব (রা)। তিনি ছিলেন সবার বড়। তাঁর বিবাহ হয়েছিল খালাত ভাই আবুল আসের সাথে। হযরত খাদিজা (রা)-এর বিবাহে তাঁকে ইয়েমেনী আকিক পাথরের একটি মূল্যবান হার উপহার দিয়েছিলেন। রাসূল (স) যখন মদীনায় হিযরত করেন, তখন হযরত যয়নব (রা) শ্বশুর বাড়ীতে ছিলেন। তাঁর স্বামী তখনো ইসলাম গ্রহণ করেননি এবং কাফেরদের সাথে বদর যুদ্ধে অংশ করে যুদ্ধে বন্দী হয়েছিলেন। তিনি মুক্তির জন্য বাড়ীতে ফিদইয়ার অর্থ প্রেরণের কথা বলে পাঠালেন। তখন হযরত যয়নব (রা) সে হারই প্রেরণ করেন যে হার তাঁর আম্মা বিবাহে উপহার হিসেবে দিয়েছিলেন। রাসূল (স) যখন নিজ কন্যার এ হার দেখেন তখন তাঁর চোখ দিয়ে অশ্রু গড়িয়ে পড়ে। এরপর তিনি সাহাবীদেরকে বললেন, তোমরা সম্মত হলে এ হার যয়নব (রা)-কে ফিরিয়ে দিতে পার এবং তাঁর স্বামীকেও মুক্তি দান করতে পার। সাহাবীরা রাসূল (স)-এর এ আবেদন আনন্দচিত্তে গ্রহণ করলেন। আবুল আসকে মুক্ত করা হল এবং তাঁর স্ত্রীর হারও তার কাছে অর্পণ করা হল। কিন্তু শর্ত দেয়া হল যে, সে মক্কা গিয়ে হযরত যয়নব (রা)-কে নবী (স)-এর কাছে পাঠিয়ে দেবে। এ অবস্থার প্ররিপ্রেক্ষিতে অনেক বাধা-বিপত্তি অতিক্রম করে হযরত যয়নব (রা) পিতার কাছে এসে পৌঁছেন। কিছুদিন পর আবুল আসও মদীনা এসে ইসলাম গ্রহণ করেন। আবুল আসের ইসলাম গ্রহণের পর হযরত যয়নব (রা) দুই বছর তিন মাস জীবিত ছিলেন এবং ৮ম হিজরীতে মৃত্যুবরণ করেন। রাসূল (স)-এর পবিত্র হাতে তাঁকে কবরে নামান এবং কবরে নামানোর সময়কালে তিনি অত্যন্ত বিহ্বল এবং দুশ্চিন্তাগ্রস্ত ছিলেন। এরপর আল্লাহ্‌র কাছে দোয়া করেন, হে আল্লাহ এ বড় দুর্বল ছিল। হে আল্লাহ্ তুমি তাকে পরিত্রাণ দান করে তার কবরকে প্রশস্ত করে দাও।

–(উসুদুল গাবা)

www.nagorikpathagar.org

মুসলিম সমাজে নামের গুরুত্ব

ইসলামে নামকরণ এক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বলে বিবেচিত। নামের মধ্যেই মানুষের পরিচয় ও পরিচিতির প্রকাশ পায়। কুরআন হাদীস থেকে প্রমাণীত হয় যে, ইহ-পরকালে নামকরণ এক সুপরিণতির মর্যাদা বহন করবে। কিন্তু অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় যে বর্তমান যুগের মুসলমানগণ নাম এবং নামকরণের প্রতি কোন গুরুত্বই প্রদান করতে রাজী নয়। অথচ নাম মানুষের পরিচয় বা সনাক্তকরণের বহিপ্রকাশ। আবার নামের মধ্যেই মানুষের অন্তর্নিহিত রুচি প্রকৃতি, মানুষিকতা, বৈশিষ্ট্য, ধ্যান-ধারণা ও ধর্মানুরাগের প্রকাশ পায়।

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّكُمْ تَدْعُوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِاَسْمَائِكُمْ، وَاَسْمَاءِ اٰبَاءِكُمْ فَاَحْسِنُوا اَسْمَائَكُمْ۔ ابو داود عن ابى الدردا

হযরত আবু দারদা (রা)-এর বর্ণনা, রাসূল (স) বলেছেন কিয়ামতের দিন তোমাদেরকে ডাকা হবে তোমাদের নামে এবং তোমাদের পিতাদের নামে, তাই তোমাদের নামগুলো সুন্দর রাখ।

–(বুখারী, আবু দাউদ, আহমদ, মুসনাদ, দামেরী ও ইবনে হিব্বান)

এজন্য রাসূল (স) সামনে কোন নতুন মানুষ এলেই তার নাম জিজ্ঞেস করতেন। পছন্দ হলে সন্তুষ্ট হতেন আর অপছন্দ হলে তা পরিবর্তন করতেন।

রাসূল (স) তাঁর অনুসারীদেরকে উত্তম ও পবিত্র নামকরণের নির্দেশ প্রদান করেছেন। যখন কোন সাহাবী বা মহিলা সাহাবীরা নিজ সন্তানের নামকরণের আবেদন জানাতেন তখন তিনি সুন্দর ও পবিত্র উদ্দেশ্যকরণ সম্পর্কীত নামকরণ করে দিয়েছেন। যদি কারো নাম অপছন্দ হত তা হলে তার দ্বারা নিজের কোন কাজ করাতেন না নাম পরিবর্তন না করা পর্যন্ত। আর সন্দুর নাম পছন্দ করতেন এবং তার জন্য দোয়া করতেন।

হযরত আবু মূসা (রা)-এর বর্ণনা, আমার এক পুত্র সন্তান জন্ম গ্রহণ করলে আমি তাকে নিয়ে রাসূল (স)-এর কাছে উপস্থিত হলাম। তিনি তার

www.nagorikpathagar.org

নামকরণ করেন ইবরাহীম এবং একটি খেজুর দিয়ে তার তাহনীফ করেন। আর তার জন্য বরকতের দোয়া করেন। এরপর তাকে আমার কোলে ফিরিয়ে দিয়েছেন। -(মুসলিম, বুখারী)

ইবনে কাইয়েম (রহ) বলেছেন নামের সাথে সামজ্জস্যপূর্ণভাবেই মানুষের ভাল মন্দ, আচার-আচরণ, চরিত্র ও কর্মধারা প্রভাবিত হয়। রাসূল (স)-কে মুহাম্মদ (চরম প্রশংসিত) ও আহমদ (অত্যন্ত প্রশংসাকারী) নামে ডাকা হত। বস্তুতঃ চারিত্রিক বৈশিষ্টে তিনি ছিলেন আল্লাহ্‌র প্রশংসায় সর্বোত্তম এবং পৃথিবীর সকলের কাছেই অধিকহারে প্রশংসাযোগ্য। রাসূল (স) সন্তানের সুন্দর নাম রাখতে বলেছেন, কেননা নামধারী তার নামের কারণে লজ্জাবোধ করে মন্দকাজ থেকে বিরত থাকে এবং নামের অর্থের সাথে সামজ্জস্যপূর্ণ কাজে প্রবৃত্ত হয়। এজন্য দেখা যায় সমাজের উচু শ্রেণীর লোকদের নাম সুন্দর ও উচুমানের আর কথিত ভদ্র ইতর শ্রেণীর নাম তাদের জীবনযাত্রার মতই অশুভ, অর্থহীন। কোন এক জ্ঞানী ব্যক্তি বলেছেন, ভাল বা মন্দ নামের বিচিত্র প্রভাব অনিবার্য ভাবেই আমাদের চরিত্র ও আচরণকে প্রভাবিত করে।

নামধারীর ওপর নামের প্রভাব যে কত তা নিচের হাদীস থেকে প্রমাণীত হয়।

হযরত আবু সায়ীদ (রা) "সে বর্ণনাকারীর দাদা বলেন, আমি নবী (স) এর কাছে এলাম, তিনি জিজ্ঞেস করেন, তোমার নাম কি? আমি বলেছি ঃ হায়ন (কর্কশ, রুক্ষ, শুস্ক মাটি) তিনি বলেন। তুমি সালহ (নরম, কোমল) সে বলে ঃ আমায় পিতা যে নাম রেখেছেন তা পরিবর্তন করবই না। ইবনে মুসাইযের বলে যে তখন থেকে আমাদের বংশের মধ্যে সে কর্কশতা, রুক্ষতা বিদ্যমান রয়েছে। -(বুখারী, আবুদাউদ)

মন্দ নামকরণের কাহিনীর করুণ পরিণতি উল্লেখ করে ইমাম মালেক (র.) মোয়াত্তায় বলেছেন ঃ যহর ইয়াহিয়া বিন সায়ীদ (রা)-এর বর্ণনা, ওমর বিন খাতাব (রা) এর কাছে জুহায়না গোত্রের এক ব্যক্তি এলে তিনি তাকে জিজ্ঞেস করেন? তোমার নাম কি? সে বলে ঃ শিহাব (আগুনের স্কুলিঙ্গ)। তিনি আবার জিজ্ঞেস করেন, তুমি কার পুত্র? সে বলে ঃ ইবনে দেরাম (আগুনের শিখার পুত্র)। তিনি পুনরায় জিজ্ঞেস করেন, তুমি কোন গোত্রের? সে বলে, হারাক (প্রজ্জলন)গোত্রের। তিনি জিজ্ঞেস করেন, তোমার বাসস্থান কোথায়? সে বলে ঃ বাহরুননার (আগুনের গর্ভে)।

www.nagorikpathagar.org

তিনি শেষে জিজ্ঞেস করেন, কোন অংশে? সে বলে ঃ বিযাতিল লাবা (শিখাময় অংশে)" ওমর (রা) তাকে বলেন, তোমার গোত্রের লোকদের কাছে গিয়ে দেখ তারা ভস্মীভূত হয়েছে।

দুরদর্শী হযরত ওমর (রা) উপলব্দি করেছিলেন যে সে বংশের ভস্মীভূত হওয়া অত্যন্ত প্রত্যাশিত। কেননা তাদের সব নাম গুলোই ছিল আগুন সংক্রান্ত। তাই তাঁর মুখ থেকে সে পরিণতির কথা উল্লেখিত হওয়ায় তা বাস্তবে পরিণত হয়েছে। নামের অশুভ অর্থ মানুষের জীবনে যে কোন সময় সর্বনাশা করুণ পরিণতি ডেকে আনতে পারে তা আলোচ্য ঘটনাই এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ। কোন স্থানের অশুভ নামের কারণেও মানুষ সেখানে দুর্দশায় পতিত হয়। হযরত ইমাম হোসাইন (রা) মদীনা ত্যাগ করে ফুফা অভিমুখে রওনা হয়ে ফুরাত নদীর কাছে এক ময়দানে এসে নাম জিজ্ঞেস করেন। তাঁকে জানান হল কারবালা। তিনি বিস্মিত হয়ে বললেন, কারব (দুঃখ) ও বালা (দুর্দশা) দুয়ের সমন্বয়ে নাম। পরবর্তী ইতিহাস হযরত হোসাইন (রা) এর জীবনাবসানের করুণ কাহিনী এরই স্বাক্ষী। মানুষের জীবনে স্থান বা ব্যক্তির নামের প্রত্যক্ষ প্রভাব আছে। এজন্য নাম নির্বাচনের ক্ষেত্রে অত্যন্ত সতর্কতা অবলম্বন অত্যাবশ্যক। মানুষ যে নামে অন্যকে ডাকে সে নামের শুভ অশুভ অর্থের প্রতিফলন দেখা যায় তার জীবনে। এজন্য বলা হয় মানুষের মুখের কথাতেই দুঃখ-দুর্দশা টেনে আনে।

রাসূল (স) স্থানের নাম অপছন্দীয় হলে এর পরিবর্তন করে দিয়েছেন। লোকজন একটি স্থানের নাম হুজরা অর্থাৎ বাঁজা বলে ডাকা হত। তিনি সে নামকে পরিবর্তন করে খুজরা অর্থাৎ চির সবুজ চির-শ্যামল নামকরণ করেন। অনুরূপ এক ঘাঁটির নাম পরিবর্তন করে হিদায়াতের ঘাঁটি বলে উল্লেখ করেন। আর অনেক পুরুষ ও মহিলা সাহাবীর নাম ও পরিবর্তন করেন। দেখা যায় যে ব্যক্তি নাম বদলের ক্ষেত্রে অনীহা প্রকাশ করত তার পুরাতন মন্দ নামের প্রভাব তার জীবনের ওপর অনুভব করত আর তা বংশধরদের ওপরও মন্দ প্রভাবও বিস্তার করত।

ভাল নাম রাখা

নবী করীম (স) নিজের উম্মতকে উত্তম এবং পবিত্র নাম রাখার নির্দেশ দিয়েছেন। সাহাবীরা যখনই রাসূল (স)-এর কাছে নিজের সন্তানের নাম

www.nagorikpathagar.org

রাখার জন্য আবেদন জানাতেন তখনই তিনি অত্যন্ত পবিত্র ও উদ্দেশ্যপূর্ণ নাম প্রস্তাব করতেন। কারোর কাছে তার নাম জিজ্ঞেস করা হলে সে নাম যদি অর্থহীন এবং অপছন্দনীয় নাম বলত তখন তিনি (স) অপছন্দ করতেন এবং তাকে নিজের কোন কাজ করাতে ইচ্ছুক ছিলেন না। পক্ষান্তরে সুন্দর ও পবিত্র নাম উচ্চারণ হলে তিনি কাজ করতে দিয়েছেন। তার জন্য দোয়া করেছেন এবং নিজ কাজ করাতে আগ্রহী হতেন। প্রিয় নবী (স) নিজের কোন প্রয়োজনে বাইরে বের হলে তিনি 'ওয়া নাজিহ' বা 'ইয়া রাশেদ'-এর মত বাক্য শুনতে ভালবাসতেন। যখন কাউকে কোন স্থানের দায়িত্বশীল কাজে প্রেরণ করতেন তখন তার নাম জিজ্ঞেস করতেন। তখন সে তার নাম বললে, তাঁর পছন্দ হলে খুবই খুশি হতেন এবং সে খুশির আলামত চেহারায় উদ্ভাসিত হয়ে ওঠত। যদি তার নাম অপছন্দ করতেন তখন এর প্রভাব চেহারায় ফুটে ওঠত। যখন কোন এলাকায় প্রবেশ করতেন তখন সে এলাকার নাম জিজ্ঞেস করতেন। যদি সে নাম তাঁর পছন্দ হত তখন তিনি খুবই আনন্দিত হতেন। অনেক সময় এমনও হত যে তিনি অপছন্দনীয় নাম পরিবর্তন করে দিয়েছেন। খারাপ নাম তিনি কোন বস্তুর জন্যই সহ্য করতে পারতেন না এবং এটা ছিল তাঁর কাছে এক বিরক্তকর ব্যাপার।

সন্তানের নামকরণের উত্তম নির্দেশনা

সন্তানের পছন্দনীয় নাম বলতে সেসব নাম কেই বুঝনো হয়েছে যা শুভ ও কল্যাণকর। এ সংক্রান্ত কিছু বিষয় থেকে বিরত থাকার চেষ্টা করা হয়েছে।

আল্লাহ্‌র একত্রিত করা নামের সাথে আবদ বা আমাতাহু শব্দযোগে মিলিয়ে একত্রিত করা হয়েছে। যেমন, আবদুল্লাহ, আবদুর রহমান, আবদুল গাফ্‌ফার, আমাতাহুল্লাহু, আমাতাহুর রহমান ইত্যাদি বা এমন নাম যার দ্বারা আল্লাহ্‌র প্রশংসা প্রকাশিত হয়। কোন নবী-রাসূলগণের নামানুসারে নামকরণ। যেমন–ইয়াকুব, ইউসুফ, ইদরিস, আহমদ, ইব্‌রাহিম, ইসমাঈল ইত্যাদি। কোন মুজাহিদ, ওলি এবং দীনের খাদেমের নামানুসারে নামকরণ করা, যেমন ঃ ওমর ফারুক, খালিদ, আবদুল কাদের, হাজেরা, মরিয়ম, উম্মে সালমা, সুমাইয়া প্রভৃতি। নাম রাখার ক্ষেত্রে একান্তভাবেই লক্ষ্য রাখা উচিত তা যেন দ্বীনি আবেগ ও সুন্দর ও সুষ্ঠ আশা-আকাঙ্ক্ষার পরিচয়

www.nagorikpathagar.org

বহন করে। যেমন মুসলিম উম্মাহর চলমান দূরাবস্থায় বিবেচিত শিশুর নাম ওমর এবং সালাহউদ্দিন ইত্যাদি রাখা যায় এবং তখন এ মনোবাসনা পোষণ করা যে, এ শিশু বড় হয়ে মুসলিম উম্মাহ্‌র হারানো ঐতিহ্যকে ফিরিয়ে এনে দ্বীনকে পুনর্জীবিত ও প্রতিষ্ঠিত করতে সচেষ্ট হবে। নামকরণে কোন দ্বীনি সফলতার উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে প্রস্তাব করা। যেমন কুরআন তিলাওয়াতকালে এ আয়াতে উপনীত হলে ঃ

يَوْمَ يَاتِ لَاتُكَلِّمُ نَفْسٌ اِلَّا بِاِذْنِهٖ ـ فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيْدٌ ـ

"যখন সেদিন আসবে, যেদিন তুমি কারোর সাথে কথা বলার শক্তি রাখবে না। হ্যাঁ আল্লাহ্‌র অনুমতি সাপেক্ষে লোক কথা বলতে পারবে। এরপর সেদিন কিছু লোক দুর্ভাগ্যবান হবে আর কিছু লোক সৌভাগ্যবান।"

অর্থাৎ সমগ্র মানবজাতি কিয়ামত দিনে দু'টি ভাগে বিভক্ত হয়ে যাবে। এক ভাগ হবে সৌভাগ্যবান। যখন এ আয়াত পাঠ করবেন, তখন আপনার হৃদয় থেকে এ কামনাই হবে যে, হে আল্লাহ্ আমাকে আর আমার সন্তানদেরকে সে ভাগ্যবানদের দলে শামিল করুন এবং এরপর যখন আপনার সন্তান ভূমিষ্ঠ হল তখন এর নাম রেখেছেন সাঈদ। এখন যদি আপনি আপনার ইচ্ছা, আবেগ অনুভূতি আশা-আকাঙ্ক্ষা ইত্যাদির ক্ষেত্রে উচ্চাশায় নাম প্রস্তাব করেন এবং এসব আশা-আকাঙ্ক্ষায় শিশু বয়বৃদ্ধি হতে থাকে আর প্রকৃতিগতভাবেই সাধারণ অবস্থা এটাই যে তারা আপনার আশা- আকাংকার বাস্তবায়নই করবে। শিশু সন্তানদের নামকরণে এসব বিষয়ের প্রস্তাব ও চিন্তা ভাবনার ব্যাপারে উৎসাহিত করা হয়েছে। আবার এমন কিছু বিষয় আছে যা নাম প্রস্তাবকালে সতর্কতা অবলম্বন করা ও একান্তভাবেই প্রয়োজন।

নামকরণের সময় চিন্তা ও অনুভূতি যা ইসলামী ধ্যান-ধারনা ও আদর্শের পরিপন্থী বলে বিবেচিত হয়। বিশেষ করে যে সব নামে তাওহীদি আকীদায় প্রচণ্ডরূপে আঘাত হানে। যেমন নবী বখশ, আবদুর রসূল প্রভৃতি। এমন কোন শব্দ যার দ্বারা গর্ব, অহংকার নিজের পবিত্রতা ও মহত্ব প্রকাশিত হয়। অনৈসলামিক আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন ঘটায় এমন নাম যা দ্বারা আল্লাহ্‌র রহমতের আর কোন আশাই করা যায় না।

www.nagorikpathagar.org

আল্লাহ্‌র কাছে পছন্দনীয় নাম

عَنْ اَبِىْ وَهَبٍ رض عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : تُسَمُّوْا بِاَسْمَاءِ الْاَنْبِيَاءِ وَاَحَبُّ الْاَسْمَاءِ اِلَى اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ عَبْدُ اللّٰهِ وَعَبْدُ الرَّحْمٰنِ وَاَصْدَقُهَا حَارِثٌ وَهَمَّامٌ وَاَقْبَحُهَا حَرْبٌ وَمُرَّةٌ - الادب المفرد وجمع الفوائد ج ٢ ص ٤٠٦ بحو اله ابوا داود ونسائى

"হযরত আবু ওয়াহাব (রা)-এর বর্ণনা, রাসূল (স) বলেছেন, নবীদের নামে নাম রাখ এবং আল্লাহ্‌র কাছে পছন্দনীয় নাম হচ্ছে আবদুল্লাহ এবং আবদুর রহমান। প্রিয় নাম হচ্ছে হারেস এবং হাম্মাম ও অত্যন্ত অপছন্দনীয় ও ঘৃণিত নাম হচ্ছে হারব ও মুররাহ।'

"আল্লাহ" শব্দ আল্লাহ্‌র সিফাতি নাম। রহমান নাম ইসলামে আল্লাহ্‌র জাতি নাম নয়। তা সত্বেও ইসলাম পূর্ব কিছু জাতির মধ্যে এটা আল্লাহ্‌র জাতি নাম হিসেবে নামের প্রচলন ছিল। এজন্য এরও অন্যান্য গুণের তুলনায় গুরুত্ব রয়েছে। হাদীসে শুধু এ দুটি নামের উল্লেখ থাকার কারণে উদ্দেশ্য এটাই নয় যে, শুধুমাত্র এ দু'টি নামই রাখতে হবে এবং আল্লাহ্‌র কাছে শুধু পছন্দনীয় নাম। বরং বলা যায় এটা উদাহরণস্বরূপ বর্ণিত হয়েছে। আল্লাহ্‌র কোন সিফাতের সাথে আবদ শব্দ একত্রিত করে নাম রাখা হলে এটা আল্লাহ্‌র কাছে পছন্দনীয় নাম হয়। এজন্যই সম্ভবত রাসূল (স) শুধুমাত্র এ দু'টি নামের উল্লেখ করেছেন যে, পবিত্র কালামে আবদের সম্বন্ধের সাথে এ দু'টি নামের উল্লেখ রয়েছে। সে ব্যক্তিকে হারিস বলা হয়, যে কৃষি কাজে নিয়োজিত থাকে, আর সে যদি হালাল পথ অবলম্বনে রোযগার করে তাও উত্তম আর যদি পরকাল সন্ধানে থাকে তখন তার থেকে উত্তম আর কি বিবেচনা করা যায়।

হাম্মাম ঃ সুদৃঢ় মনোভাব সম্পন্ন যে ব্যক্তি তাকেই হাম্মাম বলা হয় এবং যে এক কাজ সমাপ্তির পর অন্য কাজে মনোনিবেশ করে।

হারব ঃ যুদ্ধবিগ্রহকে বলা হয়, এটা মানবিক কারণে কোন অবস্থাতেই কোন প্রকারে পছন্দনীয় কাজ হতে পারে না।

মুররা ঃ তিক্ত বস্তুকে বলা হয় আর তিক্ত বস্তু সকলের কাছে নিশ্চয়ই অপছন্দনীয় ও অরুচিকর।

www.nagorikpathagar.org

উত্তম নামকরণের শুভ সূচনা

হযরত ইয়াহিয়া ইবনে সাঈদ (রা) বলেছেন, নবী (স) এক উটনী দোহান করার কাজের জন্য লোকদেরকে জিজ্ঞেস করেন ঃ

مَنْ يَحْلِبُ هٰذِهِ؟ فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ لَهُ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا اِسْمُكَ؟ قَالَ : مُرَّة، فَقَالَ لَهُ : اِجْلِسْ ثُمَّ قَالَ : مَنْ يَحْلِبُ هٰذِهِ؟ فَقَامَ رَجُلٌ، فَقَالَ لَهُ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا اِسْمُكَ؟ قَالَ حَرْبٌ، فَقَالَ لَهُ اِجْلِسْ ثُمَّ قَالَ مَنْ يَحْلِبُ هٰذِهِ؟ فَقَامَ رَجُلٌ، فَقَالَ لَهُ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا اِسْمُكَ؟ قَالَ : يَعِيْشُ فَقَالَ لَهُ اِحْلِبْ ـ جمع الفوائد بحواله موطا امام مالك رح

"কে উটনীকে দোহন করবে? এক ব্যক্তি দাঁড়ায়, তিনি তাকে জিজ্ঞেস করেন, তোমার কি নাম? সে বলে, মুররাহ। তিনি বলেন, বস। এরপর তিনি জিজ্ঞেস করেন এ উটনীকে কে দোহন করবে? এক ব্যক্তি দাঁড়ায়। তিনি তাকে জিজ্ঞেস করেন, কি নাম তোমার? সে বলে ইয়ায়িশ। তিনি বলেন, ঠিক আছে তুমিই দুধ দোহন কর।

–(জামযুল ফাওয়াদে বাহাওয়ালা মুয়াত্তা ইমাম মালেক)

এক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে যে প্রথম দু'টি নামের ভাবার্থ অপছন্দনীয় আর সর্বশেষ নামের ভাবার্থ তাৎপর্যপূর্ণ ও পছন্দনীয়। ইয়ায়িশ শব্দের অর্থ জীবন্ত থাকার প্রতীক রূপে গণ্য হয়।

"রাসূল (স) লোকদেরকে জিজ্ঞেস করেন, কে আমাদের এ উটকে হাকিয়ে নিয়ে যাবে? বা তিনি বলেছিলেন, "কে একে পৌঁছাবে?" সে সময় এক ব্যক্তি বলে, আমি। তিনি তাকে জিজ্ঞেস করেন, "তোমার নাম কি?" সে বলে, আমার নাম হচ্ছে এটাই। তিনি বলেন, "বস।" এরপর দ্বিতীয় ব্যক্তি দাঁড়ায়। তার কাছেও তিনি জিজ্ঞেস করেন, "তোমার নাম কি?" সে বলে আমার নাম এটাই, এরপর তৃতীয় ব্যক্তি দাঁড়ায়। তার কাছেও নাম জিজ্ঞেস করার পর বলে বলে নাজিয়াহ।" তখন তিনি বললেন, "তুমিই এ কাজের উপযুক্ত। হাঁকিয়ে নিয়ে যাও।"

www.nagorikpathagar.org

নামের ক্ষেত্রে সম্মান প্রদর্শন

হযরত আবু রাফে' (রা)-এর বর্ণনা, নবী করীম (স) বলেছেন ঃ

إِذَا سَمَّيْتُمْ مُحَمَّدًا فَلَا تَضْرِبُوْهُ وَلَا تَحْرِمُوْهُ .

"যখন তোমরা কারোর নাম মুহাম্মাদ রাখবে তখন সে ব্যক্তিকে তোমরা মারবে না এবং বঞ্চিতও করবে না।" -(জামযুল ফাওয়ায়েদ)

হযরত আনাস (রা)-এর বর্ণনা, নবী করীম (স)বলেছেন ঃ

تُسَمُّوْنَهُمْ مُحَمَّدًا ثُمَّ تُلْعِنُوْنَهُمْ .

"তোমরা সন্তানদের নাম মুহাম্মাদও রাখবে আবার এ সন্তানকে অভিশাপ ও গালাগালও করবে।"

অর্থাৎ এ নামকরণের সম্মাননার্থে সন্তানদের সাথে কোন প্রকার মন্দ আচার-আচরণও কু-ব্যবহার করবে না। কেননা এমনিতেই সন্তানদের সাথে মন্দ আচার-আচরণ অপছন্দনীয় কাজ। আর সন্তানের নাম যদি মুহাম্মাদ হয় তখন আরো সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে তা সত্বেও এ নামটা শিক্ষিত-অশিক্ষিত অনেকেই বিকৃত করে ডাকতে শোনা যায়। এটা অত্যন্ত আক্ষেপের বিষয়। কেননা মুমিনদের কাছে এ নামের সম্মান প্রদর্শন অতি উল্লেখযোগ্য বিষয় হিসাবে গণ্য হয়।

নবী (স)-এর প্রস্তাবিত নামকরণ

(১) হযরত আবদুল্লাহ ইবনে সালামের পুত্র হযরত ইউসুফ বলেন যে, রাসূল (স) আমার নাম ইউসুফ রেখেছেন এবং তিনি আমাকে তাঁর কোলে তুলে নিয়েছেন এবং আমার মাথায় হাত বুলিয়েছেন (অর্থাৎ স্নেহ-মমতা প্রদর্শন করেছেন।

(২) হযরত আবু মূসা (রা) বলেন, আমার প্রথম সন্তান ভূমিষ্ট হলে তাকে নিয়ে আমি রাসূল (স)-এর কাছে উপস্থিত হলাম। তিনি তার নাম রাখেন ইবরাহীম। (তখন) তিনি খেজুর চিবিয়ে তার মুখে দিয়ে বরকতের দোয়া করে আমার কাছে দিয়ে দিয়েছেন।

(৩) হযরত আলী (রা)-এর তিন পুত্রের নাম রেখেছিলেন হারব। রাসূল (স) তাঁদের নাম পরিবর্তন করে হাসান, হোসাইন, মুহসিন রাখেন।

www.nagorikpathagar.org

নাম পরিবর্তন

নামকরণের ক্ষেত্রে রাসূল (স) অত্যন্ত সতর্কতা অবলম্বন করতেন। যদি কোন দিক থেকে কারোর নাম মন্দ বলে মনে হত তখন তিনি তার নাম পরিবর্তন করে কোন নতুন নামকরণ করতেন। কোন নামে যদি তাওহীদ ধ্যান-ধারণা বিরোধী কোন অর্থ প্রকাশিত হত বা তা অর্থহীন হত বা তা কোন অপছন্দনীয় এবং মন্দ বস্তুর নাম হত বা এতে কোন অপছন্দনীয় ভাবার্থ গণ্য হত বা এর দ্বারা ব্যক্তিগত দিক থেকে কোন গুনাহ্ সংক্রান্ত সম্পর্ক হত বা তাতে নিজের আত্মগরিমা প্রকাশিত হত এবং অন্য কোন মন্দ দিক গণ্য হত তখন তিনি এর নামের পরিবর্তন করে কোন উত্তম ও পবিত্র নাম রেখে দিয়েছেন ।

হযরত আয়েশা (রা)-এর বর্ণনা, নবী করীম (স) মন্দ নাম পরিবর্তন করে দিতেন। -(জামে' তিরমিযী)

এক প্রতিনিধি দলের সাথে হানি ইবনে যায়েদ রাসূল (স)-এর কাছে হাজির হলেন। এ সময় তিনি (স) জানতে পারেন যে, তার কুনিয়াত হচ্ছে আবুল হাকাম। নবী করীম (স) তাঁকে ডেকে বলেন, "হাকাম" আল্লাহ্ এবং লুকম প্রদান তাঁর অধিকারের আয়ত্বাধীন। কি করে রাখলে "হাকাম কুনিয়ত? ইবনে যায়েদ বলেন, আসল কথা তা নয়। (আমি আল্লাহ্র সে অধিকারে অংশীদার হতে চাই) প্রকৃত অবস্থা হচ্ছে, আমার কওমের লোকদের মধ্যে যখন কোন কথায় পরস্পরে মতভেদ হত তখন তারা আমার কাছে এর ফয়সালার জন্য আসত। তাদের মধ্যে তখন আমি সঠিক ফায়সালা করে দেই এবং উভয়পক্ষই সে সিদ্ধান্ত আনন্দ সহকারে গ্রহণ করে। নবী করীম বললেন, তুমি কি সুন্দর বিষয় বর্ণনা করছ। এরপর তিনি জিজ্ঞেস করেন, তোমার কি কোন সন্তান নেই? ইবনে যায়েদ বলেন, আমার তিন পুত্র রয়েছে। তাদের নাম হচ্ছে শুরাইহ, আবদুল্লাহ এবং মুসলিম। তিনি জিজ্ঞেস করেন, কে তাদের মধ্যে বড়? ইবনে যায়েদ বলেন "শুরাইহ" সকলের বড়। তখন তিনি বলেন, তাহলে তোমার কুনিয়ত হচ্ছে আবু শুরাইহ এবং তার ও তার পুত্রদের জন্য দোয়া করেন। তিনি ওপরন্তু আরো জানতে পারেন যে, সে প্রতিনিধি দলের এক ব্যক্তির নাম হচ্ছে আবদুল হাজার। তিনি তাকে জিজ্ঞেস করেন, "তোমার নাম কি?" সে

www.nagorikpathagar.org

বলে, "আবদুল হাজার।" তিনি বলেন না, তোমার নাম হবে "আবদুল্লাহ।" শুরাইহ বলেন, হানি ইবনে যায়েদ যখন স্বদেশ ফিরতে ইচ্ছা করেন তখন নবী করীম (স)-এর কাছে হাজির হয়ে জিজ্ঞেস করেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! কোন্ কাজ করলে অবধারিতভাবেই জান্নাত লাভ করা যাবে তা আমাকে বলে দিন। তিনি বলেন, এজন্য দুটি বিষয়ের ব্যবস্থা কর। মানুষের সাথে উত্তমভাবে কথা বল আর অধিকার পরিমাণে খাদ্য বিতরণ কর।

–(আল আদাবুল মাফরুজ)

হযরত আবদুর রহমান বলেন, আমি নবী (স)-এর কাছে হাজির হলে তিনি আমাকে জিজ্ঞেস করেন, তোমার নাম কি? আমি বলেছি, আমার নাম হচ্ছে আবদুল উজ্জা। তিনি বলেন, না তোমার নাম আবদুর রহমান। অন্য এক বর্ণনায় উল্লেখ রয়েছে–"আমার নাম আজীজ।" তখন তিনি বলেন, "আজিজ হচ্ছে আল্লাহ্।" –(আল আদাবুল মাফরুজ)

হযরত ইবনে ওমর (রা) বর্ণনা করেছেন, নবী (স) আসিয়া নাম পরিবর্তন করে নাম জামিলা নামকরণ করেন। –(আল আদাবুল মাফরুজ)

মুসলিমে এক বর্ণনায় উল্লেখ রয়েছে, হযরত ওমর (রা)-এর এক কন্যার নাম ছিল আসিয়া, নবী করীম (স) সে নাম পরিবর্তন করে তার নাম জামিলা রেখেছিলেন। হযরত মুহাম্মদ বিন আমর (রা)-এর বর্ণনা, একদিন তিনি আবু সালমার কন্যা যয়নবের (সে রাসূল (স)-এর স্ত্রী উম্মে সালমার কন্যা ছিলেন।) প্রথম স্বামী আবু সালমার পক্ষের কন্যা কাছে গেলেন। এ সময় যয়নব আমার সাথের তার বোনের নাম জিজ্ঞেস করা হলে বলেছি, তার নাম বাররা। সে বলে, তার নাম পরিবর্তন কর। কেননা রাসূল (স)-এর বিবাহ যখন যয়নব বিনতে জাহশের সাথে হয়েছিল তখন তার নাম ছিল বাররাহ। রাসূল (স) তার নাম পরিবর্তিত করে যয়নব রেখেছিলেন। তখন তার মা তাকে বাররাহ বাররাহ বলে ডাকছিল। এ সময় নবী (স) বলেন, নিজ পবিত্রতার প্রচার-প্রসার করবে না। আল্লাহ্‌ই ভাল জানেন, কে তোমাদের মধ্যে নেককার ও কে বদকার আর বলেন, তার নাম যয়নব রাখ। আমার মা উম্মে সালমা বলেন, ঠিক আছে, তাহলে এখন থেকে তার নাম যয়নবই রাখা হল। হযরত রায়েতা বিনতে মুসলিম বলেছেন, আমার পিতা মুসলিম আমাকে বলেন, হুনাইনের যুদ্ধে আমি রাসূল (স)-এর সাথে ছিলাম। তিনি আমাকে জিজ্ঞেস করেন, তোমার নাম কি? আমি বলেছি, আমার নাম গুরাব (কাক)। তিনি বলেন, না তোমার নাম মুসলিম।

www.nagorikpathagar.org

ইসলামের পূর্বে আবদুর রহমান বিন সাঈদ মাখজুমীর পুত্রের নাম ছিল "আস-সরম।" এরপর রাসূল (স) তা পরিবর্তিত করে "সাঈদ" রেখে ছিলেন। রাসূল (স) সাঈদকে জিজ্ঞেস করেন, "আমাদের উভয়ের মধ্যে বড় কে? আমি, না তুমি?" হযরত সাঈদ (রা) বলেন, "আপনি আমার থেকে বড়।" তিনি যখন অন্ধ হয়েছিলেন তখন হযরত ওমর (রা) তাঁর সেবা-যত্নের জন্য উপস্থিত হয়ে বলেন, আপনি জুমায়ার নামায এবং জামায়াতের নামাযে অবশ্যই উপস্থিত থাকবেন। তিনি বলেন, আমাকে পৌঁছাবে এমন কে আছে? তখন হযরত ওমর (রা) একজন গোলাম তার পথপ্রদর্শন ও খিদতমের জন্য নিয়োগ করেন।

রাসূল (স) বলেছেন, তোমরা নিজ সন্তানের নাম হুবাব রাখবে না। হুবাব হচ্ছে শয়তানের নাম। হুবাব সাপকেও বলা হয় আর দুনিয়াকেও উম্মে হুবাব বলা হয়। এজন্য তিনি হুবাব নাম রাখতে নিষেধ করেছেন। কেননা, সন্তানের নাম হুবাব কখনো হতে পারে না বরং সন্তানের নাম হবে আবদুর রহমান।

মন্দ নামের মন্দ প্রভাব

মদীনার সুপ্রসিদ্ধ তাবেয়ী মুহাদ্দিস হযরত সাঈদ বিন মুসায়িব তাঁর দাদা হুরুন-এর ঘটনা বর্ণনায় বলেন, একবার তিনি নবী (স)-এর কাছে উপস্থিত হলেন। তখন তিনি তাঁকে জিজ্ঞেস করেন, "কি তোমার নাম?" তিনি বলেন, "আমার নাম হায়ন।" তিনি বলেন না, "তোমার নাম হায়ন নয় বরং তোমার নাম হচ্ছে সাহালা।" হায়ন বলে, আমি পিতা প্রদত্ত নাম পরিবর্তন করে দ্বিতীয় কোন নাম রাখার পক্ষপাতি না।

সাঈদ ইবনে মুসায়িব বলেন, নবী (স)-এর কথার অমর্যাদার কারণেই অব্যাহতভাবে আমাদের পরিবারে এখন পর্যন্ত দুঃখ বিরাজ করছে।

আল্লাহ্‌র কাছে সবচেয়ে অপছন্দনীয় নাম

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَخْنَى الْاَسْمَاءِ عِنْدَ اللّٰهِ رَجُلٌ تُسَمّٰى مَلِكُ الْاَمْلَاكِ ـ الادب المفرد

"হযরত আবু হোরায়রা (রা)-এর বর্ণনা, রাসূল (স) বলেছেন, আল্লাহ্‌র কাছে চূড়ান্তরূপে খারাপ ও ক্রোধ সম্বলিত নাম হচ্ছে কোন

www.nagorikpathagar.org

ব্যক্তিকে মালিকুল আমলাক নামে অভিহিত করা।" কেননা মালিকুল আমলাক শব্দের অর্থ বাদশাহদের বাদশাহ। ফারসী ভাষায় এর অর্থ শাহানশাহ। সহীহ মুসলিমের বর্ণনায় রয়েছে এর অর্থ হচ্ছে বাদশাহী ও ক্ষমা একমাত্র আল্লাহ্‌রই জন্যই। অর্থের দিক থেকে এটা অত্যন্ত মন্দ প্রকৃতির নাম। কেননা এতে শির্‌কের গন্ধ বিদ্যমান রয়েছে। এককভাবে ক্ষমতা ও বাদশাহী আল্লাহ্‌ অধিকারভুক্ত। এ অধিকারের অন্য কেউ শরীক নেই।

কাউকে তার পছন্দনীয় নামে ডাকা

যখন কারোর নাম নিয়ে ডাকা হয় তখন তার পছন্দনীয় নামসহও ডাকা উচিত। এজন্য সবসময় সে নামেই ডাকা সঙ্গত যা তার কাছে পছন্দনীয় হবে। এতে সম্বোধক নিজের ইজ্জত বৃদ্ধি বিবেচনা করবে। এটা নবী (স) অত্যন্ত পছন্দ করতেন, যে নাম এবং কুনিয়াত যে ব্যক্তির কাছে সবচেয়ে অধিক পছন্দনীয় তাকে সে নামেই এবং কুনিয়াতে ডাকা উচিত।

হযরত আলী (রা) সম্মানজনক নাম

একদিন রাসূল (স) হযরত আলী (রা)-এর ঘরে যান। তখন হযরত ফাতিমা (রা) ঘরে একাকী এবং হযরত আলী (রা) ছিলেন না। তিনি কন্যাকে জিজ্ঞেস করেন, তোমাদের চাচার পুত্র কোথায়?" ফাতিমা জানালেন, "আমার এবং তাঁর মধ্যে মনোমালিন্য হওয়ায় তিনি ক্রোধান্বিত হয়ে কোথায় যেন চলে গিয়েছেন। আর দুপুরের খাওয়ার জন্য ঘরেও আসেননি ও বিশ্রামও নেননি।"

তখন রাসূল (স) একজনকে তাঁর অনুসন্ধানে পাঠালেন?" লোকটি এসে বলে, "তিনি মসজিদের দেয়ালে ঠেস দিয়ে শুয়ে রয়েছেন।" রাসূল (স) তার পিছনে পিছনে গিয়ে দেখেন যে, তিনি চিত হয়ে শুয়ে আছে। চাদরও ঠিক-ঠাক নেই আর শরীরে মাটি লেগে রয়েছে। রাসূল (স) তাঁর পিঠ থেকে মাটি ঝেড়ে বলেন, "আবু তুরাব! ওঠে বস।"

কোমল ভাষার সাথে সংক্ষিপ্ত নাম উচ্চারণ

কোন কোন সময় রাসূল (স) আদর করে সম্পূর্ণ নাম উচ্চারণের পরিবর্তে সংক্ষিপ্ত নামেও ডাকতেন। যেমন আয়েশার পরিবর্তে আয়েশ এবং ওসমানের পরিবর্তে ওস্‌ম। আমরা অনেক সময় স্নেহ ও ভালবাসা প্রকাশার্থে এমনও করি এবং এতে দোষণীয় কিছুই নেই। কেননা এ কাজ

www.nagorikpathagar.org

নাম বিগড়ানোর জন্য নয় বরং ভালবাসার আবেগ প্রকাশেই করা হয়। যদি কখনো কারো নাম স্মরণে না থাকে এবং তাকে ডাকার প্রয়োজন হয় তাহলে তাকে কোন মন্দ নামে সম্বোধন করা অনুচিত। তখন কোন ভাল শব্দ প্রয়োগে নিজের দিকে ডাকাটাই অতি উত্তম। রাসূল (স)-এর যখন কোন সময় কারোর নাম স্মরণ না হত তখন তিনি হে আবদুল্লাহর পুত্র! বলে সম্বোধন করতেন এবং এতে পরিবেশ ও পরিস্থিতির অনুকুল হত।

শিশু জন্ম গ্রহণের পর করণীয়

হযরত আবু রাফে (রা)-এর বর্ণনা, আমি রাসূল (স)-কে হযরত আলী ইবনে আবু তালিবের (রা) পুত্র হাসানের কানে আযান দিতে দেখেছি। যখন হযরত ফাতিমা (রা) তাঁকে প্রসব করেছিলেন। -(তিরমিযী, আবু দাউদ)

বিশিষ্ট্য ইসলামী চিন্তাবিদরা সন্তান প্রসব হওয়ার পরই পারিবারিক সদস্যদের কর্তব্য কি সে সম্পর্কে বলেছেন ঃ হযরত ফাতিমা (রা) যখন হযরত হাসান (রা)-কে প্রসব করেছিলেন ঠিক তখনই তার দু'কানে আযানের ধ্বনি উচ্চারণ করেছিলেন। এ আযান পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের আযানের মতই ছিল। এতে সদ্যজাত শিশুর কানে এরূপ আযান দেয়া সুন্নাতরূপে প্রমাণীত হয়েছে। এটা ইসলামী জীবন বিধানে একটা প্রয়োজনীয় কাজ। মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণকারী মানব শিশু যাতে তাওহীদবাদী ও আল্লাহ্র অনন্যতায় বিশ্বাসী- ও দ্বীন ইসলামের প্রকৃত অনুসারী হয়ে গড়ে ওঠতে পারে, সে লক্ষ্যেই এ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। সদ্যজাত শিশুরকানে সর্বপ্রথম দুনিয়ার অনান্য বিচিত্র ধরনের ধ্বনি ধ্বনিত হতে না পারে এর পূর্বেই এ আযান ধ্বনি তার কানে ধ্বনিত হওয়া অত্যাবশ্যক। বস্তুতঃ আযানের বাক্য সমূহে ইসলামের মৌলিক কথাগুলো সন্নিবেশিত রয়েছে। এতে আল্লাহ্ সর্বশ্রেষ্ঠ হওয়া। আল্লাহ্ই একক ও অনুন্য মাবুদ হওয়া এবং হযরত মুহাম্মদ (স) আল্লাহ্র রাসূল হওয়ার কথা ঘোষিত হয়েছে অত্যন্ত বলিষ্ঠ ও চূড়ান্তভাবে। আর এটাই হচ্ছে ইসলামের মৌলিক বিশ্বাস ও প্রাথমিক কথাসমূহ।

আল্লামা ইবনুল কাইয়ূম (রহ) বলেছেন, সদ্যজাত শিশুর কানে সর্বপ্রথম আল্লাহ্র তাকবীর- নিরংকুশ শ্রেষ্ঠত্বের ঘোষণা, আল্লাহ্ ব্যতীত কেহ ইলাহ বা মাবুদ নেই এবং মুহাম্মদ (স) আল্লাহ্র রাসূল-এ উদাত্ত

www.nagorikpathagar.org

সাক্ষী ও ঘোষণার ধ্বনি সর্বপ্রথম যেন ধ্বনিত হতে পারে সে উদ্দেশ্যেই এ ব্যবস্থা গৃহীত হয়েছে। হযরত হাসান ইবনে আলী (রা)-এর বর্ণনা, রাসূল (স) বলেছেন, যার কোন সন্তান ভূমিষ্ঠ হবে পরে তার ডান কানে আযান ও বাম কানে ইকামত উচ্চারিত হলে উম্মুস সিবইয়ান তার কোন ক্ষতি করতে পারে না। -(বায়হাকী)

এ হাদীসটি ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে ঃ হযরত হাসান (রা) বর্ণিত এ হাদীসে ডান কানে আযান ও বাম কানে ইকামতের কথা বলা হয়েছে। বাহ্যত দু'টি হাদীসের মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য মনে হয়। কিন্তু মূলত এ দু'টির মধ্যে মৌলিক বিরোধ নেই। প্রথম হাদীসটিতে রাসূল (স) এর নিজের আমল বা কাজের বর্ণনা উদৃত হয়েছে আর দ্বিতীয় হাদীসে রাসূল (স)-এর নিজের কথা বর্ণিত হয়েছে।

আল্লামা ইবনুল কাইয়ুম (রহ) আরো বলেছেন ঃ সদ্যজাত শিশুর এক কানে আযান ও অপর কানে ইকামতের শব্দগুলো উচ্চারিত ও ধ্বনিত হলে তা তার ওপর ইসলামী জীবন গঠনের অনুকূল প্রভাব বিস্তার করে। কি ধ্বনিত হল সে বিষয়ে যদিও শিশুটির কোন চেতনা নেই, সে শব্দ বা বাক্য সমূহের তাৎপর্য অনুধাবন করতে পারে না, একথা সত্য। কিন্তু এর কোন প্রভাব তার মন মগজে ও চরিত্র মেজাজে অবশ্যই প্রভাব বিস্থার করবে; তা সম্পূর্ণ নিষ্ফল ও ব্যর্থ হতে পারে না। দুনিয়ায় তার জীবনের প্রথম সূচনাকালের তালকীন বিশেষ যেমন মূমূর্ষাবস্থায়ও তার কানে অনুরূপ শব্দও বাক্যসমূহ তালকীন করা হয়। এতে সূচনা ও শেষের মধ্যে একটা পূর্ণ সামজ্জস্য সৃষ্টি হয়। সর্বোপরি সদ্যজাত শিশুকে আয়ত্তাধীন ও প্রভাবাধীন করার জন্য শয়তান ধাবিত হয়ে আসতেই যদি আযান ইকামতের ধ্বনি শুনতে পায়, তাহলে এরা দ্রুত পালিয়ে যাওয়া ছাড়া আর কোন উপায় থাকে না। উম্মুস সিবইয়ান বলে সদ্যজাত শিশুর গায়ে লাগা ক্ষতির বাতাস বুঝান হয়েছে অর্থাৎ শিশুর কানে আযান ইকামত দেয়া হলে সাধারণ প্রাকৃতিক কোন ক্ষতি শিশুর ওপর বিস্তার করতে পারে না আর করলেও কোন ক্ষতি সাধিত হয় না।

সন্তানের ক্ষেত্রে মায়া-মমতা

সন্তান প্রতি স্নেহ-ভালবাসা, মায়া-মমতা প্রদর্শনও তাদের একটি মৌলিক অধিকার। এটা সন্তানের ক্ষেত্রে একটি সহজাত ব্যাপার বলে

www.nagorikpathagar.org

প্রত্যেক মাতা-পিতার অন্তরেই আল্লাহ্ এ সহজাত প্রবৃত্তি সৃষ্টি করেছেন। মাতা-পিতার অন্তরে সন্তানের প্রতি সীমাহীন ভালবাসার আবেগ সৃষ্টি করে আল্লাহ্ও মাতা-পিতার প্রতি যেমন অসামান্য ইহসান করেছেন আবার এটা অন্যদিকে সন্তানের প্রতিও। সন্তানের প্রতি ইহসান এজন্য যে, তাছাড়া সন্তানের লালন-পালন কোনক্রমেই সম্ভব নয় বরং তা বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই অসম্ভব ছিল। মানব শিশু অন্য সকল জন্তুর বাচ্চার তুলনায় সবচেয়ে বেশী অসহায়, দুর্বল এবং সাহায্যের মুখাপেক্ষী। যদি মাতা-পিতার অন্তরে সন্তানের জন্য স্নেহ ও ভালবাসার সীমাহীন আবেগ সৃষ্টি না হত তাহলে তাদের লালন-পালন করাই অসম্ভব হত। তাই মাতা-পিতার এ নজিরবিহীন স্নেহ-ভালবাসা ও ত্যাগের কারণেই সে যোগ্য হয়ে বড় হয়ে ওঠে। অতএব মাতা-পিতার প্রতি ইহসান এজন্য যে, আল্লাহ্ তাদের ওপর সন্তান প্রতিপালনের এ সুমহান দায়িত্ব প্রদান করেছেন। কখনোই এ অধিকার মাতা-পিতা আদায়ে সক্ষম হত না, যদি তাদের সন্তানের প্রতি ভালবাসার মত বিরাট আবেগ অন্তরে সৃষ্টি না হত।

আল্লাহ্র রহমতে এবং হিকমতের নিদর্শন সন্তানের প্রতি ভালবাসা আল্লাহ্ প্রত্যেক মানুষের অন্তরে এ আবেগেরই সৃষ্টি। শুধু মানুষই নয়, বরং জীব-জন্তুদেরকেও এ আবেগ প্রদান করেছেন এবং তারা প্রকৃতিগতভাবেই নিজ বংশধরদের প্রতি ভালবাসা পোষণ করে।

মুসলমান মায়ের ভালবাসার পার্থক্য

এ কথা বলার অপেক্ষা রাখে না যে মাতা-পিতা সন্তানের প্রতি ভালবাসা একটি সহজাত আবেগ ও বৈশিষ্ট্য। এজন্য ধর্ম এবং আদর্শ নির্বিশেষে প্রত্যেক মাতা-পিতাই সন্তানকে স্নেহ-মমতার বন্ধনে আবদ্ধ রাখে। যদি কোন মাতা-পিতা বিধর্মী হয়, তবুও সে সন্তানকে ভালবাসে। তবে এ ক্ষেত্রে মুসলমান মাতা-পিতার বিশেষ বৈশিষ্ট্য রয়েছে। আর এ বৈশিষ্ট্য ইসলাম বঞ্চিত মাতা-পিতারা কখনই ত্যাগ করতে সক্ষম হয় না। একজন অমুসলিম মা-ও নিজের সন্তানকে ভালবেসে সহজাত আবেগ পূরণ করে আবার একজন মুসলমান মা-ও এ আবেগই পূরণ করে। কিন্তু এক্ষেত্রে ব্যাপক পার্থক্য বিদ্যমান যে মুসলমান মায়ের ব্যতিক্রম বৈশিষ্ট্য যে, সে সন্তানকে এ অনুভূতিতে ভালবাসে যে, এটা সন্তানের অধিকার, দীনের মুসলমানদের ক্ষেত্রে সন্তানের প্রতি স্নেহ প্রদর্শন শুধু প্রকৃতিগত

www.nagorikpathagar.org

আবেগ পূরণেই নয় বরং আল্লাহ্ ও রাসূল (স) এর সন্তুষ্টিকরণে পরকালীন মুক্তির মাধ্যম হিসেবে গ্রহণ করা। এ অনুভূতি জন্যই মুসলমান মায়ের অন্তরে বিরাট আবেগ ও অসাধারণ শক্তির বহিঃপ্রকাশ ঘটে আর এ অনুভূতি সম্পন্ন ভালবাসা শুধুমাত্র প্রকৃতিগত ভালবাসার চেয়ে সম্পূর্ণ ভিন্নতর। দীনি অনুভূতিতে আবেগে ভালবাসা পোষণকারী মায়ের ভালবাসা অন্ধ ভালবাসা নয় বরং সে দীনের নির্দেশই সন্তানকে ভালবাসে এবং কখনো আবেগবশত সে এমন পদ্ধতি অবলম্বন করে না যা তার এবং সন্তানের ধ্বংসের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। তাই সন্তান পালনে এসব দিক সম্পর্কে সেসব সময়ই সতর্কতা অবলম্বন করে।

সংসারে সন্তান-সন্ততি পরীক্ষার মাধ্যম

পিতা-মাতা সন্তানের প্রতি ভালবাসা প্রদর্শন সন্তানের অধিকার আর এটা পরীক্ষার মাধ্যমও। তাই এ ব্যাপারে কুরআনে সতর্কবাণী উচ্চারণ করে বলা হয়েছে যে, সন্তানের ব্যাপারে সব সময়ই সতর্ক থাকবে। কেননা এ সন্তানই কোন কোন সময় মানুষের শত্রু হয়ে যায়। তাদের মুখরোচক কথার জালে আবদ্ধ হয়ে মানুষ ভারসাম্য হারিয়ে দীন থেকে বহু দূরে অবস্থান করে। অন্যের হক বিনষ্ট করে। অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে হালাল-হারামের পার্থক্য করে না। দীনের পথ থেকে বিচ্যুতির কারণে আল্লাহ্র ইবাদত ও আনুগত্য থেকে অমনোযোগী হয়ে পড়ে। ঈমান ও ইসলামের দিক-নির্দেশনা ভুলে যায়। ফলে ভুল পথে পতিত হয়ে নিজের পরকাল ধ্বংস করে। এজন্য আল্লাহ্ বলেছেন, সন্তান সম্পর্কে সদা-সর্বদা সতর্ক থাকবে। কিছু কিছু সন্তান এ দিক থেকে মানুষের শত্রুতে পরিণত হয় এবং সামাজিক বিপর্যয় ঘটায় ও দ্বীন ধর্মের ধ্বংস সাধন করে।

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ إِنَّ مِنْ أَزْوَٰجِكُمْ وَأَوْلَٰدِكُمْ عَدُوًّا لَّكُمْ فَٱحْذَرُوهُمْ

"হে মুমিনগণ, তোমাদের স্ত্রী ও সন্তানদের কেউ কেউ তোমাদের শত্রু। এজন্য তাদের ব্যাপারে সতর্ক থাক।" -(সূরা আত তাগাবুন ঃ ১৪)

আলোচ্য আয়াতে সন্তান সম্পর্কে সাবধানতা অবলম্বনের অর্থ হচ্ছে মানুষ তাদের ভালবাসায় এমনভাবে যেন আবদ্ধ না হয়ে পড়ে যাতে সে দীন ও ঈমানের দাবীসমূহ থেকে অমনোযোগী হয়ে যায়। যদি সন্তানের প্রতি ভালবাস দীনের পথে অগ্রসর হওয়া এবং দীনের আত্মত্যাগে বাধা দান

www.nagorikpathagar.org

করে তখন তা হবে শত্রুতা এজন্য মানুষকে সতর্ক থাকতে হবে। ভালবাসার এ অবস্থা কখনো যেন তাদের দীনের প্রতি ভালবাসার ওপর বিজয়ী হতে না পারে। অর্থাৎ তাদের কারণে মানুষ দীন থেকে যেন পিছিয়ে না যায়। কিছু মানুষ মক্কায় হিযরতের পূর্বে ঈমান এনেছিল। তারা ইসলাম গ্রহণ সত্ত্বেও হিযরতকারী, মুসলমানদের সাথে মদীনায় হিযরতে অংশগ্রহণ করতে পারেননি। তারা মু'মিন হওয়া সত্ত্বেও হিযরতের সৌভাগ্য থেকে শুধুমাত্র বঞ্চিত ছিলেন এজন্য যে, তারা স্ত্রী-সন্তানদের প্রতি অহেতুক ভালবাসায় আবদ্ধ ছিলেন এবং এ কারণে তাদেরকে মদীনা গমন বিরত ছিলেন। তারা 'হিযরতের' মত সৌভাগ্য থেকে এজন্য বঞ্চিত ছিলেন যে, তারা সন্তানদের প্রতি ভালবাসার প্রশ্নে সতর্ক ছিলেন না এবং সন্তানের ভালবাসায় এমন নিবিষ্ট হয়েছিলেন যে, দীনের আহ্বানে সাড়া দিতেও ব্যর্থ হয়েছিলেন। তাই কুরআন এ অর্থে সন্তানকে ফিত্না ও পরীক্ষা বলেও উল্লেখ করেছে। জাগতিক দিক দিয়ে একদিকে তাদের প্রতি ভালবাসার আবেগ অন্যদিকে দীন ও ঈমানের দাবী। তাদের প্রতি ভালবাসা প্রদর্শন এবং তাদের অধিকার আদায়ের প্রতিও নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে। আবার সাথে সাথে এ সতর্কবাণীও করা হয়েছে যে, সন্তান-সন্ততির এক পরীক্ষার মাধ্যম। এজন্য তাদের প্রতি ভালবাসায় এমনভাবে নিমগ্ন হয়ে পড়বে না যাতে দীন ও ঈমানের দাবীসমূহ ভুলে যাবার সম্ভাবনা থেকে যায় ঃ

إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ ـ (التغابن : ١٥

"ঘটনা এটাই যে, তোমাদের ধন-সম্পদ এবং তোমাদের সন্তান তোমাদের ক্ষেত্রে পরীক্ষা ক্ষেত্র।" –(সূরা আত তাগাবুন ঃ ১৫)

অন্য স্থানে বলা হয়েছে ঃ

يَاأَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا لَاتُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللّٰهِ ـ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَالِكَ فَأُولٰئِكَ هُمُ الْخٰسِرُوْنَ ـ المنافقون : ٩

"হে ঈমানদারগণ! তোমাদের ধন-সম্পদ এবং তোমাদের সন্তান-সন্ততি যেন তোমাদেরকে আল্লাহ্র যিকর থেকে বিস্মৃত না করে এবং এটা যে করবে সে বিরাট ক্ষতিরই সম্মুখীন হবে।" –(সূরা মুনাফিকুন ঃ ৯)

এ আয়াতের দিক-নির্দেশনায় বলা হয়েছে– মুনাফিকরা ধন-সম্পদ এবং সন্তান-সন্ততির ভালবাসায় নিবিষ্ট হয়ে জাগতিক আকাঙ্ক্ষায় তারা

www.nagorikpathagar.org

এমনই বিভোর ছিল এবং দুনিয়ার বিনিময়ে আখিরাতকে স্মরণই ছিলনা। আর এটাই সবচেয়ে বড় ধরনের ক্ষতি যে, মানুষ জাগতিক জীবনের চিরকালীন জীবনের সীমাহীন নিয়ামতসমূহ থেকে বঞ্চিত হয়ে যাবে। এজন্য মুসলমানদেরকে এ ব্যপারে সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত। আর এ আয়াতের তাৎপর্যও এটাই।

একবার মসজিদে নববীতে রাসূল (স) খুতবা প্রদানকালে হযরত হাসান (রা) এবং হযরত হোসাইন (রা) লাল রংয়ের জামা পরিহিত অবস্থায় মসজিদে এসে উপস্থিত হল। তখন তারা খুবই ছোট ছিল। কোন মতে পায়ে ভর করে আসছিল। এ অবস্থায় রাসূল (স) মিম্বর থেকে নেমে নাতিদ্বয়কে কোলে ওঠিয়ে নিজের কাছে এনে বসালেন। এরপর বলেন, আল্লাহ্ সত্যিই বলেছেন ঃ

إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ ـ التغابن : ١٥

"বাস্তব কথা হচ্ছে তোমাদের ধন-সম্পদ এবং তোমাদের সন্তানকে তোমাদের জন্য পরীক্ষা স্বরূপ।" –(সূরা আত তাগাবুন ঃ ১৫)

হযরত খাওলা বিনতে হাকিম (রা)-এর বর্ণনা, একদিন রাসূল (স) বাইরে তাশরীফ নিয়েছেন। তিনি নিজের কোন নাতিকে কোলে নিয়ে তাকে বলছিলেন, "তোমরাই মানুষকে বখিল বানিয়ে দাও, তোমরাই মানুষকে বুযদিল বানিয়ে দাও এবং তোমরাই মানুষকে অজ্ঞতা ও মূর্খতায় নিক্ষেপ কর।" –(জামে তিরযিমী)

এক্ষেত্রে প্রকৃত কথা হচ্ছে, মানুষের মধ্যে সন্তান-সন্ততির কারণে বিভিন্ন ধরনের আবেগ ও দুর্বলতা সৃষ্টি হয়। এসবের জন্য অনেক ক্ষেত্রেই অগ্রযাত্রা থেকে সে পিছিয়ে যায় বা তারা সন্তানের করণীয় কাজে সীমাহীন অপমান, অবমাননা সহ্য করতে হয়। কোন কোন সময় দেখা যায় মানুষ সন্তান-সন্ততির আবেগে পতিত হয়ে অজ্ঞের মত কাজ করে যার পরিণতি মারাত্মক ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। সন্তানের প্রতি ভালবাসার আবেগকে ইসলাম কখনো খাট করে না এবং তাতে প্রতিবন্ধকতাও সৃষ্টি করে না বরং একে প্রিয় এবং উদ্দেশ্যপূর্ণ আখ্যায়িত করে তাতে পরিচালিত করে। এ ব্যাপারে আবশ্যিকভাবে ইসলাম নির্দেশনা দেয় যে, মুসলমান নিজ সন্তানকে দীনের প্রেরণায়ই ভালবাসরে। দ্বীনের নিদর্শনাকে সামনে রাখবে আর এমন কোন ভূমিকা অবশ্যই গ্রহণ করবে না যা আল্লাহ্র কাছে অপছন্দনীয়।

www.nagorikpathagar.org

عَنْ اَنَسٍ قَالَ نَدْخُلُنَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلٰى اَبِى سَيْفِ الْقِيْنِ وَكَانَ ظِئْرًا لِاِبْرَاهِيْمَ فَاَخَذَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَبَّلَهُ وَشَمَّهُ ثُمَّ دَخَلْنَا عَلَيْهِ بَعْدَ ذَالِكَ وَاِبْرَاهِيْمُ يُجَوْدُ بِنَفْسِهِ فَجَعَلَتْ عَيْنَا رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَذْرِفَانِ فَقَالَ لَهُ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَوْفٍ وَاَنْتَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ فَقَالَ يَا ابْنَ عَوْفٍ اِنَّهَا رَحْمَةٌ ثُمَّ اَتْبَعَهَا بِاُخْرٰى فَقَالَ اِنَّ الْعَيْنَ تَدْمَعُ وَالْقَلْبَ يَحْزُنُ وَلَا نَقُوْلُ اِلَّا مَا يَرْضٰى رَبُّنَا وَاَنَا بِفِرَاقِكَ يَا اِبْرَاهِيْمُ لَمَحْزُوْنُوْنَ - بخارى، مسلم

"হযরত আনাস (রা) এর বর্ণনা, আমরা রাসূল (স)-এর সাথে আবু সাইফ কামারের বাড়ী গিয়েছিলাম। আবু সাইফ ছিলেন নবী পুত্র হযরত ইবরাহীমের দুধ মায়ের স্বামী। রাসূল (স) নিজ পুত্রকে কোলে আদর করে তাকে শুঁকলেন এবং (অর্থাৎ তার মুখের ওপর নিজের নাক এবং মুখকে এমনভাবে রেখেছেন এবং যেন শুঁকলেন)। এরপর যখন আমরা সেখানে গিয়েছি তখন হযরত ইবরাহীমের শ্বাস বেরিয়ে যাচ্ছে এবং নবী (স)-এর দু'টি চোখ দিয়ে অশ্রু টপ টপ করে পড়ছে। এ অবস্থা দেখে আবদুর রহমান বিন আওফ (রা) রাসূল (স)-কে বলেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আপনিও কাঁদছেন? তিনি বলেন, ইবনে আওফ! এ অশ্রু রহমতেরই নিদর্শন এবং তাঁর অশ্রু গড়িয়ে পড়েছে। তিনি বলেন, চোখ অশ্রু ঝরায় এবং অন্তর ক্ষত-বিক্ষত হয়। আমরা অন্তর দিয়ে শুধু তাই বলি, যা আমাদের ক্ষেত্রে আল্লাহ পছন্দ করেন। হে ইবরাহীম! আমরা তোমার বিচ্ছিন্নতায় শোকাহত।"

সন্তানের সাথে রুক্ষ আচার-ব্যবহার

আমাদের সমাজে এমন কিছু লোক দেখা যায় যারা সন্তানের সাথে হাসা ও খেলা করা, তাদের নিয়ে হাসি-খুশিতে নিমগ্ন থাকা, তাদেরকে কোলে নিয়ে চুমু খাওয়ানো, চুমু দেয়া এবং আদর-স্নেহ-মমতা করাকে দীনদারি বহির্ভূত কাজ মনে করে। তাদের কাছে দীনদারির দাবী হচ্ছে,

www.nagorikpathagar.org

সন্তানের সাথে হাসি-খুশীর সাথে কথা বলা থেকে বিরত থাকা উত্তম আর সন্তান থেকে পৃথক ও বিচ্ছিন্ন থাকতে হবে। তাদের সাথে মেলামেশার পরিবর্তে সম্পর্কহীনতা সৃষ্টি করে রাখতে হবে। ইসলাম এ ধরনের ধ্যান-ধারণা কখনই সমর্থন করে না। আর এটা দ্বীন সম্পর্কে সঠিক ধারণার অভাবেরই পরিণতি। এ সম্পর্কে রাসূল (স)-এর নির্দেশনা, সন্তানের প্রতি স্নেহ ও ভালবাসা প্রদর্শন একটি পছন্দনীয় কাজ। সে ব্যক্তির অন্তর দয়া ও মায়া থেকে অবশ্যই শূন্য, যে নিজের সন্তানকে ভালবাসে না। সন্তান চোখ শীতলকারী। তাদের প্রতি স্নেহ ও ভালবাসা প্রদর্শন পরকালীন জীবনের সাফল্যের মাধ্যম হিসেবেও চিহ্নিত হয়। আর এ থেকে বঞ্চিত হওয়ার অর্থ হচ্ছে আল্লাহ্‌র রহমত থেকে বঞ্চিত হওয়া আর পারিবারিক জীবনে নানান ফিতনায় জড়িয়ে পড়া।

সন্তানকে চুমু দান আল্লাহ্‌র রহমতের নামান্তর

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَبَّلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ وَعِنْدَهُ الْاَقْرَعُ بْنُ حَابِسٍ التَّمِيْمِىُّ جَالِسٌ فَقَالَ الْاَقْرَعُ اِنَّ لِىْ عَشَرَةً مِنَ الْوَلَدِ مَا قَبَّلْتُ مِنْهُمْ اَحَدًا فَنَظَرَ اِلَيْهِ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ قَالَ مَنْ لَايَرْحَمْ لَايُرْحَمْ.

"হযরত আবু হোরায়রা (রা)-এর বর্ণনা, রাসূল (স) নাতি হযরত হাসান ইবনে আলী (রা)-কে চুম্বন দিয়ে আদর করেছেন। সে সময় আকরা বিন হাবিসও সেখানে বসেছিলেন। তিনি বলেন, আমার তো ১০টা বাচ্চাকেও আদর করিনি। রাসূল (স) তার দিকে তাকিয়ে বলেন, "যে দয়া করে না, আল্লাহ্‌ও তার প্রতি দয়া প্রদর্শন করেন না।" অর্থাৎ নিজের সন্তানকে চুমু দেয়া এবং আদর করা স্নেহ, মায়া-মমতা ও মেহেরবানীর নিদর্শনেরই প্রকাশ। তারাই নিজের সন্তানকে চুমু ও আদর করে যাদের অন্তরে আল্লাহ্‌ মানবিক গুণাবলীর অন্যতম গুণ দয়া-মায়া প্রদর্শন করেছেন এবং আল্লাহ্‌ তাদের ওপর রহমত করেন না এজন্য তারা নিজেও রহমত থেকে বঞ্চিত থাকে।

www.nagorikpathagar.org

عَنْ اُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ قَالَ اَرْسَلَتْ اِبْنَةُ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِلَيْهِ اِنَّ اِبْنًا لِيْ قُبِضَ فَاْتِنَا فَاَرْسَلَ يُقْرِئُ السَّلَامَ وَيَقُوْلُ اِنَّ لِلّٰهِ مَا اَخَذَ وَلَهُ مَا اَعْطٰى وَكُلٌّ عِنْدَهُ بِاَجَلٍ مُسَمًّى فَلْتَصْبِرْ وَلْتَحْتَسِبْ فَاَرْسَلَتْ اِلَيْهِ تُقْسِمُ عَلَيْهِ لِيَاْتِيَنَّهَا فَقَامَ وَمَعَهُ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ وَمُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ وَاُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ وَرِجَالٌ فَرُفِعَ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصَّبِيُّ وَنَفْسُهُ تَتَقَعْقَعُ فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ فَقَالَ سَعْدٌ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ مَا هٰذَا ؟ فَقَالَ هٰذِهِ رَحْمَةٌ جَعَلَهَا اللّٰهُ فِيْ قُلُوْبِ عِبَادِهِ فَاِنَّمَا يَرْحَمُ اللّٰهُ مِنْ عِبَادِهِ الرُّحَمَاءَ - بخارى، مسلم

"হযরত উসামা বিন যায়েদ (রা) এর বর্ণনা, রাসূল (স)-এর কন্যা যয়নব (রা) তাঁকে ডেকে আনার জন্য লোক পাঠালেন এবং বলেন যে, "আমার সন্তানের অন্তিম সময় উপস্থিত, আপনি একটু দীর্ঘক্ষণ থাকার জন্য আগমন করুন।" রাসূল (স) সংবাদ বাহককে বলে পাঠালেন, "গিয়ে আমার সালাম বলবে এবং বলবে তিনি বলেছেন, যা তিনি নিয়ে নিয়েছেন তা আল্লাহ্‌র এবং যা দিয়েছেন তাও আল্লাহ্‌রই এবং প্রত্যেক বস্তুকেই এখানে নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত অবস্থান করতে হবে। এরপর, তুমি ধৈর্যধারন কর এবং তাঁর কাছে প্রতিদান ও সওয়াবের আশা রাখ।" -(বুখারী, মুসলিম)

হযরত যয়নব (রা) পুনরায় ডাকালেন এবং কসম দিয়ে বলেছেন, "আপনি অবশ্যই আসবেন।" সুতরাং তিনি কন্যার কাছে যাবার জন্য ওঠেছেন। তাঁর সাথে হযরত সায়াদ বিন উবাদা (রা) মায়ায বিন যাবাল (রা) উবাই বিন কাব (রা) এবং যায়েদ বিন সাবিত (রা) ছাড়া আরো অনেকেই ছিলেন। তিনি হযরত যয়নব (রা) ঘরে পৌঁছলে শিশুটিকে তাঁর কোলে দেয়া হল। তখন শিশুটির রূহ কবয করা হচ্ছিল। এ দৃশ্য দেখে রাসূল (স)-এর চোখ দিয়ে অশ্রু প্রবাহিত হতে থাকে। সায়াদ (রা) বলেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! এটা কি? আপনিও কাঁদছেন! তিনি বলেন, এটা মায়া-মমতারই নিদর্শন যা আল্লাহ্ বান্দাদের অন্তরে সৃষ্টি করেছেন যারা পরস্পরের প্রতি প্রদর্শন করে থাকেন।"

www.nagorikpathagar.org

সন্তানের প্রতি স্নেহ প্রদর্শন না করা নির্দয়তার লক্ষণ

عَنْ عَائِشَةَ رض قَالَتْ جَاءَ اَعْرَابِىٌّ اِلَى النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اَتُقَبِّلُوْنَ الصِّبْيَانَ فَمَا نُقَبِّلُهُمْ فَقَالَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَوَ اَمْلَكُ لَكَ اِنْ نَزَعَ اللّٰهُ مِنْ قَلْبِكَ الرَّحْمَةَ ـ بخارى، مسلم

"হযরত আয়েশা (রা) বলেন, এক গ্রামবাসী রাসূল (স)-এর কাছে এসে বলে, তোমরা কি শিশুদেরকে চুমু দাও এবং আদর কর। আমরা কিন্তু শিশুদেরকে চুমু দেই না। রাসূল (স) একথা শুনে বলেন, আমার কি ক্ষমতা! আল্লাহ্ যদি তোমাদের অন্তর থেকে মায়া-মমতা তুলে নিয়ে থাকেন।" -(বুখারী, মুসলিম)

শিশুদেরকে চুমু না দেয়া ও আদর না করা কোন উত্তম বিষয় নয়। বরং তা নির্দয়তার নিদর্শন এবং স্নেহ-মমতা বিরোধী অন্তর। শিশুদেরকে আদর না করার অর্থ হচ্ছে। যারা তা করেনা আল্লাহ্ তাদের অন্তর থেকে রহমতের উৎস তাদের জন্য বের করে দিয়েছেন। যার অন্তরে রহমতের উৎস থাকে সে অবশ্যই সন্তানকে আদর-স্নেহ, মায়া-মমতা প্রদর্শন করবে এটাই স্বাভাবিক।

শিশুকে কোলে নেয়া ও আদর করা

عَنْ عَدِىِّ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ سَمِعْتُ الْبَرَاءَ يَقُوْلُ رَاَيْتُ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْحَسَنُ صَلَوٰت اللّٰه عَلَيْهِ عَلٰى عَاتِقِهِ وَهُوَ يَقُوْلُ اَللّٰهُمَّ اِنِّى اُحِبُّهُ فَاَحِبَّهُ ـ

"হযরত আদি ইবনে সাবিত (রা) বলেছেন, আমি হযরত বারা (রা) থেকে শুনেছি তিনি বলতেন, "আমি নবী (স) তাঁর ঘরে হযরত হাসান (রা) কে সওয়ার অবস্থায় দেখেছি এবং রাসূল (স) বলেছেন, হে আল্লাহ্! আমি একে ভালবাসি, তুমিও একে ভালবাস।"

www.nagorikpathagar.org

কোন এক সময় হযরত হাসান (রা) বা হযরত হোসাইন (রা) তাঁর ঘাড়ে সওয়ার ছিলেন। এক ব্যক্তি তা দেখে বললেন, বাঃ! খুব সুন্দর সওয়ারীর সন্ধান পেয়েছে! রাসূল (স) একথা শুনে বলেন, "সওয়ারও খুব ভাল সওয়ার।" –(সিরাতুন্নবী ঃ দ্বিতীয় খণ্ড)

হযরত উসামা বিন যায়েদ (রা) বলেছেন, রাসূল (স) আমাকে কোলে নিয়ে এক উরুর ওপর আমাকে ও অন্য উরুর ওপর হযরত হাসান (রা)-কে বসাতেন এবং আমাদের দু'জনকে বুকের সাথে চেপে ধরে বলতেন, হে আল্লাহ্! এ দু'জনের ওপর রহমত কর। আমি তাদের ওপর দয়া প্রদর্শন করে থাকি। –(বুখারী)

হযরত হাসান ও হযরত হোসাইন (রা)-কে তিনি অত্যন্ত ভালবাসতেন আর তিনি বলতেন, এরা আমার নয়নের মনি। তিনি ফাতিমা (রা)-এর ঘরে যেয়ে বলতেন, আমার বাচ্চাদেরকে নিয়ে এস। তাদের আনা হলে তিনি তাদেরকে কোলে নিয়ে চুমু দিয়েছেন এবং বুকের সাথে চেপে ধরেছেন। –(সিরাতুন্নবী ঃ দ্বিতীয় খণ্ড)

হযরত হোসাইন (রা)-কে তিনি প্রায়ই কোলে নিয়ে তার মুখের ওপর মুখ রেখে আদর করেন। তিনি (স) বলতেন, হে আল্লাহ্! আমি একে ভালবাসি এবং তাকেও ভালবাসি যে একে ভালবাসে। –(সিরাতুন্নবী দ্বিতীয় খণ্ড)

সন্তানের প্রতি রাসূল (স)-এর ভালবাসা

হযরত আনাস (রা) বলেছেন, রাসূল (স) নিজের আত্মীয়-স্বজনকে যেভাবে ভালবাসতেন তেমন আর কাউকে ভালবাসতে দেখেননি।

–(সিরাতুন্নবী ঃ দ্বিতীয় খণ্ড)

রাসূল (স)-এর অভ্যাস ছিল যখনই তিনি সফরে বের হতেন তখন সর্বশেষ হযরত ফাতিমা (রা)-এর ঘরে যেতেন এবং সফর থেকে ফিরে সর্বপ্রথম মসজিদে দু রাকাত নামায আদায় করে হযরত ফাতিমা (রা) ঘরে আগমন করতেন।

একবার কোন কথায় হযরত ফাতিমা (রা) এবং হযরত আলী (রা) এর মধ্যে মনোমালিন্য হয়। এ ঘটনা জানতে পেরে রাসূল (স) তাদের ঘরে গিয়ে উভয়ের মধ্যে মিলমিশ করিয়ে দেন। এরপর তিনি যখন বাইরে এলেন তখন খুব হাসি-খুশি ছিলেন। লোকজন জিজ্ঞেস করে, হে রাসূল!

www.nagorikpathagar.org

আপনি যখন ঘরে প্রবেশ করেছিলেন তখন খুবই দুশ্চিন্তাগ্রস্ত ছিলেন। আর যখন বাইরে এলেন তখন খুবই আনন্দিত অবস্থায় আছেন। রাসূল (স) বলেন, "হ্যাঁ আমি সে দু ব্যক্তিকে মিলিয়ে দিয়েছি। তাদেরকে আমি অত্যন্ত ভালবাসি।" –(সিরাতুন্নবী ঃ দ্বিতীয় খণ্ড)

একবার হযরত আলী (রা) দ্বিতীয় বিয়ে করার ইচ্ছা ব্যক্ত করেন। একথা রাসূল (স) জানতে পেরে খুবই দুঃখিত হয়ে তৎক্ষণাৎ মসজিদে গিয়ে খুতবা দেন। খুতবায় নিজের অসন্তুষ্টির কথা উল্লেখ করে বলেন, ফাতিমা আমার প্রিয় কন্যা এবং কলিজার টুকরা। যে তাকে কষ্ট দেবে সে যেন আমাকেই কষ্ট দেবে। –(বুখারী)

হযরত যয়নব (রা) স্বামী আবুল আস বদরের যুদ্ধে বন্দী হয়ে ছিলেন। এসব কয়েদীকে ফিদিয়া নিয়ে মুক্ত করে দেয়া হবে বলে ঘোষণা করা হল। তখন আবুল আসের কাছে ফিদিয়া আদায় করার মত কোন অর্থ ছিল না। তার মুক্তির জন্য ফিদিয়ার অর্থ প্রেরণের খবর পাঠালেন। হযরত যয়নব হযরত খাদিজা (রা)-এর প্রদত্ত হার তৎক্ষণাৎ মুক্তিপণ হিসেবে পাঠিয়ে দেন। আবুল আস এ হার ফিদিয়া হিসেবে উপস্থিত করেন। এ হার যখন রাসূল (স)-এর সামনে এল তখন তিনি অস্থির হয়ে পড়েন এবং চোখ দিয়ে অশ্রু গড়িয়ে পড়তে থাকে। তখন তিনি সাহাবীগণের উদ্দেশ্যে বললেন, "তোমরা সম্মত হলে এ হার কি যয়নবকে ফিরিয়ে দেয়া যায়?" সাহাবীগণ বলেন, অবশ্যই ফিরিয়ে নিন। এরপর তিনি সে হার হযরত যয়নব (রা) কে ফিরিয়ে দিয়েছেন।

রাসূল (স)-এর সবচেয়ে ছোট পুত্র হযরত ইবরাহীম মদীনা এলাকার এক কামার আবু ইউসুফের কাছে লালিত-পালিত হচ্ছিলেন। তিনি প্রায়ই হেঁটে সেখানে যেতেন। আবু ইউসুফ ছিলেন কামার। এজন্য ঘর ধোয়ায় আচ্ছন্ন থাকে। তিনি সে ধোয়ার মধ্যেই বসে শিশুকে কোলে নিয়ে আদর করে। এরপর মদীনা ফিরে এসেছেন। –(সিরাতুন্নবী ঃ দ্বিতীয় খণ্ড)

একবার প্রিয় নবী (স) কোথাও যাচ্ছিলেন। তখন হযরত হোসাইন (রা) রাস্তার ওপর খেলা করছিলেন। তিনি আন্তরিক স্নেহে দু'টি বাহু প্রসারিত করেন। যাতে হযরত হোসাইন (রা) তাঁর কাছে চলে আসেন। হযরত হোসাইন (রা) হাসতে হাসতে তাঁর কাছে আসতেন এবং আবার

www.nagorikpathagar.org

সরে যেতেন। অবশেষে তিনি তাকে ধরে ফেলেন এবং এক হাত তার থুতনীর ওপর ও অন্য হাত মাথার ওপর রেখে বুকে জড়িয়ে ধরেন। বলেন, হোসাইন আমার, আর আমি হোসাইনের। –(সিরাতুন্নবী ঃ দ্বিতীয় খণ্ড, বুখারী)

হযরত যয়নব (রা)-এর প্রিয় শিশু কন্যার নাম ছিল উমামা। প্রিয় নবী (স) উমামাকে খুবই ভালবাসতেন। সে প্রায় নামাযের সময়ই রাসূল (স)-এর সাথে থেকেছে। তিনি নামাযে দাঁড়ালে সে কাঁধের ওপর ওঠে যেত। রুকূ'র সময় তিনি তাকে নামিয়ে দেন। তিনি পুনরায় খাড়া হলে সে আবার ওঠে যেত।

একবার এক ব্যক্তি নবী (স)-এর কাছে তোহফা হিসেবে কিছু জিনিস পাঠালেন। এর মধ্যে একটি সোনার হারও ছিল। সে সময় সেখানে উমামা খেলছিল। নবী করীম (স) বলেন, এ হার আমি তাকেই দেব, ঘরে যে আমার সবচেয়ে প্রিয়। ঘরের মহিলারা মনে করেন যে, তিনি এ হার হযরত আয়েশা (রা) দেবেন। কিন্তু তিনি উমামাহ্‌কে ডেকে এনে তার গলায় সে হার পরিয়ে দেন। –(সিরাতুন্নবী ঃ দ্বিতীয় খণ্ড)

মায়ের মমতা এবং নবী (স)-এর সংকলন

নবী (স)-এর যুগে এক ব্যক্তি স্ত্রীকে তালাক দিয়ে তার শিশু সন্তান নিজের কাছে রাখতে চায়। মায়ের অবস্থা তখন ছিল অকল্পনীয়। একদিকে স্বামী থেকে বিচ্ছিন্নতার দুঃখ, অন্যদিকে শিশু সন্তান ছিনিয়ে নেয়ার কষ্ট। এ করুণ উভয় সংকটে মহিলাটি রহমতে আলম (স)-এর দরবারে অভিযোগ নিয়ে উপস্থিত হয়ে নিজের ঘটনা অত্যন্ত দরদপূর্ণ ভাষায় ব্যক্ত করল ঃ "হে আল্লাহ্‌র রাসূল! স্বামী আমাকে তালাক দিয়ে তার কাছ থেকে পৃথক করে দিয়েছে এবং এখন সে আমার কাছ থেকে এ আদরের সন্তানকেও ছিনিয়ে নিতে চায়। হে আল্লাহ্‌র রাসূল! সে আমার কলিজার টুকরা। আমার পেট তার আরামস্থল। আমার বুকের ছাতি তার মশক এবং আমার কোল তার ঘর। হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমি এ দুঃখ কি করে সহ্য করব।"

মহিলাটির এ করুণ আবেদন-নিবেদন শুনে রহমতে আলম (স) বলেন, "যতক্ষণ পর্যন্ত তুমি দ্বিতীয় বিয়ে না করবে, ততক্ষণ তোমার কাছ থেকে তোমার সন্তানকে কেউই ছিনিয়ে নিতে পারবে না।" –(আবু দাউদ)

www.nagorikpathagar.org

হযরত ইয়াকুব (আ)-এর মনোবাসনা

হযরত আনাস (রা) বলেন, কোন এক সময় হযরত নবী করীম (স) এক ঘটনা শুনিয়ে বলেন, একবার এক লোক হযরত ইয়াকুব (আ)-কে জিজ্ঞেস করেন, হযরত! আপনার দৃষ্টিশক্তি কি কারণে ক্ষীণ হয়েছে এবং আপনার কোমর কেন বেঁকে যাচ্ছে? হযরত ইয়াকুব (আ) বলেন, দৃষ্টিশক্তি ইউসুফ (আ) এর চিন্তায় চিন্তায় ক্ষীণ হয়ে আসছে এবং কোমর তার ভাই বিন ইয়ামিনের চিন্তায় বেঁকে যাচ্ছে। ঠিক তখনই হযরত জিবরাঈল (আ) হযরত ইয়াকুব (আ) এর কাছে এসে বলেন, "আপনি আল্লাহ্‌র বিরুদ্ধে অভিযোগ করছেন?" হযরত ইয়াকুব (আ) বলেন, "না, বরং আল্লাহ্‌র দরবারে নিজের দুঃখ কষ্টের আবেদন জানাচ্ছি।" হযরত জিবরাঈল (আ) বলেন, "আপনি আপনার যে দুঃখ বর্ণনা করেন, তা আল্লাহ্ খুব ভালভাবেই জানেন।" এরপর জিবরাঈল (আ) চলে যান। হযরত ইয়াকুব (আ) নিজের কামরায় প্রবেশ করে বলতে থাকেন, হে আমার আল্লাহ! তোমার কি এক বৃদ্ধ ব্যক্তির ওপর রহমত হয় না? তুমি আমার চোখও ছিনিয়ে নিয়েছ এবং আমার কোমরও বাঁকিয়ে দিয়েছ। হে আল্লাহ্! আমার দু'টি ফুলকে আমার কাছে ফিরিয়ে দাও। যাতে আমি উভয়কেই শুধু শুঁকতে পারি। এরপর তোমার যা ইচ্ছা তাই আমার সাথে কর। হযরত জিবরাঈল (আ) পুনরায় এসে বলেন, হে ইয়াকুব! আল্লাহ্ আপনাকে সালাম বলেছেন এবং বলেছেন ইয়াকুব আনন্দিত হও। যদি তোমার দু'টি পুত্র মরে যেত তাহলেও তোমার জন্য আমি তাদেরকে জীবিতই ওঠিয়ে দেয়া হত। যাতে তুমি উভয়কে দেখে নিজ চোখ শীতল করতে পার। –(তারহীব ও তারগীব ঃ তৃতীয় খণ্ড)

শিক্ষা ও প্রশিক্ষণে মায়ের বিশেষ ভূমিকা

মাতা-পিতা উভয়েরই নিঃসন্দেহে সন্তানের শিক্ষা ও প্রশিক্ষণে দায়িত্ব রয়েছে। মায়ের প্রশিক্ষণের মত পিতার শিক্ষাও বিশেষভাবে প্রয়োজন এবং এ ব্যাপারে ব্যয়ের যে খাত নির্ধারণ করা হয়েছে, ইসলাম তা পুরোপুরি পিতার ওপরই অর্পণ করেছে। আর মা-কে এ দায়িত্ব থেকে নিষ্কৃতি দেয়া হয়েছে। কিন্তু এটাও ঠিক যে, সন্তান প্রতিপালনে মায়ের ভূমিকা বিশেষ গুরুত্ব বহন করে। এতে মায়েরই বেশির ভাগ প্রচেষ্টা জড়িত থাকে। সন্তানের শারীরিক যত্ন এবং লালন-পালনে মায়ের একনিষ্ঠতা যেমন

www.nagorikpathagar.org

প্রয়োজন ঠিক তেমনি তার শিক্ষা-দীক্ষাতেও তার বিশেষ অংশ বিদ্যমান এবং মায়ের প্রশিক্ষণেই শিশু সন্তান সে ধরনের যোগ্যতা অর্জন করে দেশ ও জাতির সম্মান ও সম্পদে পরিণত হয়। সাথে সাথে মাতা-পিতারও সৌভাগ্য সাধন হয়। পিতা আয়-উপার্জনে এবং জীবনের প্রয়োজন পূরণার্থে বেশির ভাগ সময়ই ব্যস্ত থাকেন। সে জন্য তিনি অধিকাংশ সময় সন্তানদের সাথে থাকেন সম্পর্কহীন অবস্থায়। আর ইচ্ছা থাকার পরও নানান কারণে তিনি সন্তানদের শিক্ষা ও প্রশিক্ষণে যথাযথ সময় ও মনোযোগ দিতে পারেন না। আর স্বাভাবিক কারণেই মা এ ব্যাপারে অধিক পরিমাণ সুযোগ লাভ করেন এবং অর্থাৎ তিনি সবসময়ই সন্তানদের সাথে থাকেন। সন্তানদের জীবনের প্রতিটি দিকই তার সামনে থাকে। এ কারণে শিশুরা মায়ের ভীতিতে ভোগে না এবং ভীতিহীন ও অনুগত হয়ে থাকে। নির্ভয় ও স্বাধীনভাবে মায়ের কাছে সব ধরনের দাবী-দাওয়া প্রকাশ করে। এতে সহজেই তাদের সংশোধন ও প্রশিক্ষণের কাজ করা সম্ভব। তবুও প্রশিক্ষণ ও সংশোধনের জন্য যে নৈতিক গুণাবলী প্রয়োজন তা আল্লাহ্ পাক পিতার তুলনায় মাকেই অধিক পরিমাণে দান করেছেন। এক্ষেত্রে পিতা অতি তাড়াতাড়ি অধৈর্য ও ক্রোধ প্রকাশ করতে থাকে। কিন্তু মা শেষ পর্যন্ত ধৈর্য, দয়া, স্নেহ ও আচরণ করে থাকেন যা শিশুদের অনুভূতি জাগ্রত করার ব্যাপারে অধিক পরিমাণে সফল হয়। কখনো সন্তানের আবদার ও ভুল-ভ্রান্তিতে রাগান্বিত হয়ে পিতা অসন্তুষ্ট ও সম্পর্কহীনতার কথা বলেন। কিন্তু মা সন্তানকে বুকে নিয়ে শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তার সংশোধন এবং মর্যাদাপূর্ণ করে তোলার জন্য আন্তরিকচিত্তে চেষ্টা করে ধৈর্যের পথ অবলম্বন করেন।

মায়ের প্রশিক্ষণে ভাগ্য পরিবর্তিত

এ সম্পর্কে বহুল প্রচলিত এ কাহিনীটি, জীবনী গ্রন্থ, ইতিহাস, সাহিত্য ও লোকমুখে প্রচলিত আছে।

বাগদাদের দিকে সওদাগরদের এক কাফেলা যাচ্ছিল। এতে এক যুবকও ছিল। তার মা কিছু উপদেশ দিয়ে সে কাফেলার সাথে তাকে পাঠিয়ে ছিলেন। যাতে সহীহ-সালামতে গন্তব্যে পৌঁছতে পারে এবং দীন শিক্ষা অর্জন করে মানুষকে আল্লাহ্র পথে উদ্বুদ্ধ করতে পারে। সে কাফেলা

www.nagorikpathagar.org

যখন অগ্রসর হচ্ছিল। এমতাবস্থায় এক ডাকাত দল কাফেলার ওপর আক্রমণ করে। কাফেলার লোকেরা নিজেদের মাল রক্ষার জন্য অনেক চাল-চালল এবং নানা ধরনের দয়ার আবেদনও করে কিন্তু ডাকাতরা তাতে কর্ণপাত করল না। কাফেলার প্রত্যেকের কাছে থেকে তারা সবকিছুই ছিনিয়ে নেয়। ডাকাতদের কাজ শেষ হলে তাদের মধ্যে একজন দুশ্চিন্তাগ্রস্ত যুবককে জিজ্ঞেস করে ঃ

ডাকাত ঃ হে বালক! তোমার কাছে কি কিছু আছে?

যুবক ঃ জ্বী–হ্যাঁ। আমার কাছে ৪০টি মুদ্রা রয়েছে।

ডাকাত ঃ কিন্তু একথা ডাকাতের বিশ্বাসই হল না। এ গরীবের কাছে ৪০টি মুদ্রা কি করে থাকা সম্ভব। আর থাকলেও সে আমাদের কাছে বলছে কেন–ডাকাতটি অনেকক্ষণ সে চিন্তাই করে এ যুবককে সরদারের কাছে নিয়ে উপস্থিত করে।

ডাকাত ঃ সরদার! এ ছেলেটিকে দেখুন। সে বলে, তার কাছে ৪০টি মুদ্রা রয়েছে।

সরদার ঃ হে বালক! তোমার কাছে কি সত্যিই মুদ্রা রয়েছে? যুবক ঃ জ্বী–হ্যাঁ। আমার কাছে ৪০টি মুদ্রা রয়েছে।

সরদার ঃ তোমার মুদ্রা কোথায় রেখেছ? সরদার গরীব ছেলেটির প্রতি আশ্চর্য দৃষ্টিতে দেখতে থাকে।

যুবক ঃ জ্বী, আমার কোমরের সাথে একটি থলি বাঁধা রয়েছে। মুদ্রাগুলো তাতেই রয়েছে।

সরদার ঃ যুবকটির কোমর থেকে থলি খুলে গুণে দেখে তাতে ৪০টি মুদ্রাই আছে। সরদার হতভম্ভ হয়ে কিছুক্ষণ পর্যন্ত ছেলেটিকে দেখে এরপর বলে, হে বালক! তুমি কোথায় যাচ্ছ?

যুবক ঃ আমি দীন ইলম অর্জনের জন্য বাগদাদ যাচ্ছি।

সরদার ঃ সেখানে কি তোমার পরিচিত কেউ রয়েছে?

যুবক ঃ জ্বী–না। সেটা এক অপরিচিত শহর। আমার আম্মা আমাকে ৪০টি মুদ্রা দিয়েছিলেন। যাতে আমি এর দ্বারা নিশ্চিন্তে দীন ইলম অর্জন করতে পারি। সে অপরিচিত শহরে আমার প্রয়োজনের প্রতি কে নজর রাখবে– আর আমিইবা কেন অন্যের মুখাপেক্ষী হব।

www.nagorikpathagar.org

সরদার অত্যন্ত আগ্রহ ও বিস্ময়ে যুবকটির কথা শুনছিল। আর তার দুশ্চিন্তাও ক্রমান্বয়ে বাড়ছিল এবং ভাবছিল যে, যুবকটি মুদ্রাগুলো কেন লুকায়নি। যদি সে না বলত তাহলে আমার কোন সাথীর ধারণাও হত না যে, এ গরীব যুবকের কাছে আবার কি থাকতে পারে। যুবকটি কেন ভাবেনি যে, সে এক অপরিচিত স্থানে যাচ্ছে। তার ভবিষ্যত এবং শিক্ষার ব্যাপারটি এ অর্থের ওপরই নির্ভরশীল। শেষ পর্যন্ত সে এ অর্থ লুকায়নি কেন? যুবকটির সরলতা ও সত্যবাদিতা সর্দারের অন্তরে নানা ধরনের প্রশ্নের উদয় হল। সে জিজ্ঞেস করে, হে বালক! তুমি এ অর্থ লুকাওনি কেন? যদি তুমি না বলতে এবং অস্বীকার করতে তাহলে আমাদের সন্দেহও হত না যে, তোমার কাছে আবার কোন অর্থ থাকতে পারে?

যুবক ঃ আমি যখন বাড়ী থেকে বের হচ্ছিলাম তখন আমার আম্মা নসিহত করেন যে, বাবা! যাই হোক, কখনো মিথ্যা বলবে না। আমি আমার আম্মার নির্দেশ কি করে লংঘন করতে পারি।

সরদারের একথা শুনে মনে তখন তোলপাড় সৃষ্টি হতে থাকে। সে চিন্তা করতে থাকে, এ যুবক নিজ ভবিষ্যত অনিবার্য ধ্বংস দেখেও মায়ের নির্দেশ অমান্য করতে প্রস্তুত নয়–আর আমি নাফরমান দীর্ঘদিন যাবত আমার আল্লাহ্‌র নির্দেশাবলীকে পদদলিত করছি। সর্দার যুবকটির সাথে কোলাকুলি করে এবং তার মুদ্রাগুলো তাকে ফিরিয়ে দেয় এবং কাফেলায় অংশগ্রহণকারীদেরও আসবাবপত্র ফিরিয়ে দিয়ে আল্লাহ্‌র কাছে সিজদাবনত হয়ে কাঁদতে শুরু করে। সত্যিকারভাবে সে তওবা করে এবং পরবর্তীতে আল্লাহ্‌র একজন মহান ওলি হয়েছিলেন এবং আল্লাহ্‌র বান্দাদের লুণ্ঠনকারী সে ডাকাত সর্দার দীনের দৌলতে বণ্টনকারী হয়ে গিয়েছিলেন। মহান মায়ের শিক্ষা শুধু যুবককেই উঁচু মর্যাদায় সমাসীন করেনি বরং ডাকাতদের ভাগ্যও পরিবর্তন করে দিয়েছিল। এ সে সম্ভাবনাপূর্ণ যুবক যিনি সমগ্র মুসলিম বিশ্বে আবদুল কাদের জিলানী (র.) নামে সুপ্রসিদ্ধ এবং যাঁর নামের প্রসঙ্গ ওঠতেই শ্রদ্ধায় অন্তর অবনত হয়ে পড়ে।

সন্তানের উজ্জ্বল ভবিষ্যত

প্রত্যেক মাতা-পিতাই সন্তানের উজ্জ্বল ভবিষ্যত কামনা করেন। আল্লাহ্‌ এ আশা ও আকাঙ্ক্ষায় প্রচণ্ড শক্তি ও আকর্ষণ সৃষ্টি করেছেন। এ

www.nagorikpathagar.org

ব্যাপারে মাতা-পিতা একটু বেশী চিন্তাশীল, অনুভূতি প্রবণ এবং তৎপর থাকেন। তারা দুনিয়ার নানা ব্যস্ততা সত্ত্বেও কখনো এ চিন্তা মুক্ত হন না, বরং তাদের বেশীর ভাগ চিন্তা ও প্রচেষ্টা এ লক্ষ্যে পরিচালিত হয় যে, তাদের সন্তানের ভবিষ্যত যেন সুখকর ও উজ্জ্বল হয়। আর সন্তানের ভবিষ্যত সম্পর্কে উদ্বিগ্ন নন এমন মাতা-পিতা সম্ভবত খুব কমই পাওয়া যায়। প্রত্যেক মাতা-পিতার জন্য সন্তানের উজ্জ্বল ভবিষ্যত কামনা অত্যন্ত পছন্দনীয় বিষয়। জ্ঞান ও বুদ্ধি, সমাজ এবং দীনের দৃষ্টিতে এটা খুবই উন্নত আকাঙ্ক্ষা হিসেবে বিবেচিত। আর ইসলাম এ ব্যাপারে এ দিক-নির্দেশনাই দান করে। মুমিন মাতা-পিতাকে অবশ্যই নির্দেশ দিয়ে থাকে যে, সে যেন নিজ সন্তানের ভবিষ্যতকে সুন্দর ও উজ্জ্বল করে গঠন করে। অতএব দেখার বিষয় হচ্ছে যে, ইসলামে সন্তানের উজ্জ্বল ভবিষ্যত বলতে কি বুঝায় এবং এ ব্যাপারে মাতা-পিতার ভূমিকা কতটুকু?

ইসলামের দৃষ্টিতে উজ্জ্বল ভবিষ্যত কি?

ইসলামে সন্তানের উজ্জ্বল ভবিষ্যত বলতে কি বুঝায়? এ প্রশ্নের সদোত্তর পেতে হলে একটি আনুসঙ্গিক প্রশ্ন সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনার প্রয়োজন হয়। প্রশ্নটি হচ্ছে মুসলমান মাতা-পিতা কেন সন্তানের আকাঙ্ক্ষা করে এবং অন্যান্য মাতা-পিতার সাথে তাদের আকাঙ্ক্ষার পার্থক্যগত দিক কোথায়? এ তাৎপর্যময় চিন্তা-ভাবনা বিবেচনা করার জন্য হযরত যাকারিয়া (আ) সম্পর্কিত কুরআনের আয়াত আমাদেরকে সামনে রেখে অগ্রসর হতে হবে ঃ

قَالَ رَبِّ اِنِّىْ وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِّىْ وَاشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْبًا وَلَمْ اَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا ـ وَاِنِّىْ خِفْتُ الْمَوَالِىَ مِنْ وَّرَائِىْ وَكَانَتْ امْرَاَتِىْ عَاقِرًا فَهَبْ لِىْ مِنْ لَّدُنْكَ وَلِيًّا ـ يَرِثُنِىْ وَيَرِثُ مِنْ اٰلِ يَعْقُوْبَ ـ وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا ـ مريم : ٤ ـ ٦

"যখন হযরত যাকারিয়া (আ) বললেন, হে আমার রব! আমার অস্থি মজ্জা পর্যন্ত গলে যাচ্ছে। আর মাথায় বার্ধক্য চিহ্ন উজ্জ্বল হয়ে ওঠেছে। হে আল্লাহ্! আমি তোমার কাছে দোয়া করে কখনও ব্যর্থ হইনি। আমার পরে আমার ভাই-বন্ধুদের দুষ্কৃতির ভয় রয়েছে আমার মনে। আর আমার স্ত্রী

www.nagorikpathagar.org

হচ্ছে নিঃসন্তান। তুমি তোমার বিশেষ অনুগ্রহে আমাকে এক উত্তরাধিকারী দান কর। যে আমার উত্তরাধিকারীও হবে। আর ইয়াকুব বংশের মীরাসও লাভ করবে। আর হে রব! তাকে একজন পছন্দ সই মানুষ কর।"

–(সূরা মরিয়ম ঃ ৪-৬)

হযরত যাকারিয়া (আ) ও তাঁর স্ত্রী আল ইয়াশবা উভয়েই বার্ধক্যে উপনীত হয়েছিলেন তখন এ অবস্থায় হযরত যাকারিয়া (আ) এ ভেবে মনে কষ্ট পাচ্ছিলেন যে, তাঁর পরবর্তী তাঁর দীনী কার্যক্রমের পতাকাবাহী কে হবে এবং আল্লাহ্‌র দীনের রক্ষণা-বেক্ষণ ও প্রচারের দায়িত্ব কে গ্রহণ করবে। কেননা তিনি দেখছিলেন যে, নবী বংশের লোকেরা ধর্মদ্রোহী ও দায়িত্বহীন। এমন কেউ নেই যে, হযরত যাকারিয়া (আ) এর উত্তরাধিকার বলে গণ্য হতে পারে। তিনি এ অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে অবনত মস্তকে আল্লাহ্‌র কাছে কামনা করতেন।

"হে আল্লাহ্! আমাকে একজন উত্তরাধিকার প্রদান কর। যে আমার ও ইয়াকুব (আ)-এর মীরাসের দায়িত্ব গ্রহণ করবে। হে আমার রব! তাকে তোমার পছন্দনীয় বান্দা কর।" হযরত যাকারিয়া (আ) নিজের বংশধারা জারি রাখার জন্য না। আর সহায়-সম্পদ পরিচালনার জন্যও বরং তাঁর পরবর্তী দীনের দায়িত্ব গ্রহণ এবং এর যথার্থ উত্তরাধিকার ও আল্লাহর পছন্দনীয় বান্দা হবার জন্য সন্তান লাভের বাসনা হয়েছিল।

তাঁর এ দোয়া আল্লাহ্ পাক কবুল করে তাঁকে এমন এক নেক্‌কার পুত্র দান করেছিলেন যার ভবিষ্যত সম্পর্কে কুরআনে উল্লেখিত হয়েছে ঃ

وَاٰتَيْنٰهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا ـ وَحَنَانًا مِّنْ لَّدُنَّا وَزَكٰوةً ـ وَكَانَ تَقِيًّا ـ وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا عَصِيًّا ـ مريم : ١٢ ـ ١٤

"আমরা তাকে বাল্যকাল থেকেই 'হুকুম' দ্বারা ধন্য করেছি এবং নিজের কাছ থেকে তাকে বিনম্র ও পবিত্রতা দান করেছি আর সে ছিল বড় পরহেজগার এবং তার মাতা-পিতার অধিকার রক্ষাকারী। সে না ছিল অহংকারী-অত্যাচারী, আর না নাফরমান।"

এমন সফল ভবিষ্যত সম্ভাবনা নিয়ে কুরআনে হযরত ইয়াহিয়া (আ)-এর চরিত্রের বিশেষ গুণাবলীর ওপর আলোকপাত করা হয়েছে। এসব গুণাবলীর হুকুম, নরম অন্তর, পবিত্রতা, মাতা-পিতার অধিকার সংরক্ষণকারী এবং বিদ্রোহ ও নাফরমানী পরিবর্তে পবিত্র জীবন-যাপন।

www.nagorikpathagar.org

এর অর্থ হচ্ছে সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের মনোভাব। দীন ও দুনিয়ার ক্ষেত্রে গভীরভাবে চিন্তা-ভাবনা করে সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হবার যোগ্যতা অত্যন্ত পছন্দনীয় এবং উত্তম গুণাবলী। কোমল অন্তর শুধু একটি গুণই নয় বরং অনেক নৈতিক গুণের সমাহারের এক মহান ভিত্তি। পবিত্রতা অর্থাৎ গুনাহ, লজ্জাহীনতা, বিপথগামী এবং যুলুম-নির্যাতন থেকে তাঁর নফস ছিল পবিত্র। মানব জীবনে নফসের পবিত্রতা হচ্ছে বিরাট ধরনের নৈতিক মর্যাদা। তাকওয়া, আল্লাহ্‌র ভয় এবং পরহেজগারী ইত্যাদি ব্যবস্থাপনার দ্বারাই একজন মুত্তাকী মানুষই আল্লাহ্‌র দৃষ্টিতে উত্তম মর্যাদার অধিকারী হতে পারে। সন্তানের ক্ষেত্রে মাতা-পিতার অধিকার সংরক্ষণ সে সম্পদ যা সমাজ জীবনে সফল অধিকার আদায়ের জন্য মানুষকে প্রস্তুত রাখে। মাতা-পিতাকে চোখের আলো ও অন্তরের প্রশান্তি সে সন্তানই দিতে পারে যে অনুগত, খিদমতদার ও তাদের অধিকার সংরক্ষণে পরিপূর্ণ মাত্রায় সচেতন। তাই তারা বিদ্রোহীও হয়না এবং নাফরমানও না। আনুগত্যই হচ্ছে তাদের বৈশিষ্ট্য।

কুরআনে বর্ণিত এসব বিষয়াবলী সামনে রেখে পর্যালোচনা করে দেখুন আপনি কি চান এবং আকাঙ্ক্ষা কি? আপনার দৃষ্টিতে সন্তানের উজ্জ্বল ভবিষ্যতের গতি-প্রকৃতি কি? এবং এর সাথে কুরআনের এ নির্দেশনা কতটুকু সামঞ্জস্য রয়েছে। এজন্য আপনার করণীয় কি? সন্তানের উজ্জ্বল ভবিষ্যত শুধু এটাই নয় যে, আপনার সন্তান সচ্ছল হবে, উঁচু ডিগ্রীধারী হয়ে বড় বড় পদ-মর্যাদার অধিকারী হয়ে সচ্ছল জীবন-যাপন করবে। মান-মর্যাদা ও ক্ষমতা ও প্রতিপত্তি বিরাজ করবে। বিরাট অট্টালিকা ও চলাচলের জন্য উন্নত ধরনের গাড়ী থাকবে। আপনি আপনার সন্তানের জন্য এসব কামনা করবেন বা তা অর্জনে সাহায্য করবেন, তাতে ইসলাম বাধা প্রদান করে না। কিন্তু ইসলাম আপনার চিন্তা-চেতনার ক্ষেত্রে এ প্রশিক্ষণ দিতে চায় যে, আপনার দৃষ্টি শুধু যেন এসব জাগতিক জীবন নিয়েই সীমাবদ্ধ না থাকে এবং আপনি যেন জাগতিক এসব বস্তুকেই উজ্জ্বল ভবিষ্যত মনে করে এতেই বিভোর না থাকেন। কিন্তু অপছন্দনীয় হচ্ছে, জাগতিক জীবনের সাফল্যকেই আপনার জীবনের লক্ষ্য হিসেবে চিহ্নিত করে নেয়া এবং সন্তান-সন্ততির দীন ও আখলাক থেকে গাফেল হয়ে যাওয়া। কোন সময়ই মুসলমান মাতা-পিতা এ সত্যকে যেন মনে স্থান না

www.nagorikpathagar.org

দেন যে এসব ব্যতীত, প্রকৃত জীবন লাভ কখনোই সম্ভব নয়। আপনার সন্তানের ভবিষ্যত হচ্ছে এটাই যে সে যেন দীনি শিক্ষায় আলোকিত আর দীনের ব্যাপারে তারা আত্মপ্রত্যয় ও গভীরতা লাভে সমর্থ হয়। পবিত্র জীবন বিধানে চরিত্র এবং ইসলামী সভ্যতার ধারক-বাহক ও প্রতিনিধি হোক আর সামাজিক দায়-দায়িত্বে তারা অংশীদার হোক। তাদের জীবন পবিত্র, আল্লাহ্ভীতির আদর্শ হোক। আর মাতা-পিতার অনুগত ও খিদমতকারী হোক। জাগতিক জীবনের বিরাট পদ-মর্যদায় সমাসীন থেকেও দীনে হকের সত্য প্রতিনিধি এবং অকপট খাদেম হিসেবে জীবন অতিবাহিত করুক।

দীনী ক্ষেত্রে সন্তানের শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ

এ দৃষ্টিকোণ থেকে সন্তানের জীবনকে সাফল্যমণ্ডিত করার জন্য প্রয়োজন হচ্ছে সন্তানের শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের অসাধারণ মনোযোগী আপনাকে হতে হবে। ঐকান্তিক প্রচেষ্টা, হিকমত ধৈর্য ও ত্যাগ-তিতিক্ষায় যদি এ পথে অগ্রসর হতে পারেন তখন এর পরিবর্তে আপনি দুনিয়াতেও মান-মর্যাদা ও সুনামের অধিকারী হবেন এবং আখিরাতেও মান-মর্যাদার বৈশিষ্ট্য লাভ করবেন। আল্লাহ্র রাসূল (স)-এর দৃষ্টিতে সন্তানের জন্য সবচেয়ে উত্তম উপহার হচ্ছে আপনি তাকে উত্তম শিক্ষা এবং প্রশিক্ষণ দিয়ে সুসজ্জিত ও আলোকিত করবেন। রাসূল (স) বলেছেন ঃ

مَا نَحَلَ وَالِدٌ وَلَدَهُ مِنْ نَحْلٍ اَفْضَلُ مِنْ اَدَبٍ حَسَنٍ ـ

"পিতা নিজ সন্তানকে যা কিছু দান করেন এর মধ্যে সবচেয়ে উত্তম হচ্ছে ভাল শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ।"

সকল মুসলমানের জন্যই এ নির্দেশনা যে সন্তানের উত্তম শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ সাদকায়ে জারিয়া। আপনার কাজের সময় ও সুযোগ সমাপ্ত হয়ে যাবে কিন্তু আপনার আমলনামায় পুরস্কার ও সওয়াব বৃদ্ধি পেতে থাকবে। রাসূল (স) বলেছেন ঃ

اِذَا مَاتَ الْاِنْسَانُ اِنْقَطَعَ عَمَلُهُ اِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ صَدَقَةٌ جَارِيَةٌ اَوْ عِلْمٌ يَنْتَفِعُ بِهِ، اَوْ وَلَدٌ صَالِحٌ يَدْعُوْلَهُ ـ

www.nagorikpathagar.org

"যখন মানুষ মৃত্যুবরণ করে, তখন তার আমলের প্রসঙ্গ সমাপ্ত হয়ে যায়। কিন্তু তিন বিষয়ের সওয়াব ও পুরস্কার মৃত্যুর পরও পেতে থাকে। (১) সে কোন সাদকায়ে জারিয়া করে গিয়ে থাকলে; (২) এমন কোন জ্ঞান যা থেকে জনগণ উপকৃত হতে থাকে; (৩), সুসন্তান যে তার জন্য দোয়া করে।"

একবার রাসূল (স) বলেন, কুরআনের আলেম মাতা-পিতাকে কিয়ামতের দিন টুপি পরিধান করান হবে। তিনি বলেছেন ঃ

مَنْ قَرَءَ الْقُرْاٰنَ وَعَمِلَ بِهِ اُلْبَسَ وَالِدَهُ تَاجًا يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ضُوْءُهُ اَحْسَنُ مِنْ ضُوْءِ الشَّمْسِ فِىْ بُيُوْتِ الدُّنْيَا فَمَا ظَنُّكُمْ بِالَّذِىْ عَمِلَ بِهٰذَا ـ ابو داود، حاكم

"যে কুরআনের জ্ঞান অর্জন করবে এবং এর ওপর আমলও করবে তার মাতা-পিতাকে কিয়ামতের দিন টুপি পরিধান করান হবে। যার আলো সে সূর্যের আলোর চেয়ে অধিক উত্তম হবে যে সূর্য দুনিয়ার ঘরগুলোকে আলোকিত করে থাকে। তাহলে যারা আমল করেছে তাদের ব্যাপারে তোমাদের ধারণা কি তা বল।" –(আবু দাউদ, হাকেম)

হযরত বুরাইদা (রা) বর্ণনাতে টুপির পরিবর্তে জান্নাতের পোশাক উল্লেখ রয়েছে। নবী করীম (স) বলেছেন ঃ

"যে ব্যক্তি কুরআন পড়ে, শিখে এবং তার ওপর আমল করে কিয়ামতের দিন তার মাতা-পিতাকে নূরানী টুপি পরিধান করানো হবে। সূর্যের আলোর ন্যায় এর আলো হবে এবং তার মাতা-পিতাকে এমন মূল্যবান দু'টি পোশাক পরিধান করান হবে যার মূল্য সমগ্র দুনিয়া দেয়া হলেও সমান হতে পারে না। তখন মাতা-পিতা আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞেস করবেন, এ পোশাক তাদেরকে কোন কাজের পরিবর্তে প্রদান করানো হয়েছে। তাদেরকে বলা হবে, তোমাদের পুত্রের কুরআনের জ্ঞান অর্জনের বিনিময়ে এটা পরিধান করানো হল।"

রাসূল (স) সন্তান প্রশিক্ষণে অপরিসীম সওয়াব ও পুরস্কারের কথা বর্ণনা করে উম্মতকে এ দায়িত্ব পালনের জন্য নির্দেশনা প্রদান করেছেন। আর এ নির্দেশনার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হচ্ছে, উম্মতের কোন ঘরই যাতে

www.nagorikpathagar.org

সন্তানের শিক্ষা-প্রশিক্ষণের ব্যাপারে এ বিষয়টির প্রতি গাফলতি প্রদর্শন না করে। আর নির্দেশনার সাথে সাথে তিনি এ বিষয়টিও উল্লেখ করেছেন যে, যেসব মাতা-পিতা এ দায়িত্ব পালনে অবহেলা ও অমনোযোগিতা প্রদর্শন করবে তাদেরকে কিয়ামতের দিন কঠোরভাবে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে।

সন্তানের শিক্ষা-দীক্ষায় জবাবদিহি

রাসূল (স)-এর প্রশিক্ষণে গুরুত্ব প্রদান করলে সন্তানের একটা সুচিন্তিত দিক-নির্দেশনা পাওয়া যাবে আর তাতে তিনি প্রশিক্ষণগত যে দিক-নির্দেশনা প্রদান করেছেন সে ব্যাপারেও সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে। রাসূল (স) বলেছেন, আল্লাহ্ পাক কিয়ামতের দিন জিজ্ঞেস করবেন যে, আপনি সন্তানের শিক্ষা কি ব্যবস্থা করেছিলেন। এজন্য পরিবারের সদস্যদের দীনি ও নৈতিক শিক্ষা দান অন্যতম এক গুরুত্বপূর্ণ দীনি দায়িত্ব। হাদীসে এ ব্যাপারটি অত্যন্ত গুরুত্বসহ বর্ণিত হয়েছে ঃ

لَا يَسْتَرْعِى اللّٰهُ تَبَارَكَ وَتَعَالٰى عَبْدًا رَعِيَّةً قَلَّتْ اَوْ كَثُرَتْ اِلَّا سَاۤؤُلَهُ اللّٰهُ تَبَارَكَ وَتَعَالٰى عَنْهَا يَوْمَ الْقِيٰمَةِ اَقَامَ فِيْهَا اَمْرَ اللّٰهُ تَبَارَكَ وَتَعَالٰى اَمْ اِضَاعِهِ حَتّٰى يَسْاَلُهٗ عَنْ اَهْلِ بَيْتِهٖ خَاصَّةً ـ

"আল্লাহ্ যে বান্দাকেই বেশী বা কম লোকের তত্ত্বাবধায়ক করুন না কেন–কিয়ামতের দিন অবশ্যই তাকে জিজ্ঞেস করা হবে যে, সে অধীনস্থ লোকদেরকে দীনের ওপর চালিয়েছিল না তাদেরকে ধ্বংস করে দিয়েছিল। বিশেষ করে তার সংসারের লোকদের ব্যাপারেও হিসেব নেয়া হবে।"

عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اَكْرِمُوا اَوْلَادَكُمْ وَاَحْسِنُوا اَدَبَهُمْ ـ ترغيب وترهيب بحوا له ابن ماجه

"হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা)-এর বর্ণনা, রাসূল (স) বলেছেন, সন্তানদের সাথে উত্তম আচার-আচরণও ব্যবহার কর এবং তাদেরকে উত্তম শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ দাও।" –(তারগীব ও তারহীব)

www.nagorikpathagar.org

শিক্ষা-প্রশিক্ষণ ঃ সূচনায়

ফ্রান্সিস উইলিণ্ডার পার্কার শিকাগোর প্রখ্যাত শিক্ষাবিদ। তিনি শিশু শিক্ষা বিষয়ে বক্তৃতাকালে এক মহিলা তাঁকে জিজ্ঞেস করেছিলেন ঃ "আমি আমার শিশুর শিক্ষা কখন থেকে শুরু করব?" তিনি বলেন, "আপনার শিশু কবে জন্ম নেবে?" মহিলাটি আশ্চর্যান্বিত হয়ে বলে, "তার বয়সতো পাঁচ বছর হয়েছে।" উইলিণ্ডার পার্কার বলেন, "সর্বনাশ হয়ে যাচ্ছে। এখনো আপনি এখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কথা বলছেন আর ওদিকে মূল্যবান পাঁচটি বছর সমাপ্ত করে দিয়েছেন।" এক্ষেত্রে বাস্তব ব্যাপার হচ্ছে শিশু জন্মগ্রহণের সাথে সাথেই তার শিক্ষার চিন্তা-ভাবনা করা। শিশুর ক্ষেত্রে প্রাথমিক অবস্থায় শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সময়। তাই দেখা যায় অনেক মাতা-পিতাই এ প্রাথমিক বছরগুলোকে অনর্থক ও অবহেলায় নষ্ট করে। শিশুর জন্মের পরই শিশুর কানে আযান এবং ইকামতের রহস্য হচ্ছে এটাই যে, প্রথম থেকেই আল্লাহর মহানত্ব তার কানে প্রবেশ করুক। এ সুদূর প্রসারী চিন্তা-ভাবনা সম্পর্কে আল্লামা কাইয়েম (র.) লিখিত "তোহফাতুল ওয়াদুদে" পুস্তকে বলেছেন ঃ "এর অর্থ হচ্ছে, মানুষের কানে সর্বপ্রথম আল্লাহ্‌র আজমত ও শ্রেষ্ঠত্বের ঘোষণা পৌছুক। বালেগ হবার পর যে ইসলামে প্রবেশ করবে, এর তালকিন জন্মের দিন থেকেই করা হয়ে থাকে। যেমন মৃত্যুকালীন সময়ে তাকে কালেমায়ে তাওহীদের তালকিন দেয়া হয়। শিশুর কানে আযান ও ইকামতের দ্বিতীয় রহস্য হচ্ছে শয়তান ঘাপটি মেরে বসে থেকে জন্ম থেকেই মানুষকে বিভ্রান্তিতে পতিত করতে চায়। এ সময় আযান শুনে সে পালিয়ে যায় এবং শয়তানের দাওয়াতের পূর্বেই শিশুকে আল্লাহ্‌র ইবাদতের দাওয়াত প্রদান করা হয়। (অতএব প্রত্যেককে এ বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বসহ মনে রাখা উচিত।)

প্রাথমিক দিনগুলোতে শিশু যদিও কথা বলতে পারে না, তবুও শব্দাবলীর মাধ্যমে সে প্রভাবিত হয়। সে মায়ের চাল-চলন থেকে অনেক কিছুই শিক্ষা গ্রহণ করে। এজন্য সে সময়ে শিশুর সামনে কোন মন্দ কথা এবং অভদ্র আচরণ করা যাবে না। মানব গঠনে এ উত্তম সময়কালে ভাল ভাল শব্দ এবং উত্তম দিক-নির্দেশনার মাধ্যমে তাকে সুমানুষে পরিণত করতে হবে এবং তার পাশে কুরআন তিলাওয়াত করা উচিত। কেননা

www.nagorikpathagar.org

কুরআনের একটা প্রভাব নিশ্চয় আছে। আর এমন সব কাজ তার সামনে উপস্থাপন করা উচিত যা দেখে-শোনে ভবিষ্যত জীবনের পাথেয় হিসেবে সেগুলোই গ্রহণ করতে পারে। দুঃখের বিষয় অনেক ক্ষেত্রেই শিশুদের বেলায় এসবের প্রতি লক্ষ্য রাখেনা বা গুরুত্ব প্রদান করেনা। তাই শিশুরা প্রাথমিক জীবনে যা দেখে তাই ভবিষ্যত জীবনে সে তাই গ্রহণ করে থাকে।

শিশু যখন কথা বলা শুরু করে তখন থেকে তাদেরকে কালেমা ও তাওহীদের শিক্ষা এবং আল্লাহর গুণাবলীর সঠিক ধারণা তার মগজে প্রবেশ করাতে হয়। হাদীসেও এ বিষয়ে যথাযথ গুরুত্ব আরোপ করে পথ নির্দেশনায় বলা হয়েছে, নবী (স)-এর বংশে যখনই কোন শিশু কথা বলা শুরু করে তখনই তিনি তাকে সূরায়ে আল ফুরকানের এ আয়াত শিক্ষা দিয়েছেন ঃ

اَلَّذِىْ لَهٗ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَلَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَّلَمْ يَكُنْ لَّهٗ شَرِيْكٌ فِى الْمُلْكِ وَخَلَقَ كُلَّ شَىْءٍ فَقَدَّرَهٗ تَقْدِيْرًا ـ الفرقان : ٢

"যিনি যমীন ও আসমানসমূহের বাদশাহীর মালিক, যিনি কাউকেও পুত্ররূপে গ্রহণ করেন নি, যাঁর সাথে বাদশাহীতে কেউই অংশীদার নেই, যিনি সব জিনিসই সৃষ্টি করেছেন এবং পরে এর একটি তকদীর নির্দিষ্ট করেছেন।" –(সূরা আল ফুরকান ঃ ২)

এক হাদীসে বলা হয়েছে, যখন শিশু কথা বলতে থাকে তখন থেকেই তাকে কালেমা শিক্ষা দান কর ঃ

اِذَا اَفْصَحَ اَوْلَادُكُمْ فَعَلِّمُوْهُمْ لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ ـ ابن سنى

"যখন তোমাদের শিশুরা কথা বলতে শিখে তখন তাদেরকে কালেমা লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু শিক্ষা দাও।"

আলোচ্য হাদীসগুলোর অর্থ এটাই নয় যে, লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু তাদেরকে শুধু শিক্ষা দাও। এর মাধ্যমে ভবিষ্যত জীবনের ভিত্তি প্রস্তর হিসেবে প্রকৃতপক্ষে কালেমায়ে তাওহীদের দিকে নিবিষ্ট ও সচেষ্ট করা হয়েছে। আর এটাই হচ্ছে কালেমা শিক্ষা দানের নির্দেশনা।

www.nagorikpathagar.org

মানুষ ইসলামী জ্ঞান থেকে অর্থাৎ মুসলমান হলে তার জন্য যে কাজের দিক-নির্দেশনা রয়েছে সেগুলো থেকে গাফিল থাকার প্রাথমিক কারণসমূহের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কারণ হচ্ছে প্রাথমিক অবস্থায় শিশুকে ধর্মীয় জ্ঞান দান না করা ও জাগতিক কাজে প্রেরণা সৃষ্টি করা যা উল্লেখযোগ্য ভাগ মাতা-পিতাই করে থাকে। এজন্য অনেকেই পরবর্তীতে নানান কারণে এ জ্ঞান অর্জন করা তাদের পক্ষে সম্ভব হয় না। যদি মুসলমানদের মধ্যে নামাযীর সংখ্যা হিসেব করা যায় তাহলে দেখা যাবে শতকরা ৫ ভাগও নামাযী পাওয়া যাবে না। এসবের মূল কারণ প্রাথমিক ধর্মীয় শিক্ষার অভাবই।

শিশুদের এ উৎসাহ পূরণে আপনি যদি ব্যর্থ হন তাহলে তারা অবাঞ্ছিত কবিতা মুখস্ত করে তা বারবার আবৃত্তি করতে থাকবে। আর আপনি জানেন যে, নৈতিকতা রক্ষার জন্য ভাষার সংরক্ষণ কতটুকু প্রয়োজন।

মুসলমানী আদব শিক্ষা দান

আর সন্তানের জন্য আদব এবং সভ্যতা ও জীবনের শিষ্টাচার শিক্ষার বয়সও ঠিক তখনই। শিশুদেরকে অবুঝ বলে যা তা তাদের সাথে করা বা বলা এক ধরনের বিরাট অপরাধ ও অজ্ঞানতা। শৈশবে যে শিষ্টাচার শিক্ষা দেবেন এবং যে অভ্যাসে গড়ে তুলবেন তা তার সারা জীবনেই প্রভাব বিস্তার করবে এবং প্রতিফলন ঘটাবে। শৈশবে যেসব ভাল বা খারাপ অভ্যাস গড়ে ওঠে তা খুব কমই দূর হয় পরবর্তী জীবনে। এজন্য শৈশবেই শিশুদের প্রতি অধিক দৃষ্টিদান খুবই জরুরী বিষয়। এক্ষেত্রে মায়ের দায়িত্ব অধিক পরিমাণ। সন্তান-সন্ততির ক্ষেত্রে জীবনের প্রথম দিকে সামান্য অবহেলা চিরকালের জন্য লজ্জা ও দুশ্চিন্তাসহ নানান ধরনের বিপর্যয়ের কারণ হতে পারে। তাই একটি সুপরিকল্পিত উপায়ে হিকমত, অধ্যবসায় ও ধৈর্যসহকারে শিশুদেরকে শিষ্টাচার, খানা-পিনা, ওঠা-বসা, ঘুম ও জাগরণ শিক্ষা ও শিক্ষকের প্রতি আদব, মসজিদ-মাদ্রাসার আদব, পাক-পবিত্রতার আদব, স্বাস্থ্য, চলা-ফেরা এবং সাথী-সঙ্গীদের সাথে ওঠা-বসার আদব, ঘরের আসবাবপত্র সুন্দর ও সুশৃংখলভাবে ব্যবহারের নিয়ম শিক্ষা দিন এবং একটি সফল ও সাফল্যমণ্ডিত জীবন পরিচালনার জন্য অব্যাহতভাবে আপনি তাদের অভিভাবকত্ব গ্রহণ করেন, কোন ভাল জিনিসের প্রতি একবার শুধু

www.nagorikpathagar.org

দৃষ্টি আকর্ষণই যথেষ্ট নয় বরং প্রশিক্ষণের দাবী হচ্ছে আপনি সে ব্যাপারে ক্রমাগতভাবে সতর্ক দৃষ্টি রাখুন ও বারবার ভুল সত্ত্বেও বিরক্তবোধ করে নিরাশ না হওয়া। ধৈর্যসহকারে তাদেরকে সংশোধন করতে থাকুন এবং কখনো সামান্য ভুলকেও তুচ্ছ মনে করবেন না। হযরত আবু হোরায়রা (রা) বলেছেন, একবার হযরত হাসান বিন আলী (রা) সদকার একটি খেজুর ওঠিয়ে মুখে দিয়েছিলেন। রাসূল (স) বলেন, আরে থু মেরে তা ফেলে দাও। তুমি কি জান না যে, আমাদের জন্য সদকা খাওয়া ঠিক নয়। হযরত ওমর (রা) বিন আবু সালমা রাসূল (স)-এর স্ত্রী হযরত উম্মে সুলাইম (রা) পুত্র ছিলেন। রাসূল (স) তাঁকে প্রতিপালন করছিলেন। তিনি বলেছেন ঃ

كُنْتُ غُلَامًا فِى حُجْرِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَتْ يَدِى تَطِيْشُ فِى الصَّحْفَةِ فَقَالَ لِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا غُلَامُ سَمِّ اللّٰهِ تَعَالٰى وَكُلْ بِيَمِيْنِكَ وَكُلْ مِمَّا يَلِيْكَ فَمَا زَالَتْ تِلْكَ طِعْمَتِىْ بَعْدُ۔ متفق عليه

"তখন আমি ছোট ছিলাম। রাসূল (স)-এর কোলে থেকেছি। খাবার সময় আমার হাত পাত্রের চারপাশে ঘুরছিল। এ সময় রাসূল (স) আমাকে বলেন, পুত্র! বিস্‌মিল্লাহ্ পড়ে ডান হাত দিয়ে খাও এবং নিজের দিক থেকে খাও। এরপর থেকে এটাই আমার অভ্যাসে পরিণত হয়ে গিয়েছিল।"

শৈশবে শিশুদের কাছে কিসসা-কাহিনী, কবিতা ইত্যাদি এক আকর্ষণীয় ব্যাপার এবং তারা তা শুনতে অত্যন্ত আগ্রহ প্রকাশ করে। আর তারা অত্যন্ত আনন্দ সহকারে কিসসা-কাহিনী শুনে এবং এতে প্রভাবিতও হয়। অর্থাৎ কিসসার চরিত্রগুলো তাদেরকে প্রভাবিত করে যে, তারা তখনই অনুরূপ হবার কল্পনা ও চেষ্টা করে। শিশুদের ক্ষেত্রে এ মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ আপনি যেভাবে নেবেন তাদেরকে যেভাবেই তৈরি করবেন অর্থাৎ সে ধরনের চরিত্রের কিসসা-কাহিনীই শুনাবেন। এক্ষেত্রে আপনার লক্ষ্য থাকবে শুধুমাত্র তাদের আগ্রহ পূরণের জন্যই কিসসা শুনাবেন না বরং কিসসাকে উত্তম শিক্ষার উত্তম মাধ্যম মনে করেই এ ব্যবস্থায় কাহিনী

www.nagorikpathagar.org

শোনাবার আগ্রহ প্রকাশ করবেন। সাহাবায়ে কিরামের উদ্যমপূর্ণ ঘটনাবলী, ইসলামের মুজাহিদদের বীরত্বপূর্ণ কাহিনী, যুদ্ধের ময়দানের কৃতিত্বসহ এমনিভাবে ইসলামের জন্য তাদের মধ্যে ত্যাগ উদ্দীপনা সৃষ্টি করুন।

আর কিসসা-কাহিনী শোনার আগ্রহ শিশুদের সহজাত আগ্রহ। এতে বাধা দানও ঠিক নয় আবার স্বাধীন ছেড়ে দেয়াও সঠিক নয়। অত্যন্ত সুকৌশলে শিশুদেরকে এ ব্যাপারে সহযোগিতা করে এ প্রয়োজন ও আগ্রহ এমনভাবে পূরণ করুন যাতে আপনি তাদের সর্বোত্তম প্রশিক্ষণদানে সফল হতে পারেন সে চেষ্টাই রত থাকুন।

নামাযের নির্দেশ

নামায এমন এক গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত যা মানুষকে দীনের সাথে সম্পর্কযুক্ত রাখে। আর নামায দীনকে হিফাযতও করে আবার দীনের প্রতি আকর্ষণ সৃষ্টি করে মানুষকে কল্যাণমূলক জীবন অতিবাহিত করার জন্য অনুপ্রেরণাও দান করে। তাই শুরু থেকেই শিশুদেরকে নিয়মিত নামায পড়ার অভ্যাস গড়ে তুলতে হয়। এ ব্যাপারে অহেতুক স্নেহ-প্রীতি এবং অপ্রয়োজনীয় স্নেহ, মায়া-মমতা প্রদর্শন খুবই ক্ষতিকর। অভ্যাসের জন্য শিশুদেরকে ইশার নামায পড়া ছাড়া ঘুমাতে দেবেন না। আর যদি ঘুমিয়েও পড়ে ওঠিয়ে নামায পড়ান। ফযরের নামাযের জন্য প্রথম ওয়াক্তে ঘুম থেকে জাগান আর সকালে ওঠানো অভ্যাস করান। এ অবস্থার অনুশীলন পরবর্তীতে জীবনে সুকল্যাণই বয়ে আনে আর অলসতা দূরীকরণে সহায়ক হয়।

আল্লাহ্‌র নির্দেশ ঃ

وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلٰوةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا ـ طه : ١٣٢

"নিজের পরিবার-পরিজনকে নামাযের নির্দেশ দাও এবং নিজেও তা দৃঢ়তার সাথে পালন করতে থাক।" -(সূরা ত্বহা ঃ ১৩২)

রাসূল (স) বলেছেন ঃ

مُرُوْا أَوْلَادَكُمْ بِالصَّلٰوةِ وَهُمْ اَبْنَاءُ سَبْعٍ وَاضْرِبُوْهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ اَبْنَاءُ عَشَرَ وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِى الْمَضَاجِعِ ـ

"শিশুর যখন বয়স সাত বছর হয় তখন তাকে নামায পড়ার আদেশ দাও। যখন তার বয়স দশ বছর হয়ে যায় তখন নামায পড়ার জন্য তার

www.nagorikpathagar.org

ওপর কঠোরতা আরোপ কর এবং এ বয়স হবার সাথে সাথে তাদের বিছানা পৃথক করে দাও।" সন্তানকে আদর্শ মানুষ হিসেবে গড়ে তুলতে হলে নামায শিক্ষাদানের বিকল্প নেই।

হাদীস বিশারদ ও ফকিহরা সন্তানদের নামায শিক্ষার আদেশ এবং এ কারণে ১০ বছর বয়সে প্রয়োজনে শাসন করার গুরুত্ব সম্পর্কে আলোকপাত করতে গিয়ে এর একাধিক কারণ উল্লেখ করেছেন। যথা–

১। আল্লাহ্ প্রতিটি মানুষকে এবং পরিবার-পরিজনকে জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচার আদেশ করেছেন। কোরআনে বলা হয়েছে, 'হে ঈমানদাররা! তোমরা নিজেদের এবং নিজের পরিবার-পরিজনকে জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচাও।'

২। জাহান্নাম থেকে বাঁচার উপায় হিসেবে উল্লেখ করেছেন, 'আপনি পরিবারের লোকদের নামাযের আদেশ করুন এবং এ ব্যাপারে ধৈর্যধারণ করুন।' কোরআন-হাদীসের এ আদেশ পালন না করলে মা-বাবা গোনাহের ভাগি হবেন। ইবনে তায়মিয়া (র) বলেছেন, যার অধীনে শিশু, গোলাম, ইয়াতিম বা নিজ সন্তান রয়েছে আর সে তাদের নামাযের আদেশ করেনি, তাকে পাকড়াওয়ের সম্মুখীন হতে হবে। পরকালীন ব্যাপার তো আছেই, দুনিয়াতেই তাকে শাস্তি দিতে হবে। কেননা সে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের আদেশ লংঘন করেছে।'

৩। সন্তানকে নামাযের আদেশ করায় শুধু পরকালীন লাভই নয়, ইহ্কালীন লাভও এখানে নিহিত। কেননা নামাযের মাধ্যমে আল্লাহ্র সাথে বান্দার সম্পর্ক তৈরি হয়। এ সম্পর্কের ফলে তারা ব্যক্তি জীবনের যাবতীয় হক আদায় করতে তৎপর থাকে। পক্ষান্তরে নামাযের মাধ্যমে আল্লাহ্র সাথে শিশুর সম্পর্ক ও বন্ধনই যদি তৈরি না হয় তাহলে সে পরিবার-পরিজনের সাথে কীভাবে বন্ধন তৈরি করবে? তার দ্বারা পরবর্তী জীবনে অকল্যাণ, অবাধ্যতা তো প্রকাশ পাবেই। কেননা যে আল্লাহ্ ও রিযিকদাতার সাথে সুসম্পর্ক তৈরি করে না, সে মাখলুকের সাথেও সুসম্পর্ক তৈরি করতে সক্ষম হবে না, চাই সে তার মা-বাবা বা আত্মীয়-স্বজনই হোক না কেন। সুতরাং সন্তানের কাছ থেকে ভবিষ্যতে ভালো আচরণ সদ্ব্যবহার এবং কল্যাণ পেতে হলে অবশ্যই বাল্যকাল থেকেই নামাযের আদেশ করতে হবে। তাহলেই তারা মা-বাবার চোখের প্রশান্তি এবং আত্মার শান্তির কারণ হবে।

www.nagorikpathagar.org

৪।আমরা সন্তানের জাগতিক কষ্ট বা বিপদ মেনে নিতে প্রস্তুত থাকি না। তাহলে আখিরাতের ভয়াবহ শাস্তি ও জাহান্নামের পরিণতি মানতে পারি কী করে? আর নামায না পড়লে এবং দ্বীনের ওপর না চললে তো তার এ করুণ ও কঠিন পরিণতি ভোগের প্রায় নিশ্চিত সম্ভাবনা রয়েছে। কাউকে আল্লাহ্ মাফ করলে সেটা অবশ্য ভিন্ন কথা।

৫। নামায হচ্ছে নূর। কিয়ামত দিনে এ নূর ছাড়া কেউ মুক্তির রাস্তা খুঁজে পাবে না। সুতরাং আমরা কি আমাদের সন্তানদের মুক্তির রাস্তা থেকে বিচ্যুত হওয়া বরদাশ্ত করতে পারি?

৬। ছেলে সন্তান আমাদের কাছে আমানত। এ আমানতের বস্ত নেককার, সৎ এবং মহৎ হোক; তা কেনা কামনা করে? সুতরাং এ কামনা যথার্থ হওয়ায় জন্য শর্ত হচ্ছে নামায ও দ্বীনের কাজে আদেশ করা।

৭। সন্তানের দেখভাল এবং তাদের ভালোমন্দের খবরাখবর রাখা মা-বাবার দায়িত্ব। আর প্রতিটি দায়িত্বশীল লোক তার ওপর অর্পিত দায়িত্বের ব্যাপারে জিজ্ঞাসিত হবে। হাদীসে বলা হয়েছে, 'তোমরা প্রত্যেকেই দায়িত্বশীল এবং প্রত্যেকে নিজ নিজ দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে।'

৮। নামায আদায় করার বরকতে সন্তানের মধ্য থেকে মুনাফিকি, কুফরি এবং সব ধরনের গোমরাহি চিন্তার উচ্ছেদ ঘটে। বর্তমানে মানব শিশুর সবচেয়ে আতঙ্কের বিষয় হচ্ছে তাদের মন-মস্তিষ্ক বেদ্বীনদের দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আশঙ্কা। কিন্তু এ বয় থেকে নিয়মিত নামায আদায়ে অভ্যস্ত করে তুললে আশঙ্কা অনেকটাই কেটে যায়।

সুতরাং সন্তানকে কুফরি ও নেফাকির হাত থেকে বাঁচাতে হলে অবশ্যই রাসূলুল্লাহ (স)-এর আদেশ অনুযায়ী সাত ও ১০ বছর থেকে নিয়মিত নামাযে অভ্যস্ত করতে হবে।

উল্লিখিত কারণগুলো ছাড়াও সন্তানকে নামাযি করে গড়ে তোলায় আরও অনেক ফায়দা রয়েছে। তাই মা-বাবার কর্তব্য হচ্ছে সন্তানকে রাসূলুল্লাহ (স)-এর আদেশ ও সুন্নাহ মোতাবেক গড়ে তোলা প্রত্যেক মা-বারই একান্ত কর্তব্য। আর এমন করা হলে তারা ভবিষ্যত জীবনে সৎ, নেককার হিসেবে গণ্য হয়।

www.nagorikpathagar.org

সন্তানের বিবাহ

সন্তান যখন যৌবনে পদার্পণ করে তখনই সে নানান ধরনের চিন্তা-ভাবনা ও আকাঙ্ক্ষায় লিপ্ত হয়। যখন সন্তান বয়সের এ পর্যায়ে উপনীত হয় তখন মাতা-পিতা নতুন এক ধরনের আবেগে উদ্বেলিত হয়ে ওঠেন এবং যখনই পারিপার্শ্বিক সামাজিক অবস্থা দেখেন তখনই ভবিষ্যত অবস্থা সম্পর্কে চিন্তা করেন আর তখন এ ধরনের ভয়-ভীতি ও নানা ধরনের সংশয় তাদেরকে আচ্ছন্ন করে। কখনো তাদের ভবিষ্যতের উজ্জ্বল আশা-আকাঙ্ক্ষায় আনন্দের সীমা-পরিসীমা থাকে না। আবার কখনো অমূলক ও কল্পনাপ্রসূত ভাবনায় অন্তর ক্ষত-বিক্ষত হয়ে যায়। তাদেরকে কখনো দায়িত্বানুভূতি উত্তেজিত করে ও অবিলম্বে সন্তানের এ দায়িত্ব থেকে মুক্তির জন্য অস্থির হয়ে ওঠে। সুপাত্রী ও সুন্দরী পুত্রবধূ সংসারে আনার আনন্দে তাদের অন্তরে এক ভালবাসার প্রেরণা জেগে ওঠে। আবার কখনো কন্যার জন্য নেক চরিত্রের জামাতা পাবার ব্যাপারে আল্লাহ্‌র কাছে আকুলভাবে আবেদন-নিবেদনও করে থাকেন। একদিকে সন্তান-সন্ততিকে বিবাহ করানো ও দেয়া যেমন সামাজিক দায়িত্ব ও কর্তব্য তেমনি মাতা-পিতারও আন্তরিক কামনা এটা এবং ইসলামও এক্ষেত্রে উদ্বুদ্ধ ও পথ- নির্দেশনা প্রদান করে থাকে।

বিলম্বে বিবাহের খারাপ পরিণতি

যখনই পুত্র বা কন্যা পরিণত বয়স হয়, তখনই তাদের যথাযথ সম্পর্ক স্থাপনের চিন্তা-ভাবনা করা মাতা-পিতার অন্যতম এক গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব ও কর্তব্য। আর যখনই এ ধরনের সম্পর্ক পাওয়া যাবে ঠিক তখনই তার বিবাহের ব্যবস্থা করাই সঙ্গত বিষয়। এ ব্যাপারে অহেতুক বিলম্ব করা অনেক সময় নানান লজ্জাকর পরিণাম ও বিপর্যয় ডেকে আনে। পরিণামে সমাজে মুখ দেখানোর মত কোন পথ থাকে না। এ লজ্জা মাতা-পিতার জীবনে গ্লানিকর ও বিষময় করে তুলে। কিন্তু এর দায়-দায়িত্ব মাতা-পিতার ওপর পতিত হয়। কেননা তারা সন্তানের বিবাহ দেয়ার ব্যাপারে অলসতায় বা কোন শরয়ী যুক্তিপূর্ণ কারণ ছাড়াই বিলম্ব করে। এমতাবস্থায় যৌবনের আবেগে উত্তেজনা প্রশমনের সঠিক পথ না পেলে তাদের বিপথে পরিচালিত হবার আশংকা থাকে। আর এজন্য তখন পরিবেশের কথা বলে নিজকে

www.nagorikpathagar.org

উত্তম প্রমাণ করবেন বা সন্তানদের গালমন্দ করে নিজের অপরাধ চাপা দেয়ার চেষ্টা চালাবেন তা কখনো হতে পারে না। এ রোগের সঠিক দাওয়াই হচ্ছে, আপনি আপনার দায়িত্ব ও কর্তব্য অনুভব করুন এবং এক্ষেত্রে আল্লাহর রাসূল (স) যে নির্দেশনা প্রদান করছেন তা অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে মনোযোগসহ পালন করুন। বিলম্বে বিবাহের পরিণাম শুধু উদ্ভূত খারাপ পরিস্থিতিই সৃষ্টি হয় তা নয় বরং ইসলামের দৃষ্টিতে গুনাহগার হিসেবেও চিহ্নিত হতে হয়। রাসূল (স) বলেছেন ঃ

مَنْ وَلَدَ لَهُ وَلَدٌ فَلْيُحْسِنْ اِسْمَهُ وَاَدَبَهُ فَاِذَا بَلَغَ فَلْيُزَوِّجْهُ وَاِنْ بَلَغَ وَلَمْ يُزَوِّجْهُ فَاَصَابَ اِثْمًا فَاِنَّمَا اِثْمُهُ عَلٰى اَبِيْهِ - بيهقى

"আল্লাহ যাকে সন্তান দান করেছেন তার কাজ হচ্ছে তার ভাল নাম রাখা, তাকে ভালভাবে প্রশিক্ষণ দেয়া এবং যখন সে বালেগ হবে তখন তার বিবাহ দিয়ে দেয়া। বালেগ হবার পর সে সন্তানের বিবাহ না দেয় এবং কোন গুনাহতে লিপ্ত হয় তাহলে এর শাস্তি পিতার ওপর আরোপিত হয়।"

–(বায়হাকী)

রাসূল (স) বলেছেন, তাওরাতে লিপিবদ্ধ আছে, "যে ব্যক্তির কন্যার বয়স ১২ বছর হল এবং সে তার বিবাহ দেয় না এবং সে তখন যদি কোন মন্দ কাজ করে ফেলে তাহলে তার সে মন্দ কাজের শাস্তি পিতার ওপরই বর্তাবে।"

সুযোগ্য সম্পর্কের সন্ধান

এ ব্যাপারে আপনি যথাযথ সম্পর্কের জন্য পুরোপুরি চেষ্টা করবেন। যোগ্য পাত্র বা পাত্রী না পাবার কারণেই অনেক সময় বিবাহে বিলম্ব হয়, পুত্র বা কন্যার জন্য সুযোগ্য পাত্রী বা পাত্রের প্রচেষ্টা চালানো খুবই আদর্শিক কাজ। এ চিন্তা ও চেষ্টা আপনার জন্য ফরয এবং ইসলামী শিক্ষার দাবীও এটা।

ইসলাম আপনার এমন ধরনের নির্দেশ দেয় না যে, বিবাহের ক্ষেত্রে যত খারাপ পাত্র-পাত্রীই আপনি পাবেন তা কোন প্রকার চিন্তা-ভাবনা না করেই গ্রহণ করবেন। আর এজন্য আপনি কোন খোঁজ-খবর করবেন না। মানবজীবনে বিবাহ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এবং এটা সমগ্র জীবনের

www.nagorikpathagar.org

জন্যই। এটা দুনিয়ার ভাঙ্গা-গড়া পর্যন্তই এর প্রভাব সীমাবদ্ধ থাকে না এবং পরকালীন জীবনেরও এর প্রভাব থাকে। তাই এক্ষেত্রে অত্যন্ত চিন্তা-ভাবনায় জীবন সাথী নির্বাচনের পথ অবলম্বন করা উচিত।

ইসলাম বিবাহের ব্যাপারে যে পথ নির্দেশনা দান করেছে আপনার চেষ্টা চিন্তা ইসলামের আলোকে হচ্ছে কি-না এবং ইসলাম জীবন সাথী নির্বাচনে যে পদ্ধতি নির্ধারণ করেছে সেটাই এক্ষেত্রে আপনাকে অবলম্বন করা উচিত হবে। অতএব নিজ সন্তানের জীবন সাথী নির্বাচনে ইসলামের দিক-নির্দেশনা ও মৌলিক বিষয়গুলো সামনে রেখে অগ্রসর হোন, আর দীনে যেসবের কোন গুরুত্ব নেই সেসব বিষয়ে প্রাধান্য দান করে পাত্র-পাত্রী নির্বাচনে অহেতুক বিলম্ব করা কোনক্রমেই যুক্তিসঙ্গত নয় এবং পরিণামের ক্ষেত্রে সুফলের পরিবর্তে কুফলই ডেকে আনে।

জীবন সঙ্গী নির্বাচনের মাপকাঠি ঃ ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গি

আপনি যখনই এ কাজে নিয়োজিত হবেন তখন সাধারণত পাঁচটি প্রসঙ্গ সামনে রাখা অত্যাবশ্যক।

১. ধন-সম্পদ ২. বংশ আভিজাত্য ৩. সুশ্রী এবং সৌন্দর্য ৪. দীন এবং আখলাক ৫. শিক্ষা।

অতএব সঙ্গী নির্বাচনে এ পাঁচটি বিষয় যথাযথ স্থানে গুরুত্বপূর্ণ একথা নিঃসন্দেহেই বলা যায়। বর্তমানে ধন-সম্পদের গুরুত্বকে অস্বীকার করা যায়না তাই বলে বংশ মর্যাদাও অনেক ক্ষেত্রে উপেক্ষার বিষয় নয়। জীবন সঙ্গীনি নির্বাচন প্রক্রিয়ায় সৌন্দর্য ও সুশ্রী হওয়াটাও এক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। পাত্রী নির্বাচনে এ বিষয়টি বিশেষ করে সিদ্ধান্তমূলক হয়ে থাকে। আর এ ব্যাপারটিও অস্বীকার করার কোন উপায় নেই যে, আল্লাহ্ই মানুষকে রুচি এবং সৌন্দর্য দান করেছেন এবং রূপ পছন্দ করাই এক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। শিক্ষার গুরুত্ব ও প্রয়োজন স্বীকৃত সত্য। বর্তমান সময়ে বিবাহের সম্পর্ক স্থাপনে, শিক্ষার ও ডিগ্রীকে বিশেষভাবে লক্ষ্য ও গুরুত্ব প্রদান করা হয়। এক্ষেত্রে এটাও ভাবনার বিষয় যে উচ্চ শিক্ষায় উৎসাহ উদ্দীপনা বৃদ্ধি করে এবং সভ্যতায় পরিমাপ হয় এবং এর দ্বারা মান-সম্মান বৃদ্ধির মাধ্যম হিসেবে বিবেচিত হয়। অর্থাৎ সমাজে সচ্ছল জীবন মান-সম্মানের কারণও। আর দীন ও চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের কথা। এটা সুস্পষ্ট যে, মুসলমানের কাছে

www.nagorikpathagar.org

এর গুরুত্ব ও মূল্য অবশ্যই বিবেচিত হবে। প্রস্তাবিত ব্যক্তির মধ্যে মুসলমান মাতা-পিতা সবকিছু দেখবেন অথচ দীন ও চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের ব্যাপারটির গুরুত্ব উপেক্ষা করবেন বা কোন আমলই দেবেন না, তা মুসলিম সমাজে কোনক্রমেই কাম্য নয়।

আপনার আশা-আকাঙ্ক্ষার ক্ষেত্রে এ পাঁচটি বিষয় বিবেচিত হবে। তখন আপনার এ আকাঙ্ক্ষা শুভ বলে গণ্য হবে। আর তখনই বলা যাবে আপনার আশা ও প্রচেষ্টা সঠিক। কোন্ পিতা-মাতা কখনো চিন্তাও করে না যে, তার সন্তানেরা এসব গুণে গুণান্বিত জীবন সাথী লাভ করা থেকে বঞ্চিত থাকুক? আর আপনার এসব আশা-আকাঙ্ক্ষা ও চিন্তা-চেতনাকে কখনো ইসলাম অবমূল্যায়ন করে না বরং এ আবেগের মর্যাদাই দান করে।

সৌভাগ্যক্রমে যদি এ সকল গুণে বিভূষিত পাত্র-পাত্রী পেয়ে যান তাহলে তা হবে আল্লাহ্‌র বিশেষ নিয়ামত ও অবদান। সম্পর্ক স্থাপনের ক্ষেত্রে সব গুণ একত্রে পাওয়া খুবই দূরহ ব্যাপার। যদি কারোর মধ্যে কিছু গুণ পাওয়া যায় আবার কিছু খারাপও পাওয়া যায়। এমতাবস্থায় সর্বাগ্রে ইসলামী দৃষ্টিকোণকে বিবেচনায় রাখতে হবে এবং ইসলাম যে গুণকে প্রাধান্য দান করেছে একেই অগ্রাধিকার প্রদান করতে হবে।

রাসূল (স)-এর নির্দেশনা

রাসূল (স)-এর নির্দেশ হচ্ছে পাত্র বা পাত্রী নির্বাচনে সর্বপ্রথম দীন ও আখলাকের বিষয়টিকেই গুরুত্ব পাবে। এ ব্যাপারে অন্য চারটির মধ্যে কোনটি যদি পাওয়া যায় তখন আল্লাহ্‌র শোকরিয়া আদায় করতে হবে। এরপর আর বিয়েতে অনর্থক বিলম্ব করা অনুচিত। আর সে আত্মীয়তা বা সম্পর্ক গ্রহণযোগ্য নয়, যে সম্পর্কে সকল গুণই বিদ্যমান কিন্তু দীন ও আখলাক নেই। বিবাহের ক্ষেত্রে সর্বপ্রথম মুসলমান মাতা-পিতার দেখার বিষয় হচ্ছে দীন ও আখলাক সম্পর্কিত বিষয়টি। যার মধ্যে তা নেই অন্যান্য বিষয় উদাহরণতুল্য হলেও আপনার সন্তানের জীবন সাথী যোগ্য হতে পারে না। এক্ষেত্রে অন্যান্য দুর্বলতা সহ্য করা যায় কিন্তু কোন বড় বড় গুণের জন্যও দীন ও আখলাকের অবহেলা করা যায় না। দীন ও আখলাকের ক্ষতি অন্য কোন গুণ দিয়ে পূরণ করা কখনো সম্ভব নয়। রাসূল (স)-এর নির্দেশ ঃ "বিবাহ সাধারণত মেয়েদের জন্য চারটি বিষয় দেখা

www.nagorikpathagar.org

হয়। সে চারটি বিষয় হচ্ছে ঃ ধন-সম্পদ, বংশীয় আভিজাত্য, রূপ ও যৌবন এবং দীন ও আখলাক। তোমরা দীনদার মহিলাকে বিবাহ কর। এতেই তোমাদের জন্য কল্যাণ নিহিত রয়েছে।" এ হাদীসে এ দিক-নির্দেশনাই প্রদান করে যে, আপনি সন্তানের জন্য সংসারে এমন বধু আনুন যে দীনদার এবং উত্তম। এমন বধূর দ্বারাই আপনার ঘর সংসারে ইসলামের ইসলামী পরিবেশের সৃষ্টি হতে পারে। আর এ ধরনের বধুর থেকেই এ আশা করা যায় যে, তার কোলেই এ ধরনের সন্তান আসবে, যে দীন ও ঈমানের ক্ষেত্রে হবে সুদৃঢ় এবং ইসলামের জন্য হবে আত্ম-নিবেদিত।

অনুরূপভাবে জামাতা ও বধূ নির্বাচনেও রাসূল (স)-এর নির্দেশ রয়েছে। সে নির্দেশেও দীন এবং আখলাকের সে বৈশিষ্ট্যই উল্লেখ করা হয়েছে। হযরত আবু হোরয়রা (রা)-এর বর্ণনা রাসূল (স) বলেছেন, "যখন তোমাদের কাছে এমন কোন ব্যক্তি বিয়ের প্রস্তাব প্রেরণ করে যার দীন ও আখলাকে তোমরা সন্তুষ্ট, তখন তার সাথেই বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হও। যদি তোমরা তা উপেক্ষা কর, তখন জমিনে মারাত্মক ধরনের বিপর্যয় সৃষ্টি দেখা দেবে।

হাদীসের সিদ্ধান্তমূলক এ নির্দেশনা আপনাকে এ পথই প্রদর্শন করে যে, যখন আপনার কাছে এমন কোন পাত্রের প্রস্তাব আসে, যার দীন ও আখলাকে আপনি সন্তুষ্ট আর এর জন্যও আপনার কাছে আস্থামূলক তথ্য রয়েছে যে, পাত্রটি আল্লাহ্ভীরু, দীনদার, নামায-রোযা পালনকারী এবং ইসলামী নৈতিকতায় সুসমামণ্ডিত। তাহলে অহেতুক আর বিলম্ব করা কোনক্রমেই উচিত নয় তখন আল্লাহ্ ভরসা করে তার সাথেই বিবাহের আয়োজন করুন আর এক্ষেত্রে কল্যাণের আশা রাখুন। কেননা মুসলমানের বিবাহের সম্পর্ক স্থাপনের প্রথম গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে দীন ও ঈমান। যে সমাজে দীন ও ঈমানকে অবহেলা প্রদর্শন করে ইসলাম বহির্ভূত বিষয়কে প্রাধান্য ও গুরুত্ব দেয়া হয় বা ধন-সম্পদ ও রূপ-যৌবনকে দীন ও আখলাকের ওপর অগ্রাধিকার প্রদান করা হয়। তখন সে সমাজে ফিতনা ও ফাসাদের মত এমন মারাত্মক ব্যাধি সৃষ্টি হয় আর দুনিয়ার কোন শক্তিই এমন পরিবারও সমাজকে বিপর্যয়ের হাত থেকে রক্ষা করতে সক্ষম হয় না। বর্তমান পারিবারিক জীবনে যেসব মারাত্মক ধরনের বিপর্যয় লক্ষ্য করা যায় এর মূলেও উল্লেখিত বিষয়গুলো বিদ্যমান। আর যৌতুক নামক যে

www.nagorikpathagar.org

প্রথাটি মুসলিম সমাজে বাসা বেঁধেছে এর বিষময় ফলাফল উপরোল্লেখিত কারণগুলো থেকেই সৃষ্ট হয়েছে আর এর পরিণাম ও পরিণতি আমরা অহরহই প্রত্যক্ষ করছি।

মাতা-পিতার যত্ন নেয়া প্রতিটি সন্তানের কর্তব্য

জীবনের মূল কাঠামোই হচ্ছে পরিবার। এ পরিবারই সৃষ্টি করে সমাজের ভবিষ্যত বংশধরদের। সে সদস্যরা থাকে পরিবারকে ঘিরে। তাদের নিয়ে তৈরি হয় প্রতিটি মানুষের স্বপ্নের জগত। পরিবারের বয়োজ্যেষ্ঠ প্রতিনিয়ত চেষ্টা করেন নানা প্রতিকূলতার মাঝে নিজ সংসারের সব দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করতে।

অভিভাবক তাদের সাধ্যানুযায়ী সন্তানদের মানুষ করতে কায়িক ও মানসিক পরিশ্রম করতে থাকেন। অফুরন্ত আশা-উদ্দীপনা নিয়ে একরাশ স্বপ্নের মধ্যে তারা সন্তানকে মানুষের মত মানুষ করে গড়ে তোলার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করেন। সন্তানরা সুশিক্ষিত হয়ে সমাজে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করে সুনাম অর্জন করে। আর এতে বাবা-মা যে আত্মতৃপ্তি পান তা লিখে বা বলে বোঝানো যাবে না। কিন্তু এ সন্তানরা যখন নিজেদের পায়ে দাঁড়িয়ে যায়, তখন তারা এ মূল্যবোধের কথা বিস্মৃত হয়। ভুলে যায় এ ত্যাগ-তিতিক্ষার কথা। ম্লান হয়ে যায় তাদের কাছে স্নেহের মূল্য। কারণ এ বাবা-মা বৃদ্ধ হলে সন্তানরা তখন তাদের বোঝাস্বরূপ মনে করে যা বর্তমানকালে প্রায় প্রতি পরিবারেই লক্ষ্য করা যায়।

একটি পরিবারের বাবা-মায়ের শেষ জীবনের কথা। এমন একটি পরিবারের ৪ ছেলে ও ৬ মেয়ে সন্তান ছিল। বাবা-মা সময়মত প্রত্যেক মেয়েকে উচ্চশিক্ষিত করে গড়ে শিক্ষিত মহলে বিয়ে দেন। ছেলেদেরও জীবনের সর্বোচ্চ পড়াশোনা করিয়ে শিক্ষিত বউ ঘরে আনেন, কিন্তু তাদের বড় দু'মেয়ে ছাড়া বাকি ৮ জনই বিদেশে পাড়ি জমায়। তারা সবাই নিজেদের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যময় ভবিষ্যতের জন্য সেখানেই প্রতিষ্ঠিত হয়। ফলে বাবা-মাকে দেখার আর কেউ থাকে না। তাই বাধ্য হয়ে তারা বিদেশে ছেলে-মেয়েদের কাছে চলে যান। কিন্তু বৃদ্ধা (মা) খুবই অসুস্থ ছিলেন, তখন সেখানে হাসপাতালে তাকে ভর্তি করা হয়। ছেলে-মেয়েরা যথারীতি দেখতে যেত, কিন্তু মহিলার নিজ দেশে ফেরার আকুতি ছিল। তাই চুপ

www.nagorikpathagar.org

করে থাকতেন। এভাবে কিছুদিন থাকার পর শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। বিদেশে বৃদ্ধ হলে, অসুস্থ হলে কারও বাসায় কেউ রাখে না। বাবা অতি বৃদ্ধ হওয়ায় সেখানকার বৃদ্ধাশ্রমে দিন কাটিয়ে একদিন তিনিও সবাইকে মুক্তি দিয়ে পরপারে চলে যান। খুবই হৃদয়বিদারক ঘটনা, ভাবলে চোখ ভিজে যায়। যারা একদিন নিজ জীবনের সুখ-দুঃখকে কখনও প্রশ্রয় দেননি, অথচ তাদের জীবনের শেষ পরিণতিতে এ অসম্পূর্ণতা! কি নিষ্ঠুর পরিণতি। আরও একটি ঘটনা, বড় সরকারি চাকরিরত লোকের বিধবা স্ত্রীকে ৪ মেয়ে ও ১ ছেলে থাকার পরও তাকে সন্তানহীনা অবস্থায় বেঁচে থাকতে হয়েছিল। মহিলা বৃদ্ধাবস্থায় অসুস্থ হয়ে পড়ায় কোন সন্তানই তাকে কাছে রেখে দেখাশোনা করতে রাজি হয়নি। তাই একান্ত বাধ্য হয়ে তিনি ছোট ভাইয়ের স্ত্রীর কাছে থাকেন, পাশেই ভাতিজি থাকতেন। সম্পূর্ণ খরচ তিনি নিজেই দিয়েছেন। কিন্তু দায়িত্বটুকু ছোট ভাইয়ের বৌ পালন করেছে। কারণ এক সময় তারা এ মহিলার বাড়িতেই থেকেছে। আর সে ঋণের কৃতজ্ঞতাবোধ ও মমত্ববোধ কাজ করছে। তার সন্তানদের মধ্যেও মমত্ববোধ ছিল, কিন্তু দায়িত্ববোধ কাজ করেনি। অথচ সন্তানদের মানুষ করতে, তাদের সুখী জীবন দিতে কত কষ্টই না করতে হয়েছে। আর সে সন্তানদের মাঝে তার স্থান হল না। সন্তান পালন কি এজন্য? তাহলে এ বিবেকহীন সন্তানদের কি নাম দেয়া যায়? আরও শুনুন এক সন্তানের জননীর কথা। তিনি উচ্চ শিক্ষিত ও প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। স্বামীও ছিলেন সমাজের একজন প্রতিষ্ঠিত অ্যাডভোকেট। মহিলা পেশাগতভাবে শিক্ষিকা (সরকারি), একটিমাত্র ছেলে সন্তান ছিল। ছেলে একটু বড় হলে তাকে বিদেশে পড়তে পাঠানো হয়। ছেলে সেখানে পড়াশোনা শেষ করে এক বিদেশি সুন্দরী মেয়েকে বিয়ে করে আনে। এ ঘটনা বাবা বেশ ভালভাবেই মেনে নেন। কিন্তু মা কোনভাবেই মেনে নিতে পারেননি। দু'টি নাতনিকে দেখেও খুশি হতে পারেননি। কারণ এ সন্তানকে ঘিরেই ছিল মহিলার সারা জীবনের স্বাধ-স্বপ্ন। সর্বসত্তা জুড়ে ছিল এ সন্তান। ছেলে নামকাওয়াস্তে দেখতে এসেছে। আর ছেলে ডাক্তার হওয়া সত্ত্বেও মায়ের কোন চিকিৎসা করেনি। বলত, এসব রোগী ভাল হয় না। অবশ্য ছেলের মাঝে যে, এ অপরাধবোধ কাজ করেছে তা নয় আর তাই বছর না ঘুরতেই দেশে এসে তাদের দেখে যেত। এমনি করে দিন-মাস বছর পেরিয়ে অশান্তির মাঝে সময় কেটে যাচ্ছিল। বিষয়টি ছিল খুবই মর্মান্তিক!

www.nagorikpathagar.org

ভদ্র মহিলার স্বামীর বয়স হয়েছিল কিন্তু চলাফেরা করতে পারতেন ভালভাবেই। কিন্তু হঠাৎ একদিন ভদ্রলোক হার্ট অ্যাটাক করে মারা যান। মহিলা তখন পুরনো কাজের লোকের কাছে থাকতেন। ছেলে মাঝে মাঝে দেখতে এসেছে। এরপর একদিন মহিলা খুবই অসুস্থ হয়ে পড়েন। ছেলে বিদেশ থেকে এসে হাসপাতালের কাছে বাসা ঠিক করে দিয়ে যায় তার ছোট ভাইয়ের পরিবারের সাথে থাকার জন্য। মহিলা এক সময় ছোট ভাইকে পড়িয়েছিলেন, তাছাড়া তাকে খুবই স্নেহ করতেন। তাই কৃতজ্ঞতা-বোধ ও প্রয়োজন বোধে ভাই তার বোনের দেখাশোনা করে। খরচ সম্পূর্ণ সে মহিলার ছেলেই দেয়। মহিলার মনে অবশ্য নিজের বাড়িতে না থাকতে পারায় আক্ষেপ ছিল। অর্থাৎ তাদের নিজস্ব বাড়িটা বিক্রি করে দেয় ছেলে। তিনি প্রায় চার মাস ভাইয়ের পরিবারের সাথে থেকে মারা যান। ছেলে ফোন করে প্রতিদিনই খবর নিতে, কিন্তু চলমান জীবনের সাথে এমনিভাবে জড়িয়ে ছিল যে দুঃখিনী মহিলার সন্তানহীনার নাম ঘোচাতে সক্ষম হয়নি। অথচ মহিলা অর্থবিত্ত, শিক্ষা সব কিছু থেকেও সম্পূর্ণ নিঃস্বই ছিলেন। তাই যদি সন্তানের মত সন্তান না হয় তাহলে বন্ধ্যা অভিধাটিই ভাল। এ যেন জীবন যন্ত্রণার চরম এক পরিণতি। -(সংযোজন ঃ সম্পাদক)

বৃদ্ধ বয়সে এটাই ছিল আমার ভাগ্য। ছেলে-মেয়েরা ঢাকায় থাকলেও দেখতে আসে না, তাদের সময় নেই। সিরাজউদ্দিন বা নাসিমা বেগমের মত যারা বৃদ্ধ নিবাসে আছেন, তাদের অনেকেই তাদের ছেলেমেয়েরা দিয়ে গিয়েছে কারও বা নিকটাত্মীয়। কর্তৃপক্ষ জানান, এখানে যারা থাকেন, তারা সবাই মিলে একটা নতুন পরিবার তৈরী করে নেন। এখানে তারা নির্ভাবনায় সম্মানের সাথে, আনন্দের সাথে বাকী দিনগুলো কাটাতে পারেন।

সব প্রাপ্তির মাঝেও এখানে যা নেই তা হচ্ছে পরিবারের সান্নিধ্য। বৃদ্ধ বয়সে মানুষ তার সন্তান, নাতি-নাতনীদের সাথে একত্রে থাকতে চান। তাদের সাথে জীবনের আনন্দ ভাগাভাগি করে নিতে চান। অথচ বিভিন্ন উৎসব, যেমন ঈদের দিনেও যখন তারা তাদের সন্তানদের কাছে পান না, সন্তানেরা কোন খোঁজ-খবর নেয় না, তখন অনেকেই নীরবে অশ্রুপাত করেন। কেউ থাকে না সাথে তখন তাদের সঙ্গী কেবল দীর্ঘশ্বাস। কবির ভাষায় ভাগ্যের নির্মম পরিহাস সম্পর্কে বলতে হয় ঃ

www.nagorikpathagar.org

'তুমি কি দেখেছ কভু জীবনের পরাজয়
দুঃখের দহনে করুন রোদনে তিলে তিলে তার ক্ষয়।
আমি তো দেখেছি কত যে স্বপ্ন
অকালেই ঝড়ে যায়।
শুকনো পাতার মর্মর বাজে
কত সুর বেদনায়।
আকাশে বাতাসে নিষ্ফুল আশা
হাহাকার হয়ে রয়
দুঃখের দহনে করুন রোদনে
তিলে তিলে তার ক্ষয়
প্রতিদিন কত খবর আসে যে
কাগজের পাতা ভরে
জীবন পাতার অনেক খবর
রয়ে যায় অগোচরে,-
কেউ তো জানেনা প্রাণের আকুতি
বারে বারে সে কি চায়
স্বার্থের টানে প্রয়োজন কেন
দুরে সরে চলে যায়
ধরনীর বুকে পাশাপাশি
তবু লয় যেন কারো কেউ
দুঃখের.....।

এ ধরণের কাজে যারা লিপ্ত তাদের জানা উচিত এ জীবনটাই প্রকৃত জীবন নয়। এ হচ্ছে আনন্দ ভরা জীবনের এক প্রতিচ্ছবি। আল্লাহ্ প্রদত্ত যে জীবন দান করা হয়েছে- তা চিরকাল থাকবে না। একদিন আল্লাহ্র কাছে তোমাকে এ জীবন নিয়েই উপস্থিত হয়ে তোমাকে এর জবাবদিহি করতে হবে। প্রত্যেক মানুষই জাগতিক জীবনের আমলের সম্পূর্ণ বিনিময় পাবে। অর্থাৎ মানুষ পৃথিবীতে যে যা কাজ করেছে এর চূড়ান্ত প্রতিদান পরকালে পাবে। পবিত্র কুরআনে কিয়ামতের দিনকে প্রতিদান দিবস, মীমাংশার দিন

www.nagorikpathagar.org

এবং হিসেব-নিকেশের দিন বলে উল্লেখ করা হয়েছে। সেখানে সেদিন আত্মীয়-স্বজন কারো কোন কাজে আসবেনা। কোন শক্তিরই প্রভাব থাকবেনা। সেটা হবে নিরাশ্রয় ও জগত। সে দিন প্রত্যেকের আমলনামা উপস্থিত করা হবে এবং জাগতিক জীবনের করনীয় প্রত্যেক সৎ ও অসৎকাজ সামনে উপস্থাপন করা হবে। মহান আল্লাহ্ বলেছেন ঃ

সেদিন লোক ভিন্ন ভিন্ন দলে বের হবে, কারণ তাদেরকে তাদের আমল দেখানো হবে। কেউ অনু পরিমাণ ভাল কাজ করলে তাও দেখবে, আর কেউ অনু পরিমাণ অসৎকাজ করলে তাও দেখবে। ইহজগতে মানুষ বসবাসের সময়ই তার কৃতকর্মের অধিকাংশই ভুলে যায়। তাহলে আখিরাতেও কি এসব তার মনে থাকবে? হ্যাঁ, থাকবে। মহান আল্লাহ্ সব কিছুরই খবর রাখেন। যে দিন আল্লাহ্ এদের সকলকে একত্রে পুনরুক্ষিত করবেন এবং এদের কে জানিয়ে দেবেন, তারা যা পৃথিবীতে করেছিল। আল্লাহ্ হিসেব রেখেছেন যদিও তারা বিস্মৃত হয়েছে। কুরআনে সে দিনকে উপলক্ষ করে বলা হয়েছে ঃ আর যাদের পাল্লা হালকা হবে তারা সে সব লোক যারা নিজেদের ক্ষতি নিজেরাই করেছে। ফলে তারা অনন্তকালের জন্য জাহান্নামের অধিবাসী হবে। -(সূরা মুমিনূন ঃ ১০৩)

আজকে যারা সন্তান, বয়সে তরুণ-তরুণী, এক সময় তারাও বাবা-মা হবেন। এমনকি প্রবীণ অর্থাৎ বৃদ্ধ-বৃদ্ধা হবেন। তারা তাদের বাবা-মায়ের সাথে যে আচরণ করবে, তাদের ছেলে-মেয়েও তাদের কাছ থেকে সে শিক্ষাই পাবে। তাই সব সন্তানেরই উচিত বৃদ্ধ বয়সে বাবা-মাকে সঙ্গ দেয়া, তাদের সেবা-যত্ন করা। বাবা-মা যেন কোন কারণে সন্তানের কাছ থেকে কষ্ট না পায়, সেদিকে লক্ষ্য রাখা প্রতিটি সন্তানের একান্তভাবেই দায়িত্ব-কর্তব্য। তাই প্রত্যেক সন্তানের উচিত সম্পাদকের ভাষায় ঃ আমরা সারাজীবন আমাদের ছেলেমেয়েদের শিক্ষা দেই এবং তারাও আমাদের শিক্ষা দেয়। আর সঠিকভাবে বলা হলে আমাদের ছেলেমেয়েদের প্রভাবে আমরা নিজেরাই নিজদেরকে শিক্ষিত করে তুলি এবং এর একমাত্র উদ্দেশ্য আমরা যেন সর্বদা তাদের কাজে লাগি এবং তারাও যেন আমাদের দুঃসময়ে আমাদের কাজে লাগে এমন কামনা উভয়পক্ষেরই হওয়া উচিত। -(সম্পাদক)

সমাপ্ত

www.nagorikpathagar.org

আমাদের প্রকাশিত ও পরিবেশিত বই

১। খন্দকার আবুল খায়ের-এর দারসে কুরআন সিরিজ ঃ ১-৪২
২। কেয়ামতের বিভীষিকা (১-২)
৩। পর্দা কি কেন পর্দা কর না?
৪। এন্তেখাবে হাদীস
৫। কোরআন তেলাওয়াতের ফযীলত
৬। রাহে আমল (১-২)
৭। কবীরা গুনাহ
৮। গীবত
৯। আসান ফিকাহ্ (১-২)
১০। আদাবে জিন্দেগী
১১। ওমর ইবনে আব্দুল আজিজ
১২। আল-কুরআন ইজ অল সায়েন্স
১৩। কারাগারে রাতদিন
১৪। ইসলামী আকীদা
১৫। এহ্ইয়াউস সুনান
১৬। হাদীসের নামে জালিয়াতি
১৭। রাহে বেলায়েত
১৮। পোশাক, পর্দা ও দেহসজ্জা
১৯। আল মাউযুআত
২০। মুসলমানী নেসাব
২১। বাংলাদেশে উশর বা ফসলের যাকাত
২২। ইসলামে নামে জঙ্গিবাদ
২৩। খুতবাতুল ইসলাম
২৪। বাইবেল, কোরআন, বিজ্ঞান
২৫। কোরআনের বিষয় অভিধান
২৬। কোরআন ব্যাখ্যার মূলনীতি
২৭। লজ্জা-শরমের কথা
২৮। সামাজিক কাজ
২৯। আল্লাহ্র পথে ব্যয়
৩০। বোরকা ওড়না সাজ-সজ্জা
৩১। মানুষের জিজ্ঞাসা আল্লাহ্র জবাব
৩২। নির্বাচিত হাজার হাদীস
৩৩। যাদেরাহ
৩৪। মাতা-পিতা ও সন্তানের অধিকার

www.nagorikpathagar.org

www.nagorikpathagar.org

আমাদের প্রকাশিত বইসমূহ

- আসান ফিকাহ্-১
- আসান ফিকাহ্-২
- ফিকহ্ মুহাম্মদী ১-৩
- পয়গামে মুহাম্মদী
- যাদেরাহ্ বা পথের সম্বল
- মাতা-পিতা ও সন্তানের অধিকার
- রাসুলুল্লাহ (সা.) বিপ্লবী জীবন
- কবীরা গুনাহ্
- গীবত বা পরনিন্দা
- মহিলা সাহাবী
- জান্নাতী দশ সাহাবী
- যে অতীত প্রেরণা যোগায়-১
- যে অতীত প্রেরণা যোগায়-২
- বাদশাহ্ সোলাইমান (আ.)
- শিশুতোষ পাঁচ পয়গাম্বর
- শিশুতোষ চার খলিফা
- দৈনন্দিন রাসূল (স.) যেসব জিকির ও দু'আ পড়তেন
- দাওয়াতী কাজ কিভাবে করব
- জান্নাত লাভের উপায়
- কেয়ামত বা কিতাবুল ফিতান
- বোখারা সমরকন্দের করুণ ইতিহাস
- জাহান্নামের আগুণ থেকে পরিবারকে বাঁচান
- বাইবেল কুরআন ও বিজ্ঞান
- কুরআনের বিষয় অভিধান
- লোগাতুল কুরআন
- ক্রুসেড সমগ্র (১-৩)
- কায়সার ও কিসরা
- হেযাজের কাফেলা
- সীমান্ত ঈগল
- ইউসূফ বিন তাশফিন
- শেষ বিকালের কান্না
- আঁধার রাতের মুসাফির
- কিং সায়মনের রাজত্ব
- মহাবীর সুলতান মাহমুদ
- আলোর কুসুম
- ইরান তুরান কাবার পথে
- ভারত স্বাধীন হলো
- আঁধারে আলো
- টিপু সুলতান
- নাম তার ফররুখ
- নির্বাচিত কুরআন-হাদীস সংকলন
- সকাল সন্ধার শ্রেষ্ঠ আমল
- যে যে যুদ্ধে রাসুল (স.) সেনাপতি ছিলেন

তাক্বিয়া বুক ডিপো

পাঠক বন্ধু মার্কেট, ৫০ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

মোবা: ০১৯২৪৭৩৩৮১৫, ০১৭৯১৭৪৮৮৬৬